Peace

# রাসূলের প্রশ্ন
# সাহাবীদের জবাব

# সাহাবীদের প্রশ্ন
# রাসূলের জবাব

মূল

আল্লামা সালমান নাসিফ আদ দাহদুহ

Contents



# রাসূলের প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব
# সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূলের জবাব

Contents

Contents

# রাসূলের প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব
# সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূলের জবাব

প্রকাশক
মো: রফিকুল ইসলাম

পিস পাবলিকেশন
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭; ০২-৯৫৭১০৯২

প্রথম প্রকাশ : ২৬ মার্চ ২০১৪ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

মূল্য : ৩০০.০০ টাকা।

www.peacepublication.com
email : peacerafiq56@yahoo.com
peacerafiq@gmail.com
ISBN-৯৭৮-৯৮৪-৮৮৮৫-৬২-৮

Contents

# ভূমিকা

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। সকল প্রশংসা সেই রাব্বুল আলামীনের দরবারে যার অশেষ কৃপায় **আল্লামা সালমান নাসিফ আদ দাহদুহ** রচিত

اَلرَّسُوْلُ يَسْأَلُ وَالصَّحَابِيُّ يُجِيْبُ

اَلصَّحَابِيُّ يَسْأَلُ وَالنَّبِيُّ يُجِيْبُ

নামক গ্রন্থটি আমরা

**"রাসূলের প্রশ্ন সাহাবীদের জবাব**
**সাহাবীদের প্রশ্ন রাসূলের জবাব"**

নামে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরেছি। প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে জানার পদ্ধতি মানুষ সৃষ্টির সূচনাতেই শুরু হয়েছিলো। মহান আল্লাহ মানুষদেরকে প্রশ্ন করেছিলেন,

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

আমি কি তোমাদের প্রভু নই? জবাবে আমরা বলেছিলাম بَلٰى "হ্যাঁ"। মানব সৃষ্টির সূচনালগ্নে মহান আল্লাহকে ফেরেশতারা প্রশ্ন করেছিল,

اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ

আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যারা ঝগড়া-ফাসাাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? উত্তরে আল্লাহ বলেন,

اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

"আমি যা জানি তোমরা তা জান না।" মানব সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ আদমকে সামনে রেখে ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করে বলেন,

أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

"যদি তোমরা সত্যবাদী (তোমাদের পূর্বের কথায় অবিচল থাক) হও তবে এ জিনিসগুলোর নাম বলে দাও।

এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন চলতে থাকে। জীবরাঈল আ. রাসূল ﷺ -কে প্রশ্ন করার মাধ্যমে সকল সাহাবীদের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা দেন। প্রশ্নগুলো হলো- রহমত কী? ইহসান কী? ইত্যাদি। মহান আল্লাহ কুরআনে মাজীদে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে আদেশ দিয়ে বলেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"যদি তোমরা না জান তবে যে জানে তার কাছে জিজ্ঞাসা কর।"

তাই বাংলাভাষায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে এ গ্রন্থটি প্রকাশ করলাম। সর্বোপরি পাঠকদেরকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করার লক্ষ্যে এ বইয়ে ঈমান ও ইসলাম, নিয়ত ও ইখলাস, ইলম বা জ্ঞান, পবিত্রতা, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্ব ও ওমরা, বিবাহ তালাক ও ইদ্দত, ফারায়েজ ওসিয়াত ও আযাদ করণ, জিহাদ, ক্রয় বিক্রয়, ক্ষমতা ও বিচার, শিকার ও জবাই, অপরাধের শাস্তি, খাবার ও পানীয়, পোষাক, সৎকাজ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, শিষ্টাচার, জিকির ও দোয়া, তাওবা, চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক, জানাযাহ্, স্বপ্ন, কোরআন পাঠ ও তার ফযিলত, কিয়ামত, জান্নাত-জাহান্নাম, সাহাবীদের মর্যাদা, তাফসীর, কিয়ামতের আলামত ইত্যাদি নানা বিষয়াদি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীদের কথোপকথের ভঙ্গিতে সুস্পষ্টভাবে সুচারুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Contents

# সূচিপত্র

## প্রথম খণ্ড

### অধ্যায়-১ : ঈমান ও ইসলাম



### অধ্যায়-২ : ইলম বা জ্ঞান



### অধ্যায়-৩ : পবিত্রতা

Contents



## অধ্যায়-৪ : নামাজ



## অধ্যায়-৫ : যাকাত



## অধ্যায়-৬ : রোযা

Contents



## অধ্যায়-৭ : হজ্জ



## অধ্যায়-৮ : জিহাদ



## অধ্যায়-৯ : বিবাহ



## অধ্যায়-১০ : ফারায়েজ, অসিয়ত, দান

Contents



## অধ্যায়-১১ : ক্রয় বিক্রয়



## অধ্যায়-১২ : অপরাধের শাস্তি



## অধ্যায়-১৩ : নেতৃত্ব ও বিচার



## অধ্যায়-১৪ : নিয়ত ও মান্নত



## অধ্যায়-১৫ : শিকার করা



## অধ্যায়-১৬ : পোশাক পরিচ্ছদ

## Contents



## অধ্যায়-১৭ : ধার্মিকতা



## অধ্যায়-১৮ : শিষ্টাচার



## অধ্যায়-১৯ : জিকির ও দোয়া



## অধ্যায়-২০ : তাওবা

## Contents





## অধ্যায়-২১ : চিকিৎসা



## অধ্যায়-২২ : জানাযাহ্



## অধ্যায়-২৩ : কুরআনের ফযিলত



## অধ্যায়-২৪ : সাহাবীদের মর্যাদা



## অধ্যায়-২৫ : জান্নাত ও জাহান্নাম



## অধ্যায়-২৬ : তাফসীর

Contents

# সূচিপত্র

## ২য় খণ্ড

### প্রথম অধ্যায় : ঈমান ও ইসলাম



### দ্বিতীয় অধ্যায় : নিয়ত ও ইখলাস



### তৃতীয় অধ্যায় : ইলম বা জ্ঞান



### চতুর্থ অধ্যায় : পবিত্রতা

Contents





## পঞ্চম অধ্যায় : নামাজ

Contents



## ষষ্ঠ অধ্যায় : যাকাত



## সপ্তম অধ্যায় : রোজা

Contents





## অষ্টম অধ্যায় : হজ্ব ও ওমরা



## নবম অধ্যায় : জিহাদ

Contents





## দশম অধ্যায় : বিবাহ তালাক ও ইদ্দত

Contents

Contents



## ত্রয়োদশ অধ্যায় : অপরাধের শাস্তি



## চতুর্দশ অধ্যায় : ক্ষমতা ও বিচার



## পঞ্চদশ অধ্যায় : শপথ ও মান্নত



## ষোড়শ অধ্যায় : শিকার ও জবাই



## সপ্তদশ অধ্যায় : খাবার ও পানীয়

Contents



## অষ্টদশ অধ্যায় : পোশাক



## উনবিংশ অধ্যায় : সৎকাজ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা



## বিংশ অধ্যায় : শিষ্টাচার

## Contents





### একবিংশ অধ্যায় : জিকির ও দোয়া



### ২২শ অধ্যায় : তাওবা ও তপস্যা

Contents

# Contents





## ২৫শ অধ্যায় : সাহাবীদের মর্যাদা



## ২৬শ অধ্যায় : স্বপ্ন



## ২৭শ অধ্যায় : কোরআন পাঠ ও উহার ফযিলত



## ২৮শ অধ্যায় : কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম

Contents

Contents

# প্রথম খণ্ড

## অধ্যায়-১ : ঈমান ও ইসলাম

### পাঠ-১ : আল্লাহর কিতাব ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ্ আঁকড়ে ধরার প্রতি উৎসাহ

**প্রশ্ন-১. তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ না আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল?**

**উত্তর :** ত্বিবরানী তার 'আল কাবীর' গ্রন্থে আবু শুরাই থেকে বর্ণনা করেন, আবু শুরাই বলেন, রাসূল ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে এসে বললেন- তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ না? আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল।

সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) বললেন- অবশ্যই সাক্ষ্য দিচ্ছি।

রাসূল ﷺ বললেন- নিশ্চয়ই এই কুরআনের একদিক আল্লাহর হাতে অন্যদিক তোমাদের হাতে সুতারাং তোমরা তা ভাল ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না এবং ধ্বংস হবে না।

**উপকারীতা :** কুরআন হলো আল্লাহ্ এবং বান্দার মাঝে সেতুবন্ধন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তায়ালা হুকুম প্রধানকারী কুরআনকে নাযিল করেছেন। যা তার আদিষ্ট বান্দাদের সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং তিনি কুরআন দ্বারা বান্দাদেরকে তার রহমতে শামিল করবেন। সুতারাং যে ব্যাক্তি ইখলাসের সাথে কুরআন পাঠ করবে তার উপর রহমত বর্ষিত হবে এবং আল্লাহ্ তার দেখাশুনা করবেন।

সুতারাং কুরআনের অর্থকে অনুধাবন করা ও তার আদেশগুলো পালন করা মুসলমানদের কর্তব্য। এবং তার আলোতে নিজেকে আলোকিত করা যাতে করে তাদের থেকে অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আর কোরআন হলো সঠিক প্রদর্শনকারী ও সত্যের দিকে আহবানকারী। আর তাতে রয়েছে আহকাম ও উত্তম চরিত্র।

**প্রশ্ন-২. তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ না আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল আর এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত?**

**উত্তর :** জুবাইর বিন মাত্বআ'ম থেকে ত্বিবরানী ও বাযযার বর্ণনা করেন, জুবাইর বিন মাত্বআ'ম বলেন- আমরা জুহ্ফাহ্ নামক স্থানে রাসূল -এর সাথে ছিলাম। তখন রাসূল বললেন- তোমরা কি সাক্ষ্য দিচ্ছ না আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল আর এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত?

আমরা বললাম- অবশ্যই সাক্ষ্য দিচ্ছি।

রাসূল বললেন- তাহলে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই এই কোরআনের একদিক আল্লাহর হাতে অন্যদিক তোমাদের হাতে। সুতারাং তোমরা তা ভাল ভাবে আঁকড়ে ধর তাহলে তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না এবং ধ্বংস হবে না।

**উপকারীতা :** পূর্ববর্তী প্রশ্ন আর এই প্রশ্ন একই অর্থ।

## পাঠ-২ : ঈমানের দৃঢ় বন্ধন

**প্রশ্ন-৩. ইসলামের দৃঢ় বন্ধন কী?**

**উত্তর :** বারা বিন আযেব থেকে আহমদ বায়হাক্বী ও ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা নবী কারীম -এর নিকট বসা ছিলাম তখন তিনি বললেন- ইসলামের দৃঢ় বন্ধন কী?

সাহাবীগণ বললেন- নামায।

রাসূল বললেন- ঠিক, এবং আর কি?

সাহাবীগণ বললেন- রমযানের রোযা।

রাসূল বললেন- ঠিক, এবং আর কি?

সাহাবীগণ বললেন- জিহাদ।

রাসূল বললেন- নিশ্চয়ই ঈমানের দৃঢ় বন্ধন হলো তুমি আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসবে এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করবে।

**উপকারীতা :** কিছু কিছু বস্তু আছে যা দ্বারা মানুষ অনেক কল্যাণ অর্জন করে। আর ঈমানকে বৃদ্ধি ও পরিপূর্ণ করার মতো ইবাদত হলো নামায, রোযা, ও দ্বীনের পথে জিহাদ। এবং ঈমানের শক্তিশালী বন্ধন হলো আল্লাহর জন্য কাউকে ভালবাসবে এবং আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করবে।

## পাঠ-৩ : ইসলাম ও ঈমানের বর্ণনা

**প্রশ্ন-৪. হে ওমর! তুমি কি জানো প্রশ্নকারী কে ছিলেন?**

উত্তরঃ- ওমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন আমরা রাসূল ﷺ-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ সাদা পোশাক ও কালো চুল বিশিষ্ট একজন লোক আমাদের নিকট আগমন করল। তাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে দূর থেকে ভ্রমণ করে আসছে আবার আমাদের কেউ তাকে চেনেও না। অতপর সে রাসূল ﷺ-এর নিকট বসল। সে তার দুই হাঁটু রাসূল ﷺ-এর দুই হাঁটুর সাথে মিলিয়ে বসল এবং তার হাত দুটোকে তার উরুর উপরে রাখল।

সে বলল- হে মুহাম্মাদ আমাকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বলুন।

রাসূল ﷺ বললেন- ইসলাম হলো তুমি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দান করবে, রমজানের রোযা রাখবে এবং তোমার সমর্থন থাকলে হজ্ব করবে।

সে বলল- আপনি সত্য বলেছেন।

ওমর বললেন- আমরা আশ্চার্য হলাম এই ভেবে যে সে প্রশ্ন করল আবার সে সত্যায়িত করল।

সে বলল- আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন।

রাসূল ﷺ বললেন- ঈমান হলো তুমি আল্লাহর উপর বিশ্বাস করবে, তার ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাস করবে এবং বিশ্বাস করবে ভাগ্যের ভাল-মন্দ তার পক্ষ থেকে হয়।

সে বলল- আপনি সত্য বলেছেন।

সে বলল- আপনি আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে কিছু বলুন।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহ্সান হলো তুমি আল্লাহর ইবাদত এমন ভাবে করবে যেন তুমি তাকে দেখতেছ আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তবে তিনি তোমাকে দেখতেছেন।

সে বলল- আপনি আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে কিছু বলুন।

রাসূল ﷺ বললেন- প্রশ্নকৃত ব্যক্তি এই বিষয়ে প্রশ্নকারীর থেকে বেশি জানেনা।

সে বলল- আচ্ছা, আপনি আমাকে তার আলামত সম্পর্কে বলুন।

রাসূল ﷺ বললেন- তা হচ্ছে এই- দাসী তার মনিবকে প্রসব করবে, এবং তুমি দেখবে বস্ত্রহীন দারিদ্র্য রাখালগণকে উঁচু উঁচু প্রসাদ নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে।

ওমর বললেন- তারপর ঐ ব্যক্তি চলে গেল। আর আমরা কিছুক্ষণ সময় কাটালাম। তারপর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- হে ওমর প্রশ্নকারী কে তুমি কি জানো? আমি বললাম- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন।

রাসূল ﷺ বললেন- তিনি হলেন জিবরাইল। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছেন।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল ﷺ বললেন- পাঁচটি বিষয় আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। তারপর রাসূল ﷺ কুরআনের আয়াত পাঠ করলে

(إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ)

অর্থ : নিশ্চয়ই কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার জ্ঞান আল্লাহর নিকট রয়েছে (আল-কুরআন)। অতঃপর ঐ ব্যক্তি চলে গেল।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনো।

সাহাবীগণ পিছনে ফিরে কিছুই দেখলেন না।

অতপর রাসূল ﷺ বললেন- তিনি হলেন জিবরাইল। তিনি তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছেন।

**উপকারীতা :** জিবরাইল পুরুষের আকৃতিতে নবী করিম ﷺ-এর নিকট এসেছেন। তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটে বসলেন এবং তাকে ইসলাম, ঈমান, ইহ্সান, কিয়ামত ও তার আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আর রাসূল ﷺ -এর জবাব দিলেন। এটা এই কারণে যাতে করে সাহাবায়ে কেরাম এভাবে তাদের দ্বীনী বিষয় জানতে পারেন।

## পাঠ-৪ : দ্বীনের ফাযায়েল

**প্রশ্ন-৫. হে মুয়ায! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার কি এবং আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কি?**

উত্তরঃ- মুয়ায (রা) থেকে ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ-এর পিছনে উপাইর নামক একটি গাধার উপর আরোহী ছিলাম। অতপর রাসূল ﷺ আমাকে বললেন

হে মুয়ায! তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার কি এবং আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার কি?

মুয়ায (রঃ) বললেন : আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।

রাসূল ﷺ বললেন : বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হলো সে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হলো যে বান্দা তার সাথে কাউকে শরীক করেনি তাকে শাস্তি না দেয়া।

মুয়ায বললেন! হে আল্লাহর রাসূল আমি কি এই সুসংবাদ মানুষকে দিব না?

রাসূল ﷺ বললেন: তুমি তাদেরকে এই সুসংবাদ দিও না, কেননা এতে তারা এর নির্ভর করে বসে থাকবে।

ফয়েদা:- রাসূল ﷺ এই হাদীসে বর্ণনা করেন বান্দার উপর আল্লাহর অধিকার হলো সে আল্লাহ্কে এক বলে স্বীকার করবে এবং শুধু তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, আর আল্লাহর উপর বান্দার অধিকার হলো যে বান্দা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করেনি তাকে অনুগ্রহ করে শাস্তি দিবে না।

## পাঠ-৫ : আমলে মধ্যমপন্থা অবলম্বন

**প্রশ্ন-৬. তোমার রাতে নামাজ পড়া ও দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে আমি কি জ্ঞাত নই?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- তোমার রাতে নামাজ পড়া ও দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে আমি কি জ্ঞাত নই? আমি বললাম- হ্যাঁ আমি তা করি।

রাসূল ﷺ বললেন- যদি তুমি তা একাধারে কর তাহলে তুমি দুর্বল হয়ে যাবে। তোমার উপর তোমার আত্মার ও পরিবারের অধিকার রয়েছে। সুতরাং তুমি কিছু দিন রোযা রাখ আবার কিছু দিন রোযা রেখ না, রাতের কিছু অংশ নামায পড় আবার কিছু অংশ ঘুমাও।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে মুসলমানদেরকে ইবাদত করার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন। আর তা হলো সে কিছু দিন রোযা রাখবে আবার কিছু দিন

রোযা না রেখে খানা খাবে, আবার সে রাতের কিছু অংশ নামায পড়বে কিছু অংশ ঘুমাবে। যাতে করে সে দুর্বল হয়ে না পড়ে। তাছাড়াও তার উপর তার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। পরিবারের ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করা তাদের দেখা শুনা করা ইত্যাদি।

## পাঠ-৬ : ঈমানদারদের বন্ধুত্ব

**প্রশ্ন-৭. তোমরা জান্নাতের অধিবাসীদের এক চতুর্থ অংশ হবে এতে কি তোমরা খুশি না?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে একটা তাবুতে ছিলাম। রাসূল (সা) আমাদেরকে বললেন- তোমরা জান্নাতের অধিবাসীদের এক-চতুর্থাংশ অংশ হবে এতে কি তোমরা খুশি না?

আমরা বললাম- হ্যাঁ আমরা খুশি।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা জান্নাতের অধিবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হবে এতে কি তোমরা খুশি না?

আমরা বললাম- হ্যাঁ আমরা খুশি।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা জান্নাতের অধিবাসীদের অর্ধাংশ হবে এতে কি তোমরা খুশি না?

আমরা বললাম- হ্যাঁ আমরা খুশি।

রাসূল ﷺ বললেন- যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার শপথ করে বলি, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতের অধিবাসীদের অর্ধাংশ হবে। আর জান্নাতে কোন মুশরিক প্রবেশ করবে না। আর মুসলিমগণ মুশরিকদের মাঝে এমন হবে যেন ষাঁড়ের কালো চামড়ার মাঝে সাদা পশম অথবা লাল পশম দেখতে যেমন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ আশা করেন জান্নাতের অধিবাসীদের অর্ধাংশ তার উম্মতের মধ্য থেকে হবে। তিনি আরো বলেন যে, কিয়ামত দিবসে মুসলিমদের থেকে মুশরিকদের সংখ্যা বেশি হবে যেন ষাঁড়ের কালো চামড়ার মাঝে সাদা পশমের মতো। অর্থাৎ ষাঁড়ের কালো চামড়া যেমন সাদা পশম কম থাকে কালো পশম অনেক বেশি থাকে তেমনি মুশরিকদের থেকে মুসলিমদের সংখ্যা কম থাকবে।

# অধ্যায়-২ : ইলম বা জ্ঞান

## পাঠ-১ : জ্ঞানের প্রভাব চিরস্থায়ী

**প্রশ্ন-৮. জেনে রাখ।**

**উত্তর :** আউফ আল মুযান্নী থেকে ইমাম তিরমীযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল ﷺ বেলাল বিন হারেসকে বললেন- জেনে রাখ।

বেলালা (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল আমি কি জেনে রাখব?

রাসূল ﷺ আবার বললেন- জেনে রাখ।

বেলাল (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি জেনে রাখব?

রাসূল ﷺ বললেন- যে ব্যাক্তি আমার পরে আমার কোন মৃত সুন্নাতকে জীবিত করবে তাকে ঐ সুন্নাতের উপর আমলকারীদের অনুরূপ সওয়াব দেয়া হবে আমলকারীদের সওয়াব হতে কমানো ব্যতীতই।

আর যে ব্যাক্তি কোন পথভ্রষ্ট পন্থা চালু করবে যার উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল খুশি নন, তার জন্য এর উপর আমলকারীদের অনুরূপ গুনাহ্ লেখা হবে তবে এতে আমলকারীদের গুনাহ্ থেকে কিছুই কমবে না।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ বর্ণনা করে বলেন যে, সুন্নাত জীবিতকারীদের জন্য আল্লাহর নিকট অনেক প্রতিদান রয়েছে। আর বেদায়াত প্রচলনকারীদের জন্য অনেক শাস্তি রয়েছে।

সুতরাং যে ব্যাক্তি রাসূল ﷺ-এর হারিয়ে যাওয়া কোন সুন্নাত যা মুসলমান আমল করা ছেয়ে দিয়েছে তার আমল চালু করে তাহলে তাকে যতদিন ঐ সুন্নাত চালু থাকবে ততদিন ঐ সুন্নাতের উপর আমলকারীদের অনুরূপ সওয়াব দেয়া হবে।

আর যে ব্যাক্তি কোন খারাপ কাজ চালু করবে তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত এর উপর আমলকারীদের অনুরূপ গুনাহ্ লেখা হবে।

## পাঠ-২ : জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণ

**প্রশ্ন-৯. হে ক্বাবীসা! কি জন্যে তুমি এসেছ?**

**উত্তর :** ক্বাবীসা বিন মাখারেক্ব থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, ক্বাবীসা বলেন- আমি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট এসেছি, তিনি আমাকে বললেন- হে ক্বাবীসা! কি জন্য তুমি এসেছ?

আমি বললাম- আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি এবং আমার হাড্ডি হয়ে গেছে। আমি আপনার নিকট এসেছি আপনি আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিবেন যা দ্বারা আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন।

রাসূল ﷺ বললেন- হে ক্বাবীসা! তুমি যত পাথর, গাছ এবং মাটির পি- অতিক্রম করেছ সবগুলোই তোমার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা করেছে।

হে ক্বাবীসা! তুমি ফজরের নামাজ আদায় করে এই দোয়া পাঠ করবে

سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থ : আমি মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি। এতে আল্লাহ্ তোমাকে অন্ধত্ব, কুষ্ঠরোগ ও পক্ষাঘাত থেকে রক্ষা করবেন।

হে ক্বাবীসা! তুমি বল–

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ مِمَّا عِنْدَكَ، وَاَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، وَاَنْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَاَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ

অর্থ : হে আল্লাহ্! তোমার কাছে যা আছে তা আমি প্রার্থনা করছি, তোমার অনুগ্রহ থেকে আমাকে অনুগ্রহ কর, তোমার দয়া থেকে আমাকে দয়া কর, তোমার বরকতসমূহ থেকে আমাকে বরকত দান কর।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে দুটি দোয়া শিক্ষা দিলেন এবং এর ফযিলত বর্ণনা করলেন।

## অধ্যায়-৩ : পবিত্রতা

### পাঠ-১ : প্রয়োজনে তায়াম্মুম করা

**প্রশ্ন-১০. হে অমুক তোমাকে নামাজ পড়তে কিসে বাধা দিয়েছে?**

**উত্তর :** ইমরান বিন হুসাইন থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন- রাসূল এক ব্যাক্তিকে জামাতে নামাজ না পড়ে একাধিক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, হে অমুক! তোমাকে নামাজ পড়তে কিসে বাধা দিয়েছে?

লোকটি বলল : হে আল্লাহর রাসূল আমি অপবিত্র এবং পবিত্র হওয়ার জন্য পানি নিই।

রাসূল বললেন: তোমার পবিত্র হওয়ার জন্য পবিত্র মাটি যথেষ্ট।

**উপকারীতা :** পানি না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করা বৈধ এখানে রাসূল তা আলোচনা করেন।

### পাঠ-২ : ভালভাবে ওযু করা

**প্রশ্ন-১১. আপনি কেন হাসলেন তোমরা কি তা জিজ্ঞাসা করবে না?**

**উত্তর :** উসমান বিন আফ্‌ফান থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন- উসমান তার সাথীদেরকে পানি আনতে বললেন এবং তিনি তা দ্বারা ওযু করলেন এরপর হেসে দিলেন আর বললেন, আপনি কেন হাসলেন তোমরা কি তা জিজ্ঞাসা করবা না?

সাথীরা বলল : আপনি কেন হাসলেন?

উসমান বললেন- আমি রাসূল -কে দেখেছি ওযু করতে যেমনি ভাবে আমি ওযু করছি এরপর তিনি হেসে দিলেন।

রাসূল বললেন- আপনি কেন হাসলেন তোমরা কি তা জিজ্ঞাসা করবে না?

সাহাবীগণ বললেন- আপনি কেন হাসলেন?

রাসূল বললেন- নিশ্চয়ই বান্দা যখন ওজু করার সময় তার চেহারা ধৌত করে তখন তার চেহারা দ্বারা যত গুনাহ্ হয়েছে তা আল্লাহ্ তায়ালা ঝরিয়ে দেন অনুরূপ ভাবে হাত ও পা ধৌত করা ও মাথা মাসেহ্ করার সময়ে হাত, পা ও মাথা দ্বারা সংঘটিত গুনাহ্গুলো ঝরিয়ে দেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে ওজুর ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে আর তা হলো ওজু করার দ্বারা দেহের সমস্থ গুনাহ্ ঝরে পড়ে।

## পাঠ-৩ : ওজু সংরক্ষণ ও নবায়ন করা

### প্রশ্নঃ-১২. হে বেলাল! কোন আমল তোমাকে আমার থেকে জান্নাতে অগ্রগামী করেছে?

**উত্তর :** বারীদাহ্ থেকে তার ছেলে আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- আমারা এক সকালে রাসূল -এর সাথে ছিলাম। তখন তিনি বেলালকে ডেকে বললেন- হে বেলাল! কোন আমল তোমাকে আমার থেকে জান্নাতে অগ্রগামী করেছে? আমি জান্নাতে প্রবেশ করার পর আমার সম্মুখে তোমার চলার আওয়াজ শুনেছি।

বেলাল বললেন- হে আল্লাহর রাসূল আমি দুই রাকাত নামাজ পড়া ব্যতীত কখনও আজান দি নাই। আর যখনই আমার ওজু ভঙ্গ হয় আমি সাথে সাথে ওজু করি।

**উপকারীতা :** ওজু সংরক্ষণ করা ও তা নবায়ন করা উত্তম আমলের অন্ত রভুক্ত যা তার আমলকারীকে জান্নাতে অধিবাসী করবে এবং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে বেলাল এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।

## পাঠ-৪ : ওযুর পর দু রাকাত নামাজ পড়া

### প্রশ্নঃ-১৩. হে বেলাল! তুমি আমাকে তোমার সবচেয়ে উত্তম আমল সম্পর্কে বল যার কারণে আমি জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি।

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন হে বেলাল তুমি আমাকে তোমার সবচেয়ে উত্তম আমল সম্পর্কে বল যার কারণে আমি জান্নাতে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি।

বেলাল বললেন- আমার সবচেয়ে উত্তম আমল হলো আমি যখন ওজু করি তখন আমার উপর আদেশকৃত নামাজ পড়ি।

**উপকারীতা :** কোন মুসলমান ওযু করবে এবং আল্লাহ্ কর্তৃক ফরজকৃত নামাজ আদায় করবে এবং সব সময় পবিত্র অবস্থায় থাকবে। এগুলো হলো উত্তম আমলের অন্তর্ভুক্ত। আর ওযু হলো মুমিনদের অস্ত্রস্বরূপ যখনই সে চাইবে নামাজ পড়বে দোয়া করবে এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

Contents



## পাঠ-৫ : তায়াম্মুম

**প্রশ্ন-১৪. হে আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় নামাজ আদায় করেছ?**

**উত্তর :** আমর ইবনুল আস ؓ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন এক যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়, খুব ঠাণ্ডার কারণে আমি গোসল করতে ভয় করি। তাই আমি তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করি। পরে তা নবী করীম ﷺ -এর নিকট বলি। তিনি বললেন- হে আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় নামাজ আদায় করেছ?

আমি উনাকে গোসল না করার কারণ বললাম আরোও বললাম যে, আমি শুনেছি আল্লাহর বাণী (তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে খুবই দয়াবান।)

তা শুনে রাসূল ﷺ হেসে দিলেন।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ আমর ؓ-এর কাজকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। খুব ঠান্ডা পানি যা স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে তা না থাকার মতই অর্থাৎ তা থাকলেও তায়াম্মুম করা যাবে। আবার ওযু করলে যদি খাবারের পানি শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে তাহলেও তায়াম্মুম করা যাবে।

## পাঠ-৬ : অপবিত্র অবস্থার হুকুম ও গোসলের বর্ণনা

**প্রশ্ন-১৫. হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে?**

**উত্তর :** সহীহ পাঁচটি কিতাবে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একবার রাসূল ﷺ-এর সাথে আমার মদিনার এক রাস্তায় দেখা হয় তখন আমি অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম। তাই আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট থেকে সরে গিয়ে গোসল করে আসলাম। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- হে আবু হুরায়রা! তুমি কোথায় ছিলে?

আমি বললাম- আমি অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসাকে অপছন্দ করলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- সুবহানাল্লাহ্ মুসলমান কখনও অপবিত্র হয় না।

**উপকারীতা :** মুসলমান কখনও জানাবাতের কারণে অপবিত্র হয় না অর্থাৎ দেহ সাময়িক অপবিত্র হলেও মূলত ঈমানের কারণে তারা পাক পবিত্র।

## পাঠ-৭ : মৃত জন্তুর চামড়া পবিত্রকরণ

**প্রশ্ন-১৬. তোমরা কি তার চামড়া ব্যবহার করে উপকৃত হবে না?**

**উত্তর :** সহীহ পাচঁ কিতাবে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত- রাসূল (সা) একদিন মায়মুনা -এর সেবিকাকে সদকাকৃত মৃত ছাগলটি দেখে তিনি বললেন- তোমরা কি উহার চামড়া দ্বারা উপকৃত হবে না?

সাহাবীগণ বললেন : ইহা মৃত।

রাসূল বললেন : উহা খাওয়াকে হারাম হয়েছে।

**উপকারীতা :** রাসূল এখানে মৃত জন্তুর চামড়া দাবাগাত করে তা ব্যবহার করার বৈধতা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। যেমন তা দ্বারা বিছানা, পর্দা, পেশাক বা পানির মসক বানিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। কেননা শুধু তার গোশত খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে, চামড়া ব্যবহারকে হারাম করা হয়নি।

# অধ্যায়-৪ : নামাজ

## পাঠ-১ : নামাজের ফযিলত

**প্রশ্ন-১৭. যদি তোমাদের কারও বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে আর ঐ নদীতে সে প্রতিদিন পাঁচ বার করে গোসল করে, তোমরা কি মনে কর তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে?**

**উত্তর :** সহীহ্ চারটি কিতাবে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত- রাসূল (সা) বলেছেন- যদি তোমাদের কারও বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে আর ঐ নদীতে সে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তোমরা কি মনে কর তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে?

সাহাবীগণ বললেন- তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না।

রাসূল বললেন- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পাঁচ বার গোসল করার মতো, আল্লাহ্ তায়ালা নামাজের মাধ্যমে বান্দার গুনাহ্কে দূর করে দেন।

ফায়দা:- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়কারী সর্বদা গুনাহ্ থেকে মুক্ত থাকে, ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে সর্বদা পরিষ্কার থাকে দৈনিক পাঁচবার গোসল করার কারণে।

## পাঠ-২ : কাতার পূর্ণ করা

**প্রশ্ন-১৮. তোমরা কি ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় কাতার করবে না?**

**উত্তর :** জাবের ইবনে সামুরাহ্ থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন- নবী কারীম বলেন- তোমরা কি ফেরেশতাদের কাতারের ন্যায় কাতার করবে না?

আমরা বললাম- কিভাবে ফেরেশতারা তাদের প্রভুর সামনে কাতার বদ্ধ হয়?

রাসূল বললেন- তারা কাতার পুরা করে এবং কাতারের মাঝে ফাঁক না রেখে মিলিয়ে দাড়ায়।

**ফায়দা :** রাসূল এখানে নামাজে কাতার পূর্ণ করার ফযিলত ও তার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। সুতারাং মুসল্লিগণ কাতারে এমন ভাবে দাড়াবে যাতে একে অপরের মাঝে কোন ফাঁক না থাকে। কেননা কাতারে ফাঁক থাকলে শয়তান ঐ ফাঁকে দাড়ায়।

## পাঠ-৩ : ফজরের নামাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান

**প্রশ্ন-১৯. উমুক ব্যক্তি কি উপস্থিত আছে?**

**উত্তর :** উবাই ইবনে কা'ব হতে ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- একদিন রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করলেন, তারপর বললেন- উমুক ব্যক্তি কি উপস্থিত আছে?

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- না।

রাসূল ﷺ আবার বললেন- উমুক ব্যক্তি কি উপস্থিত আছে?

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- না।

রাসূল ﷺ বললেন- নিশ্চয়ই এই দুটি নামাজ (ফজর ও এশা) আদায় করা মুনাফিকদের জন্য অধিক কষ্টকর। তোমরা যদি এর ফযিলত জানতে তাহলে তোমরা হামাগুঁড়ি দিয়ে হলেও উপস্থিত হতে।

ফায়দা : নবী কারীম ﷺ ফজর ও এশার নামাজ জামাতে পড়ার ফযিলত বর্ণনা করেছেন। মুসলমানরা যদি এর ফযিলত জানত তাহলে তারা হামাগুঁড়ি দিয়ে হলে তাতে উপস্থিত হয়ে সওয়াব অর্জন করত।

## পাঠ-৪ : তাহাজ্জুদ নামাজের ফযিলত

**প্রশ্ন-২০. তোমরা কি নামাজ পড়বে না?**

**উত্তর :** আলী (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক রাত্রে আমাদের নিকট আগমন করেন এবং আমাদের ঘুমন্ত পেয়ে তিনি বললেন- তোমরা কি নামাজ পড়বে না?

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আল্লাহর হাতে যখন তিনি আমাদেরকে ঘুম থেকে উঠাতে চাইবেন তখন আমরা উঠব। আমি এই কথা বলাতে তিনি কিছু না বলে ফিরে গেলেন।

অতঃপর আমি শুনতে পেলাম তিনি বলতেছেন- মানুষ অধিক ঝগড়াটে।

ফায়দা : নবী কারীম ﷺ আলীর জবাবে রাগান্বিত হয়ে এই আয়াত পাঠ করেন- (মানুষ অধিক ঝগড়াটে)।

আর নবী কারীম ﷺ রাতে অধিক ঘুমানো ও তাহাজ্জুদ না পড়ার ব্যাপারে সতর্ক করলেন। কেননা রাত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করার অধিক উত্তম সময়।

## পাঠ-৫ : বেশি বেশি সিজদাহ্ করার প্রতি উৎসাহ

**প্রশ্ন-২১. তুমি আমার কাছে চাও।**

**উত্তর :** রবীআ'হ্ বিন কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ সাথে এক রাত কাটাতে ছিলাম, আমি তাঁর জন্য ওযু করার পানি নিয়ে আসলাম তখন তিনি আমাকে বললেন- তুমি আমার কাছে চাও।

আমি বললাম- আমি জান্নাতে আপনার সঙ্গ চাই।

রাসূল ﷺ বললেন- আর অন্য কিছু চাও?

আমি বললাম- আমি এটি চাই।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে আমি তোমাকে বেশি বেশি সিজদাহ্ করার আদেশ দিচ্ছি।

ফায়দা : সাহাবী রবীআ'হ্ বিন কা'ব রাসূল ﷺ-এর কাছে জান্নাতে অধিক সঙ্গ চেয়েছেন রাসূল ﷺ তাকে বেশি বেশি সিজদাহ্ করার নির্দেশ দিলেন। কেননা রাসূল ﷺ জানেন সিজদাহ্ আল্লাহর নিকট বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে এবং তার গুনাহ্ দূরীভূত করে। আর সিজদাহ করার সময় বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়।

## পাঠ-৬ : সূরা ফাতেহার পর কেরাত পড়ার সম্পর্কে

**প্রশ্ন-২২. তোমাদের কেউ কি ইহা পছন্দ করবে যে, সে বাড়িতে ফিরে দেখতে পাবে তার বাড়িতে তিনটি মোটা গর্ভবতী উট?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন- তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ কি ইহা পছন্দ করবে যে সে বাড়িতে ফিরে দেখতে পাবে তার বাড়িতে তিনটি মোটা গর্ভবতী উট?

আমরা বললাম : হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমাদের কেউ নামাজে কুরআন থেকে তিনটি আয়াত তেলায়াত করা তা তিনটি মোটা গর্ভবতী উট থেকেও উত্তম।

ফায়দা : রাসূল ﷺ এখনে নামাজে সূরা ফাতেহার পর কেরাত পড়ার ফযিলত বর্ণনা করেছেন। নামাজে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করা তা মোটা গর্ভবতী তিনটি উট থেকেও উত্তম।

Contents



## পাঠ-৭ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফযিলত

### প্রশ্ন-২৩. আমি যা জানি তা কি তোমাদেরকে বর্ণনা করব?

**উত্তর :** উসমান বিন আফ্‌ফান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসর নামাজের পর আমাদের বয়ান করলেন। তিনি বললেন- আমি যা জানি তা কি তোমাদেরকে বর্ণনা করব?

উসমান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বলেন- আমরা বললাম যদি তা ভাল হয় তাহলে বর্ণনা করেন আর না হলে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- যে মুসলমান ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ মতো ওযু করবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, অবশ্যই ঐ নামাজ এর মধ্যবর্তী সময়ের সংঘটিত গুনাহের কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে আল্লাহ তার দুই নামাজের মধ্যবর্তী সময়ে সংঘটিত গুনাহ মাফ করে দিবেন।

ফায়দা : যে ব্যক্তি তার জীবনে নামাজের হেফাজত করবে এবং কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তায়ালা তার জীবনের সগীরা গুনাহ গুলো মাফ করে দিয়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

## পাঠ-৮ : পবিত্রতা

### প্রশ্ন-২৪. তোমরা কেন তোমাদের জুতাগুলো খুলে ফেললে?

**উত্তর :** আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদিন সাহাবীদের নিয়ে নামাজ পড়তে ছিলেন। নামাজের ভিতরে তিনি জুতাগুলো খুলে বাম পাশে রাখলেন। যখন সাহাবায়ে কিরাম ইহা দেখলেন তারাও তাদের জুতা খুলে ফেললেন। নামাজ শেষে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তোমরা কেন তোমাদের জুতাগুলো খুলে ফেললে?

সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম) বললেন- আপনি জুতা খুলে ফেললেন তাই আমরাও ফেললাম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- আমার নিকট জিবরাইল (আ) এসে বলেছেন এতে ময়লা আছে আর তাই তা খুলে ফেলছি।

তিনি আরো বললেন- তোমারা যখন মসজিদে আসবে তখন তোমরা তোমাদের জুতাগুলো দেখে নিবে যদি তাতে ময়লা থাকে তাহলে তা মাটিতে মুছে নিবে এবং জুতা নিয়ে নামাজ আদায় করবে।

**ফায়দা :** এই হাদীস থেকে জানা গেল যে, নামাজে আমালে কলীল করলে নামাজ ভাঙ্গে না অর্থাৎ অল্প খানিক অন্য কাজ করলে নামাজ ভাঙ্গে না। আর যদি নামাজের ভিতরে জানতে পারে তার জুতা বা পোশাকে নাপাকি আছে তাহলে তা খুলে ফেলতে হবে।

আরো জানা গেল যে, শুকনো মাটি দ্বারা জুতার নিচে থাকা নাপাকিকে দূর করলে তা পাক হয়ে যাবে।

## পাঠ-৯ : নামাজে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা

### প্রশ্ন-২৫. কি হলো তোমাদের?

**উত্তর :** আবু কাতাদাহ্ থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে নামাজ পড়া অবস্থায় কিছু লোকের হৈ চৈ শুনা গেল। যখন রাসূল ﷺ নামাজ শেষ করলেন তখন তিনি বললেন- কি হলো তোমাদের?

তারা বলল- আমরা জামাতে নামাজ পড়তে তাড়াতাড়ি ছুটে আসলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা এই রূপ করবে না। তোমারা ধীরস্থীরভাবে নামাজের দিকে আসবে এবং তাতে শরীক হবে আর যে কয়টি রাকাত ছুটে যায় তা পূর্ণ করে নিবে।

ফায়দা : মুসুল্লিদের উচিত ধীরে ধীরে নামাজের দিকে আসা এবং জামাতে শরীক হওয়া আর যে কয়টি রাকাত ইমামের সাথে পড়তে পারেনি তা একা একা পড়ে নিবে।

## পাঠ-১০ : নামাজে তাসবীহ্ পাঠ করা

### প্রশ্ন-২৬. তুমি কি তোমার নামাজের বিছানা ছেড়ে উঠনি?

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- জুয়াইরিয়া নামাজের বিছানায় থাকা অবস্থায় রাসূল ﷺ বাহির হন এবং এসেও তাকে নামাজের বিছনায় দেখতে পেয়ে তিনি বলেন- তুমি কি তোমার নামাজের বিছানা ছেড়ে উঠনি?

জুয়াইরিয়া বলেন-হ্যাঁ উঠিনি।

Contents



রাসূল ﷺ বলেন- যদি তুমি এই চারটি কালিমা তিন বার পাঠ করতে তাহলে এতক্ষণ বসে থাকার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করতে আর তাহলো-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ عَدَدَ خَلْقِهٖ وَرِضَا نَفْسِهٖ وَزِنَةَ عَرْشِهٖ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهٖ

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি তাঁর সৃষ্টি যত সংখ্যক তত সংখ্যক, তাঁর সন্তুষ্টি যত সংখ্যকে তত সংখ্যক, তাঁর আরশের ওজন যত তত সংখ্যক এবং তত সংখ্যক যত সংখ্যক তাঁর কালিমাসমূহ।

ফায়দা : এই তাসবীহ্ হলো সকল তাসবীহের সমষ্টি। আর ইহা পাঠ করার দ্বারা অনেক নেকী হাসিল করা যায়।

**প্রশ্ন-২৭. কে এই শব্দগুলো বলেছে?**

**উত্তর :** ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা একদিন রাসূল ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়তেছি। নামাজের ভিতরে এক ব্যক্তি বলল- আল্লাহু আকবার কাবীরা ওয়াল হামদুলিল্লাহি কাছীরা ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আচীলা।

রাসূল ﷺ বললেন- কে এই শব্দগুলো বলেছে?

এক লোক বলল- আমি বলছি হে আল্লাহর রাসূল!

রাসূল ﷺ বললেন- আমি অবাক হয়েছি এই শব্দগুলোর জন্য আসমানের দরজা খোলা হয়েছে।

ইবনে উমর (রা) বলেন- রাসূল ﷺ -এর নিকট ইহা শুনার পর থেকে আমি ঐ শব্দগুলো কখনও বলা ত্যাগ করিনি।

ফায়দা : আল্লাহর রাসূল ﷺ এখানে এই শব্দগুলোর ফযিলত বর্ণনা করলেন এই শব্দগুলো আল্লাহর নিকট এতই পছন্দ হয়েছে যে তার জন্য আসামনের দরজা খোলা হয়েছে।

**প্রশ্ন-২৮. কে ইহা বলেছে?**

**উত্তর :** রিফাহ্ বিন রাফি থেকে সহীহ চার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন- একদিন আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়তেছিলাম তিনি

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَ

Contents



(অর্থ : যে আল্লাহর প্রশংসা করবে আল্লাহ তার প্রশংসা শুনবে) বলে রুকু থেকে উঠলেন।

তখন তার পিছন থেকে এক লোক বলল-

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

অর্থ : হে প্রভু! তোমার জন্য অনেক প্রশংসা যে প্রশংসা পবিত্র পুণ্যময়।

রাসূল ﷺ সালাম ফিরানোর পর বললেন- কে ইহা বলেছে?

লোকটি বলল- আমি বলেছি, হে আল্লাহর রাসূল!

রাসূল ﷺ বললেন- আমি দেখলাম ত্রিশ জনেরও বেশি ফেরেশতা ইহা কার আগে কে লিখবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা করছে।

**উপকারীতা :** এই তাসবীহ্‌টার মর্যাদা অনেক বেশি হওয়ার কারণে ফেরেশতারা তা লিখতে গিয়ে প্রতিযোগীতা করেছে। কেনান ইহা একটি পবিত্র বাক্য যা দ্বারা আল্লাহ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাই এরূপ তাসবীহ্‌গুলো আমল করা দরকার এতে আমরা অনেক সওয়াবের অধিকারী হতে পারব।

**প্রশ্ন-২৯. তোমাদের কেউ কি আমার সাথে কিরাত পাঠ করছিলে?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে আসহাবুস্ সুনানে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- রাসূল ﷺ প্রকাশ্য কিরাত বিশিষ্ট নামাজ থেকে সালাম ফিরানোর পর বললেন, তোমাদের কেউ কি আমার সাথে কিরাত পাঠ করেছিলে?

এক লোক বলল- হ্যাঁ পাঠ করেছি, হে আল্লাহর রাসূল!

রাসূল ﷺ বললেন- আমি মনে মনে বললাম আমার কি হলো আমার সাথে কে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করে।

আবু হুরায়রা (রা) বললেন- এর পর থেকে মানুষ প্রকাশ্যে কিরাত বিশিষ্ট নামাজে কিরাত পড়া থেকে বিরত থাকল।

**উপকারীতা :** প্রকাশ্যে কিরাত বিশিষ্ট নামাজে ইমামের সাথে কিরাত পড়া যাবে না বরং চুপ থেকে ইমামের কিরাত শোনা ওয়াজিব।

## পাঠ-১১ : নামাজে বিজোড়করণ

**প্রশ্ন-৩০. তুমি কখন বিতরের নামাজ আদায় কর?**

উত্তরঃ- আবু ক্বাতাদাহ্ থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বললেন, তুমি কখন বিতরের নামাজ আদায় কর?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- রাতের প্রথম অংশে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমরকে বললেন- তুমি কখন বিতরের নামাজ আদায় কর?

উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- রাতের শেষ অংশে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকরকে বললেন- তুমি তা সতর্কতার সাথে আদায়কারী। আর উমরকে বললেন- তুমি তা উত্তমতার সাথে আদায়কারী।

**উপকারীতা :** নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বিতর নামাজের হুকুম ও ফযিলত বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর প্রশংসা করেছেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সতর্কতার কারণে রাতের প্রথম অংশে আদায় করে নেন যাতে তা ছুটে না যায়। আর উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শেষ রাতের শেষ অংশে আদায় করেন অধিক সওয়াবের আশায়।

## পাঠ-১২ : পুনরায় জামাতে নামাজ আদায় করা

**প্রশ্ন-৩১.** ইয়াজিদ ইবন আল আসয়াদ থেকে আসহাবুস সুনান বর্ণনা করেন। তিনি যুবক বয়সে একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামাজ আদায় করেছেন। নামাজ শেষে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন দুই জন লোক নামাজ না পড়ে দাড়িয়ে আছে তিনি তাদেরকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তাদেরকে নিয়ে আসা হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট। তিনি বললেন- তোমরা কেন নামাজ পড়নি? দুই লোক বলল- আমরা ভ্রমণ অবস্থায় নামাজ পড়ে নিয়েছি।

তিনি বললেন- তোমরা এরূপ করবে না, তোমরা ভ্রমণে নামাজ আদায় করার পর যদি ইমাম সাহেবকে দেখ এখনও নামাজ পড়েনি তাহলে তার সাথেও নামাজ আদায় করবে আর তা তোমার জন্য নফল হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি ভ্রমনে নামাজ আদায় করে তারপর এসে দেখে ইমাম সাহেব এখনও নামাজ আদায় করেনি তাহলে সে ইমাম সাহেবের সাথেও নামাজ আদায় করবে তাহলে তার এই নামাজ নফল হবে আর প্রথমটা ফরয হিসেবে আদায় হবে।

## পাঠ-১৩ : ঈদের দিন বৈধ খেলাধুলা করা জায়েয

### প্রশ্ন-৩২. এই দুটি দিন কি?

**উত্তর :** আনাস থেকে চার সুনান কিতাবে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন- নবী কারীম যখন মদীনা আগমন করেন তখন মদীনার লোকেরা দুইটি দিনে খুব আনন্দ আর খেলাধুলা করত। রাসূল তা দেখে বললেন- এই দুইটি দিন কি?

আমরা বললাম- আমরা এই দুই দিনে জাহেলী যুগে আনন্দ করতাম।

রাসূল বললেন- আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে এই দুই দিনের পরিবর্তনে তার থেকে উত্তম দুটি দিন দান করেছেন।

**উপকারীতা :** জাহেলী যুগে মদীনার লোকেরা বছরে দুই দিন আনন্দ ফুর্তি করত, খেলাধুলা করত। ইসলাম আসার পর ঐ দুই দিনের পরিবর্তনে দুটি ঈদ নির্ধারণ করে দিল। আর তা হলো রমজানের এক মাস রোজা রাখার পর ঈদুল ফিতর আর জিলহজ্ব মাসের দশ তারিখে ঈদুল আযহা। তবে তাতে কাফেরদের মতো হারাম আনন্দ করা যাবে না।

## অধ্যায়-৫ : যাকাত

### পাঠ-১ : স্বর্ণের যাকাত

**প্রশ্ন-৩৩. তুমি কি এর যাকাত দাও?**

**উত্তর :** আমর বিন শুয়াইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক মহিলা রাসূল ﷺ-এর নিকট আসলেন তার সাথে তার দুই কন্যা ছিল, তাদের হাতে স্বর্ণের ভারী দুটি চুড়ি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কি এর যাকাত দাও?

মহিলা বলল- না।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ তাদের দু'জনকে এই দুটি চুড়ির পরিবর্তে আগুনের দুটি চুড়ি পরিধান করাবেন এতে কি তুমি খুশি হবে?

বর্ণনাকারী বললেন- তখন মহিলা চুড়ি দুটি খুলে ফেলল এবং তা রাসূল (সা)-কে দিয়ে দিল। এবং মহিলা বলল- এগুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর জন্য।

**উপকারীতা :** ব্যবহৃত স্বর্ণের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব কিনা তা নিয়ে অবশ্যই মতবিরোধ আছে। এই হাদীস তাদের দলীল যারা বলে ব্যবহৃত স্বর্ণের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব।

### পাঠ-২ : দান করার প্রতি উৎসাহ

**প্রশ্ন-৩৪. হে বেলাল! ইহা কি?**

**উত্তর :** ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম ত্বিবরানী ও ইমাম বায্যার বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নবী কারীম ﷺ বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর নিকট এসে দেখলেন তার নিকট খেজুরের কয়েকটি স্তুপ।

রাসূল ﷺ বললেন- হে বেলাল! ইহা কি?

বেলাল (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার জন্য ইহা জমা করেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কি ভয় কর না ইহা তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া হবে? তুমি তা আল্লাহর পথে খরচ কর আর এর বিনময়ে আল্লাহ তোমাকে কম দিবে এর ভয় করবে না।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ বেলালকে দান করতে উৎসাহিত করলেন। তিনি বেলালকে বললেন- হে বেলাল! বেশি বেশি দান কর। হতে পারে তুমি মরে যাবে আর তোমার এই সম্পদ থেকে যাবে তাহলে তুমি এই ব্যপারে আল্লাহর নিকট কি জবাব দিবে। তোমার এই সম্পদ তোমার জন্য জাহান্নামের ধোঁয়া হবে।

তিনি আরোও বলেন- তুমি এই ভয় করবে না যে, মহান আল্লাহ তোমার দান এর বিনিময়ে তোমাকে কম দিবেন এবং দান করার কারণে তুমি অভাবে থাকবে। বরং দানের বিনিময়ে তিনি তোমার রিযিক বৃদ্ধি করে দিবেন।

**প্রশ্ন-৩৫. হে বেলাল! ইহা কি?**

**উত্তর :** ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে ইমাম ত্বিবরানী ও ইমাম আবু ঈ'লা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নবী কারীম ﷺ বিলাল رضي الله عنه-এর নিকট ফিরে এলেন। তিনি রাসূল ﷺ জন্য খেজুরের কয়েকটি স্তুপ বের করলেন।

রাসূল ﷺ বললেন- হে বেলাল! ইহা কি?

বেলাল رضي الله عنه বললেন- হে আল্লাহর! রাসূল আমি আপনার জন্য ইহা জমা করেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কি ভয় কর না ইহা তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনের ধোঁয়া হবে? তুমি তা আল্লাহর পথে খরচ কর আর এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাকে কম দিবে এর ভয় করবে না।

**উপকারীতা :** পূর্ববতী হাদীসের অনুরূপ।

**প্রশ্ন-৩৬. তোমাদের কার নিকট নিজের মাল থেকে তার ওয়ারিসের মাল অধিক প্রিয়?**

**উত্তর :** ইবনে মাসউদ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বললেন- তোমাদের কার নিকট নিজের মাল থেকে তার ওয়ারিসের মাল অধিক প্রিয়?

সাহাবীগণ رضي الله عنهم বললেন- আমাদের সবার নিকট ওয়রিসের মাল থেকে নিজের মাল অধিক প্রিয়।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা যা কিছু দান করেছ তা তোমাদের আর যা কিছু জমা করেছ তা তোমাদের ওয়ারিসদের।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে বললেন যে- মুসলিমদের সম্পত্তি হলো সে যা কিছু আল্লাহর পথে দান করেছে, এবং তার সৎ আমলগুলো আর যা কিছু সে জমা করে রাখে তা তার নয় এগুলো তার ওয়ারিসদের।

## পাঠ-৩ : পরিবার ও নিকটবর্তী আত্মীয়দের দান করা

### প্রশ্ন-৩৭. তোমার কি ইহা ছাড়া অন্য সম্পদ আছে?

**উত্তর :** জাবের রাঃ থেকে পাচঁটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক লোক তার দাসকে এই বলে আজাদ করেছে যে সে তার মৃত্যুর পর আজাদ। আর এই খবর রাসূল ﷺ-এর কানে গেল। তিনি লোকটিকে বললেন- তোমার কি ইহা ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি আছে? লোকটি বলল- না।

রাসূল ﷺ বললেন- কে এই দাস আমার থেকে ক্রয় করবে? আর তা নাঈম বিন আব্দুল্লাহ আটশত দেরহাম দ্বারা ক্রয় করেছে। রাসূল ﷺ ঐ দেরহামগুলো তাকে দিয়ে বললেন- তোমার নিজ থেকে খরচ করা শুরু কর, তারপর তোমার পরিবারের জন্য খরচ কর, তারপর কিছু বাকি থাকলে তা তোমার নিকটস্থ আত্মীয়দের জন্য খরচ কর, তারপর কিছু বাকি থাকলে এরূপ এরূপ ভাবে খরচ কর তোমার ডানে ও বামে যারা আছে তাদের জন্য।

**উপকারীতা :** গোলমটির নাম হলো ইয়াকুব আর আজাদকারীর নাম হলো আবু মাজকুর। সে গেলামটিকে আজাদ করে যে গোলামটি তার মৃত্যুর পর আজাদ হয়ে যাবে যাকে আরবীতে মুদাব্বার বলে।

নবী কারীম ﷺ যখন তা জানতে পারেন এবং আরো জানতেন যে তার ইহা ছাড়া আর কোন সম্পত্তি নেই তখন তিনি গোলামটিকে বিক্রয় করে দেন এবং তাকে ঐ অর্থ কিভাবে বণ্টন করবে তা বলে দেন। আর তা হলো প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করবে তারপর নিজের পরিবারের জন্য, তারপর নিকটস্থ আত্মীয়দের জন্য, তারপর তার ডানে বামে যে সকল প্রতিবেশী আছে তাদের জন্য।

## পাঠ-৪ : আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল

**প্রশ্ন-৩৮. তোমাদের মধ্যে কে আজ রোজা রেখেছ?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইবনে খুযাইমা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বলেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ রোজা রেখেছ?

আবু বকর বললেন- আমি রেখেছি।

রাসূল বললেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ মিসকিনকে খানা খাইয়েছ?

আবু বকর বললেন- আমি খাইয়েছি।

রাসূল বললেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ জনাযার নামাজ পড়েছ?

আবু বকর বললেন- আমি পড়েছি।

রাসূল বললেন- তোমাদের মধ্যে কে আজ রুগীর সেবা করেছ?

আবু বকর বললেন- আমি করেছি।

রাসূল বললেন- জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির মাঝে এত গুণ একত্র হতে পারে না।

**উপকারীতা :** রাসূল কিছু সৎকাজের কথা উল্লেখ করলেন যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করে জান্নাতে যাওয়া যায়। আর সেগুলো হলো রোযা রাখা, মিসকীনকে খাবার খাওয়ানো, জানাযার নামাজ পড়া, রুগীর সেবা করা।

## পাঠ-৫ : যাদের জন্য সদ্কাহ্ হারাম

**প্রশ্ন-৩৯. তোমাদের নিকট কিছু আছে?**

উত্তর:- উম্মে আতিয়া আল আনসারীয়ার হাদীস থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূল আয়েশা -এর নিকট প্রবেশ করলেন এবং বললেন- তোমাদের নিকট কিছু আছে?

আয়েশা বললেন- না, তবে সদ্কাহ্ হিসবে পাঠানো ছাগলের কিছু গোশত আছে।

রাসূল বললেন- তা তার উপযুক্ত স্থানে পৌঁছে গেছে।

**উপকারীতা :** রাসূল এখানে বর্ণনা করলেন যে, নবী বা তার পরিবারের কারো জন্য সদ্কাহ্ খাওয়া জায়েয নেই।

## পাঠ-৬ : ধনী ব্যক্তি নিজেকে গরিব বলার প্রতি নিন্দা

### প্রশ্ন-৪০. সে কি কোন ঋণ রেখে গেছে?

**উত্তর :** সালমাহ্ বিন আকওয়া থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি নবী কারীম -এর নিকট বসা ছিলাম এমন সময় একটা জানাযা নিয়ে আসা হলো, অতঃপর আরেকটি জানাযা নিয়ে আসা হলো, রাসূল বললেন- সে কোন ঋণ রেখে গেছে?

তারা বলল- না।

রাসূল বললেন- সে কোন সম্পদ রেখে গেছে?

তারা বলল- হ্যাঁ, তিন দিনার রেখে গেছে।

রাসূল বললেন- তার হাতে তিনটি দাগ।

**উপকারীতা :** আল্লাহ তায়ালা এই মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দিবেন সে সম্পদ জমা করার কারণে। আর নবী কারীম ধনীদেরকে দান করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

# অধ্যায়-৬ : রোযা

## পাঠ-১ : জুমার দিন রোজা রাখা

**প্রশ্ন-৪১. তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছ?**

**উত্তর :** উম্মুল মুমিনীন জুয়াইরিয়া থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, নবী কারীম ﷺ এক জুমার দিন তার নিকট প্রবেশ করলেন, তিনি তখন রোযা অবস্থায় ছিলেন। রাসূল ﷺ তাকে বললেন- তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছ?

তিনি বললেন- না।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কি আগামী কাল রোযা রাখার ইচ্ছা করেছ?

তিনি বললেন- না।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি রোযা ভেঙ্গে ফেল।

**উপকারীতা :** শুধু জুমাবার রোযা রাখা মাকরূহ্। কেননা এতে ইহুদিদের সাথে মিল হয়ে যায়, কারণ তারা শুধু একদিন রোযা রাখে। তবে এর আগে একদিন বা পরে একদিন রোযা রাখলে তা আর মাকরূহ্ হবে না।

## পাঠ-২ : রোযার ফযিলত

**প্রশ্ন-৪২. আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথ দেখাবো না?**

**উত্তর :** মুয়ায থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সা) আমাকে বললেন- আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথ দেখাবো না?

আমি বললাম- অবশ্যই দেখাবেন।

রাসূল ﷺ বললেন- রোযা হলো ডাল স্বরূপ আর সদ্‌কাহ্ গুনাহ্‌কে দূর করে দেয় যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ মুয়াযকে রোযা ও সদ্‌কাহ্ করার মত কল্যাণকর আমলের উপদেশ প্রদান করেছেন।

## পাঠ-৩ : মুসাফিরের রোযা

**প্রশ্ন-৪৩. তার কি হলো?**

**উত্তর :** জাবের থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (রা) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নবী কারীম ﷺ সফরে ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন এক লোককে ঘিরে মানুষ দাড়িয়ে আছে এবং তাকে ছায়া দিচ্ছে। তা দেখে তিনি বললেন- তার কি হলো?

তারা বলল- লোকটি রোযাদার।

রাসূল বললেন- সফরে রোযা রাখার মধ্যে কোন পূণ্য নেই।

অন্য বর্ণনায় আছে তোমরা আল্লাহর দেয়া সুযোগ গ্রহণ কর।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ভ্রমণে থাকা অবস্থায় দেখলেন এক লোককে ঘিরে আছে মানুষ এবং তাকে ছায়া দিচ্ছে এবং মাথায় পানি দিচ্ছে। তখন তিনি বললেন- এই লোকটার কি হলো। তখন লোকেরা বলল- এই লোক রোযা রাখার কারণে তার এই অবস্থা। রাসূল (সা) বললেন যে সফরে রোযা রাখার মধ্যে কোন সওয়াব নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা সফরে রোযা ভাঙ্গার অনুমতি দিয়েছেন তাই যে সফরে রোযা রাখলে অসুস্থ হয়ে যাবে সে রোযা রাখা মাকরূহ।

## পাঠ-৪ : রোযার নিয়ত

### প্রশ্ন-৪৪. তোমাদের নিকট কিছু আছে?

**উত্তর :** আয়েশা থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- একদিন রাসূল আমার নিকট আসল এবং বলল- তোমাদের কাছে কিছু আছে?

আমরা বললাম- না।

তিনি বললেন- তাহলে আমি রোযা রাখলাম।

আবার অন্য একদিন আমাদের নিকট আসল।

আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে হাইস হাদিয়া দিয়েছে। (হাইস এক প্রকারের খাদ্য)

রাসূল বললেন- আমাকে তা দেখাও, আমি মতো রোযা রাখার নিয়ত করেছি।

অতঃপর তিনি রোযা ভেঙ্গে তা খেলেন।

**উপকারীতা :** প্রথম দিনে নবী কারীম কিছু না থাকায় রোযার নিয়ত করেছেন। অধিকাংশ আলেম এই হাদীস থেকে বলেন যে দিনের বেলা রোযার নিয়ত করলে তা শুদ্ধ হবে।

আর পরের দিন রোযার নিয়ত করার পরও যখন খাবার পেলেন তখন রোযা ভেঙ্গে ফেললেন। এটাও জায়েয তবে তা পরে কাযা করতে হবে। কেননা নফল রোযার নিয়ত করলে তা রাখা ওয়াজিব হয়ে যায়।

## পাঠ-৫ : শা'বান মাসে রোযা রাখা

**প্রশ্ন-৪৫. তুমি কি এই মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তরিখে রোযা রেখেছ?**

**উত্তর :** ইমরান বিন হুসাইন থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম (র) মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল এক লোককে বললেন- তুমি কি এই মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তরিখে রোযা রেখেছ?

লোকটি বলল- না।

রাসূল বললেন- যখন তুমি রমজানের রোযা শেষ করবে তখন তুমি এর পরিবর্তে দুই দিন রোযা রেখ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসের মধ্যে শা'বান মাসে রোযা রাখা মুসতাহাব তার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা এই মাসে আল্লাহর নিকট আমল পেশ করা হয় আর নবী কারীম পছন্দ করতেন তার আমল যেন রোযা রাখা অবস্থায় পেশ করা হয়।

## পাঠ-৬ : একাধারে রোযা রাখা

**প্রশ্ন-৪৬. হে উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে গেছ?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নবী কারীম উসমান বিন মাজউনকে ডেকে পাঠালে, তিনি আসেন। তখন রাসূল তাকে বললেন- হে উসমান! তুমি কি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হয়ে গেছ?

তিনি বললেন- না, বরং আল্লাহর কসম আমি আপনার সুন্নাতের অনুসন্ধান করি।

রাসূল বললেন- আমি ঘুমাই আবার নামাজও পড়ি। আমি রোযা রাখি আবার রোযা না রেখে খানা খাই এবং স্ত্রীদের সাথে মেলা মেশা করি। তুমি আল্লাহকে ভয় কর, কেননা তোমার উপর তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে, তোমার মেহমানদের অধিকার রয়েছে এবং তোমার আত্মার অধিকার রয়েছে। সুতারাং তুমি রোযা রাখ আবার রোযা ভেঙ্গে খাওয়া খাও। রাতে নামজ পড় আবার ঘুমাও।

**উপকারীতা :** ওসমান ইবনে মাজউন হলেন রাসূল -এর দুধ ভাই। তিনি একাধারে রোজা রাখতেন এবং রাত্রি জেগে নামাজ পড়তেন। রাসূল যখন ইহা জানলেন তখন তিনি তাকে ইবাদতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে বলেন।

# অধ্যায়-৭ : হজ্জ

## পাঠ-১ : কাবা ঘর ভাঙ্গন ও পুনঃ-নির্মাণ

**প্রশ্ন-৪৭. তুমি কি লক্ষ করেছ তোমার জাতি যখন কাবা ঘর পুনঃ-নির্মাণ করেছিল, তখন তারা তা ইব্রাহিম (আ) এর নির্মিত ভিত্তি থেকে ছোট করে ফেলছে?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন- তুমি কি লক্ষ করেছ তোমার জাতি যখন কাবা ঘর পূণ:নির্মাণ করেছিল, তখন তারা তা ইব্রাহিম (আ)-এর নির্মিত ভিত্তি থেকে ছোট করে ফেলছে?

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনি কি তা ইব্রাহীম (আ)-এর নির্মিত ভিত্তির উপর ভিত্তি স্থাপন করবেন না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যদি তোমার জাতি কুফরীর দিকে ধাবিত না হত তাহলে আমি ইহা করতাম।

**উপকারীতা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কা'বা ঘরের ভিত্তিকে পূণ:স্থাপন করেননি এই কারণে যে তখন মক্কাবাসী কেবল মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের ঈমান এখনও মজবুত হয়নি এখন কা'বা ঘর পূণ:নির্মাণ করলে অনেকে হয়ত মুরতাদ হয়ে যেতে পারে।

## পাঠ-২ : নবীজীর তালবিয়া পাঠ

**প্রশ্ন:-৪৮. আনাস রাদিআল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আলী রাদিআল্লাহু আনহু ইয়ামেন থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগমন করলেন।**

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কিসের তালবিয়া পাঠ করেছ?

আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তালবিয়া পাঠ করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যদি আমার কাছে হাদি থাকত তাহলে আমি হালাল হয়ে যেতাম।

**উপকারীতা :** নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যদি তার নিকট কোরবানী করার মতো পশু থাকত তাহলে তিনি তা কোরবানী করে হালাল হতেন আর ইহা ওমরা হতো।

## পাঠ-৩ : ফিদয়া দেয়ার কারণ ও তার বর্ণনা

### প্রশ্ন-৪৯. ইহা কি তোমার মাথার অসুস্থতা?

**উত্তর :** কা'ব বিন উজরাহ্ থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- হুদায়বিয়ার সময়ে রাসূল তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি একটি পাত্রে আগুন দিচ্ছেন আর উঁকুন তার মাথার চারপাশে ছড়িয়ে আছে। তা দেখে রাসূল তাকে বললেন- ইহা কি তোমার মাথার অসুস্থতা?

তিনি বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- তুমি তোমার মাথা হলক্ব কর এবং একটা ছাগল কোরবানী কর অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা ষাট জন মিসকীনকে তিন সো'য় খেজুর খেতে দাও।

**উপকারীতা :** নবী কারীম এখানে মাথা হলক্ব করাকে ফিদিয়া দেয়ার কারণ হিসেবে বর্ণনা করেন। আর ফিদিয়া আদায় করতে হবে একটা ছাগল দ্বারা অথবা ষাট জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে অথবা দশ দিন রোযা রাখতে হবে। তিন দিন হজ্জের মধ্যে আর সাতটি হজ্জের পরে।

## পাঠ-৪ : হজ্জের সময় হায়ে ও নেফাসওয়ালী করণীয়

### প্রশ্ন-৫০. তুমি কান্না করতেছ কেন?

**উত্তর :** আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন আমরা রাসূল -এর সাথে হজ্জ করার জন্য বাহির হলাম, যখন আমরা সারিফ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন আমার হায়েয শুরু হলো, আমি কান্না করতেছিলাম এমন সময় রাসূল আমার নিকট আসলেন এবং বললেন- তুমি কান্না করতেছ কেন?

আমি বললাম- আল্লাহর কসম আমি চাইলেও এই বছর হজ্জে যেতে পারব না।

রাসূল বললেন- মনে হয় তোমার মাসিক শুরু হয়েছে?

আমি বললাম- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- এটা এমন একটা বিষয় যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মহিলাদের জন্য অবধারিত। তুমি বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ব্যতীত হাজীর মত সব কিছু কর।

আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা বলেন- যখন আমরা মক্কায় আগমন করলাম তখন রাসূল (সা) তার সাহাবীদেরকে বললেন তেমরা ইহাকে ওমরায় পরিণত কর।

**উপকারীতা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বর্ণনা করলেন যে হায়েজ নিফাস মহিলাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত আর তাই ইহা নিয়ে মহিলাদেরকে হেয় করা যাবে না। এরূপ মহিলারা হজ্জের সকল কাজ করবে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ব্যতীত।

## পাঠ-৫ : কুরবানীর পশুর উপর আরোহণ করা জায়েয

### প্রশ্ন-৫১. তুমি ইহার উপর আরোহণ কর!

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) দেখলেন এক ব্যক্তি একটা উটকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তিনি বললেন- তুমি ইহার উপর আরোহণ কর!

লোকটি বলল- ইহা কোরবানীর পশু।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন- তুমি ইহার উপর আরোহণ কর!

লোকটি আবার বলল- ইহা কোরবানীর পশু।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বললেন- তুমি ইহার ওপর আরোহণ কর! তোমার ধ্বংস হোক।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে কোরবানীর পশুর উপর আরোহণ করা জায়েয।

## পাঠ-৬ : কোরবানীর দিনের ভাষণ

### প্রশ্ন-৫২. হে সকল মানুষ আজকের দিনটি কোন দিন?

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তিনি বললেন- হে সকল মানুষ! আজকের দিনটি কোন দিন?

সবাই বলল- সম্মানিত দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- এই শহর কোন শহর?

সবাই বলল- সম্মানিত শহর।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- এই মাস কোন মাস?

সবাই বলল- সম্মানিত মাস।

রাসূল ﷺ বললেন- নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, সম্পদ, আসবাব পত্র সব কিছু একে অপরের নিকট এই দিনের মত এই মাসের মত এই শহরের মত হারাম। তিনি এই কথা বার বার বললেন। এরপর বললেন- হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি, হে আল্লাহ্! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি।

ইবনে আব্বাস (রা) বললেন- আমার প্রাণ যার হাতে তার কসম নিশ্চয়ই ইহা তাঁর উম্মতের জন্য উপদেশ।

রাসূল আরো বললেন- সুতারাং উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। আর আমার পরে তোমরা অবাধ্য হয়ে যেওনা যে তোমরা একে অপরের সাথে মারামারি করবে।

**উপকারীতা :** বিদায় হজ্বে রাসূল ﷺ মানুষের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন এবং এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের জান, মাল ও আসবাব পত্র হারাম করেছেন।

তিনি আরো বলেন- তোমরা আমার পর কাফের হয়ে যেও না যে ইসলামের নিষিদ্ধ বিষয়গুলো হালাল মনে করবে এবং হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে যাবে।

# অধ্যায়-৮ : জিহাদ

## পাঠ-১ : আল্লাহর পথের ধুলো

### প্রশ্ন-৫৩. তোমার কি হলো তুমি একা হাটতেছ কেন?

**উত্তর :** রবী বিন যিয়াদ থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা রাসূল -এর সাথে সফর করতেছি এমন সময় তিনি দেখলেন এক লোক একাকী হাঁটতেছে, তিনি বললেন- সে কি উমুক ব্যক্তি নয়?

লোকেরা বলল- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- তাকে ডাক।

তাকে ডাকা হলো।

রাসূল বললেন- তোমার কি হলো তুমি একা হাটতেছ?

লোকটি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধুলো অপছন্দ করি।

রাসূল বললেন- তাহলে তুমি একা হাট বেনা, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তার কসম করে বলি এই ধুলোগুলো জান্নাতের খুশবু স্বরূপ।

**উপকারীতা :** রাসূল লোকটিকে জিহাদের পথে একা হাঁটতে নিষেধ করছেন। কেননা ধুলো বালির কারণে জান্নাতের খুশবু লাভ করা যাবে।

## পাঠ-২ : শহীদের প্রকার

### প্রশ্ন-৫৪. তোমরা কাদেরকে শহীদ হিসেবে গণনা কর?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- তোমরা কাদেরকে শহীদ হিসেবে গণনা কর?

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রসূল! যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় হত্যাকৃত হয় (অর্থাৎ যাকে হত্যা করা হয়) সে শহীদ।

রাসূল বললেন- তাহলে তো আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা অনেক কম হবে।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কারা শহীদ?

রাসূল বললেন- যে আল্লাহর রাস্তায় হত্যাকৃত হলো সে শহীদ, যে আল্লাহর রাস্তায় মারা গেল সে শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা গেল সে

শহীদ, যে পেটের অসুস্থতায় (অধিক পাতলা পায়খানায়) মারা গেল সে শহীদ।

ইবনে মিক্বসাম বলেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আবু সালেহ্ পানিতে ডুবে মারা ব্যক্তিও শহীদ।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ শহীদের প্রকার বর্ণানা করছেন। আর তারা হলো-

১. যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে গিয়ে সেখানে মারা যায়।

২. যে আল্লাহর রাস্তায় বের হয় অঃতপর মারা যায়।

৩. যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায়।

৪. যে ব্যক্তি পেটের অসুস্থতায় মারা যায়।

৫. যে পানিতে ডুবে মারা যায়।

এদের জন্য আল্লাহর নিকট তারা অনেক মর্যাদাবান ও সম্মানিত। তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় প্রতিদান।

## পাঠ-৩ : সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির হুকুম

### প্রশ্ন-৫৫. তোমার কি পিতা মাতা আছে?

**উত্তর :** আনাস (রাঃ) থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি চাইলেন।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার কি পিতা মাতা আছে?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তাদের সেবা কর।

**উপকারীতা :** সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য জিহাদে না গেলে কোন গুনাহ্ নেই। যেমন এই ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট জিহাদের অনুমতি চাইলে তাকে তার মায়ের সেবা করে জিহাদের পুণ্য হাসিল করার আদেশ দেয়া হয়।

### প্রশ্ন-৫৬. ইয়েমানে তোমার কি কেউ আছে?

উত্তরঃ- আবু দাউদ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ইয়েমান থেকে আসল রাসূল ﷺ-এর সাথে জিহাদ করতে। রাসূল ﷺ তাকে বললেন- ইয়েমানে তোমার কি কেউ আছে?

লোকটি বলল- পিতা মাতা আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়েছে?

লোকটি বলল- না।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তাদের নিকট কিরে যাও এবং অনুমতি চাও। যদি তারা অনুমতি দেয় তাহলে জিহাদ করো আর অনুমতি না দিলে তাদের সেবা কর।

ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, জাহেমা আস্‌সুলামী রাসূল ﷺ নিকট আসলেন জিহাদের অনুমতির জন্য তিনি তাকে বললেন- তোমার কি মা আছে?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে মায়ের সেবা কর কেননা তার পায়ের নিছে জান্নাত।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ লোকটির কাছে জানতে চাইলেন তার মা-বাবা আছে কিনা। মা বাব-বেঁচে থাকলে জিহাদে যেতে তাদের অনুমতি লাগবে। তবে জিহাদ যদি ফরজে আইন হয়ে যায় তাহলে বাব-মার সেবা করার মতো লোক বিদ্যামান থাকলে তাদের অনুমতি লাগবে না।

## পাঠ-৪ : চিত্ত আকর্ষণে দান করা

**প্রশ্ন-৫৭. আনাস থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ আনসারদেরকে একত্রিত করলেন এবং বললেন তোমাদের মধ্যে কি তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ আছে?**

তারা বলল- না তবে আমাদের এক ভাগনে আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- নিশ্চয়ই ভাগনে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

নিশ্চয়ই কোরইশরা ইসলামে নতুন তাই আমি চাই তাদেরকে সম্পদ দান করে তাদেরকে ইসলামের দিকে আকর্ষিত করতে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নয় যে মানুষ সম্পদ নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। যদি সকল মানুষ একটি উপত্যাকয়ের দিকে রওনা দিত আর আনসারা যদি একটি ছোট গুহার দিকে রওনা দিত তাহলেও আমি আনসারদের দলে চলতাম।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে আনসারদের প্রতি তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করেছেন। আর কুরাইশদেরকে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ করতে কিছু সম্পদ দিতে তিনি তাদের কাছে অনুমতি চাইছেন।

# অধ্যায়-৯ : বিবাহ

## পাঠ-১ : বিবাহের পূর্বে মেয়েকে দেখা

### প্রশ্ন-৫৮. তুমি তাকে দেখেছ?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি নবী কারীম ﷺ-এর নিকট ছিলাম এমন সময় তাঁর নিকট এক লোক আসল এবং বলল যে, সে এক আনসারী মেয়েকে বিবাহ করবে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তাকে দেখেছ?

সে বলল- না।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি গিয়ে তাকে দেখ, কেননা আনাসরদের চোখে এমন কিছু আছে।

**উপকারীতা :** এক লোক আনসারী এক মেয়েকে বিবাহ করতে চাইছে আর এই কথা নবী কারীম ﷺ বললেন তিনি তাকে মেয়ে দেখতে বলে। কেননা মেয়ে পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার আছে। আর তাছাড়া আনসাদের চোখের এমন কিছু যা পছন্দ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এতে বুঝায় যে বিবাহ করার পূর্বে ঐ পাত্রীকে দেখা জায়েয।

## পাঠ-২ : মোহরানা

### প্রশ্ন-৬০. আমি উমুক মহিলার সাথে তোমার বিবাহ সম্পাদন করব এতে কি তুমি রাজি?

**উত্তর :** উকবাহ বিন আমের থেকে ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক লোককে বললেন- আমি উমুক মহিলার সাথে তোমার বিবাহ সম্পাদন করব এতে কি তুমি রাজি?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ মহিলাটিকে বললেন- আমি তোমাকে উমুকের সাথে বিবাহ দিব এতে কি তুমি রাজি?

মহিলাটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ তাদের বিবাহ সম্পাদন করেন। ঐ মহিলা ও পুরুষের বাসর হয় তবে মহিলার জন্য কোন মোহরানা নির্ধারণ করা হয়নি।

Contents



লোকটি ছিল হুদায়বিয়ার উপস্থিত লোকদের একজন। আর হুদায়বিয়া উপস্থিত লোকদের প্রত্যেকের জন্য খায়বার যুদ্ধের গনিমতের এক অংশ। লোকটির মৃত্যুর পূর্বে বলল যে, রাসূল ﷺ উমুক মহিলার সাথে আমার বিবাহ সম্পাদন করেছেন। কিন্তু কোন মোহরানা নির্ধারণ করেননি, আমিও তাকে কিছু দেইনি। তোমরা সাক্ষ্য থাক, আমি আমার খায়বারের অংশ তাকে মোহরানা হিসেবে দিলাম। ঐ মহিলা তা গ্রহণ করল এবং তা এক লক্ষ দেরহামে বিক্রয় করল।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বিবাহ সহীহ হওয়ার জন্য মোহরানা উল্লেখ্য করা আবশ্যক নয়। তবে উল্লেখ করা মুস্তাহারব। কেননা পরে এ নিয়ে ঝগড়া হতে পারে। আবার প্রথম মিলনের পূর্বে সম্মানার্থে তাকে কিছু দেয়া মুস্তাহাব।

## পাঠ-৩ : কুমারী মেয়েদের বিবাহ করা মুস্তাহাব

### প্রশ্ন-৬১. তুমি কি বিবাহ করেছ?

**উত্তর :** জাবের رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমার বাবা নয়টি মেয়ে রেখে মারা যান, তার মৃত্যুর পর আমি এক সায়্যেবা অর্থাৎ অকুমারী মহিলাকে বিবাহ করি। আমাকে রাসূল ﷺ বললেন- জাবের তুমি কি বিবাহ করেছ?

আমি বললাম- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- কুমারী মেয়ে নাকি অকুমারী মেয়ে?

আমি বললাম- অকুমারী মেয়ে।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার জন্য কি কোন কুমারী মেয়ে ছিল না? যে তোমার সাথে খেলাধুলা করত আর তুমি তার সাথে খেলাধুলা করতে এবং তোমার সাথে হাসাহাসি করত আর তুমি তার সাথে হাসাহাসি করতে।

আমি বললাম- নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ মারা গেছেন এবং নয়টি মেয়ে রেখে গেছেন। তাই আমি চাইছি এমন একজনকে বিবাহ করতে যে তাদেরকে পরিচালনা করতে পারে।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ তাতে বরকত দান করুক।

**উপকারীতা :** পুরুষের জন্য কুমারী মেয়ে বিবাহ করা মুস্তাহাব। তবে অন্য কোন কারণে অকুমারী মেয়েও বিবাহ করা যাবে। অকুমারী মেয়ে হলো যাদের পূর্বে বিবাহ হয়েছিল পরে তাদের স্বামী মারা গেছে বা স্বামী তালাক দিয়েছে।

## পাঠ-৪ : প্রশংসিত স্ত্রী

**প্রশ্ন-৬২. তুমি কাকে বিবাহ করেছ?**

**উত্তর :** জাবের থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি বিবাহ করেছিলাম। অতঃপর রাসূল আমাকে বললেন- তুমি কাকে বিবাহ করেছ?

আমি বললাম- অকুমারী মহিলাকে।

রাসূল বললেন- তোমার জন্য কি কুমারী মেয়ে ছিল না?

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আব্দুল্লাহ মারা গেছেন আর তিনি নয়টি মেয়ে রেখে গেছেন। তাই আমি এমন একজনকে বিবাহ করেছি যে তাদেরকে পরিচালনা করতে পারে।

জাবের বললেন- তারপর তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন।

**উপকারীতা :** জাবের তার ছোট ছোট বোনদের দেখাশুনা করার জন্য কুমারী মেয়ে বিবাহ না করে অকুমারী মেয়েকে বিবাহ করেন। আর তার এই ত্যাগের কারণে রাসূল তার জন্য দোয়া করেন।

**প্রশ্ন-৬৩. তোমরা এর ব্যাপারে কি বল?**

**উত্তর :** সাহল থেকে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল -এর নিকট দিয়ে এক ব্যক্তি গেল।

রাসূল বললেন- তোমরা এর ব্যাপারে কি বল?

সাহাবীগণ বললেন- যোগ্য ব্যক্তি, সে যদি বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার প্রস্তাব মানুষ গ্রহণ করবে, সে যদি কোন বিষয় সুপারিশ করে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে আর সে যদি কোন কথা বলে তা মানুষ শুনবে।

তা শুনে রাসূল চুপ ছিলেন।

এরপর আরেক ব্যক্তি তার নিকট দিয়ে গমন করল। অতঃপর তিনি বললেন- এর ব্যাপারে তোমরা কি বল?

সাহাবীগণ বললেন- সে যদি বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহলে তার প্রস্তাব মানুষ গ্রহণ করবে না, সে যদি কোন বিষয় সুপারিশ করে তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে যদি কোন কথা বলে তা মানুষ শুনবে না।

রাসূল বললেন- আল্লাহর নিকট এই ব্যক্তি ঐ ব্যক্তি থেকে উত্তম।

**উপকারীতা :** প্রথম ব্যক্তি যে খুব ধনী তাই তার কথা সবাই শুনে সমাজে তার অনেক মূল্য, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যে গরিব হওয়ার কারণে সমাজে তার এমন মূল্য নেই। রাসূল ﷺ বললেন- এই ধনী ব্যক্তি থেকে ঐ গরিব ব্যক্তির মর্যাদা অনেক বেশি।

সুতারাং আল্লাহর দরবারে মর্যাদা ভিত্তি হলো তাকওয়া ধন সম্পদ নয়।

## পাঠ-৫ : স্ত্রীর উপর কর্তব্য স্বামীকে সন্তুষ্ট করা ও তার আনুগত্য করা

### প্রশ্ন-৬৪. তোমার কি স্বামী আছে?

**উত্তর :** হুসাইন বিন মোহসেন থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- তার ফুফু রাসূল ﷺ-এর নিকট আগমন করেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে বলেন- তোমার কি স্বামী আছে?

তিনি বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তার কাছে তোমার অবস্থান কি?

তিনি বললেন- আমি যতটুকু পারি তার আদেশ মানি।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি তার কি সেবা করলে অথচ সে তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে বর্ণনা করছেন যে স্ত্রীর উপর স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব। যখন হুসাইন এর ফুফুকে তার স্বামীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি জবাব দিলেন যে যতটুকু পারেন তার আনুগত্য করেন। তার কথার জবাবে রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তো তুমি তোমার স্বামীর পরিপূর্ণ আনুগত্য কর না, অথচ স্বামীর আনুগত্যের মধ্যে জান্নাত আর অবাধ্যতার মধ্যে জাহান্নাম নিহিত। এই হাদীসে রাসূল ﷺ স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

## পাঠ-৬ : গর্ভ পরীক্ষা করা ব্যতীত দাসীর সাথে সহবাস করা জায়েয নেই

**প্রশ্ন-৬৫. মনে হয় তার মালিক তার সাথে সহবাস করেছে।**

**উত্তর :** ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা) এক গর্ভবতী মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন- মনে হয় তার মালিক তার সাথে সহবাস করেছে।

সাহাবীগণ বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- আমার মন চাই এই গর্ভবতী মহিলার মালিককে এমন ভাবে লা'নত করি যা তার কবলে পৌঁছে, কিভাবে সে গর্ভের ছেলেকে তার ওয়ারিস বানালো অথচ তা তার জন্য বৈধ ছিল না আর কিভাবে সে এই দাসীর সাথে সহবাস করল অথচ তার জন্য তা বৈধ ছিল না।

**উপকারীতা :** সদ্য ক্রয়কৃত দাসীর সাথে সহবাস করা হারাম করা হয়েছে যতক্ষণ না তার গর্ভে অন্য কারো সন্তান আছে কিনা তা স্পষ্ট হয়।

## পাঠ-৭ : দুগ্ধ সম্পর্ক হয় ক্ষুধা মিটাতে দুধ পান করলে

**প্রশ্ন-৬৬. হে আয়েশা! এই লোক কে?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ আমার নিকট আসলেন আর তখন আমার নিকট এক লোক ছিল। তিনি বললেন- হে আয়েশা! এই লোক কে?

আমি বললাম- আমার দুধ ভাই।

তিনি বললেন- কে এই বিষয় চিন্তা করব যে, কারা তোমার দুধ ভাই। কেননা দুগ্ধ সম্পর্ক তখন হবে যখন ক্ষুধা মিটাতে দুধ পান করবে।

**উপকারীতা :** এক দুই চোষ দুধ পান করলেই দুধ ভাই হয়ে যাবে না বরং ক্ষুধা মিটাতে দুধ পান করতে হবে তা অবশ্যই আড়াই বছরের পূর্ণ হবার পূর্বে পান করতে হবে।

Contents



## পাঠ-৮ : খোলা তালাক্ব

### প্রশ্ন-৬৭. তুমি কি তাকে বাগান ফিরত দিবে?

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, সাবেত ইবনে কাইসের স্ত্রী রাসূল (সাঃ) নিকট এসে বলল- আমি আমার স্বামীর চরিত্র অথবা তার দ্বীনদারিতা নিয়ে কোন নিন্দা করব না বরং আমি ইসলামে থেকে অবাধ্যতাকে অপছন্দ করি।

রাসূল (সাঃ) বললেন- তুমি কি তাকে বাগান ফিরত দিবে?

তিনি বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল (সাঃ) তার স্বামীকে বললেন- তুমি তোমার বাগান গ্রহণ কর আর তাকে এক তালাক্ব দাও।

**উপকারীতা :** স্ত্রী তার প্রাপ্য মোহরানা ফিরত দিয়ে তার স্বামী থেকে তালাক্ব নেয়া জায়েয যাকে খোলা তালাক্ব বলা হয়। এই হাদীসে রাসূল (সা)-এর স্বীকৃতি দেন।

Contents



# অধ্যায়-১০ : ফারায়েজ, অসিয়ত, দান

## পাঠ-১ : বন্টনে ন্যায়পরয়ণতার প্রতি উৎসাহ

**প্রশ্ন-৬৮. তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এই পরিমাণ সম্পদ দিয়েছ?**

**উত্তর :** নোমান বিন বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমার পিতা আমাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আসলেন এবং হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সাক্ষ্য থাকেন যে, আমি আমার নোমনকে আমার সম্পত্তির থেকে এই পরিমাণ দিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কি তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এই পরিমাণ সম্পদ দিয়েছ?

আমার পিতা বললেন- না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-তাহলে তুমি এই ব্যাপারে অন্য কাউকে সাক্ষ্য রাখ। তুমি কি চাও তোমার প্রত্যেক সন্তান তোমার প্রতি সমান ভাবে সদাচারণ করুক।

আমার পিতা বললেন- হ্যাঁ।

অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তাদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন কর।

**উপকারীতা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সন্তানের উপর আরেক সন্তানকে প্রধান্য দেয়াকে অপছন্দ করেছেন। আর তাই বলেছেন, আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে এই ব্যাপারে সাক্ষী রাখ। কেননা সকল সন্তানের সমান অধিকার। আর তাছাড়া নিজের সন্তানদের থেকে সমান সেবা যত্ন আসা করে, তাই কোন কিছু দেয়ার ব্যাপারে সন্তানদেরকে সমান ভাবে দেয়া ইসলামের বিধান।

**প্রশ্ন-৬৯. তোমার প্রত্যেক সন্তানকে অনুরূপ দিয়েছ?**

**উত্তর :** নোমান বিন বাসীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- তার বাব তাকে নিয়ে গিয়ে বলল, আমি আমার এই ছেলেকে এক দাস উপহার দিলাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কি তোমার সকল সন্তান কে অনুরুপ দিয়েছ?

Contents



তিনি বললেন- না।

রাসূল ﷺ বললেন-তাহলে তুমি তা ফিরিয়ে নাও।

**উপকারীতা :** সকল সন্তানকে সমান না দেয়ায় রাসূল ﷺ তাকে তা ফিরত নিতে বললেন।

## পাঠ-২ : নিকট আত্মীয়কে ওয়ারিসের সম্পত্তি দান

**প্রশ্ন-৭০. এখানে তার এলাকার কেউ আছে কি?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-এর একজন খাদেম মারা যাওয়ার সময় তার কিছু সম্পদ রেখে যান। তার ওয়ারিস হওয়ার মতো কোন ছেলে বা ঘনিষ্ঠ কেউ ছিল না।

রাসূল ﷺ বললেন- এখানে তার এলাকার কেউ কি আছে?

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তাকে এই ব্যক্তির মিরাস দিয়ে দাও।

**উপকারীতা :** এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর খেদমত করত এমন অবস্থায় মারা যায় এবং তার ওয়ারিস হওয়ার মত কেউ ছিল না। আর তাই রাসূল ﷺ তার এক এলাকার ছেলেকে তার মিরাস দান করেন সদকাহ্ হিসেবে। তবে ওয়ারিস হওয়ার মতো কেউ না থাকলে সে সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।

# অধ্যায়-১১ : ক্রয় বিক্রয়

## পাঠ-১ : প্রতারণার প্রতি ভীতি প্রদর্শন

### প্রশ্ন-৭১ তোমাকে এই কাজে কিসে বাধ্য করেছে?

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বাজারের দিকে বের হলেন। বাজারে গিয়ে তিনি শুকনো খাদ্যের একটি স্তূপ দেখতে পান আর তাতে তিনি তার হাত ঢুকিয়ে তা থেকে বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া খাদ্য বের করেন। এরপর বললেন, তোমাকে এই কাজে কিসে বাধ্য করেছে?

লোকটি বলল- যিনি আপনাকে সত্য বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন তার কসম এই সবগুলো একই খাদ্য।

রাসূল বললেন- তুমি কেন শুষ্কগুলো আর সিক্তগুলো ভিন্ন করলে না। যাতে করে ক্রেতারা তা চিনতে পারে। যে ধোঁকাবাজী করে সে আমার উম্মত না।

**উপকারীতা :** রাসূল লোকটিকে ভয় প্রদর্শন কেরেছেন কেন সে শুষ্ক এবং সিক্ত খাদ্য আলাদা করে রাখেনি যাতে করে ক্রেতা তা দেখে ক্রয় করতে পারে।

### প্রশ্ন-৭২. হে খাদ্য বিক্রেতা! খাদ্যের স্তূপের উপরেরগুলো আর নিচেরগুলো কি একই রকম?

**উত্তর :** ক্বাইস বিন আবু গরারাহ্ থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল এক খাদ্য বিক্রেতার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং বললেন- হে খাদ্য বিক্রেতা! খাদ্যের স্তূপের উপরেরগুলো আর নিচেরগুলো কি একই রকম?

লোকটি বলল- হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল!

রাসূল বললেন- যে ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে প্রতারণা করে সে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত না।

**উপকারীতা :** রাসূল এখানে জানতে চাইলেন যে, খাদ্যের স্তূপের উপরের ভাগ যেমন ভাল দেখা যাচ্ছে মধ্য-ভাগ ও নিম্ন ভাগ তেমন কিনা? কেননা যাতে করে ক্রেতারা ধোঁকায় না পড়ে। আর বলেছেন- যারা ধোঁকাবাজী করে বেচা-কেনায় তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

**প্রশ্ন-৭৩. হে খাদ্য বিক্রেতা ইহা কি?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক খাদ্যের স্তুপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন অতঃপর তাতে হাত ঢুকালেন এতে উনার হাতে ভিজে গেল। তিনি বললেন, ইহা কি হে খাদ্য বিক্রেতা?

লোকটি বলল- তাতে বৃষ্টির পানি লেগেছিল।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি ভিজা খাদ্যগুলো উপরে রাখতে পারনি? যাতে করে মানুষ তা দেখতে পায়। যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

**উপকারীতা :** ইহা ছিল গম যা বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। বিক্রেতা ভিজা গমগুলো নিচে রেখে আর শুকনোগুলো উপরে রেখেছে। রাসূল ﷺ ইহা নিষেধ করেছেন কারণ এতে ক্রেতা প্রতারিত হয়।

## পাঠ-২ : ঋণ ও ধার

**প্রশ্ন-৭৪. তোমার কি ঋণ আছে?**

**উত্তর :** জাবের رضي الله عنه থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক মৃত ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়েননি তার ঋণ থাকার কারণে। অতঃপর আরেক মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তার কি ঋণ আছে?

তারা বললেন- হ্যাঁ আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তোমরা তার জানাযার নামাজ পড়ে নাও।

আবু কাতাদাহ্ رضي الله عنه বললেন- তার ঋণ আমি পরিশোধ করব।

অতঃপর রাসূল ﷺ তার জানাযার নামাজ পড়লেন। যখন আল্লাহ্ তায়ালা রাসূল ﷺ-কে বিজয় দান করলেন তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে আমি মুমিনদের সবচেয়ে হক্বদার তাই যদি কোন মুমিন ঋণ রেখে যায় তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার, আর যদি সম্পত্তি রেখে যায় তা তার ওয়ারিসদের জন্য।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়তেন না যতক্ষণ না ঋণ পরিশোধের কোন ব্যাবস্থা হয়। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তায়ালা বিজয় দিতে শুরু করে তখন ঋণগ্রস্তের ঋণ তিনি পরিশোধ করার জিম্মাদারী নেন।

Contents



## পাঠ-৩ : মৃত ব্যক্তি ঋণের কারণে আটক থাকে

**প্রশ্ন-৭৫. তার কি ঋণ আছে?**

**উত্তর :** আনাস (রা) থেকে আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সা)-এর নিকট একজন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হলো তার জানাযার নামাজ পড়ার জন্য।

রাসূল (সা) বললেন- তার কি ঋণ আছে?

তারা বলল- হ্যাঁ আছে।

রাসূল (সা) বললেন- জিবরাইল আমাকে নিষেধ করেছে ঐ ব্যক্তির জানাযার নামাজ পড়তে যে ঋণ রেখে মারা গেছে।

তার রাসূল (সা) বললেন- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে কবরে আটক করে রাখা হয় যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধিত করা হয়।

এই হাদীসটি আনাস (রা) থেকে ইমাম ত্বিবরানীও বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমরা রাসূল (সা)-এর নিকট ছিলাম এমন সময় একটি জানাযা নিয়ে আসা হলো।

রাসূল (সা) বললেন- তার কি ঋণ আছে?

তারা বলল- হ্যাঁ আছে।

রাসূল (সা) বললেন- আমি তার জানাযার নামাজ পড়লে কি লাভ হবে অথচ তার রুহ কবরে আটক করে রাখা হয়েছে তার রুহ আকাশে উঠতে পারে না। যদি তোমাদের কেউ তার ঋণের জিম্মাদার হও তাহলে আমি তার জানাযার নামাজ পড়ব। কেননা আমার নামাজ তার উপকারে আসবে।

**উপকারীতা :** যে ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা যায় তার রুহ কবরে আটক থাকে তা আকাশে উঠতে পারে না যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয়।

## পাঠ-৪ : ঋণ পরিশোধের দোয়া

**প্রশ্ন-৭৬. হে আবু উমামাহ, তোমার কি হলো তুমি মসজিদে বসে আছো? অথচ এখন নামাজের সময় নয়।**

**উত্তর :** আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সা) একদিন মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন আবু উমামাহ্ নামক এক ব্যক্তি মসজিদে বসে আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আবু উমামাহ! তোমার কি হলো তুমি মসজিদে বসে আছো? অথচ এখন নামাজের সময় নয়।

আবু উমামাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঋণ এবং চিন্তার কারণে।

রাসূল ﷺ বললেন- আমি কি তোমাকে এমন এক দোয়া শিখাবোনা যা বললে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ঋণ ও চিন্তা দূর করে দিবেন।

আবু উমামাহ্ বললেন- হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ।

রাসূল ﷺ বললেন- প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় তুমি বলবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিন্তা থেকে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই এবং তোমার কাছে অধিক ঋণ ও লোকের জোর জবরদস্তি থেকে আশ্রয় চাই।

আবু উমামাহ্ বললেন- আমি তা সকাল-সন্ধ্যা বলার পর আল্লাহ্ তায়ালা আমার ঋণ ও চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।

**উপকারীতা :** এই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে মুক্তি দিবেন।

## পাঠ-৫ : চিন্তা ও দুঃখ দূরকরণের দোয়া

**প্রশ্ন-৭৭. আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিখাবো না যা মূসা (আ) বনী ইসরাইলকে নিয়ে সমুদ্র পার হওয়ার সময় পড়েছেন?**

**উত্তর :** ইবনে মাসউদ থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বলছেন- আমি কি তোমাকে এমন দোয়া শিখাবো না যা মূসা (আ) বনী ইসরাইলকে নিয়ে সমুদ্র পার হওয়ার সময় পড়েছেন?

আমরা বললাম- হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা বল-

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَاِلَيْكَ الْمُشْتَكٰى، وَاَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

অর্থ : হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসা, তোমার কাছেই কষ্টব্যক্তকারীরা আর তুমিই সাহায্যকারী এবং মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

**উপকারীতা :** এই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ্ তায়ালা বিপদ-আপদ ও দুঃখ-চিন্তা দূর করে দিবেন।

## পাঠ-৬ : অংশীদার

**প্রশ্ন-৭৮ . খায়বারের সব খেজুর কি এই রকম?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা (রা) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে খায়বারে কাজে নিযুক্ত করেন। সে রাসূল ﷺ-এর নিকট ভাল জাতের খেজুর নিয়ে আসল।

রাসূল ﷺ বললেন- খায়বারের সব খেজুর কি এই রকম?

লোকটি বলল- আমরা নিম্ন জাতের দুটি খেজুর দিয়ে ভাল জাতের একটি খেজুর ক্রয় করি আবার নিম্ন জাতের তিনটি খেজুর দিয়ে ভাল জাতের দুটি খেজুর ক্রয় করি।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা এরূপ করবে না। বরং নিম্ন জাতের খেজুর বিক্রয় করে ভাল জাতের খেজুর ক্রয় করবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ-এর নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ভাল জাতের খেজুর নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকট আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে খায়বারের সব খেজুর কি এই রকম। তখন সে বলল- না বরং আমরা নিম্ন জাতের খেজুর দুটির দ্বারা ভাল জাতের একটি খেজুর ক্রয় করছি। আবার নিম্ন জাতের তিনটি খেজুর দ্বারা ভাল জাতের দুটি খেজুর ক্রয় করছি। ইহা শুনে রাসূল ﷺ তা করতে নিষেধ করেন কেননা ইহা সুদ। তাই নিম্ন জাতের খেজুর বিক্রয় করে তারপর ভাল জাতের খেজুর ক্রয় করতে বলেছেন।

## পাঠ-৭ : জিম্মাদার

**প্রশ্ন-৭৯. তুমি এই স্বর্ণ কোথায় পেয়েছ?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি তার থেকে দশ দিরহাম ঋণগ্রহীতা ব্যক্তিকে আটক করল।

লোকটি বলল- আমি তোমাকে ছাড়বো না যতক্ষণ না তুমি তা পরিশোধ কর অথবা কোন জিম্মাদার নিয়ে আস।

ইবনে আব্বাস বলেন- সে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিম্মাদার বানালো। তারপর সে তার ওয়াদা মত ঋণ পরিশোধ করার জন্য তা নিয়ে আসল।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি এই স্বর্ণ কোথায় পেয়েছ?

লোকটি বলল- খনি থেকে।

রাসূল ﷺ বললেন- আমাদের ইহা প্রয়োজন নেই ইহাতে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর রাসূল ﷺ তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিল।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে ঋণদাতা ঋনগ্রহীতার নিকট জিম্মাদার চাইতে পারবে। যাতে করে ঋণগ্রহীতার থেকে সে তার টাকা আদায় করতে পারে।

## পাঠ-৮ : উঁচু ভবন

### প্রশ্ন-৮০. ইহা কি?

**উত্তর :** আনাস (রাঃ) থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক আনসারের বাড়ির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন এমন সময় তিনি বললেন- ইহা কি?

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- গম্বুজ, উমুক ব্যক্তি বানিয়েছে।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহার মত যত কিছু আছে তা তার মালিকের জন্য কিয়ামতের দিন বিপদ হয়ে দাড়াবে।

এই কথাটা আনসার ব্যক্তির কানে গেলে তিনি তা ভেঙ্গে ফেলেন।

পরে একদিন রাসূল ﷺ সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় গম্বুজটি দেখতে পাননি। তাই তিনি গম্বুজটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- আনসার ব্যক্তি আপনার কথা শুনার পর তা ভেঙ্গে ফেলে।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুক, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুক।

**উপকারীতা :** উচুঁ উচুঁ গম্বুজ তৈরি করা আখেরাতে কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াবে। রাসূল ﷺ ঐ আনসারীর জন্য দোয়া করলেন কেননা সে তাঁর সুন্নাতের উপর আমল করেছে।

# অধ্যায়-১২ : অপরাধের শাস্তি

## পাঠ-১ : দেশান্তর করা

### প্রশ্ন-৮১. এর কি হলো?

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ-এর নিকট এক মেয়েলী স্বভাবের লোককে নিয়ে আসা হলো যে হাত পায়ে মেহেদী দিয়েছে।

রাসূল ﷺ বললেন- এর কি হলো?

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- সে মহিলাদের মত চলে।

রাসূল ﷺ তাকে নির্বাসনের আদেশ দেন।

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাকে হত্যা করব না।

রাসূল ﷺ বললেন- মুসুল্লীদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ লোকটির কাজকে অপছন্দ করেছেন এবং তাকে নির্বাসনের আদেশ দেন।

## পাঠ-২ : হত্যার পরিবর্তে হত্যা

### প্রশ্ন-৮২. কে তোমাকে হত্যা করেছে?

**উত্তর :** আনাস (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-এর জামানায় এক ইয়াহুদী এক মেয়ে উপর অত্যাচার করে। সে তার গলার হার টেনে ধরে এবং পাথরের আঘাতে মাথা ভেঙ্গে দেয়। মেয়েটির পরিবার তাকে রাসূল ﷺ এর নিকট নিয়ে আসে তখন মেয়েটি মৃত্যুর ধার প্রান্তে।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন- তোমাকে কে হত্যা করল? উমুক ব্যক্তি?

মেয়েটি কথা বলতে পারে না তাই মাথা দ্বারা ইশারা করে বলল, না।

রাসূল ﷺ বললেন- উমুক ব্যক্তি?

মেয়েটি মাথা দ্বারা ইশারা করে বলল, না।

রাসূল ﷺ বললেন- উমুক ব্যক্তি?

মেয়েটি মাথা দ্বারা ইশারা করে বলল, হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তির মাথা ভেঙ্গে দেয়ার আদেশ দিলেন। অতঃপর তার মাথা ভেঙ্গে দেয়া হলো।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন পুরুষ যদি কোন মহিলাকে হত্যা করে তাহলে ঐ পুরুষকেও হত্যা করা হবে। অর্থাৎ হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হবে চাই পুরুষ হোক বা মহিলা হোক।

## পাঠ-৩ : মর্যাদা বৃদ্ধি

### প্রশ্ন-৮৩. আমি কি তোমাকে এমন পথ দেখাবো না, যা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে?

**উত্তর :** উবাদাহ্ বিন সামেত থেকে ইমাম ত্বিবরানী ও ইমাম বয্যার বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বলেছেন- আমি তোমাকে এমন পথ দেখাবো না যা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে?

সাহাবীগণ রাঃ বললেন- হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন- কেউ মূর্খের মত আচারণ করলে তার উপর ধৈর্য ধারণ করা, যে তোমার উপর জুলুম করল তাকে ক্ষমা করে দেয়া, যে তোমাকে বঞ্চিত করল তাকে দান করা, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে ঐ সকল আমলের কথা বললেন, যার উপর আমল করলে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

# অধ্যায়-১৩ : নেতৃত্ব ও বিচার

## পাঠ-১ : ইজতেহাদ

**প্রশ্ন-৮৪. তুমি কিভাবে বিচার করবে?**

**উত্তর :** আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সা) মুয়াজকে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় বললেন- তুমি কিভাবে বিচার করবে?

মুয়াজ বললেন- আমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা বিচার করবো।

রাসূল বললেন- আল্লাহর কিতাবে যদি ঐ বিধান না পাও?

মুয়াজ বললেন- তাহলে আমি রাসূলের হাদীস দ্বারা করবো।

রাসূল বললেন- যদি রাসূলের হাদীসেও ঐ বিধান না পাও।

মুয়াজ বললেন- তাহলে আমি আমার চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করবো।

রাসূল বললেন- সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি তার রাসূলের দূতকে বিচার কার্য সম্পাদন করার মতো যোগ্যতা দান করেছে।

**উপকারীতা :** রাসূল মুয়াজ-এর কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, মুয়াজ বিচার কার্য ভাল ভাবে সম্পাদন করতে পারবে। আর তা হলো প্রথমে আল্লাহর কিতাব কুরআন দ্বারা বিচার করবে। কুরআনে যদি ঐ বিষয়ে কোন নির্দেশ না থাকে তাহলে রাসূলের হাদীস দ্বারা বিচার করবে। হাদীসেও যদি ঐ বিষয়ে কোন নির্দেশ না থাকে তাহলে মুজতাহিদ তার ইজতিহাদ দ্বারা বিচার কার্য সম্পাদন করবে।

## পাঠ-২ : উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব ব্যক্তি

**প্রশ্ন-৮৫. তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি নিঃস্ব?

আমরা বললাম- আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সে ব্যক্তি যার কোন দিরহাম নেই এবং চলার মতো জিনিস পত্র নেই।

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন অনেক নামাজ রোজা ও যাকাত আদায়কারী হিসেবে হাজির হবে আবার সাথে সাথে তার মাঝে এইও থাকবে যে উমুক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছে, উমুক ব্যক্তির উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, উমুক ব্যক্তিকে উমুক ব্যক্তির সম্পদ লুট করে খেয়েছে, উমুক ব্যক্তিকে খুন করেছে, উমুক ব্যক্তিকে মারছে। তখন তার আমল থেকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ঐ সকল ব্যক্তিকে নেকি দেয়া হবে। যখন সবার ক্ষতিপূরণ আদায় করার পূর্বে তার নেকি শেষ হয়ে যাবে তখন বাকিদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদের গুনাহ্ সমূহ তার আমলনামায় দেয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে এই কথা বললেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যার টাকা-পয়সা নেই সে নিঃস্ব নই বরং নিঃস্ব হলো ঐ ব্যক্তি যে অনেক নামাজ রোজা নিয়ে কিয়ামতের মাঠে হাজির হবে তবে তার অন্যায় কাজের কারণে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। সেগুলো হলো সে মানুষকে গালি দিয়েছে, অপবাদ দিয়েছে, হত্যা করেছে, অন্যের মাল লুট করে খেয়েছে। তাই এত নেক আমল করার পরেও মানুষের পাওনা দিতে দিতে তার আর কোন নেকি বাকি থাকবে না বরং পরে অন্যদের পাওনা দেয়ার মত তার কাছে নেকি না থাকায় তাদের গুনাহ্ তার কাধেঁ দিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আর এই ব্যক্তি হলো প্রকৃত নিঃস্ব।

## পাঠ-৩ : প্রাণীদের প্রতি দয়া

### প্রশ্ন-৮৬. কে এই উটের মালিক? এই উট কার?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ একদিন আমাকে তার পিছনে আরোহণ করালেন। অতঃপর তিনি আমাকে একটা গোপন কথা বলেন যা আমি কোন মানুষের কাছে বলিনা। তারপর তিনি আনসারের বাড়ির সীমানায় প্রবেশ করেন এবং সেখানে একটা উট দেখতে পান। উটটি নবী কারীম ﷺ-কে দেখে কান্না শুরু করল। নবী কারীম ﷺ তার নিকট আসলেন এবং তার গলায় হাত বুলালেন আর এতে সে কান্না

থামালো। নবী কারীম ﷺ বললেন- কে এই উটের মালিক? এই উট কার?

অতঃপর আনসারী এক যুবক এসে বলল- আমার। হে আল্লাহ্র রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন- এই প্রাণীর ব্যাপারে তুমি কি আল্লাহকে ভয় করো না যার মালিক আল্লাহ্ তোমাকে বানালেন। সে আমার কাছে নালিশ করল তুমি তাকে ক্ষুধার্ত রাখ এবং কঠোর পরিশ্রম করাও।

**উপকারীতা :** আল্লাহ্ তায়ালা উটকে কথা বলার ক্ষমতা দান করেন আর এটা রাসূল ﷺ এর মু'জিযা। আর উট রাসূল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করে যে তার মালিক তার সক্ষমের চেয়ে কঠিন কাজ তার দ্বারা করায় যা তার জন্য অনেক কষ্ট হয় এবং তাকে ক্ষুধার্ত রাখে।

সুতারাং প্রাণীদের প্রতি দয়া করা এটাও তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর নবী কারীম ﷺ-এর প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন।

Contents



# অধ্যায়-১৪ : নিয়ত ও মান্নত

## পাঠ-১ : অক্ষমদের জন্য মান্নত পুরা করা আবশ্যক নয়

### প্রশ্ন-৮৭. এর কি হলো?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রা. থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি তার দুই ছেলের উপর ভর দিয়ে হাঁটতেছে।

রাসূল ﷺ বললেন- এর কি হলো?

তার দুই ছেলে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! বায়তুল্লাহ হেঁটে যাওয়ার জন্য আমাদের পিতা নিয়ত করেছেন।

রাসূল ﷺ বললেন- হে বৃদ্ধ! তুমি বাহনে চড়ে বস। আল্লাহ তোমার এবং তোমার মান্নতের মুখাপেক্ষী নন।

**উপকারীতা :** যে ব্যক্তি সক্ষম নয় তার মান্নাত পুরা করা আবশ্যক নয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা মান্নাতের মুখাপেক্ষী নন।

Contents



# অধ্যায়-১৫ : শিকার করা

## পাঠ-১ : গৃহপালিত গাধার গোশত খওয়া হারাম

**প্রশ্ন-৮৮. তোমরা কিসে আগুন দিচ্ছ?**

**উত্তর :** সালমাতাহ্ বিন আকওয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারের দিন এক জায়গায় আগুন জ্বালাতে দেখে বললেন- তোমরা কিসে আগুন দিচ্ছ?

তারা বলল- গৃহপালিত গাধার গোশত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমরা চুলা ভেঙ্গে ফেল আর গোশতগুলো ফেলে দাও।

তারা বলল- আমরা কি পাত্রটি ধৌত করব না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমরা পাত্রটি ধৌত কর।

**উপকারীতা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এই হুকুম বর্ণনা করলেন যে, গৃহপালিত পশুর গোশত খাওয়া হারাম এবং যে পাত্রে তা পাক করা হয়েছে তা ধুয়ে নিলে দ্বিতীয় বার ব্যবহার করা যাবে।

# অধ্যায়-১৬ : পোশাক পরিচ্ছদ

## পাঠ-১ : বাড়ির সামগ্রী

### প্রশ্ন-৮৯. তুমি কি মাদুর ব্যবহার করেছ?

**উত্তর :** জাবের (রা) থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি যখন বিবাহ করেছি তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- তুমি কি মাদুর ব্যবহার করেছ?

আমি বললাম- আমাদের কি মাদুর আছে?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ, অচিরেই তা হবে।

জাবের বললেন- আমার স্ত্রীর কাছে একটা মাদুর ছিল তাই আমি বললাম- এটা আমার থেকে দূরে রাখ। আর আমার স্ত্রী বলল- আপনি দূরে রাখার কথা বলছেন অথচ রাসূল ﷺ বলছেন- তা অচিরেই হবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ-এর যুগে মাদুরের সংখ্যা খুব কম ছিল। মুসলমানদের বিজয় হওয়া পর মাদুরের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পায়। জাবের (রা) অধিক বিলাসিতা মনে করে মাদুর ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন। আর তার স্ত্রী বলত যে, আপনি অপছন্দ করেন অথচ রাসূল ﷺ বলছেন- মাদুরের সংখ্যা অচিরেই বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ তার স্ত্রী মাদুরের ব্যবহার করার উপর রাসূলের এই হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করতেন।

## পাঠ-২ : পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা

### প্রশ্ন-৯০. তোমার কি সম্পদ আছে?

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, আবুল আহ্ওয়াস (রা) বলেন- আমি রাসূল ﷺ -এর নিকটে নিম্নমানের কাপড় পরে আসলাম।

রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- তোমার কি সম্পদ আছে?

আমি বললাম- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- কি রকম সম্পদ আছে?

আমি বললাম- উট, ছাগল, ঘোড়া, দাস দাসী।

রাসূল ﷺ বললেন- যাতে আল্লাহ্ তোমাকে নিয়ামত দিয়েছে তুমি তাঁর নিয়ামত ও দয়ার নিদর্শন প্রকাশ।

**উপকারীতা :** আল্লাহ ইহা পছন্দ করেন যে, যাকে তিনি নিয়মত দিয়েছেন সে যেন তার চলা ফিরায় ও পোশাক পরিচ্ছদে তার নিদর্শন প্রকাশ করে। পোশাক পরিচ্ছদ ও চলা ফিরা সুন্দর ভাবে করে এমন কি ঘরের ভিতরে ও বাহিরে সুন্দর রাখে।

## পাঠ-৩ : পোশাকের রং

### প্রশ্ন-৯১. তোমার মা কি তোমাকে ইহা আদেশ দিয়েছে?

**উত্তর :** ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বলেন- রাসূল আমার গায়ে দুটি হলুদ কাপড় দেখতে পেয়ে বললেন- ইহা তো কাফেরদের পোষাক।

অন্য রেওয়াতে আছে তিনি বললেন- তোমার মা কি তোমাকে ইহা আদেশ দিয়েছে।

আমি বললাম- আমি ইহা ধুয়ে ফেলবো।

রাসূল বললেন- বরং তুমি তা পুড়ে ফেল।

**উপকারীতা :** রাসূল এখানে হলুদ কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। কেননা তা কাফেরদের পোশাক আবার তা মহিলাদের পোশাক তাই তা পুরুষদের জন্য নিষেধ।

## পাঠ-৪ : পশমের পোশাক পরিধান করা

### প্রশ্ন-৯২. তোমার কাছে কি পানি আছে?

**উত্তর :** বারা থেকে তিনটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক রাত্রে আমি রাসূল -এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন- তোমার কাছে কি পানি আছে?

আমি বললাম- হ্যাঁ।

অতঃপর তিনি বাহন থেকে নামলেন। তারপর আমার থেকে অনেক দূরে গিয়ে প্রয়োজন সেরে আসলেন। এরপর পাত্র থেকে পানি ঢেলে তার মুখম-ল ও দুই হাত ধৌত করলেন। তিনি তখন পশমের জুব্বা পরা ছিলেন আর এই কারণে তিনি তার দু' হাত বাহির করতে পারতেছেন না পরে জুব্বার নিচ দিয়ে দুই হাত বাহির করেন। এরপর তিনি মাথা মাসেহ্ করেন। আমি চাইলাম তার মোজাগুলো খুলতে তিনি বললেন- মোজা খুলতে হবে না, আমি পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করেছি। তারপর তিনি মোজার উপর মাসেহ্ করেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পশমের পোশাক পরিধান করা বৈধ এবং মোজা পবিত্র অবস্থা পরিধান করলে তার উপর মাসেহ্ করা বৈধ।

## পাঠ-৫ : অপচয় না করা

### প্রশ্ন-৯৩. হে জমরাহ্! তোমার কি ধারণা তোমার এই দুটি কাপড় কি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে?

**উত্তর :** জমরাহ্ বিন সা'লাবাহ্ ﷺ থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- তিনি একদিন রাসূল ﷺ-এর নিকট দুটি ইয়ামেনী কাপড় পরিধান করে এসেছিলেন।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন- হে জমরাহ্! তোমার কি ধারণা তোমার এই দুটি কাপড় কি তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে?

জমরাহ্ ﷺ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি এর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং আমি বসার আগেই ইহা খুলে ফেলবো।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ্! তুমি জমরাহকে ক্ষমা করে দাও।

অতঃপর তিনি দ্রুত গিয়ে তা খুলে ফেললেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে অধিক অপচয় করে পোশাক পরিধান করা নিষেধ করা হয়েছে।

## পাঠ-৬ : পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম

### প্রশ্ন-৯৪. আমার কি হলো আমি কেন তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি?

**উত্তর :** চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসল তার হাতে তখন পিতলের আংটি ছিল।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন- আমার কি হলো আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি?

ইহা বলার কারণে লোকটি আংটিটি খুলে ফেলে দিল। অতঃপর অন্য একদিন আসল তার হাতে তখন লোহার আংটি ছিল।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন- আমার কি হলো আমি তোমার কাছে জাহান্নামীদের অলংকার দেখতে পাচ্ছি।

তখন সে তা ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমি কোনটা ব্যবহার করব।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি রূপার আংটি ব্যবহার কর তবে তা যেন এক মিসকালের কম হয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতলের আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা অধিকাংশ মূর্তি পিতল দ্বারা বানানো হয়। আবার লোহার আংটি ব্যবহার করাও মাকরূহ কেননা ইহা জাহান্নামীদেরকে পরানো হবে। তাই উত্তম হলো রূপার আংটি ব্যবহার করা তবে তা এক মিসকালের কম হতে হবে।

## পাঠ-৭ : পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় ব্যবহার করা হারাম

### প্রশ্ন-৯৫. তোমরা ইহা দেখে আশ্চার্য হয়েছ?

**উত্তর :** বারা (রা) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ কে একটা রেশমি কাপড় হাদিয়া দেয়া হয়েছে। আর তা স্পর্শ করে আশ্চার্য হলাম। রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা ইহা দেখে আশ্চার্য হয়েছ?

আমরা বললাম- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- সা'দ বিন মুয়াজের জান্নাতের রুমালগুলো এর চাইতেও উত্তম।

**উপকারীতা :** পুরুষের জন্য রেশমি কাপড় হারাম করা হয়েছে। কেননা তাতে অধিক সাজ সজ্জা প্রকাশিত হয় আর সাজ সজ্জা মহিলাদের জন্য। এই হাদীসটি রেশমি কাপড় হারাম হওয়ার পূর্বে ঘটনা।

## পাঠ-৮ : হাতে পায়ে খেযাব দেয়া

### প্রশ্ন-৯৬. ইহা কি পুরুষের হাত না কি মহিলার হাত?

**উত্তর :** আয়েশা (রা) থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক মহিলা রাসূল ﷺ-কে হাত দ্বারা ইশারা দিল, তার হাতে একটা কিতাব ছিল।

রাসূল ﷺ বললেন- এটা কি পুরুষের হাত নাকি মহিলার হাত?

আয়েশা (রা) বললেন- না বরং এটা মাহিলার হাত।

রাসূল ﷺ বললেন- যদি এটা মহিলার হাত হত তাহলে তা মেহেদি দ্বারা রঙিন করা থাকত।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদের জন্য হাতে পায়ে মেহেদি দিয়ে রঙিন করা মুস্তাহাব। তবে পুরুষের জন্য তা হারাম।

# অধ্যায়-১৭ : ধার্মিকতা

## পাঠ-১ : আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করা

### প্রশ্ন-৯৭. কে ইহা পোড়া দিল?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক সফরে আমরা রাসূল -এর সাথে ছিলাম। অতঃপর আমি আমার প্রয়োজন সারতে একটু দূরে গেলাম। যাওয়ার পর আমি সেখানে দুটি বাচ্চাসহ একটি চড়ুই পাখি দেখে তার বাচ্চা দুটি নিয়ে আসলাম। আর এতে পাখিটি পিছে পিছে আসতে লাগল এবং তার বাচ্চাগুলো খুঁজতে লাগল। অতঃপর নবী কারীম আসলেন এবং বললেন- কে তার বাচ্চাগুলো নিয়ে তাকে কষ্ট দিল? তার বাচ্চাগুলো ফিরিয়ে দাও।

তিনি আরো দেখলেন পোড়ানো একদল পিঁপড়া। আর ইহা দেখে তিনি বললেন- কে ইহা পোড়া দিল?

আমরা বললাম- আমরা পোড়া দিয়েছি।

তিনি বললেন- আগুন দ্বারা পোড়ানো আল্লাহ ব্যতিত কারো জন্য বাঞ্ছনীয় নয়।

**উপকারীতা :** ইসলাম প্রাণীদের প্রতি দয়া করার কথা বলে। তাই পাখিকে তার বাচ্চা নিয়ে কষ্ট দেয়া ঠিক না। কারণ এতে সে চিন্তিত হয় এবং খুব কষ্ট পায়।

এই হাদীস দ্বারা ইহা ও জানা যায় যে আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য জায়েয নয়।

## পাঠ-২ : সৎকর্মশীলদের সাথে সাক্ষাতের ফযিলত

### প্রশ্ন-৯৮. আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে সংবাদ দিব না?

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতী লোকদের সম্পর্কে সংবাদ দিব না?

আমরা বললাম- হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন- নবীগণ জান্নাতী, সিদ্দীকগণ জান্নাতী, আর ঐ ব্যক্তি জান্নাতী যে শহরের অন্য প্রান্তে থাকা তার কোন ভাইয়ের সাথে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষাত করে।

**উপকারীতা :** এক মুসলিম ভাই অন্য মুসলিম ভাইয়ের সাথে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষাত করে তাহলে সে এর দ্বারা অনেক নেকী লাভ করে এবং আল্লাহর ভালবাসা লাভ করে।

## পাঠ-৩ : সম্মানের সদ্‌কাহ্‌

**প্রশ্ন-৯৯. তোমরা কি আবু জমজমার মত হতে অক্ষম?**

**উত্তর :** আব্দুর রহমান বিন আজলান (রা.) থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- তোমরা কি আবু জমজমার মত হতে অক্ষম?

সাহাবীগণ (রা.) বললেন- আবু জমজম কে?

রাসূল ﷺ বললেন- সে তোমারদের পূর্ববর্তীর লোকদের একজন। যখন সকাল হত তখন সে বলল- হে আল্লাহ্! আমার ইজ্জত আমার বদনাম কারীদের জন্য।

**উপকারীতা :** এখানে উদারতা ও উত্তম আখলাকের প্রকাশ পেল।

## পাঠ-৪ : ক্রোধ সংবরণ করা

**প্রশ্ন-১০০. তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা বীর মনে কর?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ (রা.) থেকে ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন- তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা সন্তানহারা মনে কর?

আমরা বললাম- যার সন্তান হয় না।

রাসূল ﷺ বলেন- সন্তানহারা একে বলে না বরং সন্তানহারা হলো ঐ ব্যক্তি যার মৃত্যুর পূর্বে তার কোন সন্তান মারা যায়নি।

রাসূল ﷺ বলেন- তোমাদের মধ্যে কাকে তোমরা বীর মনে কর?

আমরা বললাম- যার উপর কেউ বিজয় হতে পারে না।

রাসূল ﷺ বলেন- বীর একে বলে না বরং বীর ঐ ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।

**উপকারীতা :** সন্তানহারা দ্বারা মানুষ বুঝত যার কোন সন্তান নেই। আর রাসূল বলেন- বাস্তবে সন্তানহারা ঐ ব্যক্তি যে মারা যাওয়ার আগে তার কোন সন্তান মারা যায়নি। আবার বীর দ্বারা মানুষ বুঝত যে সবাইকে পরাজিত করে যাকে কেউ পরাজিত করতে পারে না। আর রাসূল (সা) বলেন- বাস্তবে বীর হলো সে ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে।

## পাঠ-৫ : পরনিন্দা না করা

### প্রশ্ন-১০১. তোমরা কি জান গীবত কি?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম, ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- তোমরা কি জান গীবত কি?

সাহাবীগণ বলল- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন।

রাসূল বললেন- তুমি তোমার ভাইয়ের পিছনে তার এমন দোষ বলা যা সে অপছন্দ করে।

জিজ্ঞাসা করা হলো- যদি তার মাঝে সে দোষ থাকে।

রাসূল বললেন- তুমি যা বলেছ তা যদি তার মাঝে থাকে তাহলে তুমি তার গীবত করেছ আর যদি না থাকে তাহলে তুমি তার বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছ।

**উপকারীতা :** পুণ্যের কাজ হলো এক মুসলিম তার আরেক মুসলিম ভাইয়ের পরনিন্দা করবে না এবং তার বিরুদ্ধে কোন অপবাদ দিবে না। সুতারাং পরনিন্দা এবং অপবাদ দুটিই হারাম।

## পাঠ-৬ : পিতা মাতার প্রতি সদাচারণ

### প্রশ্ন-১০২. তোমার পিতা মাতা কি জীবিত আছেন?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল -এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি চাইলেন।

রাসূল তাকে বললেন- তোমার পিতা মাতা কি জীবিত আছেন?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- তুমি তাদের সেবা করে জিহাদের পুণ্য হাসিল কর।

**উপকারীতা :** এখানে পিতা মাতার সেবা করাকে জিহাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা তাদের সেবা করার দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা যায়। সুতারাং সকল মুসলমানের উপর ওয়াজিব পিতা মাতার সেবা করা এবং তাদের আদেশ-নিষেধ মান্য করা।

এই বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে।

## অধ্যায়-৭ : প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়ার প্রতি সতর্কবাণী

### প্রশ্ন-১০৩. জিনার ব্যাপারে তোমরা কি বল?

**উত্তর :** মিকদাদ বিন আল আসাদ থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল তার সাহাবীদেরকে বললেন- জিনার ব্যাপারে তোমারা কি বল?

সাহাবীগণ বললেন- ইহা হারাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হারাম করেছে তাই তা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম।

রাসূল বললেন- কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জিনা করা থেকে দশজন অন্য মহিলার সাথে জিনা করা লঘুতর অপরাধ।

রাসূল আবার বললেন- চুরি করার ব্যাপারে তোমরা কি বল?

সাহাবীগণ বললেন- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল হারাম করছে তাই তা হারাম।

রাসূল বললেন- কোন ব্যক্তি প্রতিবেশীর ঘরে চুরি করার থেকে দশটি অন্য ঘরে চুরি করা লঘুতর অপরাধ।

**উপকারীতা :** নবী কারীম এখানে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া থেকে সাবধান করেছেন। কেননা তা অধিক শাস্তিতুল্য অপরাধ।

Contents



# অধ্যায়-১৮ : শিষ্টাচার

## পাঠ-১ : উত্তম চরিত্র

**প্রশ্ন-১০৪. তোমাদের মধ্যে কে আমার কাছে অধিক প্রিয় তা কি আমি তোমাদের কে বলবো না?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে ইমাম আহমদ ও ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল -কে বলতে শুনেছেন, রাসূল বলেছেন- তোমাদের মধেকে আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটবর্তী হবে তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো না?

সাহাবীগণ বললেন- হ্যাঁ বলুন হে আল্লাহর রাসূল ।

রাসূল বললেন- যে তোমাদের উত্তম চরিত্রের অধিকারী ।

**উপকারীতা :** রাসূল এখানে উত্তম চরিত্রের ব্যাপারে উপদেশ দিলেন। কেননা তা দ্বারা মুসলমান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত লাভ করে, সম্মান অর্জন করে, বিপদ থেকে নাজাত লাভ করে এবং আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয় ।

## পাঠ-২ : উত্তম চরিত্র

**প্রশ্ন-১০৫. আমি কি তোমাদেরকে তা বলবো না যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?**

**উত্তর :** উবাদাহ্ ইবনে সামেত থেকে ইমাম ত্বিবরানী ও ইমাম বায্‌যার বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- আমি কি তোমাদেরকে তা বলবো না, যা দ্বারা আল্লাহ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?

সাহাবীগণ বললেন- হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল ।

কেউ তোমার সাথে অজ্ঞের মত আচারণ করলে তার উপর ধৈর্য ধারণ করা, যে তোমার প্রতি জুলুম করেছে তাকে ক্ষমা করে দেয়া, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান করা আর ঐ ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখা যে তোমার সাথে সম্পর্ক রাখে না ।

**উপকারীতা :** উত্তম চরিত্র হলো কেউ মূর্খের মত গালাগালি করলে তার উপর ধৈর্য ধারণ করা, জুলুমকারীরকে প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয়া, যে ব্যক্তি তোমাকে কোন জিনিস পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে তার বিনিময়ে তুমি তাকে বঞ্চিত না দান করা আর আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্টকারীর সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখা ।

## পাঠ-৩ : অভিসম্পাত না করা

### প্রশ্ন-১০৬. উটের মালিক কোথায়?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক ভ্রমণে এক লোক তার উটকে লা'নাত করল। রাসূল (সা) বললেন- উটের মালিক কোথায়?

লোকটি বলল- আমি এখানে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি উটকে পিছনে রাখ কেননা তার ব্যাপারে যে লা'নাত করেছ তা পতিত হবে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে লা'নাত থেকে বিরত থাকার প্রয়োজনীয়তা বুঝালেন। কেননা তা দ্বারা আল্লাহর গযব পতিত হয় এবং রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। আর এই কারণে নবী কারীম ﷺ লা'নাতকারী লোককে তালাশ করলেন যাতে করে সে উটের সাথে না থাকে। কেননা তার করা লা'নাত উটের উপরে অচিরেই পতিত হবে।

## পাঠ-৪ : নবী কারীম ﷺ-এর সামনে কবিতা আবৃত্তি

### প্রশ্ন-১০৭. উমাইয়া বিন আবু সালতের কোন কবিতা কি তোমার জানা আছে?

**উত্তর :** আমর বিন সারীত থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তার বাবা বলেন- আমি নবী কারীম ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন- উমাইয়া বিন আবু সালতের কোন কবিতা কি তোমার জানা আছে?

আমি বললাম- হ্যাঁ জানা আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তা আবৃত্তি কর।

আমি একটি ছন্দ আবৃত্তি করলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি আরো আবৃত্তি কর।

আমি আরেকটি ছন্দ আবৃত্তি করলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি আরো আবৃত্তি কর।

আমি আবৃত্তি করতে লাগলাম এমন কি একশত ছন্দ আবৃত্তি করলাম।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ উমাইয়া বিন আবু সালতের কবিতা পছন্দ করতেন কেননা তা ছিল অধিকাংশ তাওহীদ নিয়ে লিখা।

## অধ্যায়-১৯ : জিকির ও দোয়া

### পাঠ-১ : উত্তম জিকির

**প্রশ্ন-১০৮. তোমাদের কি আহলে কিতাবের কেউ আছে?**

**উত্তর :** ইয়ালা বিন সাদ্দাদ থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমার নিকটে আবু সাদ্দাদ বিন আউস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন এবং উবাদাহ্ বিন সমেত তাকে সত্যায়িত করে। আবু সাদ্দাদ বলেন- আমরা নবী কারীম ﷺ নিকট ছিলাম, তিনি বললেন- তোমাদের মধ্যে কি আহলে কিতাবের কেউ আছে?

আমরা বললাম- না, হে আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর তিনি দরজা আটকাতে আদেশ দিলেন। আর বললেন- তোমরা তোমাদের হাত উঠাও এবং বল-

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ

(আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই)

আমরা আমাদের হাত উঠালাম। তিনি বলতে লাগলেন- সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এই কালেমা দিয়ে প্রেরণ করেছ, আর আমাকে ইহা প্রচার করার আদেশ দিয়েছ, এবং ইহা দ্বারা জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছ আর তুমি তোমার ওয়াদা ভঙ্গ কর না।

এরপর তিনি বললেন- তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, কেননা আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে বর্ণনা করেন যে, সবচেয়ে উত্তম জিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। এই কালেমার উপর মুসলমানদের জীবন ও মুসলমানদের মরণ।

আর তাই মুসলমানদের উপর কর্তব্য হলো এই জিকির বেশি বেশি করা এবং এর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রাখা।

Contents



## পাঠ-২ : আল্লাহর নিকট প্রিয় বাক্য

**প্রশ্ন-১০৯. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য কোনটি তা কি আমি তোমাকে বলবো না?**

**উত্তর :** আবু যার থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য কোনটি তা কি আমি তোমাকে বলবো না?

আমি বললাম- হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বলুন কোন বাক্যটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়।

রাসূল বললেন- নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্য হলো

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তার প্রশংসা করছি।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বাক্যের কথা বলা হয়েছে আর তা হলো-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি এবং তার প্রশংসা করতেছি।

## পাঠ-৩ : সব তাসবীহের সমষ্টি

**প্রশ্ন-১১০. আমি তোমাকে রেখে যাওয়ার পর থেকে তুমি এই অবস্থায় ছিলে?**

**উত্তর :** জুয়াইরিয়া থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নবী কারীম তার কাছ থেকে বাহির হলেন আবার অনেক্ষণ পর ফিরে এসে দেখলেন তিনি এখনও বসা। তাই নবী কারীম বললেন- আমি তোমাকে রেখে যাওয়ার পর থেকে তুমি এই অবস্থায় ছিলে?

জুয়াইরিয়া বলেন-হ্যাঁ এই অবস্থায় ছিলাম।

রাসূল বলেন- যদি তুমি এই চারটি কালিমা তিন বার পাঠ করতে তাহলে এতক্ষণ বসে থাকার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করতে। আর তাহলো-

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি তাঁর সৃষ্টি যত সংখ্যাক তত সংখ্যক, তাঁর সন্তুষ্টি যত সংখ্যকে তত সংখ্যক, তাঁর আরশের ওজন যত তত সংখ্যক এবং তত সংখ্যক যত সংখ্যক তাঁর কালিমাসমূহ।

**উপকারীতা :** এই তাসবীহ্ হলো সকল তাসবীহের সমষ্টি। আর ইহা পাঠ করার দ্বারা অনেক নেকী হাসিল করা যায়।

## পাঠ-৪ : জিকিরের ফযিলত

### প্রশ্ন-১১১. কেন তোমরা বসে আছো?

**উত্তর :** আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- মুয়বিয়া (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) মসজিদের এক মসলিসের নিকট আসলেন অতঃপর বললেন- কেন তোমরা বসে আছো?

তারা বলল- আমরা বসে আল্লাহকে স্মরণ করছি।

মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন- আল্লাহ! তোমরা এই কারণেই বসেছ?

তারা বলল- আল্লাহর কসম আমরা এই কারণেই বসেছি।

মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন- সাবধান! আমি তোমাদেরকে অপবাদ দেয়ার জন্য শপথ করায়নি আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সহবতের দিক দিয়ে তোমরা কেউ আমার সম নয়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাহাবীদের এক মজলিসে আসলেন এবং বললেন- তোমরা কেন বসে আছো?

সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম) বললেন- আমরা আল্লাহকে স্মরণ করছি আর তাঁর প্রশংসা করছি। কেননা তিনি আমাদেরকে হেদায়েত দিয়ে দয়া করেছেন আর এই কারণেই আমরা বসে আছি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- আল্লাহ! তোমরা এই কারণেই বসে আছো?

সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম) বললেন- আল্লাহর কসম আমরা এই কারণেই বসে আছি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- সাবধান! আমি তোমাদেরকে অপবাদ দেয়ার জন্য শপথ করাইনি বরং আমার কাছে জিবরাইল এসে আমাকে খবর দিয়েছে যে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের নিকট তোমাদের নিয়ে গর্ব করছেন।

**উপকারীতা :** আল্লাহর স্মরণে কোন ইজতেমা বা সম্মেলন করা বৈধ বরং উত্তম। আর এই সকল মজলিসকে নিয়ে আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করে থাকেন।

## পাঠ-৫ : তাসবীহের ফযিলত

### প্রশ্ন-১১২. তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে অক্ষম?

**উত্তর :** মাসয়াব বিন সা'দ থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন- আমরা রাসূল ﷺ -এর নিকট ছিলাম। রাসূল ﷺ বললেন-তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন এক হাজার নেকী অর্জন করতে অক্ষম?

অতঃপর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল- কিভাবে আমরা এক হাজার নেকী অর্জন করব?

রাসূল ﷺ বললেন- একশত বার তাসবীহ্ পাঠ করলে তার জন্য এক হজার নেকী লেখা হয় এবং তার এক হাজার গুনাহ্ মাফ করা হয়।

**উপকারীতা :** প্রতি বার তাসবীহের জন্য দশ নেকী লেখা হয়, এইভাবে একশত বারের জন্য এক হাজার নেকী লেখা হয়। আর আল্লাহর অনুগ্রহে গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।

## পাঠ-৬ : বিভিন্ন ধরনের তাসবীহ্

### প্রশ্ন-১১৩. হে আবু উমামাহ্! তুমি কি দ্বারা দুই ঠোঁট নাড়াচ্ছ?

**উত্তর :** আবু উমামাহ্ থেকে ইমাম আহমদ ও আরো অন্যরা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ আমাকে ঠোঁট নাড়াতে দেখলেন। তাই তিনি আমাকে বললেন- তুমি কি দ্বারা দুই ঠোঁট নাড়াচ্ছ?

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর জিকির করতেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- আমি কি তোমাকে তোমার দিনে ও রাতের জিকির থেকে উত্তম জিকির বলে দিব না?

আমি বললাম- হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বল-

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ اللهِ مِلْءُ مَا خَلَقَ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا
فِي الْأَرْضِ، سُبْحَانَ اللهِ مِلْءُ مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا
أَحْصَى كِتَابُهُ، سُبْحَانَ اللهِ مِلْءُ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ، سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ كُلِّ

شَيْءٍ ، سُبْحَانَ اللهِ مِلْءُ كُلِّ شَيْءٍ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ
مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا فِي
السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ مَا اَحْصٰى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِلْءَ مَا
اَحْصٰى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ.

অর্থ : আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক তার সৃষ্টি, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক তাঁর পুরা সৃষ্টি, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক জমিনে আছে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক আসমান জমিন পূর্ণ করে আছে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক তাঁর কিতাব গণনা করেছে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক তার পূর্ণ কিতাব গণনা করেছে, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকল বস্তুর সম সংখ্যক, আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি সকল বস্তুর পূর্ণ সম সংখ্যক, আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক তার সৃষ্টি, আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক তাঁর পুরা সৃষ্টি, আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক জমিনে আছে, আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক আসমান জমিন পূর্ণ করে আছে, আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতেছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক তাঁর কিতাব গণনা করেছে, আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতেছি তত সংখ্যক যত সংখ্যক তার পূর্ণ কিতাব গণনা করেছে, আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতেছি সকল বস্তুর সম সংখ্যক, আমি আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করতেছি সকল বস্তুর পূর্ণ সম সংখ্যক। (নাসায়ী : ৯৯৯৪)

**উপকারীতা :** আল্লাহর রাসূল ﷺ এখানে বিভিন্ন ফযিলত পূর্ণ তাসবীহ শিক্ষা দিয়েছেন।

**প্রশ্ন-১১৪. তোমার জন্য অধিক উত্তম জিকির কি তা কি আমি তোমাকে বলবো?**

**উত্তর :** আয়েশা বিনতে সা'দ থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস বলেন- তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে এক

মহিলার নিকট আসলেন। মহিলার হাতে তসবীহ্ ছিল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন- তোমার জন্য উত্তম জিকির কি তা কি আমি তোমাকে বলবো?

রাসূল ﷺ বললেন-

سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذٰلِكَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلُ ذٰلِكَ

অর্থ : আসমানে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছে তার সম সংখ্যক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, জমিনে যা কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করেছে তার সম সংখ্যক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আসমান ও জমিনের মাঝে আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছে তার সম সংখ্যক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আল্লাহ যত কিছুর স্রষ্টা তার সম সংখ্যক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কারছি, আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশ করতেছি এর সম সংখ্যক, আল্লাহর প্রশংসা করছি এর সম সংখক, আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই তাও এর সম সংখ্যক বর্ণনা করছি, আল্লাহ ছাড়া আর কারও কোন ক্ষমতা এবং শক্তি নেই তাও এর সম সংখ্যক বর্ণনা করছি। (আবু দাউদ : ১৫০২)

## পাঠ-৭ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ এর ফযিলত

**প্রশ্ন-১১৫. আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের একটা দরজা দেখিয়ে দিব না?**

**উত্তর :** মুয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বললেন- আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের একটা দরজা দেখিয়ে দিব না?

মুয়াজ (রাঃ) বললেন- সেটি কি?

রাসূল ﷺ বললেন- لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

**উপকারীতা :** لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ -এর ফযিলত অনেক বেশি এমন কি রাসূল ﷺ বললেন তা জান্নাতের একটি দরজা।

**প্রশ্ন-১১৬. হে আবু হুরাইরা! আমি কি তোমাকে জান্নাতের খনিজ সম্পদসমূহ থেকে একটা খনিজ সম্পদের দিকে পথ দেখাবো না?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, রাসূল তাকে বললেন- হে আবু হুরাইরা! আমি কি তোমাকে জান্নাতের খনিজ সম্পদ সমূহ থেকে একটা খনিজ সম্পদের দিকে পথ দেখাবো না?

আমি বললাম- হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল বললেন- তুমি বল

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ. وَلَا مَلْجَاَ مَنْجِىْ وَلَا مَنْجِىْ مِنَ اللهِ اِلَّا اِلَيْهِ

**অর্থ :** আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা এবং শক্তি নেই এবং তার নিকট ছাড়া অন্য কোথাও কোন মুক্তি ও নাজাতের পথ নেই।

**উপকারীতা :** ইহা এত ফযিলতের দোয়া যে, আল্লাহর রাসূল ইহাকে জান্নাতের খনিজ সম্পদেরসমূহের একটি বললেন।

## পাঠ-৮ : সূরা ইখলাস পাঠ করা

**প্রশ্ন-১১৭. তোমরা কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয় অংশ পাঠ করতে অক্ষম?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- তোমরা কি এক রাতে কুরআনের এক তৃতীয় অংশ পাঠ করতে অক্ষম?

ইহা সাহাবায়ে কিরামের নিকট কঠিন মনে হলো। এবং তারা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কে এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পারবে?

রাসূল বললেন- সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

**উপকারীতা :** এখানে সূরা ইখলাস পাঠ করাকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করলে যে সাওয়াব পাওয়া যাবে সূরা ইখলাস এক বার পাঠ করলে তা পাওয়া যাবে। আর ইহা উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহর এক বিশেষ দয়া। হায় আফসুস! আমরা যদি দিনে রাতে তা কয়েক বার পাঠ করতাম তাহলে আমরা অনেক সাওয়াব অর্জন করতে পারতাম। আল্লাহ আমাদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করুক। আমীন।

## পাঠ-৯ : ঋণ পরিশোধের দোয়া

### প্রশ্ন-১১৮. হে আবু উমামাহ্! তোমার কি হলো তুমি মসজিদে বসে আছো? অথচ এখন নামাজের সময় নই।

**উত্তর :** আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল একদিন মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন আবু উমামাহ্ নামক এক ব্যক্তি মসজিদে বসে আছে।

রাসূল বললেন- হে আবু উমামাহ্! তোমার কি হলো তুমি মসজিদে বসে আছো? অথচ এখন নামাজের সময় নয়।

আবু উমামাহ্ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার ঋণ এবং চিন্তার কারণে।

রাসূল বললেন- আমি কি তোমাকে এমন এক দোয়া শিখাবো না যা বললে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ঋণ ও চিন্তা দূর করে দিবেন।

আবু উমামাহ্ বললেন- হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল বললেন- প্রতি সকালে ও সন্ধ্যায় তুমি বলবে-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

**অর্থ :** হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট চিন্তা থেকে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে আশ্রয় চাই এবং অধিক ঋণ থেকে ও লোকদের জোর জবরদস্তি থেকে আশ্রয় চাই।

আবু উমামাহ্ বললেন- আমি তা সকাল সন্ধ্যা বলার পর আল্লাহ্ তায়ালা আমার ঋণ ও চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।

**উপকারীতা :** এই দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ তায়ালা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ঋণ থেকে মুক্তি দিবেন।

Contents



## পাঠ-১০ : আল্লাহর রহমতের বিশালতা

**প্রশ্ন-১১৯. উমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমার নিকট রাসূল (সা) এক জন বন্দী নিয়ে আসলেন। এমন সময় বন্দীদের থেকে এক মহিলা বন্দীদের মধ্যে একটি বাচ্চা পেয়ে তাকে কাছে টেনে নেয় এবং তার দুধ পান করায়।**

রাসূল (সা) আমাদেরকে বললেন- তোমাদের কি মনে কর এই মহিলা কি তার বাচ্চাকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে?

আমরা বললাম- না, আল্লাহর কসম সে তার বাচ্চাকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারবে না।

রাসূল (সা) বললেন- এই মহিলা তার বাচ্চার প্রতি যতটুকু দয়াবান তার থেকে আল্লাহ্ বান্দার প্রতি অধিক দয়াবান।

**উপকারীতা :** আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে মায়ের থেকে অধিক দয়া আর কারো নেই। আর আল্লাহ বান্দার প্রতি মায়ের থেকেও অধিক দয়াবান। কেননা মা শুধু মাত্র যতক্ষণ উপস্থিত আছে ততক্ষণ বাচ্চাকে হেফাজত করে আর আল্লাহ তার বান্দাকে সব সময় হেফাযত করে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথ দেখায়।

Contents



# অধ্যায়-২০ : তাওবা

## পাঠ-১ : দুনিয়াতে সাধনা করা

### প্রশ্ন-১২০. কিসে তোমাদেরকে এখন ঘর থেকে বের করেছে?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ একদিনে অথবা রাতে বাহির হলেন। বের হবার পর দেখলেন আবু বকর, উমরও বাহিরে। রাসূল ﷺ বললেন- কিসে তোমাদেরকে এখন ঘর থেকে বের করেছে?

তারা বললেন- ক্ষুধা। হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন- যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলছি, তোমরা যে কারণে বাহির হয়েছো আমিও একই কারণে বাহির হয়েছি। তোমরা আমার সাথে চল। তারা তাঁর সাথে চললেন। এরপর তারা এক আনসার সাহাবীর বাড়িতে আসলেন। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না। তার স্ত্রী দেখে বলল আপরাদেরকে স্বাগতম।

রাসূল ﷺ বললেন- উমুক ব্যক্তি কোথায়?

মহিলা বলল- আমাদের জন্য পানি আনতে গেছে।

এমন সময় আনসার সাহাবী এসে উপস্থিত হলেন এবং রাসূল ﷺ ও তার দুই সাহাবীকে দেখলেন। অতঃপর বললেন- আজ আমার থেকে উত্তম মেজবান কেউ নেই। আনসার সাহাবী গিয়ে এক কাঁদি খেজুর নিয়ে আসলেন তাতে বিভিন্ন রকমের খেজুর ছিল আর বললেন- আপনারা ইহা খাওয়া শুরু করেন।

রাসূল ﷺ বললেন- সাবধান দুগ্ধবতী পশু জবাই করবে না।

আনসার সাহাবী তাঁদের জন্য বকরীর রান্না করে নিয়ে এল। তাঁরা খেজুর ও গোশত থেকে খাইলেন এবং পানীয় পান করলেন। যখন তাঁরা খাওয়া দাওয়া শেষ করে পরিতৃপ্ত হলেন তখন রাসূল ﷺ আবু বকর ও উমরকে বললেন- যার হাতে আমার প্রাণ তার কসম করে বলি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা এই নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ পরামর্শ দিলেন যেন দুগ্ধবতী ছাগল জবাই না করা হয়, এবং আল্লাহর নিয়ামত ভোগ করার পর যেন তার শুকরিয়া আদায় করা হয়। কারণ কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাঁর বান্দা থেকে এই নেয়ামতের হিসাব চাইবেন।

## পাঠ-২ : আল্লাহর নিকট আশা করা

**প্রশ্ন-১২১. তোমার কেমন লাগতেছে?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল এক যুবকের নিকট আসলেন তার মৃত্যু শয্যায়। আর বললেন- তোমার কেমন লাগতেছে?

যুবকটি বলল- আল্লাহর নিকট আশা করি আবার আমার গুনাহের ভয়ও করি।

রাসূল বললেন- এই দুটি বিষয় কোন বান্দার মনে একত্র হলে আল্লাহ তাকে তা দান করেন যা সে আশা করে এবং সে যা কিছুর ভয় করে তা থেকে হেফজত করেন।

**উপকারীতা :** রাসূল তার জন্য দোয়া করলেন এবং আল্লাহর নিকট জান্নাতের আশা করা এবং আল্লাহর শাস্তির ভয় করার প্রতি উৎসাহিত করলেন।

## পাঠ-৩ : পরিতৃপ্ত ব্যক্তিই ধনী

**প্রশ্ন-১২২. কে আমার থেকে এই বাক্যগুলো শিখে নিবে? অতঃপর তার উপর আমল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে তা শিক্ষা দিবে যে তা আমল করবে।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- কে আমার থেকে এই বাক্যগুলো শিখে নিবে? অতঃপর তার উপর আমল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে তা শিক্ষা দিবে যে তা আমল করবে।

আমি বললাম- আমি। হে আল্লাহর রাসূল।

অতঃপর তিনি আমার হাত ধরলেন এবং পাঁচ পর্যন্ত গণনা করলেন। তুমি হারাম কাজ ছেড়ে দাও তাহলে তুমি সবচেয়ে ইবাদতকারী বান্দা হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছে তার উপর খুশি থাক তাহলে তুমি সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হবে। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর তাহলে তুমি খাঁটি মুমিন হবে। নিজের জন্য যা পছন্দ কর তা অন্য জন্যেও পছন্দ কর তাহলে তুমি খাঁটি মুসলিম হবে। বেশি হাসিবে না। কেননা এতে অন্তর মরে যায়।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ-এর উপদেশগুলো যদি কোন মুসলিম পালন করতে পারে তাহলে সে সফলকামী হবে। আর তা হলো গুনাহ্ করা যাবে না। আর ফরয ও ওয়াজিবগুলো ভাল ভাবে আদায় করতে হবে। আল্লাহ যা রিযিক দান করেছে তার উপর সন্তুষ্ট থাকা। প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার করা। নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্যের জন্য পছন্দ করা। আর অট্টহাসি না হাসা তবে মৃদু হাসা যাবে।

## পাঠ-৪ : অপ্রয়োজনে ভবন নির্মাণ করা নিন্দনীয়

### প্রশ্ন-১২৩. ইহা কি?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন আমরা একটি ঘর সংস্কার করতে ছিলাম। রাসূল (সা) বললেন- ইহা কি?

আমরা বললাম- আমাদের ঘর আমরা সংস্কার করতেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- আমি দেখতেছি তোমরা আখেরাত থেকে দুনিয়ার কাজে তাড়া করতেছ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী করে আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

### প্রশ্ন-১২৪. ইহা কি?

**উত্তর :** আনাস (রা) থেকে ইমাম আবু দাউদ (র) বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) একটি উঁচু গম্বুজ দেখে বললেন- ইহা কি?

সাহাবীগণ বললেন- ইহা উমুক আনসারীর।

অতঃপর রাসূল ﷺ চুপ করে ছিলেন এবং তা মনে মনে রাখলেন। এমন কি গম্বুজটির মালিক আসলো সে রাসূল ﷺ-কে সালাম দিলেন রাসূল (সা) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন সে বার বার সালাম দিল আর রাসূল ﷺ একই রকম ভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তখন সে বুঝতে পারলো যে রাসূল তার উপরে রাগ। সে এই বিষয় সাহাবীদের নিকট বললে তার তাকে এর কারণ বলে। সে বাড়িতে ফিরে যায় এবং গম্বুজটি ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়। তারপর অন্য একদিন রাসূল ﷺ ঐ পথ দিয়ে যাওয়ার সময় গম্বুজটি না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

সাহাবীগণ বললেন- গম্বুজটির মালিক আপনার রাগের কথা জানতে পেরে তা ভেঙ্গে ফেলে।

রাসূল বললেন- সাবধান! অপ্রয়োজনী প্রত্যেক ভবন তার মালিকের জন্য ধ্বংসের কারণ।

**উপকারীতা :** অপ্রয়োজনে ভবন নির্মাণ করা নিন্দনীয় কাজ। এটা কিয়ামতের দিন তার মালিকের জন্য ক্ষতির কারণ হবে এবং এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তবে প্রয়োজনে নিমার্ণ করা যাবে।

## পাঠ-৫ : গরিবদের মর্যাদা

### প্রশ্ন-১২৫. এই ব্যক্তির ব্যপারে তোমার মতামত কি?

**উত্তর :** সাহল বিন সা'দ থেকে ইমাম বুখারী (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করে গেলে রাসূল বসে থাকা এক ব্যক্তিকে বললেন- এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার মত কি?

লোকটি বলল- যোগ্য ব্যক্তি যদি সে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তার কাছে মেয়ে বিবাহ দিবে, আর যদি সে কোন বিষয়ে সুপরিশ করে তা কবুল করা হবে। ইহা শুনে রাসূল চুপ করেছিলেন। অতঃপর তার নিকট দিয়ে আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করলো। লোকটি রাসূল বললেন- এই ব্যক্তির ব্যাপারে তোমার মতামত কি?

লোকটি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! এই লোকটি হল গরিব মুসলমান যদি সে বিবাহের প্রস্তাব দেয় তাহলে তা গ্রহণ করা হবে না। যদি সুপারিশ করে তাও গ্রহণ করা হবে না। যদি কথা বলে তা মানুষ তা শুনবে না।

রাসূল বললেন- আল্লাহর নিকট প্রথম ব্যক্তি থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি অধিক মর্যদাবান।

**উপকারীতা :** আল্লাহর নিকট মর্যাদা ধন সম্পদ দিয়ে নির্ণয় হয় না বরং তা তাকওয়া দিয়ে নির্ণয় হয়। তাই নবী কারীম ইরশাদ করলেন, এই গরিব মুসলিম যদিও দুনিয়াতে তার মূল্য কম তবে তাকওয়ার কারণে সে আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান।

Contents



## পাঠ-৬ : কবরের পরীক্ষা

**প্রশ্ন-১২৬. কে এই কবরবাসীদেরকে চিন?**

**উত্তর :** যায়েদ (রা) থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সা) বনী নাজ্জারের এলাকায় একটা খচ্চরের উপরে আরোহণ অবস্থায় ছিলেন। হঠাৎ খচ্চরটি এমনভাবে নড়ে উঠল রাসূল (সা) পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল।

রাসূল (সা) বললেন- কে এই কবরবাসীকে চিন?

এক লোক বলল- আমি চিনি।

রাসূল (সা) বললেন- এরা কোন অবস্থায় মারা গেছে।

লোকটি বলল- শিরকের অবস্থায় মারা গেছে।

রাসূল (সা) বললেন- উম্মতে মুহাম্মাদী কবরে পরীক্ষায় পড়বে। যদি এই ভয় না থাকত যে তোমরা মৃতদেরকে কবর দিবে না তাহলে আমি দোয়া করতাম যাতে তোমরা কবরের আযাব শুনতে পাও যেমন আমি শুনতে পাই।

এরপর রাসূল (সা) আমাদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন- তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাও।

সাহাবীগণ বললেন- আমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।

রাসূল (সা) আবার বললেন- তোমরা কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।

সাহাবীগণ বললেন- আমরা আল্লাহর নিকট কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই।

রাসূল (সা) বললেন- তোমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাও।

সাহাবীগণ বললেন- আমরা প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য ফিতনা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই।

**উপকারীতা :** জ্বীন এবং মানুষ ব্যতীত সব সৃষ্টি জগৎ কবরের আযাব শুনতে পায়। নবী কারীম (সা) কবরের আযাব শুনাটা তার মু'যেজা। আর এই উম্মত কবরে জিজ্ঞাসিত হবে এবং গুনাহের কারণে আযাবে পতিত

Contents



হবে। যদি মানুষ মৃতদেরকে কবর দিবে না এই ভয় না থাকতো তাহলে এই উম্মত যাতে কবরের আযাব শুনতে পায় রাসূল ﷺ তার জন্য দোয়া করতেন। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আহলে ফিতরার মানুষেরা ঈমান না আনার কারণে জাহান্নামী তবে কুরআনের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, আহলে ফিতরার মানুষেরা নাজাত প্রাপ্ত ঈমান আনা তাদের উপর আবশ্যক নয়। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে, আমি যতক্ষণ রাসূল প্রেরণ না করি ততক্ষণ কোন জাতি কে শাস্তি দিব না। আহলে ফিতরা হল ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে রাসূল ﷺ-এর নবুয়াত প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত এই সময় কে বলা হয়।

## পাঠ-৭ : দুনিয়াদার ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে মুক্ত না

**প্রশ্ন-১২৭. তোমাদের কেউ কি পা ভিজানো ব্যতীত পানি দিয়ে হাঁটতে পারবে?**

**উত্তর :** আনাস (রাঃ) থেকে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বললেন- তোমাদের কেউ কি পা ভিজানো ব্যতীত পানি দিয়ে হাঁটতে পারবে?

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- না। হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন- এমনি ভাবে দুনিয়াদার ব্যক্তিও গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না।

**উপকারীতা :** যে ব্যক্তি দুনিয়াদার সে কখনও দোষ থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। তাই হাদীসে দুনিয়া বিমূখতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

## পাঠ-৮ : শেষ যুগের উম্মতেরা কৃপণতা ও লোভের কারণে ধ্বংস হবে

**প্রশ্ন-১২৮. হে মানব জাতি তোমরা কি বেঁচে থাকতে চাও না?**

**উত্তর :** উম্মে অলিদ বিনতে উমর থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক সকালে বলেন- হে মানব জাতি! তোমরা কি বেঁচে থাকতে চাও না?

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- কিসের থেকে হে আল্লাহর রাসূল?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা যা খেতে পারবে না তা জমা করে রাখবে, যাতে বাস করতে পাবে না তা নির্মাণ করা, আর যা পাবে না তার আশা করা, তোমরা কি এগুলো থেকে বেঁচে থাকবে না?

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে বললেন- যে, তোমরা কি এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকবে না যে কাজগুলো অপ্রয়োজনীয়। আর তা হল না খেয়ে জমা করে রাখা, অপ্রয়োজনে ভবন নির্মাণ করা, আর ভবিষ্যতের জন্য অনেক আশা করা অথচ সে তা পূর্ণ করতে পারবে না।

## পাঠ-৯ : আখেরাতের অবস্থা

### প্রশ্ন-১২৩. ইহা কি?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন তখন আমরা একটি ঘর সংস্কার করতেছিলাম। রাসূল (সা) বললেন- ইহা কি?

আমরা বললাম- আমাদের ঘর আমরা সংস্কার করতেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- আমি দেখতেছি তোমরা আখেরাত থেকে দুনিয়ার কাজে তাড়া করতেছ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী করে আখেরাতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

## পাঠ-১০ : শেষ আমল উপর নির্ভর করে নাজাত

### প্রশ্ন-১৩০. তোমরা কি জান এই দুইটি কি কিতাব?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে আসলেন তার হাতে দুটি কিতাব ছিল।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা কি জান এই দুটি কি কিতাব?

আমরা বললাম- না, হে আল্লাহর রাসূল! তবে আপনি বললে জানবো।

রাসূল ﷺ তাঁর ডান হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন- এই কিতাব হচ্ছে বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, এর মধ্যে সকল জান্নাতের অধিবাসীদের নাম, পিতার নাম ও গোত্রের নাম লিখা আছে এবং যোগ করে তার সমষ্টি করা হয়েছে সুতারাং এর থেকে আর বাড়বেও না কমবেও না।

তারপর রাসূল তার বাম হাতের কিতাব সম্পর্কে বললেন- এই কিতাবও বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, এর মধ্যে সকল জাহান্নামীর নাম, পিতার নাম ও গোত্রের নাম লিখা আছে এবং যোগ করে তার সমষ্টি করা হয়েছে সুতরাং এর থেকে আর বাড়বেও না কমবেও না।

সাহাবীগণ বললেন- যদি এরকমই হয়ে থাকে তাহলে আমল করে লাভ কি?

রাসূল বললেন- তোমরা আমল করতে থাক কেননা জান্নাতবাসীদের শেষ আমল ভাল হবে চাই পূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন।

আর জাহান্নামবাসীদের শেষ আমল খারাপ হবে চাই পূর্বে সে যে আমলই করুক না কেন।

অতঃপর রাসূল তার দুই হাত প্রসারিত করলেন এবং বললেন, তোমাদের রব তোমাদের মুক্ত হয়ে গেছেন। সুতারাং তোমাদের একদল জান্নাতে আরেক দল জাহান্নামে।

**উপকারীতা :** আল্লাহ্ তায়ালা তার বান্দাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। সুতারাং এক দল জান্নাতে আর আরেক দল জাহান্নামে। আর এটা নির্ভর করে শেষ আমলের উপরে। তাই আল্লাহর কাছে আশা করি আল্লাহ্ যেন আমাদের শেষ আমল ভাল করেন এবং আমাদেরকে জান্নাত দান করেন।

# অধ্যায়-২১ : চিকিৎসা

## পাঠ-১ : রোগের ফযিলত এবং তার উপর ধৈর্য ধারণ করা

**প্রশ্ন-১৩২. হে উম্মে সায়েব! তোমার কি হল তুমি কাঁপতেছ কেন?**

**উত্তর :** জাবের (রা) থেকে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সা) উম্মে সায়েব এর নিকট আসলেন এবং বললেন- হে উম্মে সায়েব! তোমার কি হল তুমি কাঁপছে কেন?

উম্মে সায়েবা বললেন- জ্বরের কারণে, আল্লাহ জ্বরকে বরকত না দান করুক।

রাসূল (সা) বললেন- তুমি জ্বরকে গালি দিও না কেননা জ্বরের কারণে বনী আদমের গুনাহ্ মাফ করা হয় যেমনি ভাবে হাপর লোহার জং দূর করে।

**উপকারীতা :** রাসূল (সা) জ্বরকে গালি দিতে নিষেধ করেছে। কেননা জ্বরের কারণে বনী আদমের গুনাহ্ দূরীভূত হয়।

## পাঠ-২ : জোর করে ওষুধ না দেয়া

**প্রশ্ন-১৩৩. আমাকে ওষুধ দিতে তোমাদেরকে নিষেধ করছি না?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা রাসূল (সা)-এর অনুমতি ব্যতীত তার মুখে ওষুধ দিয়েছি তিনি আমাদের কে ইশারা দিলেন ওষুধ না দেয়ার জন্য।

আমরা বললাম- এটা অসুস্থতার কারণে ওষুধের প্রতি অপছন্দতা।

যখন রাসূল (সা)-এর জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি বললেন- আমি কি তোমাদের আমার মূখে ওষুধ দিতে নিষেধ করিনি?

আমরা বললাম- এটা অসুস্থতার কারণে ওষুধের প্রতি অপছন্দতা।

রাসূল (সা)-বললেন- আব্বাস ব্যতীত তোমরা সবাই ঘর থেকে বের হয়ে যাও, কেননা আব্বাস ঝগড়ার সময় ছিল না।

**উপকারীতা :** রাসূল (সা)-এর আদেশ পালন করা উম্মতের উপর কর্তব্য আর তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর মূখে ওষুধ দেয়া ঠিক হয়নি।

Contents



# অধ্যায়-২২ : জানাযাহ্

## পাঠ-১ : তাবিজ কবজের প্রতি সতর্ককরণ

### প্রশ্ন-১৩৪. তোমার ধ্বংস হোক ইহা কি?

**উত্তর :** ইমরান বিন হুসাইন থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, রাসূল এক লোকের বাহুতে তাবিজ দেখলেন।

রাসূল বললেন- তোমার ধ্বংস হোক ইহা কি?

লোকটি বলল- দুর্বলতার তাবিজ।

রাসূল -বললেন- সাবধান! ইহা তোমার থেকে চলে যাওয়া দুর্বলতা আরো বৃদ্ধি করবে। কেননা তুমি যদি ইহা ব্যবহার কর তাহলে তুমি কখনও সফল হতে পারবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে তাবিজ ব্যাবহারের প্রতি অনউৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা এতে তাবিজের উপর বিশ্বাস চলে আসে যা আল্লাহর সাথে শিরক হয়ে যায় এবং ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তায়ালা একমাত্র রোগ মুক্তি দানকারী।

## পাঠ-২ : মহিলারা কবর যিয়ারত করা নিষেধ

### প্রশ্ন-১৩৫. তোমরা কেন বসে আছ?

**উত্তর :** আলী থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূল বাহির হয়ে দেখলেন একদল মহিলা বসে আছে।

রাসূল বললেন- তোমরা বসে আছো কেন?

তারা বলল- জানাযার অপেক্ষায় আছি।

রাসূল বললেন- তোমরা কি গোসল দিবে।

তারা বলল- না।

রাসূল বললেন- তোমরা কি জানাযা বহন করবে।

তারা বলল- না।

রাসূল বললেন- তোমরা কি পথহারাকে পথ দেখাবে।

তারা বলল- না।

রাসূল বললেন- তাহলে তোমরা সওয়াববিহীন গুনাহ্ ফিরে যাও।

**উপকারীতা :** নবী কারীম মহিলাদেরকে কবর যিয়ারত করার ব্যাপারে সর্তক করেছেন। কেননা কিছু কিছু মহিলা কবরস্থানে যায় আদববিহীন, লজ্জাবিহীন এবং আল্লাহর ভয়বিহীন।

**প্রশ্ন-১৩৬. হে ফাতেমা! তোমাকে কিসে ঘর থেকে বের করেছে?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে এক মৃত ব্যক্তি কে কবর দিয়েছি। যখন আমরা কাজ থেকে অবসর হলাম তখন রাসূল ফিরে যেতে লাগলেন। আমরাও তার সাথে ফিরে যেতে লাগলাম। যখন রাসূল ﷺ তাঁর বাড়ির দরজায় আসলেন তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। এমন সময় আমাদের সম্মুখে একজন মহিলা আসল।

আব্দুল্লাহ্ বলেন- আমার মনে হয় রাসূল ﷺ তাকে চিনেন।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন- হে ফাতেমা! তোমাকে কিসে ঘর থেকে বের করেছে?

ফাতেমা রাযিয়াল্লাহু আনহা বললেন- আমি এই মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকটে এসেছিলাম তাদের প্রতি দয়া করতে এবং তাদেরকে সহযোগিতা করতে।

রাসূল ﷺ বললেন- সম্ভবত তুমি তাদের সাথে কবরস্থানে গিয়েছ?

রাসূল ﷺ মহিলাদের কবরস্থানে যাওয়ার ব্যাপারে অনেক কঠিন কথা বললেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীসেও মহিলাদের কবরস্থানে না যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

# অধ্যায়-২৩ : কুরআনের ফযিলত

## পাঠ-১ : কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাবান সূরা

**প্রশ্ন-১৩৭. আমি কি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাবান সূরার নাম বলবো না?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এক সফরে ছিলেন। তিনি বাহন থেকে নামলেন এবং তাঁর পাশে এক লোক বাহন থেকে নামল। রাসূল ﷺ তার দিকে তাকালেন এবং বললেন- আমি কি তোমাকে কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাবান সূরার নাম বলবো না?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ তখন তেলাওয়াত করতে লাগলেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ-

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে সবচেয়ে মর্যাদাবান সূরার কথা বললেন আর তা হল সূরা ফাতেহা।

## পাঠ-২ : কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাবান আয়াত

**প্রশ্ন-১৩৮. হে আবুল মুনযির! তোমার কি জানা আছে তোমার সাথে থাকা কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাবান?**

**উত্তর :** উবাই বিন কা'ব থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন-

রাসূল ﷺ বললেন- হে আবুল মুনযির! তোমার কি জানা আছে তোমার সাথে থাকা কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাবান?

উবাই বিন কা'ব বলেন- আমি বললাম- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আবুল মুনযির! তোমার সাথে থাকা কোন আয়াতটি সবচেয়ে মর্যাদাবান?

আমি বললাম- اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

**উপকারীতা :** কুরআনের সবচেয়ে মর্যাদাবান আয়াত হল আয়াতুল কুরসী কেননা তাতে রয়েছে মহান আল্লাহ্ তায়ালার একত্ববাদ, জ্ঞান, ক্ষমতা, কুদরত ইচ্ছাধীনতার মত সিফাতসমূহ।

## পাঠ-৩ : কুরআনের মর্যাদা

**প্রশ্ন-১৩৯. তোমাদেরকে কে ইহা পছন্দ কর যে, প্রতি সকালে বুত্বহান বা আকীক থেকে মোটা তাজা দুটি উটনী নিয়ে আসবে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা ব্যতীত?**

**উত্তর :** উকবাহ্ বিন আমের থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল আমাদের নিকটে বের হয়ে আসলেন আমরা মসজিদের আঙ্গিনায় ছিলাম।

রাসূল বললেন- তোমাদেরকে কে ইহা পছন্দ কর যে, প্রতি সকালে বুত্বহান বা আকীক থেকে মোটা তাজা দুটি উটনী নিয়ে আসবে কোন গুনাহ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা ব্যতীত?

আমরা বললাম- আমাদের প্রত্যেকে ইহা পছন্দ করবে।

রাসূল বললেন- তোমাদের যে কোন ব্যক্তি সকাল বেলা মসজিদে এসে কুরআনের দুটি আয়াত শিখবে ইহা দুটি উট পাওয়া থেকেও উত্তম, তিনটি আয়াত তিনটি উট থেকেও উত্তম, চারটি আয়াত চারটি উট থেকেও উত্তম এভাবে ক্রমবৃদ্ধি।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল কুরআনের দুটি আয়াত মুখস্থ করার ফযিলত বর্ণনা করেন। কেননা এই উট একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু কুরআন মুখস্থ করার সাওয়াব কখনও শেষ হবে না।

## পাঠ-৪ : সূরা ইখলাস পাঠে উৎসাহিতকরণ

**প্রশ্ন-১৪০. তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অক্ষম?**

**উত্তর :** আবু আইয়ুব থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- তোমাদের কেউ কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে অক্ষম?

যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস পাঠ করবে সে যেন কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করল।

**উপকারীতা :** সূরা ইখলাস একবার পাঠ করলে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করার সওয়াব পাওয়া যাবে।

## পাঠ-৫ : সূরা যিলযাল, কাফিরুন, নাসরের মর্যাদা

**প্রশ্ন-১৪১. হে উমুক! তুমি কি বিয়ে করেছ?**

**উত্তর :** আনাস ﷺ থেকে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাঁর এক সাহাবীকে বললেন- হে উমুক! তুমি কি বিয়ে করেছ?

লোকটি বলল- না বিয়ে করিনি, আল্লাহর কসম আমার কাছে বিয়ে করার জন্য কিছুই নেই।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার কাছে কি সূরা ইখলাস নেই।

লোকটি বলল- হ্যাঁ আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার কাছে কি সূরা নাসর নেই?

লোকটি বলল- হ্যাঁ আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার কাছে কি সূরা কাফিরুন নেই?

লোকটি বলল- হ্যাঁ আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা কুরআনের এক-চতুর্থাংশ।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার কাছে কি সূরা যিলযাল নেই?

লোকটি বলল- হ্যাঁ আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা কুরআনের এক চতুর্থাংশ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে সূরা ইখলাস, সূরা যিলযাল, সূরা কাফিরুন, সূরা নাসরের ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। এবং এদিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে যার কাছে এ সূরাগুলো আছে সে গরীব না সে মূলত ধনী। তাহলে তো সন্দেহ নেই যে, যার কাছে সম্পূর্ণ কুরআন আছে সে কত বড় ধনী। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন শিখার তাওফিক দান করুক।

## পাঠ-৬ : সূরার বাকারার মর্যাদা

### প্রশ্ন-১৪২. হে উমুক তোমার কাছে কি আছে?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম তিরমিযী (র) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল কতক লোক বিশিষ্ট এক দল লোক প্রেরণ করলেন তাদেরকে যার যতটুকু কুরআন মুখস্থ আছে তা পাঠ করার জন্য বলা হল। তাদের প্রত্যেকে যা পারে তা তেলওয়াত করে শুনালো। অতঃপর তাদের সবচেয়ে কম বয়সী লোক এর পালা আসল।

রাসূল তাকে বললেন- হে উমুক! তোমার কাছে কি আছে?

সে বলল- আমার কাছে উমুক উমুক সূরা আছে এবং সূরা বাকারাহ্ আছে।

রাসূল বললেন- তোমার কাছে সূরা বাকারাহ্ আছে?

সে বলল- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- যাও তাহলে তুমি তাদের নেতা।

তাদের দলের এক সম্মানিত ব্যক্তি বলল- আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই সূরা মুখস্থ করিনি শুধু এই ভয়ে যে আমি তা রাখতে পরবো না।

রাসূল বললেন- তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পাঠ কর আর পাঠ করাও। কেননা কুরআন শিক্ষা করে তার পাঠকারী এবং তার উপর আমলকারী ঐ থলের মত যা মেসক দ্বারা পরিপূর্ণ যার ঘ্রাণ চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি তা শিক্ষা করে এবং তা নিয়ে উদাসীন থাকে সে ব্যক্তি ঐ থলের মত যা মেসক দ্বারা পরিপূর্ণ তবে তার মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

**উপকারীতা :** এখানে সূরা বাকারার মর্যাদা বর্ণনা করা হল এবং সাথে সাথে কুরআন শিক্ষা করা ও তা শিক্ষা দেয়া এবং তার উপর আমল করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে।

# অধ্যায়-২৪ : সাহাবীদের মর্যাদা

## পাঠ-১ : আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস -এর মর্যাদা

### প্রশ্ন-১৪৩. কে ইহা রেখেছে?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস থেকে ইমাম মুসলিম (র) বর্ণনা করেন, নবী কারীম টয়লেটে প্রবেশ করেন আর আমি তার ওযুর পানি এনে রাখি। যখন রাসূল বের হলেন তখন তিনি বললেন- ইহাকে রেখেছে?

আমি বললাম- ইবনে আব্বাস।

রাসূল বললেন- হে আল্লাহ্! তুমি ইবনে আব্বাসকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর।

**উপকারীতা :** রাসূল ইবনে আব্বাসের জন্য দোয়া করলেন আর তা হল আল্লাহ্ যেন তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করে। আর এটা সর্বত্তম দোয়া কেননা আল্লাহ্ যার কল্যাণ চায় তাকে ইসলামী জ্ঞান দান করে।

## পাঠ-২ : সফীয়া বিনতে হুয়াই -এর মর্যাদা

### প্রশ্ন-১৪৪. তুমি কেন কাঁদতেছ?

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- সফীয়াহ্ জানতে পারেন যে, হাফসাহ্ তাকে ইহুদির মেয়ে বলছে তাই তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। রাসূল তার নিকটে আগমন করে দেখেন তিনি কাঁদতেছেন।

রাসূল তাকে বললেন- তুমি কেন কাঁদতেছ?

হাফসাহ্ বললেন- হাফসাহ্ আমাকে বলল আমি নাকি ইহুদির কন্যা।

রাসূল বললেন- অবশ্যই তুমি একজন নবীর মেয়ে এবং তোমার চাচাও নবী আর তুমি একজন নবীর স্ত্রী হয়ে আছো। তুমি তা নিয়ে গর্ব করবে।

এরপর রাসূল বললেন- হে হাফসাহ্ আল্লাহ্ কে ভয় কর।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে- সফীয়াহ্ বললেন- আমি জানতে পেরেছি আয়েশা এবং হাফসাহ্ বলছে- আমরা সফীয়ার থেকে রাসূল -এর নিকটে অধিক সম্মানিত। আমরা রাসূল -এর স্ত্রী এবং তাঁর চাচার কন্যা। অতঃপর রাসূল আমার নিকট আসলে আমি তাঁর কাছে ঐ কথা বলি।

রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- তুমি বলতে পারনি কিভাবে তোমরা আমার থেকে সম্মানিত অথচ আমার স্বামী হলেন মুহাম্মাদ ﷺ এবং আমার বাবা হলেন হারুন (আ) এবং আমার চাচা হলেন মূসা (আঃ)।

**উপকারীতা :** সফীয়াহ্ হলেন খায়বারের রাজার নাতনী। যখন খায়বার বিজয় হয় তখন তিনি বন্দী হন এবং বন্টনে তিনি রাসূল ﷺ-এর ভাগে পড়েন। রাসূল ﷺ তাকে আজাদ করে বিবাহ করেন।

যখন তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটে অভিযোগ করেন যে আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা এবং হাফসাহ্ রাযিআল্লাহু আনহা তাকে কম মর্যাদাশীল বলেছে তখন রাসূল ﷺ তার মর্যাদা বর্ণনা করেন। যে তুমি একজন নবীর স্ত্রী আবার তোমার পিতাও নবী অর্থাৎ হারুন (আ) আবার তোমার চাচা মূসা (আ) ও একজন নবী তাহলে তোমার উপর তার মর্যাদা কিভাবে হবে। বরং তুমি তাদের থেকে বেশি মর্যাদাবান।

# অধ্যায়-২৫ : জান্নাত ও জাহান্নাম

## পাঠ-১ : জাহান্নামের গভীরতা

### প্রশ্ন-১৪৫. তোমরা কি জান ইহা কি?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা রাসূল -এর সাথে ছিলাম এমন সময় আমরা কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম।

রাসূল বললেন- তোমরা কি জান ইহা কি?

আমরা বললাম- আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভালো জানেন।

রাসূল বললেন- ইহা একটি পাথর যা আল্লাহ্ তায়ালা সত্তর বছর পূর্বে জাহান্নামে ফেলেছেন আর ইহা এখন তার তলদেশে পৌঁছেছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বলা হয়েছে যে, জাহান্নামের গভীরতা এত বেশি যে তার মধ্যে একটা পাথর তলদেশে যেতে সত্তর বছর লেগেছে।

# অধ্যায়-২৬ : তাফসীর

## পাঠ-১ : সূরা ইয়াসীন

**প্রশ্ন-১৪৬. হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য কোথায় অস্ত যায়?**

**উত্তর :** আবু যর থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় মসজিদে রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। রাসূল ﷺ আমাকে বললেন- হে আবু যর! তুমি কি জান সূর্য কোথায় অস্ত যায়?

আমি বললাম- আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ভাল জানেন।

রাসূল ﷺ বললেন- নিশ্চয়ই সূর্য আরশের নিচে যায় আল্লাহ্কে সিজদাহ্ করার জন্য এবং আল্লাহর নিকট উদিত হওয়ার অনুমতি চায়, তাকে অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু এক সময় এমন হবে যে তার সিজদাহ্ কবুল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে তাকে অনুমতিও দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে তুমি যে দিক থেকে এসেছো সে দিকে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। আর ইহা হল-

আল্লাহর বাণী-

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

অর্থ : আর সূর্য সাঁতার কাটিতেছে তার কক্ষ পথে, হা মহান পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়ের পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, সূর্য প্রতিদিন আল্লাহর আরশের নিচে গিয়ে তাকে সিজদাহ্ করে এবং তার কাছে আবার উদিত হবার অনুমতি চায় তাকে অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু একদিন এমন হবে যে তার সিজদাহ্ কবুল করা হবে না এবং সে অনুমতি চাইবে তাকে অনুমতিও দেয়া হবে না। তাকে বলা হবে, তুমি যে দিক থেকে এসেছো সে দিকে ফিরে যাও। তখন সে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। আর ইহা হল-

আল্লাহর বাণী-

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

অর্থ : আর সূর্য সাঁতার কাটিতেছে তার কক্ষ পথে, তা মহান পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়ের পক্ষ থেকে নির্ধারিত।

## প্রথম অধ্যায় : ঈমান ও ইসলাম

### পাঠ-১ : ইসলামে উত্তম কাজ

**প্রশ্ন-১. ইসলামে কোন কাজ উত্তম?**

**উত্তর :** চারটি সহীহ্ কিতাবে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী কারীম -কে জিজ্ঞাসা করল- ইসলামে কোন কাজ উত্তম?

তিনি বললেন- খাদ্য খাওয়ানো, চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া।

**উপকারীতা :** নবী কারীম প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাবে বললেন যে, উত্তম কাজ হল- মানুষ কে খাদ্য খাওয়ানো এবং চেনা-অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া। কেননা এতে মানুষের মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

**প্রশ্ন-২. কার জন্য?**

**উত্তর :** পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে তামীম আদ্দারী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী কারীম থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম বলেন- দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা।

আমরা বললাম- কার জন্য?

তিনি বললেন- আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতাদের জন্য, সর্বসাধারণ মুসলিমদের জন্য।

**উপকারীতা :** এখানে আল্লাহর প্রতি কল্যাণ কামনা হচ্ছে তাঁর প্রতি ঈমান আনা তাঁর জন্য ইবাদত করা, আর কিতাবের প্রতি কল্যাণ কামনা হচ্ছে তাঁর কিতাব শিক্ষা করা এবং তার উপর আমল করা, রাসূলের প্রতি কল্যাণ কামনা হলো তাঁর অনুসরণ করা এবং তাঁকে সাহায্য করা, আর মুসলমানদের নেতাদের প্রতি কল্যাণ কামনা হল তাদের সম্মান করা এবং তাদের অনুগত্য করা, আর সর্বসাধারণ মুসলমানদের প্রতি কল্যাণ কামনো হল তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের পথ দেখানো।

# পাঠ-২ : ঈমানের বৃদ্ধি ও হ্রাস

**প্রশ্ন-৩. আমাদের কি হল আমরা কেন অধিক জাহান্নামী?**

**উত্তর :** পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে ইবনে উমর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

নবী কারীম ﷺ বললেন- হে মহিলারা! তোমরা সদ্‌কাহ্ কর এবং বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা আমি তোমাদের কে বেশির ভাগ জাহান্নামে দেখেছি।

তাদের থেকে এক মহিলা বলল- আমাদের কি হল আমরা কেন অধিক জাহান্নামী?

তিনি বললেন- তোমরা অধিক পরিমাণে অভিসম্পাত কর এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। একজন জ্ঞানবান পুরুষকে পরাজিত করতে আমি তোমাদের মত কম জ্ঞান ও দ্বীন সম্পূর্ণ আর কাউকে দেখিনি।

মহিলা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জ্ঞান ও দ্বীনের কমতি কোথায়?

তিনি বললেন- তোমাদের দুজন মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সমান, এটা হল তোমাদের জ্ঞানের কমতি আর তোমাদের মাসিক অবস্থায় তোমরা নামাজ ও রমজানের রোজা থেকে বিরত থাক, এটা হল তোমাদের দ্বীনের কমতি।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে মহিলারা কেন জাহান্নামে বেশি যাবে তার কারণ বর্ণনা দিয়েছেন আর তা হল তারা অধিক পরিমাণে অভিসম্পাত করে এবং স্বামীর অকৃজ্ঞতা প্রকাশ করে। আবার এমনি ভাবে বর্ণনা করলেন মহিলারা কেন জ্ঞানে ও ইবাদতে কমতিতে আছে।

**প্রশ্ন-৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদ দিব না?**

**উত্তর :** মুয়ায বিন জাবাল رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন,

রাসূল ﷺ বললেন- যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ্ ব্যতিত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল তার জন্য আল্লাহ জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিবেন।

মুয়ায رضي الله عنه বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষকে এই সুসংবাদ দিব না?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে থাকবে।

মুয়ায (রাঃ) এই হাদীস মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বর্ণনা করেন যাতে করে তিনি হাদীস বর্ণনা না করার গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারেন।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এই হাদীসে ইহা বর্ণনা করলেন যে, যে ব্যক্তি অন্তর থেকে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ্ ব্যতিত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল তার জন্য আল্লাহ চিরস্থায়ী জাহান্নামী হওয়া থেকে রক্ষা করবেন।

তবে নবী কারীম ﷺ ইহা বর্ণনা করতে এই কারণে নিষেধ করছেন যাতে করে মানুষ ইহার উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে না দেয়।

**প্রশ্ন-৫. কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে- কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

বলা হল- তারপর কোনটি?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

বলা হল- তারপর কোনটি?

রাসূল ﷺ বললেন- হজ্বে মাবরুর।

**ফায়েদাঃ** যখন রাসূল ﷺ -কে প্রশ্ন করা হল কোন আমলটি সবচেয়ে উত্তম তখন তিনি বললেন- আল্লাহর উপর ও তাঁর রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। কেননা প্রত্যেক মানুষের প্রথম যে কাজটির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট তাহল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর প্রেরিত রাসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা কেননা জিহাদ দ্বারা দ্বীন প্রসারিত হয়। এবং ইসলাম কায়েম হয়। তৃতীয়টি হল হজ্বে মাবরুর কেননা তা দ্বারা সব গুনাহ্ ঝরে যায়।

**প্রশ্ন-৬. হে আল্লাহর রাসূল! কার্যকারী বিষয় দুটি কি?**

**উত্তর :** জাবের (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কার্যকারী বিষয় দুটি কি?

রাসূল ﷺ বললেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করা ব্যতীত মারা গেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করে মারা গেল সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এমন দুটি জিনিসের কথা বললেন যে দুটি জিনিস জান্নাত ও জাহান্নাম কে আবশ্যক করে আর তাহল যদি কেউ আল্লাহর সাথে শিরক না করা অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যদি কেউ আল্লাহর সাথে শিরক করা অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

**প্রশ্ন-৭. হে আল্লাহর রাসূল! কারা জান্নাতী আর কারা জাহান্নামী তা কি জানা আছে?**

**উত্তর :** চারটি সহীহ কিতাবে ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূলকে বলা হলো- হে আল্লাহর রাসূল! কারা জান্নাতী আর কারা জাহান্নামী তা কি জ্ঞাত আছে?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ।

**বলা হল- তাহলে আমল কারীরা কেন আমল করবে?**

রাসূল ﷺ বললেন- যাকে যার জন্য বানানো হলো তাকে ঐ আমল করা সহজ করে দেয়া হয়।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ হ্যাঁ বলে জবাব দিলেন। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তাহলে আমল করার কি দরকার? তিনি বললেন- যে জান্নাতে যাবে তাকে জান্নাতের আমল সহজ করে দেয়া হয় আর যে জাহান্নামে যাবে তাকে জাহান্নামের আমল করা সহজ করে দেয়া হয়। সুতারাং জান্নাতে যারা যাবে তারা জান্নাতের আমল করবে আর জাহান্নামে যারা যাবে তারা জাহান্নামের আমল করবে।

**প্রশ্ন-৮. হে আল্লাহর রাসূল! ইয়হুদি খ্রিস্টানদের?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন- যারা তোমাদের পূর্বে এসেছে তোমরা অবশ্যই প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাদের নীতি অনুসরণ করবে এমন কি যদি তারা একটি সংকীর্ণ গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাদের দেখে তা করবে।

আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! ইয়হুদি খ্রিস্টানদের?

রাসূল ﷺ বললেন- আর কার?

অন্য বর্ণনা এসেছে- হে আল্লাহর রাসূল! পারস্য আর রোমদের মতো?

রাসূল বললেন- তারা ব্যতীত আর কোন মানুষ আছে?

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ ভবিষ্যতের ব্যাপারে বলতেছেন যে মুসলমানদের কিছু এমন হবে যে তারা সব ক্ষেত্রে ইয়াহুদি ও খিস্টানদের এত বেশি অনুকরণ ও অনুসরণ করবে যে তারা যদি একটি সঙ্কীর্ণ গর্তে ও প্রবেশ করে মুসলমানরা ও তারা করবে আর এটা মুসলমানদের অধপতনের কারণ।

## পাঠ-৩ : কুরআন ও সুন্নাহ্ শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা

### প্রশ্ন-৯. হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করল?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বললেন- যারা আমাকে অস্বীকার করেছে তারা ব্যতীত আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করেছে।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করল?

রাসূল ﷺ বললেন- যে আমার অনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমার অবাধ্য হল সে অস্বীকার করল।

**উপকারীতা :** সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রশ্ন করলেন যে এমন কে আছে যে জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করবে। তখন রাসূল ﷺ বললেন- যারা তার অনুগত্য করল না বরং অবাধ্য হল তারা যেন জান্নাতে প্রবেশ করতে অস্বীকার করল।

### প্রশ্ন-১০. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই না?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম মুসলিম, নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কবরস্থানে আসলেন এবং বললেন- (আস্সালামু আলাইকুম) তোমাদের উপর শান্তি হোক হউক হে মুমিন সম্প্রদায় আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমার ইচ্ছা হয় আমি যদি আমার ভাইদেরকে দেখে যেতে পারতাম।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলল- আমরা কি আপনার ভাই না?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা আমার সাহাবী, আর যারা এখনও পৃথিবীতে আসেনি তারা আমাদের ভাই।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- আপনি কিভাবে ঐসকল উম্মতকে চিনবেন যারা এখনও আসেনি?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা কি মনে কর যদি কারো গাঢ় উজ্জ্বল পৃষ্ঠদেশ বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে সে কি তার ঘোড়া চিনতে পারবে না?

সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) বললেন- হ্যাঁ চিনতে পারবে হে আল্লাহর রাসূল!

রাসূল ﷺ বললেন- কেননা তারা শুভ্র উজ্জ্বল অযুর দাগ নিয়ে উপস্থিত হবে আর আমি তাদের জন্য হাউযে তাদের আগে উপস্থিত থাকবো। আমার হাউজ থেকে কিছু লোক কে তাড়িয়ে দেয়া হবে যেমন ভাবে পথহারা উটকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আমি তাদের কে ডাকবো যেন তারা আসে তখন বলা হবে তারা আপনার পরে আপনার দ্বীনকে পরিবর্তন করেছে। তখন আমি বলবো- দূরে যাও দূরে যাও।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে এই বিষয়ে সংবাদ দিলেন যে তার উম্মতের মধ্যে যারা তার মৃত্যুর পর আসবে তারা তার ভাই। আর তাদের অযুর উজ্জ্বল দাগ দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন তাদেরকে চিনতে পারবেন। আর যারা তার পরে তার প্রচারকৃত ধর্মের মাঝে পরিবর্তন আনবে তাদেরকে হাউজে কাওসারের নিকট আসতে দেয়া হবে না তারা পানিও পান করতে পারবে না।

## পাঠ-৪ : ইসলামের উত্তম কাজ

**প্রশ্ন-১১. আবু মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন- ইসলামের কোন কাজটি উত্তম?**

রাসূল ﷺ বললেন- যে মুসলমানের হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ-কে যখন ইসলামের উত্তম কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বললেন- কোন মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের ক্ষতি করবে না আর তা হল সে তাকে গালি দিবে না, অভিস্পাত করবে না, মুসলমানদের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করবে না এবং তার হাত থেকেও মুসলমান ভাইকে নিরাপদ থাকতে দিবে আর তা হল সে কারো সম্পদ লুট করবে না চুরি করবে না আরো অন্য অন্য ক্ষতিকারক কাজ থেকে বিরত থাকবে।

Contents



# দ্বিতীয় অধ্যায় : নিয়ত ও ইখলাস

## পাঠ-১ : সৌভাগ্যবান ব্যক্তি

**প্রশ্ন-১২. হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ প্রাপ্ত অধিক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা ﷺ থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ প্রাপ্ত অধিক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- হে আবু হুরাইরা! আমি জ্ঞানের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে ধারণা করেছি তোমার থেকে অগ্রগামী আর কেউ নেই যে আমাকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ প্রাপ্ত অধিক সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি হবে যে অন্তর থেকে খালিস ভাবে লা ইলাহা ইল্লাহ্ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলেছে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ কে যখন কিয়ামতের দিন তার সুপারিশ প্রাপ্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি উত্তরে বললেন ঐ ব্যক্তি যে অন্তরের গভীর থেকে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলেছে।

**প্রশ্ন-১৩. হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক গোপনে আমল করল আর যখন তা মানুষের নিকট জানা জানি হয়ে যায় তখন তাকে তা অবাক করে!**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা ﷺ থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক বলল-হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক গোপনে আমল করল আর যখন তা মানুষের নিকট জানা জানি হয়ে যায় তখন তাকে তা অবাক করে!

রাসূল ﷺ বললেন- তার জন্য দুইটি পুরুষ্কার আর তা হল গোপনে আমল করার কারণে অন্যটি হল প্রকাশিত হওয়ার কারণে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে গোপনে আমল করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য কিন্তু তা পরে মানুষের নিকট জানা জানি হয়ে যায় তার জন্য দ্বিগুন সওয়াব। একটা হল গোপনে আমল করার কারণে আরেকটি হল তার আমল প্রকাশিত হওয়ার কারণে।

## পাঠ-২ : জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

**প্রশ্ন-১৪. হে আল্লাহর রাসূল! জুব্বুল হুজান কি?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- তোমরা আল্লাহর নিকট জুব্বুল হুজান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর! রাসূল জুব্বুল হুজান কি?

রাসূল বললেন- জাহান্নামের একটা উপত্যকায়, যার থেকে জাহান্নামও দিনে একশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে।

আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কারা তাতে প্রবেশ করবে।

রাসূল বললেন- লোক দেখানো তেলওয়াতকারীরা।

**উপকারীতা :** রাসূল বললেন- জুব্বুল হুজান হল জাহান্নামের একটা উপত্যকায় যার থেকে স্বয়ং জাহান্নাম দিনে একশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে। আর তাতে প্রবেশ করবে যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তেলওয়াত করে।

**প্রশ্ন-১৫. যে ব্যক্তি জিহাদ করা দ্বারা আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করে এবং সাথে সাথে প্রশংসার আশা করে তার ব্যাপারে আপনার মত কি?**

**উত্তর :** আবু উমামাহ্ থেকে ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল -এর নিকট এসে বলল- যে ব্যক্তি জিহাদ করা দ্বারা আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা করে এবং সাথে সাথে প্রশংসার আশা করে তার ব্যাপারে আপনার মত কি?

রাসূল বললেন- তার কোন সওয়াব হবে না। তিনি আরো বললেন- আল্লাহ্ তায়ালা এমন কোন আমল কবুল করেন না যে আমল খালিস ভাবে তার জন্য করা হয়না এবং ঐ আমল দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে না।

**উপকারীতা :** নবী কারীম এখানে বললেন যে কোন আমল যদি খালিস ভাবে আল্লাহর জন্য না করা হয় তাহলে তা আল্লাহ কবুল করবেন না। সুতারাং যে ব্যক্তি জিহাদ করা দ্বারা নিজের প্রশংসার আসা করবে তার জন্য এই জিহাদে কোন নেকী লেখা হবে না।

Contents



**প্রশ্ন-১৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে বলুন।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে জিহাদ ও যুদ্ধ সম্পর্কে বলুন।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আব্দুল্লাহ বিন আমর তুমি যদি ধৈর্যের সাথে সওয়াবের আশায় জিহাদ কর আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে ধৈর্যশীল এবং সওয়াবের আশাকারী হিসেবে উঠাবেন। আর যদি তুমি লোক দেখানোর জন্য তাহলে আল্লাহ তোমাকে ঐ ভাবে কিয়ামতের দিন উঠাবেন।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আমরের প্রশ্নের জবাবে বললেন যে ব্যক্তি জিহাদ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াব লাভের আশায় তাহলে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকে পূণ্যবান হিসেবে উঠাবেন আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য জিহাদ করবে তাকে লোক দেখানো জিহাদ কারী হিসেবে উঠাবেন।

# তৃতীয় অধ্যায় : ইলম বা জ্ঞান

## পাঠ-১ : ইলমের অন্বেষণকারীর মর্যাদা

**প্রশ্ন-১৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমি জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি।**

**উত্তর :** সুফিয়ান বিন আস্‌সাল আলমুরাদী থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসেছি তিনি মসজিদে হেলান দিয়ে বসে আছেন তখন তাঁর শরীরে লাল ডোরা কাটা চাদর ছিল। অতঃপর আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- জ্ঞান অন্বেষণকারীকে স্বাগতম, জ্ঞান অন্বেষণকারীকে ফেরেশতারা তাদের ডানা দ্বারা বেষ্টন করে রাখে তারা একের উপর এক আরোহণ করতে থাকে এমনকি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় জ্ঞান অন্বেষণকারীর মুহাব্বতে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ জ্ঞান অর্জন করতে আসার কারণে তাকে স্বাগতম জানালেন। আর জ্ঞান অন্বেষণকারীর মর্যাদা বর্ণনা করলেন তবে এই মর্যাদা সব জ্ঞান অর্জনকারীর জন্য নই এটা শুধু যারা দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে তাদের জন্য।

**প্রশ্ন-১৮. হে আল্লাহর রাসূল! কারা আপনার খলিফা?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ আমার খলিফাদের উপর রহম করুন।

আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কারা আপনার খলিফা?

রাসূল ﷺ বললেন- যারা আমার পরে আসবে এবং হাদীস বর্ণনা করবে আর তা মানুষকে শিক্ষা দিবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা নবী কারীম ﷺ শিক্ষার ফযিলত বর্ণনা করছেন।

# চতুর্থ অধ্যায় : পবিত্রতা

## পাঠ-১ : সমুদ্রের পানি

**প্রশ্ন-১৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি তখন আমাদের সাথে সামান্য পানি বহন করি যদি আমরা তা দ্বারা অযু করি তাহলে আমরা পিপাসার্ত হব, আমরা কি সাগরের পানি দ্বারা অযু করতে পারব?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা সমুদ্রে ভ্রমণ করি তখন আমাদের সাথে সামান্য পানি বহন করি যদি আমরা তা দ্বারা অযু করি তাহলে আমরা পিপাসার্ত হব, আমরা কি সাগরের পানি দ্বারা অযু করতে পারব?

রাসূল ﷺ বললেন- সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত মাছগুলো হালাল।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে বর্ণনা করলেন যে সাগরের পানি পবিত্র তা দ্বারা অযু করা যাবে এবং এর মৃত মাছগুলো খাওয়া হালাল।

**প্রশ্ন-২০. রাসূল ﷺ -কে মরুভূমির পানি ও যে পানি বন্য প্রাণীরা ব্যবহার তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো।**

**উত্তর :** ইবনে উমর থেকে ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-কে মরুভূমির পানি ও যে পানি বন্য প্রাণিরা ব্যাবহার তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল ﷺ বললেন- যখন পানি দুই কুল্লার সমান হবে তখন তা অপবিত্র হবে না।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে ঐ পানির বর্ণনা দিচ্ছে যা খোলা মরুভূমিতে থাকে তা থেকে বন্য প্রাণীরা পান করে গোসল করে তার আশে পাশে পশুর পায়খানা পাওয়া যায়। এই পানি যখন দুই কুল্লার সমান হবে এবং তার রং স্বাদ গন্ধ এই তিনটির দুটি অপরিবর্তীত থাকলে তা দ্বারা অযু গোসল করা যাবে। আর কুল্লা হল বিশাল পাত্র।

## পাঠ-২ : জানাবাতের গোসলের পর অবশিষ্ট পানির হুকুম

**প্রশ্ন-২১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ -এর একজন স্ত্রী একটি বিশাল পাত্রে গোসল করতে ছিলেন। তখন রাসূল ﷺ তাতে অযু অথবা গোসল করতে আসলেন।

তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- এতে পানি অপবিত্র হয়নি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা জানা যায়, অপবিত্র ব্যক্তি পানিতে গোসল করলে সে পানি অপবিত্র হয়ে যায় না।

## পাঠ-৩ : কালালার হুকুম

**প্রশ্ন-২২. হে আল্লাহর রাসূল! মীরাস কার জন্য?**

**উত্তর :** জাবের (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি অসুস্থ থাকা অবস্থায় রাসূল ﷺ আমাকে দেখতে আসলেন তখন আমি অজ্ঞান ছিলাম। অতঃপর তিনি অযু করলেন এবং অযুর অবশিষ্ট পানি আমার পর ছিটালেন এতে আমার জ্ঞান আসল।

আমি বললাম- আমার মীরাস কার জন্য?

রাসূল ﷺ বললেন- আমার মীরাস পাবে কালালাহ্। অতঃপর ফারায়েজের আয়াত নাযিল হল।

**উপকারীতা :** কালালাহ্ হল ঐ ব্যক্তি যার পিতা বা ছেলে কেউ নেই। যখন জাবের (রাঃ) রাসূল ﷺ কে তার ওয়ারিসি সম্পত্তি কে পাবে তা প্রশ্ন করলে ফারায়েজের আয়াত আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করেন। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন- يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ

**প্রশ্ন-২৩. রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অযু করব?**

**উত্তর :** জাবের (রাঃ) থেকে ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল আমরা কি গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অযু করব?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ এবং হিংস্র প্রাণীর অবশিষ্ট পানি দ্বারাও অযু করা যাবে।

**উপকারীতা :** গাধা পানি পান করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা অযু করা যাবে। হিংস্র প্রাণী পানি পান করার পর পানির স্বাদ গন্ধ রং এই তিনটির দুটি ঠিক থাকে তাহলে তা দ্বারা অযু করা যাবে।

## পাঠ-৪ : মাসিকের রক্তযুক্ত কাপড়ের হুকুম

### প্রশ্ন-২৪. আমাদের কারো কাপড়ে যদি মাসিকের রক্ত লাগে তাহলে আমরা কি করব?

**উত্তর :** পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে আসমা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক মহিলা রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- **আমাদের কারো কাপড়ে যদি মাসিকের রক্ত লাগে তাহলে আমরা কি করব?**

রাসূল ﷺ বললেন- ঘষে তুলে ফিলবে তারপর পানি দিয়ে ভালো ভাবে ধুয়ে নিবে তারপর তা দ্বারা নামাজ আদায় করবে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে মাসিকের রক্ত লাগলে তা কিভাবে পবিত্র করতে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। আর তা হল প্রথমে তা ঘষে তুলে ফেলতে হবে তারপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে যাতে করে তার রং ও গন্ধ দূর হয়ে যায় এবং তা দেখা না যায়। এভাবে তিন বার ধৌত করার পরও যদি রং বাকি থাকে তাহলে সমস্যা নেই। তবে যদি গন্ধ বাকি থাকে তাহলে তা পবিত্র হয়নি। এটাকে বার বার ধুয়ে নিতে হবে যাতে করে গন্ধ দূর হওয়া পর্যন্ত।

### প্রশ্ন-২৫. অভিসম্পাতকারী দুটি বস্তু কি?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা দুই অভিসম্পাতকারীকে ভয় কর।

সাহবীগণ রাযিআল্লাহু আনহুম বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! অভিসম্পাতকারী দুটি বস্তু কি?

রাসূল ﷺ বললেন- যে ব্যক্তি মানুষের পথে বা ছায়া বিশিষ্ট বসার স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করে।

**উপকারীতা :** রাসূল মুসলমানদেরকে নিষেধ করলেন দুটি স্থানে মল মুত্র ত্যাগ না করতে যার কারণে মানুষ লা'নত দেয়। আর তা হল মানুষের চলার স্থানে আরেকটি হল ছায়া বিশিষ্ট স্থানে যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়।

**প্রশ্ন-২৬. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন ইহা করলেন?**

**উত্তর :** পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল দুটি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এমন। তিনি বললেন- এ দুই জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে তবে তাদেরকে কঠিন কোন কাজের জন্য শাস্তি দিচ্ছে না । তাদের একজন প্রস্রাব থেকে নিজেকে বাঁচাতো না আরেকজন যে পরনিন্দা করত। অতঃপর রাসূল (সা) একটি সিক্ত খেজুরের ঢাল নিলেন এবং তা দুই ভাগ করলে তারপর প্রত্যেকের কবরে একটি করে পুঁতে দিলেন।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন ইহা করলেন?

রাসূল বললেন- সম্ভবত তা যতক্ষণ না শুকাবে ততক্ষণ তাদের আযাব কে হালকা করবে।

**উপকারীতা :** রাসূল এই আশা করলেন যাতে করে তা দ্বারা তাদের আযাব হালকা হয়। কেননা সবুজ পল্লব মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। রাসূল তাদের আযাব হওয়ার কারণ বর্ণনা করলেন তাদের একজন প্রস্রাব করার পর সতর্কতা অবলম্বন করত না আর অন্যজন মানুষের গীবত করে বেড়াতো।

## পাঠ-৫ : মজির হুকুম

**প্রশ্ন-২৭. হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কাপড়ে যা লাগে তা আমি কিভাবে পবিত্র করব?**

**উত্তর :** সহল বিন হুনাইফ থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমার বেশি বেশি মজি বের হত আর এই কারণে আমি অধিক গোসল করতাম। অতঃপর আমি এই সম্পর্কে রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করলাম।

রাসূল বললেন- তোমার পবিত্রতার জন্য অযু করলে যথেষ্ট হবে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে কাপড়ে যা লাগে তা আমি কিভাবে পবিত্র করব?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার জন্য ইহা যথেষ্ট যে তুমি এক কোষ পানি নিয়ে যেখানে তা লেগেছে সেখানে ধুয়ে ফেলবে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে মজি বের হওয়ার হুকুম বর্ণনা করলেন আর তাহল- মজি বের হলে গোসল করার প্রয়োজন নেই, তার জন্য অযুই যথেষ্ট আর কাপড়ের যে অংশে মজি লাগবে তা ধুয়ে ফেললে পবিত্র হয়ে যাবে পুরা কাপড় ধোয়া আবশ্যক নয়।

## পাঠ-৬ : খাবারে ইঁদুর পড়লে তার হুকুম

**প্রশ্ন-২৮. জিজ্ঞাসা করা হল ঘিতে ইঁদুর পড়লে কি করতে হবে?**

**উত্তর :** পাঁচটি সহীহ কিতাবে মায়মুনা থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঘিতে ইঁদুর পড়লে কি করতে হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- ইঁদুরটি ফেলে দাও এবং সে যেখানে পড়েছে তার আশ পাশ থেকে কিছু ফেলে দাও এবং বাকি ওগুলো তোমরা খাও।

অন্য বর্ণনা এসেছে- যদি ঘিতে ইঁদুর পড়ে এবং ঘি যদি কঠিন পদার্থ হয় ইঁদুরটিকে ফেলে দাও এবং তার আশ পাশ থেকে কিছু ফেলে দাও আর যদি তরল হয় তাহলে তার কাছেও যেও না।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ কে যখন ঘিতে ইঁদুর পড়ার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তখন তিনি জবাব দিলেন যে যদি ঘিতে ইঁদুর পড়ে এবং ঘি যদি কঠিন পদার্থ হয় ইঁদুরটিকে ফেলে দাও এবং তার আশ পাশ থেকে কিছু ফেলে দাও তাহলে তা পবিত্র হয়ে যাবে এবং খাওয়া যাবে। আর যদি তরল হয় তাহলে তার কাছেও যেও না অর্থাৎ তা নষ্ট হয়ে গেছে, সুতারাং তা ফেলে দাও। তবে যদি রক্তহীন প্রাণি পড়ে যেমন মশা মাছি তাহলে তা তরল ঘিকেও নষ্ট করবে না।

## পাঠ-৭ : উটের গোশত খাওয়ার পর অযু করার হুকুম

**প্রশ্ন-২৯. রাসূল ﷺ -কে উটের গোশত খাওয়ার পর অযু করার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।**

**উত্তর :** বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-কে উটের গোশত খাওয়ার পর অযু করার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা তা খাওয়ার পর অযু কর।

আবার রাসূল ﷺ ছাগলের গোশত খাওয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা তা খাওয়ার পর অযু করবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, উটের গোশত খাওয়ার পর অযু করা লাগবে তবে অযু করা ওয়াজিব না মুস্তাহাব। কেননা অন্য হদীসে পাওয়া যায় রাসূল ﷺ উটের গোশত খাওয়ার পর নতুন ভাবে অযু না করেই নামাজ আদায় করেছেন। আর ছাগলের গোশত খাওয়ার পর অযু করা লাগবে না কেননা তাতে উটের থেকে চর্বি কম।

## পাঠ-৮ : মোজার উপর মাসেহ্ করার হুকুম

### প্রশ্ন-৩০. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন?

**উত্তর :** মুগীরা বিন শু'বা থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন?

রাসূল ﷺ বললেন- বরং তুমি ভুলে গেছ। আমার প্রভুর আমাকে এই ভাবে আদেশ করেছে।

**উপকারীতা :** মুকিম এবং মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসেহ্ করা জায়েয তবে মোজা হতে হবে শক্ত চামড়ার যা পায়ের টাকনু থেকে পুরাটা ঢেকে রাখে। আর এই মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করতে হবে। মুকিমের জন্য অযু ভঙ্গ হওয়ার সময় থেকে শুরু করে এক দিন এক রাত মোজার উপর মাসেহ কার্যকর হবে আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত মোজার উপর মাসেহ্ কার্যকর হবে। এরপর আবার পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে।

## পাঠ-৯ : বীর্যপাতহীন সহবাসের হুকুম

### প্রশ্ন-৩১. যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করছে তবে বীর্যপাত না করেই উঠে গেছে, তার উপর কি গোসল ফরয হবে?

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল- যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করছে তবে বীর্যপাত না করেই উঠে গেছে, তার উপর কি গোসল ফরয হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- আমি এবং এই মহিলা (আয়েশা) এই কাজ করেছি তারপর গোসল করেছি।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল এই হুকুম বর্ণনা করলেন যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করছে তবে বীর্যপাত না করেই উঠে গেছে, তার উপর গোসল ফরয হবে।

## পাঠ-১০ : মহিলাদের স্বপ্নদোষের হুকুম

**প্রশ্ন-৩২. হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তায়ালা সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না, মহিলাদের স্বপ্ন দোষ হলে কি গোসল করতে হবে?**

**উত্তর :** তিনটি সহীহ কিতাবে উম্মে সালমা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আনাসের মা উম্মে সুলাইম রাসূল -এর নিকটে আসলেন, অতঃপর তিনি বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তায়ালা সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না, মহিলাদের স্বপ্ন দোষ হলে কি গোসল করতে হবে?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ গোসল করতে হবে। যখন সে তার কাপড়ে পানি বা সিক্ততা দেখতে পাবে।

উম্মে সালমা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদেরও কি স্বপ্ন দোষ হয়? রাসূল বললেন- তোমার হাত ধুলায় মলিন হোক তাহলে সন্তান কেন মহিলার আকৃতিতে হয়।

**উপকারীতা :** স্বপ্ন দোষ হলে মহিলাদের উপরও গোসল ফরয যদি সে তার লজ্জাস্থানের বাহিরে বীর্য বা সিক্তা দেখতে পায়। আর রাসূল (সা) বললেন- উম্মে সালমার প্রশ্নের জবাবে রাসূল বললেন, যদি মহিলাদের বীর্য না থাকতো তাহলে কিভাবে সন্তান তার সাদৃশ্য লাভ করে।

**প্রশ্ন-৩৩. রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে সিক্ততা দেখতে পায় তবে তার স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে না।**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করা হল ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যে সিক্ততা দেখতে পায় তবে তার স্বপ্নদোষের কথা মনে পড়ে না।

রাসূল বললেন- সে গোসল করবে।

এবং ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যার স্বপ্ন দোষ হয়েছে তবে সে তার কাপড়ে সিক্ততা দেখতে পায় না।

রাসূল ﷺ বললেন- সে গোসল আবশ্যক না।

উম্মে সালমা বললেন- যদি মহিলারা ঐ রকম দেখতে পায় তাহলে কি তার উপর গোসল ফরয?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ। কেননা মহিলাদেরকে পুরুষের সাদৃশ্য করে বানানো হয়েছে।

**উপকারীতা : রাসূল ﷺ এখানে বর্ণনা করলেন যে কোন ব্যক্তি যদি তার রানে বা কাপড়ে বা বিছানায় সিক্ততা দেখতে পায় তবে তার স্বপ্ন দোষের কথা মনে নেই তাহলেও সে গোসল করবে। আর যার মনে হচ্ছে ঘুমে তার স্বপ্ন দোষ হয়েছে তবে সে কোন সিক্ততা দেখতে পায় না তাহলে তার উপর গোসল ফরয না। কেননা গোসল ফরয হয় বীর্য বাহির হলে। আর কোন মহিলা যদি এমন হয় তাহলে তারও একই হুকুম প্রযোজ্য।**

**প্রশ্ন-৩৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সতরের যা আমরা ঢেকে রাখি আর যা ঢেকে রাখি না তার হুকুম কি?**

**উত্তর :** বাহ্জ বিন হাকীম থেকে ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, বাহ্জ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তার দাদা বললেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সতরের যা আমরা ঢেকে রাখি আর যা ঢেকে রাখি না তার হুকুম কি?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার স্ত্রী এবং দাস দাসী ব্যতীত অন্যদের নিকট থেকে তোমার সতর ঢেকে রাখ।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! যখন মানুষ একে অপরের সাথে থাকে তখন?

রাসূল ﷺ বললেন- যদি তুমি সক্ষম সতর না দেখাতে তাহলে তা দেখাবে না।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন একা থাকি?

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- মানুষ থেকে আল্লাহর ব্যাপারে অধিক লজ্জা করা উচিত।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে তিনটি প্রশ্ন করা হয়েছে আর তা হলো :

প্রথমত: মুসলমানের উপর ওয়াজিব স্ত্রী এবং দাস দাসী বতীত অন্যদের নিকট থেকে সতর হিফাজত রাখা।

দ্বিতীয়ত: যখন মানুষ এক সাথে থাকে তখন যথাসম্ভব সতর ঢেকে রাখা।

তৃতীয়ত: যখন মানুষ একা থাকে তখনও উলঙ্গ হওয়া ঠিক না, কেননা আল্লাহ সব সময় তার বান্দাকে দেখেন। আর মানুষ থেকে আল্লাহ ব্যাপারে অধিক লজ্জা করা উচিত।

## পাঠ-১১ : জানাবাতের গোসলের সময় মহিলাদের বেণী বা খোঁপার হুকুম

**প্রশ্ন-৩৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথায় শক্ত বেণী করি, জানাবাতের গোসল করতে আমি কি তা খুলবো?**

**উত্তর :** উম্মে সালমাহ্ থেকে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথায় শক্ত বেণী করি, জানাবাতের গোসল করতে আমি কি তা খুলবো?

রাসূল ﷺ বললেন- না, তোমার জন্য ইহা যথেষ্ট হবে যে তুমি তোমার মাথায় তিন বার পানি ঢেলে দিবে তারপর পুরা শরীরে পানি ঢালবে তাহলে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

**উপকারীতা :** মহিলাদের জন্য ফরয গোসল করার সময় বেণী খোলার প্রয়োজন নেই বরং বেণীর উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিবে তারপর ভালোভাবে ঘষবে এরপর পুরা শরীরে পানি ঢেলে দিবে তাহলে সে পবিত্র হয়ে যাবে। তবে জমহুরের মতে, যদি পানি চুলের গোড়ায় না যায় বেণীর কারণে তাহলে বেণী খোলা আবশ্যক।

**প্রশ্ন-৩৬. আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করা হল- রাসূল ﷺ কি জানাবাতের গোসল ঘুমানো পূর্বে করতেন না পরে করতেন?**

**উত্তর :** ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করা হল- রাসূল ﷺ কি জানাবাতের গোসল ঘুমানো পূর্বে করতেন না পরে করতেন?

আয়েশা বললেন- উভয়টাই তিনি করতেন, কখনও গোসল করে ঘুমাতেন আবার কখনও ঘুমানো পর গোসল করতেন।

আমি বললাম- সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার জন্য যিনি সব কাজে প্রশস্ততা রেখেছেন।

**উপকারীতা :** অপবিত্র ব্যক্তি ইচ্ছা করলে গোসল করে তারপর ঘুমাতে পারবে আবার গোসল না করে অযু করে ঘুমাবে তারপর ঘুম থেকে উঠে গোসল করবে। ইসলামে ইহা মানুষের প্রতি সহজ করেছে।

**প্রশ্ন-৩৭. হে আল্লাহর রাসূল! একবার গোসল করলে হত না?**

**উত্তর :** আবু রাফে থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল একদিন একজন একজন করে তাঁর স্ত্রীদের নিকট গমন করেন এবং প্রতি বার গোসল করেন।

আবু রাফে বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! একবার গোসল করলে হত না?

রাসূল বললেন- ইহা অধিক উত্তম ও অধিক পবিত্রতা।

**উপকারীতা :** প্রত্যেক বার মেলা মেশা করার পর গোসল করা মুস্তাহাব। কেননা ইহা শরীরের জন্য উপকারী এবং ইহা দ্বারা অধিক পবিত্রতা অর্জন হয়।

## পাঠ-১২ : মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের হুকুম

**প্রশ্ন-৩৮. হে আল্লাহ রাসূল ইহুদিরা এমন এমন বলতেছে আমরা কি মহিলাদের সাথে সহবাস করবো না?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, যখন মহিলাদের মাসিক হতো তখন তারা মহিলাদের হাতের খানা খেতো না এবং তাদের সাথে সহবাস করতো না। আর তাই রাসূল -এর সাহাবীগণ ইহা সম্পর্কে রাসূলকে জিজ্ঞাসা করল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন।

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلَا
تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

**অর্থ :** তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা, আপনি বলুন ইহা কষ্টদায়ক সুতরাং তোমরা মাসিক অবস্থায় মহিলাদের থেকে বিরত থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না, আর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের আল্লাহ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে গমন কর।

আর রাসূল ﷺ বললেন- মাসিক অবস্থায় তোমরা মহিলাদের সাথে সহবাস ব্যতীত সবই করতে পার।

এই কথাগুলো ইহুদিদের কানে গেলে তারা রাসূল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলো এই ব্যক্তি প্রতিটি কাজে আমাদের বিরোধিতা করা ব্যতীত ছাড়ে না। আর তখন উসাইদ বিন হুদাইর এবং আব্বাদ বিন বাসার রাসূল এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদিরা এমন এমন বলে আমরা কি মহিলাদের সাথে সহবাস করাবো না?

তাদের উভয়ের কথা শুনে রাসূল ﷺ -এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল এমন কি আমরা ধারণা করলাম তিনি আমাদের উপর রাগ করেছেন। এই অবস্থা দেখে তারা দুজন বের হয়ে গেল। পরে রাসূল ﷺ-এর জন্য দুধ হাদিয়া পাঠান। আল্লাহর রাসূল তা গ্রহণ করেন এবং তার অবশিষ্ট অংশ তাদের জন্য পাঠান তারা তা পান করে এবং বুঝতে পারলাম রাসূল ﷺ তাদের উপর রাগ হননি।

**উপকারীতা :** মহিলাদের মাসিক অবস্থায় তাদের সাথে সহবাস করা আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের উপর হারাম করছেন। আল্লাহ্ তায়ালার বাণী–

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

অর্থ- তারা আপনাকে মাসিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলুন ইহা কষ্টদায়ক। সুতরাং তোমরা মাসিক অবস্থায় মহিলাদের থেকে বিরত থাক এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের নিকটবর্তী হবে না, আর যখন তারা পবিত্র হবে তখন তাদের আল্লাহ যেভাবে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে গমন কর।

## পাঠ-১৩ : মাসিক থেকে পবিত্র হওয়ার পদ্ধতি

**প্রশ্ন-৩৯. রাসূল -কে মাসিকের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো।**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, আসমা রাসূল -কে মাসিকের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন।

রাসূল বললেন- তোমারা প্রথমে পানি এবং সাবান জাতীয় কিছু নিবে তারপর ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে, তারপর মাথায় পানি ঢালবে এবং ভালোভাবে ঘষবে যাতে করে চুলের গোড়ায় পানি যায় তারপর তার শরীরে পানি ঢালবে। তারপর সুগন্ধিযুক্ত কিছু নিবে তা দ্বারা (লজ্জাস্থানের) পবিত্রতা অর্জন করবে।

আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে।

রাসূল বললেন- সুবহানাল্লাহ্ সে তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে।

আর তখন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- সে রক্তের চিহ্ন অনুসরণ করবে।

অন্য বর্ণনায় আছে- রাসূল বললেন- তুমি সুগন্ধিযুক্ত কিছু নিবে তারপর তা দ্বারা তিন বার পরিষ্কার করবে। রাসূল ইহা বলতে লজ্জায় চেহারা ফিরিয়ে নিয়েছেন।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- আনসারী মহিলারা কতই না উত্তম, তারা দ্বীনের বিষয়ে জানতে লজ্জা করে না।

**উপকারীতা :** রাসূল (সা) এই হাদীসে মাসিকের পর পবিত্র হওয়ার জন্য মহিলারা কিভাবে গোসল করবে তা বর্ণনা করেছেন। আর তা জানাবাতের গোসলের মতো তবে শুধু এখানে সে তার লজ্জাস্থান সুগন্ধিযুক্ত কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করবে।

## পাঠ-১৪ : ইস্তেহাজা মহিলার হুকুম

**প্রশ্ন-৪০. আমার ইস্তেহাজা হতে থাকে, আমি কখনও পবিত্র হতে পারি না আমি কি নামাজ ছেড়ে দিব?**

**উত্তর :** পাঁচটি সহীহ কিতাবে আয়েশা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইস রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করল, আমার রক্তক্ষরণ (ইস্তেহাজা) হতে থাকে আমি কখনও পবিত্র হইনা আমি কি নামাজ ছেড়ে দিব?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, কেননা ইহা মাসিক না ইহা হচ্ছে এমনি রক্ত। তুমি তোমার পূর্বের নির্ধারিত দিনগুলো মাসিক হিসেবে ধরবে তারপর গোসল করে নামাজ পড়বে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে, যখন তোমার মাসিক হবে তখন তুমি নামাজ ছেড়ে দিবে আর বাকি দিনগুলো রক্ত ধুয়ে নামাজ আদায় করবে।

**উপকারীতা :** যে মহিলার মাসিক হওয়ার পর তা আর বন্ধ হয় না সে প্রথম দশ দিনকে মাসিক হিসেবে ধরবে। দশদিন শেষ হলে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামাজ আদায় করবে। সে প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অযু করবে। নামাজ ছাড়া যাবে না কেননা তা মাসিক না বরং এমনি রক্ত।

**প্রশ্ন-৪১. হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুব রক্তক্ষরণ (ইস্তেহাজা) হয় ইহা কি আমার নামাজ রোজা বাদ করে দিবে?**

**উত্তর :** হামনা বিনতে জাহ্‌হাস থেকে ইমাম তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসেছি। অতঃপর আমি বলেছি-হে আল্লাহর রাসূল! আমার খুব রক্তক্ষণ (ইস্তেহাজা) হয় ইহা কি আমার নামাজ রোজা বাদ করে দিবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমার জন্য তুলা যথেষ্ট কেননা তা রক্ত দূর করে দেয়।

হামনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- ইহা তার থেকেও বেশি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তাহলে তুমি কাপড় ব্যাবহার করতে পার।

হামনা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- ইহা তার থেকেও বেশি, অনেক বেশি বেগে প্রবাহিত হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আমি তোমাকে দুটি বিষয় বলবো তুমি যেটাই কর তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে তুমি যদি তার উপর সক্ষম হও। নিশ্চয়ই ইহা শয়তানের ধাবন। সুতারাং তুমি ছয় বা সাত দিন মাসিক ধরবে আল্লাহকে জ্ঞাত রেখে তারপর গোসল করবে, বাকি তেইশ বা চব্বিশ দিন নামাজ আদায় করবে আর রোজা রাখবে কেননা ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট।

আর যদি তুমি সক্ষম হও তাহলে তুমি যোহরকে দেরি করে আর আসর কে তাড়াতাড়ি করে পড়বে। সুতারাং তুমি গোসল করবে এবং যোহর ও আসর একত্রে পড়বে। মাগরিব দেরি করবে আর ইশা কে তাড়াতাড়ি করে

Contents



পড়বে। সুতারাং তুমি গোসল করে একত্রে মাগরিব ও ইশা আদায় করবে। এবং ফজরের নামাজের জন্য গোসল করবে তারপর নামাজ আদায় করবে।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা আমার কাছে অধিক মুগ্ধকর।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে সর্বদা রক্তক্ষরণ হয় এমন মহিলা প্রথমে ছয় বা সাত দিনকে মাসিক ধরে নামাজ রোযা থেকে বিরত থাকবে আর বাকি দিনগুলো পবিত্রতা ধরে নামাজ রোযা আদায় করবে। তবে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন অযু করতে হবে। আর অন্য পদ্ধতি হল সে গোসল করে যোহর দেরি করে আসর তাড়াতাড়ি করে একত্রে পড়বে আবার গোসল করে মাগরিব দেরি করে ইশা তাড়াতাড়ি করে একত্রে পড়বে আবার ফজরের জন্য গোসল করে ফজর নামাজ আদায় করবে।

**প্রশ্ন-৪২. হে আল্লাহর রাসূল! যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাবে তার বীর্যপাত না হলে তার কি হুকুম?**

**উত্তর :** উবাই বিন কা'ব থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে তার বীর্যপাত না হলে তার কি হুকুম?

রাসূল ﷺ বললেন- সে স্ত্রীর সাথে যা মিলিত হয়েছে তা ধুয়ে ফেলবে তারপর অযু করবে এবং নামাজ পড়বে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বলা হয়েছে বীর্যপাতহীন সহবাসের পর গোসল করা লাগবে না। ইহা ইসলামের প্রথম যুগের বিধান ছিল পরে তা রহিত হয়ে গেছে।

## পঞ্চম অধ্যায় : নামাজ

### পাঠ-১ : আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল

**প্রশ্ন-৪৩. ত্বলহা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নজদের অধিবাসী এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসল। আমরা তার কথার আওয়াজ শুনতেছি তবে কিছুই বুঝতে পারছি না। তখন সে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।**

রাসূল ﷺ বললেন- দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ।

লোকটি বলল- আমার উপর কি তা ব্যতীত আবশ্যকীয় অন্য কিছু করার আছে।

রোসূল ﷺ বললেন- না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে নফল আদায় করতে পার।

রাসূল ﷺ আবার বললেন- রমজানের রোজা।

লোকটি বলল- আমার উপর কি তা ব্যতীত আবশ্যকীয় অন্য কিছু করার আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে নফল আদায় করতে পার। তারপর রাসূল ﷺ তাকে যাকাতের কথা বললেন।

লোকটি বলল- আমার উপর কি তা ব্যতীত আবশ্যকীয় অন্য কিছু করার আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- না, তবে তুমি ইচ্ছা করলে নফল আদায় করতে পার।

ত্বলহা বলেন- লোকটি বললো "আল্লাহর শপদ আমি এর থেকে বাড়াবো না আর কমাবোও না" এই কথা বলতে বলতে চলে গেল।

রাসূল ﷺ বললেন- যদি সে সত্য বলে থাক তাহলে সে সফল।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ-এর নিকট দিমাম বিন ছা'লাবা এসেছে যার চুল এলোমেলো যার কথা কাছে না গেলে বুঝা যায় না। তিনি রাসূল ﷺ-কে ইসলাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন রাসূল ﷺ তাকে জবাব দিলেন

ইসলাম হল দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ, রমজানের রোজা, যাকাত আর ইচ্ছে করলে নফল আমল করা যাবে।

**প্রশ্ন-৪৪. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন করেছে, তারপর সে এসে তা নবী কারীম ﷺ -এর নিকট বলল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করেন**

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থ- দিনের দুই প্রান্তে নামাজ আদায় কর এবং রাতের প্রহরে নামাজ আদায় কর। নিশ্চয়ই ভালো কাজ গুনাহকে মুছে দেয়।

লোকটি বলল- ইহা শুধু আমার জন্য।

রাসূল ﷺ বললেন- বরং আমার সকল উম্মতের জন্য।

**উপকারীতা :** পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করার দ্বারা গুনাহ্ মুছে যায়। আবার বেশি বেশি নেক আমল দ্বারাও গুনাহ্ মুছে যায়।

**প্রশ্ন-৪৫. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?**

**উত্তর :** ইবনে মাসউদ (রা) থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম- আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি?

রাসূল ﷺ বললেন- সময়মত নামাজ আদায় করা।

ইবনে মাসউদ বলেন- তারপর কোনটি?

রাসূল ﷺ বললেন- পিতা মাতার সাথে সদাচারণ করা।

ইবনে মাসউদ বলেন- তারপর কোনটি?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

ইবনে মাসউদ (রা) বলেন- রাসূল ﷺ আমাকে এগুলো বললেন আমি যদি আরো জিজ্ঞাসা করতাম তাহলে তিনি আরো বলতেন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ ইবনে মাসউদের প্রশ্নের জবাবে এই কথাগুলো বললেন। প্রথমত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মত পড়া, দ্বিতীয়ত পিতা মাতার সাথে সদাচারণ করা ও তৃতীয়ত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

## পাঠ-২ : নফল নামাজ পড়ার নিষিদ্ধ সময়

**প্রশ্ন-৪৬. হে আল্লাহর রাসূল! রাতের কোন অংশে দোয়া অধিক কবুল হয়?**

**উত্তর :** আমর বিন আবাসাহ্ থেকে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রসূল ﷺ কে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! রাতের কোন অংশে দোয়া অধিক কবুল হয়?

রাসূল ﷺ বললেন- শেষ রাতের মধ্যবর্তী সময়। সুতারাং তুমি যত ইচ্ছে নামাজ আদায় কর যতক্ষণ না ফজরের নামাজ আদায় কর কেননা ফেরেশতারা এই সময়ের নামাজ সাক্ষ্য থাকে এবং তা আমলনামায় লিখতে থাকে। ফজরের নামাজ আদায় করার পর সূর্য এক বর্শা বা দুই বর্শা উপরে উঠা পর্যন্ত নামাজ থেকে বিরত থাক, কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের উপর উদিত হয় আর তখন কাফেরেরা নামাজ আদায় করে। তারপর তুমি যত ইচ্ছে নামাজ আদায় কর ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না বর্শার ছায়া তার বরাবর হয়, কেননা ফেরেশতারা তখনকার নামাজের সাক্ষ্য থাকে এবং তা আমলনামায় লিখতে থাকে, আর যখন বর্শার ছায়া তার বরাবর হবে তখন নামাজ থেকে বিরত থাক কেননা তখন জাহান্নাম উপতপ্ত হয় এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। আর যখন সূর্য ঢলে যাবে তখন তুমি যত ইচ্ছে নামাজ আদায় কর আসরের নামাজ আদায় করা পর্যন্ত। কেননা ফেরেশতারা তখনকার নামাজের সাক্ষী থাকে। আসরের নামাজ পড়ার পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত নামাজ থেকে বিরত থাক, কেননা সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের উপর দিয়ে অস্ত যায় আর তখন কাফেরেরা নামাজ পড়ে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ-কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল রাতের কোন অংশে দোয়া কবুল করা হয়। তখন জবাবে তিনি বললেন— তা হল রাতের পঞ্চম অংশে, কেননা এই সময় ফেরেশতারা সাক্ষ্য থাকে এবং তা আমলনামায় লিখতে থাকে। তবে ফজরের নামাজ আদায় করার পর থেকে সূর্য উঠা পর্যন্ত আর কোন নামাজ নেই। সূর্য উঠার পর চাশতের নামাজ আদায় করা যাবে। আবার যখন সূর্য ঠিক বরাবর থাকবে তখন নামাজ আদায় করা নিষেধ। তারপর যোহরের নামাজ থেকে আসর নামাজ পর্যন্ত যে কোন

নামাজ আদায় করা যাবে। আসরের নামাজ আদায় করার পর সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত কোন নামাজ আদায় করা যাবে না। সূর্য অস্ত যাওয়ার মাগরিবের নামাজ আদায় করে যে কোন নামাজ আদায় করা যাবে। তবে মাগরিবের পূর্বে নফল নামাজ আদায় করা মাকরূহ।

**প্রশ্ন-৪৭. এক কাপড়ে নামাজ আদায় করার সম্পর্কে রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট দাড়ি এক কাপড়ে নামাজ আদায় করার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমাদের প্রত্যেকে কি নামাজ পড়ার জন্য দুটি কাপড় পাবে?

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ লোকটির প্রশ্নের জবাবে বললেন যে, তোমাদের প্রত্যেকে হয়ত নামাজ আদায় করার জন্য দুটি কাপড় নাও পেতে পারে। সুতারাং বুঝা যায় যে এক কাপড়ে যদি সতর ঢাকে তাহলে তা দ্বারা নামাজ আদায় করা যাবে। তবে সকল আলেমদের মতে দুই কাপড় দ্বারা নামাজ আদায় করা উত্তম।

**প্রশ্ন-৪৮. মহিলারা কি পায়জামা বিহীন শুধু ওড়না ও জামা পরে নামাজ আদায় করতে পারবে?**

**উত্তর :** উম্মে সালমাহ্ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলাম- মহিলারা কি পায়জামা বিহীন শুধু ওড়না ও জামা পরে নামাজ আদায় করতে পারবে?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ যখন জামা লম্বা হবে এবং তা দ্বারা পায়ের পাতা ঢাকা যাবে।

**উপকারীতা :** মহিলারা পায়জামা ছাড়া শুধু ওড়না ও জামা পরে নামাজ আদায় করতে পারবে যদি জামা দ্বারা পায়ের পাতা ঢাকা যায়।

**প্রশ্ন-৪৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার জাতির ইমাম বানিয়ে দিন।**

**উত্তর :** উসমান বিন আবুল আস থেকে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার জাতির ইমাম বানান।

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তাদের ইমাম তবে ইমামতিতে দুর্বলদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং একজন মুয়াজ্জেন নিবে যে আযানের জন্য কোন প্রতিদান নিবে না।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ উসমানের জবাবে তাকে তার জাতির ইমাম বানান এবং তাকে বললেন যে সে যাতে নামাজে দুর্বলদের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং একজন মুয়াজ্জিন আযানের জন্য কোন প্রতিদান চাইবে না।

**প্রশ্ন-৫০. আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দেন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী তার তারিখ গ্রন্থে এবং ইমাম ত্বিবরানী তার আওসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল- আমাকে এমন একটি আমল শিখিয়ে দেন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি মুয়াজ্জেন হও।

লোকটি বলল- আমি তাতে সক্ষম নই।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি ইমামের পিছনে দাড়াবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে মুয়াজ্জিনের হওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা মুয়াজ্জিনের জন্য রেখেছেন অনের সওয়াব ও প্রতিদান।

## পাঠ-৩ : আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী দোয়া কবুল করা হয়

**প্রশ্ন-৫১. হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই মুয়াজ্জেনরা আমাদের থেকে বেশি মর্যাদাবান হয়ে যাচ্ছে।**

**উত্তর :** আনাস (রাঃ) থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই মুয়াজ্জেনরা আমাদের থেকে বেশি মর্যাদাবান হয়ে যাচ্ছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তারা যা বলে তুমিও তা বল, আর যখন বলা শেষ হবে তখন আল্লাহর কাছে চাও কেননা তা কবুল করা হবে।

**উপকারীতা :** যখন লোকটি রাসূল ﷺ-কে বলল যে, মুয়াজ্জিনেরা আমাদের থেকে অধিক সওয়াব ও নেকির মালিক হচ্ছে আমরা তাদের সমান হতে হলে কি করব? তখন রাসূল ﷺ বললেন- তুমি মুয়াজ্জিনের

সাথে সাথে আযানের জবাব দাও তাহলে তুমিও তার মতো সওয়াব লাভ করবে এবং জবাব দেয়া শেষ হলে আল্লাহর নিকট চাও। কেননা তুমি যা চাইবে আল্লাহ তা দিবেন।

## পাঠ-৪ : সুতরাহ্

**প্রশ্ন-৫২. রাসূল ﷺ -কে নামাজীর সুতরাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-কে মুসল্লির সুতরাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল ﷺ বললেন- আরোহণকারীর ভর করা লাঠির সমান।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ মুসল্লির নামাজের সামনে সুতরার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন এটা উটে বা ঘোড়া আরোহণকারীর ভর করা লাঠির সমান।

**প্রশ্ন-৫৩. যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছে তার শপথ আমি এর থেকে সুন্দর করে নামাজ আদায় করতে পারবো না সুতারাং আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) মসজিদে প্রবেশ করার পর এক লোক মসজিদে প্রবেশ করল তারপর সে নামাজ আদায় করল এবং নামাজ শেষ করে রাসূল ﷺ -কে সালাম দিল। রাসূল ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন- তুমি ফিরে যাও এবং আবার নামাজ আদায় কর কেননা তুমি নামাজ পড়নি। লোকটি আবার নামাজ আদায় করল নামাজ শেষ করে রাসূল ﷺ-কে সালাম দিল। রাসূল ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন- তুমি ফিরে যাও এবং আবার নামাজ আদায় কর কেননা তুমি নামাজ পড়নি। এই ভাবে তিন বার করলেন।

লোকটি বলল- যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছে তার শপ আমি এর থেকে সুন্দর করে নামাজ আদায় করতে পারবো না। সুতারাং আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।

রাসূল ﷺ বললেন- যখন তুমি নামাজে দাড়াবে তখন আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর দিবে, তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয় তা পাঠ করবে, তারপর প্রশান্তির সাথে রুকু করবে, তারপর মাথা উঠাবে পূর্ণ

সোজা হয়ে দাড়ানো পর্যন্ত, তারপর প্রশান্তির সাথে সিজদাহ্ আদায় করবে, তারপর সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠাবে প্রশান্তির সাথে বসা পর্যন্ত, তারপর আবার প্রশান্তির সাথে সিজদাহ্ করবে, তোমার সম্পূর্ণ নামাজ আদায় করবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে নামাজ কিভাবে আদায় কারবে তা শিক্ষা দিলেন। আর তা হল প্রথমে আল্লাহু আকবার বলে তাকবির দিবে, তারপর কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয় তা পাঠ করবে, তারপর প্রশান্তির সাথে রুকু করবে, তারপর মাথা উঠাবে পূর্ণ সোজা হয়ে দাড়ানো পর্যন্ত, তারপর প্রশান্তির সাথে সিজদাহ্ করবে, তারপর সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠাবে প্রশান্তির সাথে বসা পর্যন্ত, তারপর আবার প্রশান্তির সাথে সিজদাহ্ করবে, এ ভাবে পূর্ণ নামাজ শেষ করতে হবে। ধীরস্থীর ভাবে নামাজ আদায় করাবে। তাড়াহুড়া করে নামাজ আদায় করলে তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। বরং তা নামাজীদের অভিসম্পাত করে।

### প্রশ্ন-৫৪. আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাতের মাঝে চুপি চুপি কি পাঠ করেন?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ তাকবীর ও কিরাতের মাঝে অল্প সময় চুপ থাকতেন। আমি বললাম- আমার পিতামাতা আপনার জন্য কোরবান হোক, আপনি তাকবীর ও কিরাতের মাঝে চুপি চুপি কি পাঠ করেন?

রাসূল ﷺ বললেন- আমি বলি-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

অর্থ- হে আল্লাহ্! আমার মাঝে আর আমার গুনাহের মাঝে এত দূরত্ব রাখ যত দূরত্ব তুমি পূর্ব-পশ্চিমের মাঝে রেখেছ। আমাকে গুনাহ থেকে স্বচ্ছ করে দাও যেমনি ভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে স্বচ্ছ করা হয়, হে আল্লাহ্ আমার গুনাহগুলোকে পানি বরফ ও শিলা দ্বারা ধুয়ে দাও।

(সহীহ বুখারী : ৭৪৪)

Contents



**উপকারীতা :** রাসূলের সাহাবী জানতে চেয়েছেন রাসূল ﷺ তাকবীর ও কেরাত পড়ার মাঝে চুপি চুপি কি পড়েন যাতে তারাও তা শিখে আমল করতে পারে।

**প্রশ্ন-৫৫. রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন নামাজ উত্তম?**

**উত্তর :** জাবের (রা) থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন নামাজ উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- যে নামাজে অধিক দোয়া করা হয়।

ইমাম আবু দাউদ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল উত্তম।

রাসূল ﷺ বললেন- দীর্ঘ কিয়াম বিশিষ্ট নামাজ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে উত্তম নামাজ হল যে নামাজে অধিক দোয়া করা হয়। আর আবু দাউদের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় উত্তম নামাজ হল দীর্ঘ কিরাত বিশিষ্ট নামাজ।

## পাঠ-৫ : সালাম ফিরানোর পূর্বে দোয়া

**প্রশ্ন-৫৬. আমাকে একটা দোয়া শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি নামাজে দোয়া করবো।**

**উত্তর :** আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমাকে একটা দোয়া শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি নামাজে দোয়া করবো।

**উত্তর :** রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বল-

قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

**অর্থ-** হে আল্লাহ্! আমি আমার উপর অনেক অত্যাচার করেছি, আর তুমি ব্যতীত গুনাহ্ মাফ করার কেউ নেই, সুতারাং তুমি তোমার পক্ষ থেকে আমাকে মাফ করে দাও কেননা তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (বুখারী : ৮৩৪)

**উপকারীতা :** ইহা হল দোয়ায়ে মাসুরা যা নবী কারীম ﷺ তাঁর সাহাবীদের শিক্ষা দিলেন নামাজে দোয়া করার জন্য।

## পাঠ-৬ : কিয়াম কিরাতে অক্ষম ব্যক্তিদের হুকুম

**প্রশ্ন-৫৭. আমার অর্শ্ব রোগ ছিল তাই আমি রাসূল ﷺ -কে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।**

**উত্তর :** ইমরান বিন হুসাইন থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, আমার অর্শ্ব রোগ ছিল তাই আমি রাসূল ﷺ-কে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি দাড়িয়ে নামাজ পড়, যদি তাতে তুমি সক্ষম না হও তাহলে বসে পড় আর যদি বসে নামাজ পড়তে অক্ষম হও তাহলে শুয়ে নামাজ পড়।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ অক্ষম ব্যক্তির নামাজের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এই হাদীসে। আর তাহলো যদি দাড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হয় তাহলে বসে নামাজ আদায় করবে আর বসে নামাজ পড়তে অক্ষম হলে শুয়ে ডান কাত হয়ে কিবলার দিকে মুখ করে নামাজ আদায় করবে।

## পাঠ-৭ : নামাজে দোয়া করা

**প্রশ্ন-৫৮. আমি কুনআনের কিছুই মুখস্থ করে রাখতে পারি না। সুতারাং আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা এর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে।**

**উত্তর :** ইবনে আবু আওফা رضي الله عنه থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক এসে রাসূল ﷺ-কে বলল- আমি কুনআনের কিছুই মুখস্থ করে রাখতে পারি না। সুতারাং আপনি আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা এর পরিবর্তে যথেষ্ট হবে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বল-

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ

**অর্থ :** আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ্ মহান, সুউচ্চ সুমহান আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ : ৫০৬২)

লোকটি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা তো আল্লাহর জন্য তাহলে আমার জন্য কি?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বল-

اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ

**অর্থ**- হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে দয় কর, আমাকে রিযিক দান কর, আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে হেদায়েত দান কর। (আবু দাউদ : ৮৩২)

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ লোকটিকে দুটি দোয়া শিখিয়ে দিলেন একটি যা কিরাত পড়ার পরিবর্তে আরেকটি হল তার নিজের উপকারের জন্য।

**প্রশ্ন-৫৯. আমি রাসূল ﷺ-কে নামাজে এই দিক সে দিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।**

**উত্তর :** আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ-কে নামাজে এদিক-সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা হল শয়তানের হরণ, শয়তান বান্দার মনোযোগ কে ছিনিয়ে নেয়।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ আয়েশার কথার জবাবে বললেন নামাজে এই দিক ঐদিক দৃষ্টিপাত করা শয়তানের ধোঁকা, যার দ্বারা শয়তান বান্দার মনোযোগকে নামাজ থেকে অন্যদিকে নিয়ে যায়।

## পাঠ-৮ : সাহু সিজদাহ্ এর কারণ কি?

**প্রশ্ন-৬০. হে আল্লাহর রাসূল! নামাজ কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে?**

**উত্তর :** ইমরান বিন হুসাইন থেকে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ আসরের নামাজ তিন রাকাত পড়ে সালাম ফিরালেন। অতঃপর তিনি উঠে রুমে চলে গেলেন। তখন লম্বা হাত বিশিষ্ট এক লোক উঠে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! নামাজ কি কমিয়ে দেয়া হয়েছে?

রাসূল তখন রাগম্বিত অবস্থায় বাহির হলেন এবং বাকি এক রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে দুটি সিজদাহ্ করলেন তারপর আবার সালাম ফিরালেন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ যে এক রাকাত আদায় করতে ভুলে গেলেন তা আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং আবার তাশাহুদ পড়ে সালাম ফিরালেন। আমাদের এরূপ ভুল হলে আমরা তাশাহুদ পড়ে সালাম

ফিরিয়ে দুটি সিজদাহ্ করবো তারপর আবার তাশাহুদ দরূদ ও দোয়ায়ে মাসূরা পড়ে সালাম ফিরাবো তাহলে আমাদের নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন-৬১. হে আল্লাহর রাসূল! নামাজ কি কমে গেছে নাকি আপনি ভুলে গেছেন?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল আমাদেরকে নিয়ে আসরের নামাজ আদায় করেছেন তিনি দুই রাকাত সালাম ফিরালেন। তখন জুল ইয়াদাইন বলল- হে আল্লাহর রাসূল! নামাজ কি কমে গেছে নাকি আপনি ভুলে গেছেন?

রাসূল সাহাবীদের দিকে ফিরলেন এবং বললেন- জুল ইয়াদাইন কি সত্য বলেছে?

সাহাবীগণ বললেন- হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল!।

অতঃপর রাসূল বাকী নামাজ পরিপূর্ণ করেছেন তারপর বসা অবস্থায় দুই সিজদাহ্ করলেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস পূর্ববর্তী হাদীসকে আরো শক্তিশালী করেছে। সাহু সিজদাহ্ সালাম ফিরানোর পর করতে হবে। তবে এই হাদীসে বুঝা যায়, কথা বলার দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু যায়েদ বিন আরকামের বর্ণিত হাদীস দ্বারা তা রহিত হয়ে যায়। ইসলামের প্রথম যুগে নামাজে কথা বলা যেত তবে তা পরে নিষেধ করা হয়। তাই কথা বলার দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

**প্রশ্ন-৬২. হে আল্লাহর রাসূল! সূরা হজ্জে দুই সিজদাহ্?**

**উত্তর :** উক্ববাহ্ বিন আমের থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আমি রাসূল -কে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! সূরা হজ্জে দুই সিজদাহ্?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ। আর যে ব্যক্তি তা পাঠ করে সিজদাহ্ করবে না সে যেন তা পাঠ না করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে তেলওয়াতে সিজদাহ্ করার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

Contents



## পাঠ-৯ : মসজিদের মর্যাদা

**প্রশ্ন-৬৩. হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা (রা) থেকে ইমাম তিরমিযী (রা) বর্ণনাকরেন, তিনি নবী কারীম (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বললেন- যখন তোমরা জান্নাতের বাগান দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তা থেকে ফল আহরোণ করবে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি?

রাসূল (সা) বললেন- মসজিদগুলো হল জান্নাতের বাগান।

আমি বললাম- এর ফল কি?

রাসূল (সা) বললেন-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

রাসূল (সা) ফজরের নামাজ আদায় করার পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতেন।

**উপকারীতা :** রাসূল (সা) এখানে বললেন যে, জান্নাতের বাগান হল মসজিদ আর তার ফল হল তাসবীহ।

**প্রশ্ন-৬৪. আমি রাসূল (সা) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন মসজিদটি প্রথমে তৈরি করা হয় জমিনে।**

**উত্তর :** আবু যর (রা) থেকে ইমাম বুখারী মুসলিম ও নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সা) জিজ্ঞাসা করলাম কোন মসজিদটি প্রথমে তৈরি করা হয় জমিনে।

রাসূল (সা) বললেন- মসজিদে হারাম।

আমি বললাম- তারপর কোন মসজিদ?

রাসূল (সা) বললেন- মসজিদে আক্সা।

আমি বললাম- উভয়ের মাঝে কত দিন পার্থক্য ছিল?

রাসূল (সা) বললেন- চল্লিশ বছর। এখন তোমার জন্য পুরা জমিনটাই সিজদাহ্ করার স্থান। সুতারাং যেখানে নামাজের সময় হবে সেখানে নামাজ আদায় কর।

**উপকারীতা :** নিশ্চয়ই প্রথম মসজিদ হল মসজিদে হারাম যা ফেরেশতারা নির্মাণ করে তার চল্লিশ বছরের পর মসজিদে আকসা নির্মাণ করা হয়।

আর এই উম্মতের জন্য পুরা জমিনকে সিজদাহ্ করার স্থান করে দেয়া হল। সুতারাং যেখানে নামাজের সময় হবে সেখানে নামাজ আদায় করা যাবে।

**প্রশ্ন-৬৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দিস সম্পর্কে ফতওয়া দিন।**

**উত্তর :** রাসূল -এর খাদিমা মায়মুনা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বায়তুল মুকাদ্দিস সম্পর্কে ফতওয়া দিন।

রাসূল বললেন- তোমরা সেখানে আস এবং নামাজ আদায় কর, আর যদি সেখানে না আসতে পার তাহলে তোমরা তেল পাঠাও যা দ্বারা বাতি জ্বালানো হবে।

**উপকারীতা :** রাসূল -এর খাদিমা রাসূলকে বায়তুল মুকাদ্দিস ভ্রমণ করার কথা জিজ্ঞাসা করলে রাসূল জবাবে ভ্রমণ করার অনুমতি দেন এবং সেখানে নামাজ আদায় করার কথা বলেন, আর বলেন যদি সেখানে না যেতে পার তাহলে অন্তত সেখানে তেল পাঠাও তাহলে তা দ্বারা বাতি জ্বালালে সওয়াব লাভ করা যাবে।

**প্রশ্ন-৬৬. রাসূল -কে উটের আস্তাবলে নামাজ আদায় করার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।**

**উত্তর :** বারা থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল -কে উটের আস্তাবলে নামাজ আদায় করার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল বললেন- তোমরা সেখানে নামাজ আদায় করবে না কেননা তা শয়তানের পক্ষ থেকে।

আবার রাসূল -কে ছাগলের আস্তাবলে নামাজ আদায় করার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল বললেন- তোমরা সেখানে নামাজ আদায় কর কেননা তা বরকত পুণ্য।

**উপকারীতা :** রাসূল উটের আস্তাবলে নামাজ আদায় করতে নিষেধ করেছেন, কেননা তা শয়তানের ধোঁকার কারণ হবে যা নামাজীর নামাজে ধোঁকা দিবে। তবে ছাগলের আস্তাবলে এই সমস্যা নেই তাই তাতে নামাজ আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

## পাঠ-১০ : মসজিদের মিম্বার

**প্রশ্ন-৬৭. জাবের থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, এক মহিলা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বসার জন্য আমি কি কিছু বানাবো না? কেননা আমার একজন কাঠমিস্ত্রী দাস আছে।**

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যদি বানাতে চাও তাহলে মিম্বার বানাও।

**উপকারীতা :** এক মহিলা রাসূল ﷺ-এর বসার জন্য একটা কিছু বানাতে আগ্রহী হয়েছে যার নাম আয়েশা। কেননা তার একজন কাঠমিস্ত্রী দাস ছিল যার নাম বাকুম অথবা মায়মুন। রাসূল ﷺ থেকে অনুমতি নিয়ে সে তিন তাক বিশিষ্ট একটা কাঠের মিম্বার তৈরি করে।

## পাঠ-১১ : জামাতের হুকুম

**প্রশ্ন-৬৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পথ দেখানোর কেউ নেই আমি ঘরে নামাজ আদায় করতে পারবো?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম, নাসাঈ ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নবী কারীম ﷺ-এর কাছে এক অন্ধ লোক এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে পথ দেখানোর কেউ নেই আমি ঘরে নামাজ আদায় করতে পারবো?

রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন।

যখন সে ফিরে যেতে লাগলো তিনি তাকে ডাকলেন এবং বললেন- তুমি কি আযানের ডাক শুনতে পাও?

লোকটি বলল- হ্যাঁ শুনতে পাই।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে আযানের জবাব দিও।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ উম্মে মাকতুমকে ঘরে নামাজ আদায় করার অনুমতি দেননি অন্ধ হওয়া স্বত্ত্বেও। আর ইহা থেকে জামাতের গুরুত্ব কত বেশি তা বুঝা যায়। এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, পুরুষদের জন্য জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। জামাতে নামাজ আদায় না করলে সে নামাজ কবুল হবে না। ইমাম আহমদ (রহ) মতে, জামাতে নামাজ আদায় করা ফরযে আইন অর্থাৎ জামাত ছাড়া নামাজ আদায় করলে তা কবুল হবে না। তবে অন্য অন্য ইমামদের মতো, জামাতে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব।

## পাঠ-১২ : জামাতে নামাজ বেশি দীর্ঘ না করা

**প্রশ্ন-৬৯.** আল্লাহর শপথ হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাজে দেরিতে অংশগ্রহণ করি উমুক ব্যক্তির কারণে সে আমাদেরকে নিয়ে নামাজ অনেক লম্বা করে।

**উত্তর :** আবু মাসউদ থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আল্লাহর শপথ হে আল্লাহর রাসূল! আমি নামাজে দেরিতে অংশগ্রহণ করি উমুক ব্যক্তির কারণে সে আমাদেরকে নিয়ে নামাজ অনেক লম্বা করে। রাসূল কোন দিন এত রাগ হতে দেখিনি কোন বিষয়ে উপদেশ দেয়ার সময়।

অতঃপর রাসূল বললেন- তোমাদের মাঝে অনেক আছে যাদের কাছে দীর্ঘ কেরাতের কারণে নামাজ বিরক্তকর মনে হয়। সুতারাং তোমাদের যে ব্যক্তি মানুষদেরকে নিয়ে জামাত করবে সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা মুসল্লিদের মধ্যে অনেক আছে দুর্বল, বড়, ছোট, আবার অনেক আছে যারা ব্যস্ত। আর যখন একা একা নামাজ আদায় করবে তখন যত ইচ্ছা নামাজ লম্বা করবে।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে ইমামদেরকে সতর্ক করলেন যে, যখন তারা নামাজের জামাত করবে তখন যেন তারা মুসল্লিদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাজ আদায় করে। কেননা মুসল্লিদের অনেকে আছে যারা দুর্বল অনেকে আছে যারা খুব ব্যস্ত। আর যখন একা একা নামাজ আদায় করবে তখন যত ইচ্ছা কিরাত লম্বা করবে।

## পাঠ-১৩ : নাবালেগের ইমামতি

**প্রশ্ন-৭০. হে আল্লাহর রাসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে?**

**উত্তর :** আমর বিন সালামা থেকে ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ বর্ণনা -করেন, তারা এক দল লোক রাসূল-এর নিকট আগমন করে। যখন তারা ফিরে যাবে তখন তারা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে?

রাসূল বললেন- যে তোমাদের মধ্যে অধিক কুরআন জানে।

আমর বিন সালামা বলেন- আমি ছিলাম তাদের মধ্যে অধিক কুরআন জানলেওয়ালা। তাই তারা আমাকে ইমামতি করতে দেয়, অথচ আমি

Contents



ছিলাম নাবালেগ বাচ্চা। আর আমি যখনই উপস্থিত ছিলাম তখন আমিই তাদের ইমাম হতাম।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ -কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের মধ্যে কে তাদের ইমামতি করবে, তখন রাসূল ﷺ বললেন যে, ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে অধিক কুরআন জানে। আর তাই তারা আমর বিন সালামাকে তাদের ইমাম বানায়। তবে ছোট নাবালেগ বাচ্চা কি বড়দের ইমাম হতে পারবে কিনা তা নিয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী আলেমদের মতে জায়েয নেই আর শাফিয়ী ইমামদের মতে জায়েয।

## পাঠ-১৪ : ইমামের ইকতেদা করা

### প্রশ্ন-৭১. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি দেখেছেন?

**উত্তর :** আনাস رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক দিন রাসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন, যখন নামাজ শেষ হলো তিনি আমাদের দিকে চেহারা ফিরালেন অতঃপর বললেন- হে মানুষ সকল আমি তোমাদের ইমাম সুতারাং তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ্, কিয়াম, সালাম সম্পূর্ণ করো না। কেননা আমি আমার পিছনে ও সামনে সবই দেখতে পাই।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন- মুহাম্মাদের প্রাণ যার হাতে তার শপথ করে বলি আমি যা দেখেছি তা যদি তোমরা দেখতে তাহলে তোমরা কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে।

সাহাবীগণ رضي الله عنهم বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি দেখেছেন?

রাসূল ﷺ বললেন- আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে ইমামের আগে দাড়াতে ও রুকু সিজদাহ্ করতে নিষেধ করেছেন এবং ইমামের সালাম ফিরানোর আগে সালাম ফিরাতে নিষেধ করছেন। কেউ যদি ইমামের পূর্বে তাকবীর বলে হাত নামাজের নিয়ত করে তাহলে তার নামাজ হবে না আবার ইমামের পূর্বে সালাম ফিরালেও নামাজ হবে না। আর অন্য অন্য কাজ ইমামের আগে করলে সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।

## পাঠ-১৫ : কাতার পূর্ণ করা

**প্রশ্ন-৭২. কিভাবে ফেরেশতারা কাতার করে?**

**উত্তর :** জাবের বিন সামুরাতাহ্ থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন,

রাসূল বললেন- ফেরেশতারা তাদের প্রভুর সামনে যেমন কাতার করে তোমরা কি তেমন কাতার করবে না?

আমরা বললাম- ফেরেশতারা কিভাবে কাতার করে?

রাসূল বললেন- তারা সামনের কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে মিলিয়ে দাড়ায়।

**উপকারীতা :** রাসূল সাহাবীদেরকে ফেরেশতাদের মতো কাতার করতে বললেন। আর ফেরেশতারা সামনের কাতার পূর্ণ করে তারপর পিছনে দাড়ায় এবং কাতারে কোন ফাঁক রাখে না।

## পাঠ-১৬ : জুমার দিন রাসূল -এর উপর অধিক দরূদ পাঠ

**প্রশ্ন-৭৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার কাছে দরূদ পাঠাবো অথচ আপনি মৃত্যুর পর পঁচে যাবেন?**

**উত্তর :** আউস বিনি আউস থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি নবী কারীম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বললেন- তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে উত্তম দিন হল জুমার দিন, এই দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনেই তাকে নিয়ে নেয়া হয়েছে, এই দিনেই শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, এই দিনেই কঠিন আওয়াজ হবে, তোমরা আমার উপর অধিক দরূদ পাঠ কর কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকটে পেশ করা হয়।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার কাছে দরূদ পাঠাবো অথচ আপনি মৃত্যুর পর পঁচে যাবেন?

রাসূল বললেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা জমিনের জন্য নবীদের শরীর হারাম করেছেন।

**উপকারীতা :** নবী কারীম এখানে জুমার দিনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বললেন। এবং এই দিনে তার প্রতি দরূদ পাঠ করার কথা বললেন। কেননা তা তার নিকটে পেশ করা হয়। আর নবীগণ কবরে জীবিত তাদের দেহে পঁচন ধরে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা মাটির উপর নবীদের দেহ হারাম করেছেন।

## পাঠ-১৭ : ঈদে সজ্জিত হওয়া

**প্রশ্ন-৭৪. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইহা ক্রয় করে তা দ্বারা ঈদে ও প্রতিনিধিত্বে সজ্জিত হোন।**

**উত্তর :** ইবনে উমর (রাঃ) থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- উমর (রাঃ) একটা রেশমী জুব্বা নিয়ে রাসূল (সাঃ) -এর নিকটে আসলেন এবং বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইহা ক্রয় করে তা দ্বারা ঈদে ও প্রতিনিধিতে সজ্জিত হোন।

রাসূল (সাঃ) তাকে বললেন- এটা হল ঐ ব্যক্তির পোশাক যার আখেরাতে কোন অংশ নেই।

এরপর আল্লাহ্ যতদিন চাইছেন উমর চুপ ছিলেন। অতঃপর রাসূল (সা) তার নিকটে একটা রেশমী জুব্বা পাঠান তখন সে রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে নিয়ে এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বললেন এই পোশাক তার জন্য যার আখেরাতে কোন অংশ নেই। অথচ আপনি তা আমার নিকটে হাদিয়া পাঠিয়েছেন।

রাসূল (সাঃ) বললেন- তুমি তা বিক্রয় করে তোমার প্রয়োজন মিটাবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় পরা হারাম এবং যে তা পরবে তার জন্য আখেরাতে কোন অংশ থাকবে না। তবে তা বিক্রয় করে তা দ্বারা নিজের অন্য প্রয়োজন মিটাতে পারবে।

## পাঠ-১৮ : সালাতুল ইসতেস্কাহ্

**প্রশ্ন-৭৫. হে আল্লাহর রাসূল! গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে সুতারাং আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।**

**উত্তর :** আনাস (রাঃ) থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) -এর নিকটে আসলেন তখন রাসূল (সাঃ) খুতবা দিচ্ছিলেন। লোকটি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। সুতারাং আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

অতঃপর রাসূল (সাঃ) বৃষ্টির জন্য দোয়া করলেন।

অন্য বর্ণনায় এসেছে- রাসূল হাত তুললেন এবং বললেন- হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন। হে আল্লাহ্! আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন, হে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি বৃষ্টি বর্ষণ করুন।

পুরা এক সপ্তাহ বৃষ্টি হল। তারপর এক লোক এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের বাড়ি ঘর ধ্বংস হয়ে গেছে, সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে এবং গবাদিপশু ধ্বংস হয়ে গেছে।

তখন রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ্! তুমি পাহাড়, টিলা, উপত্যাকায় ও গাছ উৎপাদনের স্থানে বৃষ্টি নিয়ে যাও।

অন্য বর্ণনায় এসেছে- হে আল্লাহ্ আমাদের উপকারে বৃষ্টি বর্ষণ কর আমাদের ক্ষতিতে নেই।

রাসূল ﷺ-এর দোয়ার পরে আল্লাহ্ তায়ালা মদীনার আকাশ থেকে মেঘ কে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে যান এবং মদীনার চারপাশে বৃষ্টি হয়, কিন্তু মদীনাতে এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। তখন মদীনাকে মালার মতো দেখা যেত।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ লোকটির কথাতে সাড়া দিয়ে আল্লাহর নিকটে দোয়া করলেন। এবং রাসূল ﷺ-এর দোয়াতে আল্লাহ তায়ালা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তবে একাধারে বৃষ্টির ফলে তা ক্ষতিতে রূপান্তর হলে মদীনা বাসী আবার রাসূল ﷺ-কে বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য দোয়া করতে বলল। তখন রাসূল ﷺ আল্লাহর দোয়া করলেন বৃষ্টি যেন অন্যত্র সরিয়ে মদীনাবাসী কে বৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। তখন তা মদীনার চতুর্দিকে চলে যায় এবং মদীনার চারদিকে বৃষ্টি হয় কিন্তু মদীনাতে এক ফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। এটা ছিল মহান আল্লাহর একমাত্র রহমত ও অনুগ্রহ।

## পাঠ-১৯ : বৃষ্টি দ্বারা বরকত লাভ করা

**প্রশ্ন-৭৬. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন ইহা করলেন?**

**উত্তর :** আনাস رضي الله عنه থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা রাসূল ﷺ -এর সাথে থাকা অবস্থায় আমাদেরকে বৃষ্টি ধরেছে। তখন রাসূল ﷺ তাঁর জামা খুলে বৃষ্টিতে ধরলেন এতে জামা বৃষ্টিতে ভিজে গেল।

আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন ইহা করলেন?

রাসূল ﷺ বললেন- কেননা তা মহান প্রভুর পক্ষ থেকে প্রথম বৃষ্টি।

**উপকারীতা :** বছরের প্রথম বৃষ্টি দ্বারা বরকত গ্রহণ করা মুসতাহাব।

## পাঠ-২০ : রাতের নামাজের রাকাতের সংখ্যা

**প্রশ্ন-৭৭. হে আল্লাহর রাসূল! রাতের নামাজ কেমন?**

**উত্তর :** ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! রাতের নামাজ কেমন?

রাসূল ﷺ বললেন- দুই রাকাত দুই রাকাত, আর যখন তুমি দেখবে সকাল হয়ে যাচ্ছে তখন এক রাকাত দ্বারা নামাজকে বিজোড় করবে।

**উপকারীতা :** রাতে দুই রাকাত দুই রাকাত করে নফল নামাজ আদায় করা উত্তম। ইহা ইমাম মালিক ইমাম আহমদ ও সহেবাইনের মতো। তবে তাদের মতে, দিনে নফল নামাজ চার রাকাত করে। ইমাম শাফেয়ীর মতে দিনে রাতে সব সময় নফল নামাজ দুই রাকাত করে পড়া উত্তম। আর ইমাম আবু হানিফার মতে দিনে রাতে সব সময় নফল নামাজ চার রাকাত করে পড়া উত্তম।

**প্রশ্ন-৭৮. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতরের নামাজ পড়ার পূর্বে ঘুমান?**

**উত্তর :** আবু সালামাহ্ বিন আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞাসা করেন রমজানে রাসূল ﷺ-এর নামাজ কেমন ছিল?

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন- রাসূল ﷺ রমজানে এবং রমজান ছাড়া অন্য সময়ে এগারো রাকাতের বেশি নামাজ পড়তেন না। তিনি চার রাকাত করে নামাজ আদায় করতেন তা কত লম্বা এবং কত সুন্দর ছিল তা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না। তারপর আবার চার রাকাত নামাজের আদায় করতেন তাও কত লম্বা এবং কত সুন্দর ছিল তা আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা করবে না। তারপর তিনি তিন রাকাত নামাজ আদায় করতেন। আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি বিতরের নামাজ পড়ার পূর্বে ঘুমান?

রাসূল ﷺ বললেন- আমার চোখ ঘুমায় কিন্তু অন্তর জেগে থাকে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এক সালামে চার রাকাত নামাজ আদায় করতেন। আর তিন রাকাত একত্রে আদায় করতেন আর তা ছিল বিতরের নামাজ। এই হাদীস বিতরের নামাজ তিন রাকাত হওয়ার দলিল। এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল ﷺ মাঝে মাঝে বিতরের নামাজ ও রাতের নামাজের মাঝে হালকা ঘুমাতেন।

**প্রশ্ন-৭৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে নামাজ আদায় করতে পছন্দ করি।**

**উত্তর :** উম্মে হুমাইদ রাদিআল্লাহু আনহা ইমাম আহমদ, খুজাইমা ইমাম হিব্বন বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার সাথে নামাজ আদায় করতে পছন্দ করি।

রাসূল ﷺ বললেন- আমি জেনেছি তুমি আমার সাথে নামাজ আদায় করতে পছন্দ কর। তোমার জন্য আমার মসজিদে নামাজ আদায় করার থেকে তোমার বাড়ির মসজিদে নামাজ আদায় করা উত্তম, তোমার বাড়ির মসজিদে নামাজ আদায় করার থেকে তোমার বাড়িতে নামাজ আদায় করা উত্তম, তোমার বাড়িতে নামাজ আদায় করার থেকে তোমার কক্ষে নামাজ আদায় করা উত্তম, তোমার কক্ষে নামাজ আদায় করার থেকে তোমার কক্ষের এক কোণে নামাজ আদায় করা উত্তম।

বর্ণনাকারী বলেন- তিনি তার ঘরের মধ্যে অন্ধকার স্থানে তার জন্য নামাজের স্থান বানাতে আদেশ দেন এবং তা বানানো হয়, তিনি তাতে মৃত্যু পর্যন্ত নামাজ আদায় করেন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ-এই হাদীসে মহিলাদের জন্য একা এবং নিজ ঘরে নামাজ আদায় করার ফযিলত বর্ণনা করেন। মহিলারা যত নির্জনে একা নিজ ঘরে নামাজ আদায় করবে তা তার জন্য তত বেশি সওয়াবের কারণ হবে।

## পাঠ-২১ : পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ফযিলাত

**প্রশ্ন-৮০. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত যদি আমি সাক্ষ্য দিই আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, যাকাত দিই, রমজানের রোজা রাখি, রমজানের রাতে নামাজে দণ্ডায়মান হয় তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত হব?**

**উত্তর :** উমর বিন মুর্‌রাহ্ আলজুহানি رضي الله عنه থেকে ইমাম বয্‌যার, ইবনে খুযাইমা ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত যদি আমি সাক্ষ্য দিই আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, যাকাত দিই, রমজানের রোজা রাখি, রমজানের রাতে নামাজে দণ্ডায়মান হয় তাহলে আমি কাদের অন্তর্ভুক্ত হব?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি সিদ্দীক ও শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে ইহা বর্ণনা করলেন যে, ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তার রাসূল আর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজানে দিনে রোজা রাখবে রাতে নামাজ পড়বে সে সিদ্দিক ও শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

## পাঠ-২২ : আমলের ফযিলত

**প্রশ্ন-৮১. রাসূল ﷺ-কে উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আমর থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ-এর নিকটে এক লোক আসল এবং উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

রাসূল ﷺ বললেন- নামাজ।

লোকটি বলল- তারপর কি?

রাসূল ﷺ বললেন- তারপরও নামাজ।

লোকটি বলল- তারপর কি?

রাসূল ﷺ বললেন- তারপরও নামাজ। তিনবার নামাজের কথা বললেন।

লোকটি বলল- তারপর কি?

রাসূল ﷺ বললেন- তারপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা জানা যায় উত্তম আমল হল নামাজ ও জিহাদ। রাসূল ﷺ নামাজের কথা তিন বার বললে তার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। কেননা তা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সেঁতু বন্ধন। আর কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেয়া হবে।

## পাঠ-২৩ : বেশি বেশি সিজদাহ্ করার প্রতি উৎসাহ্

**প্রশ্ন-৮২. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলেন যার উপর আমি অটল থাকতে পারবো এবং তা আমল করতে পারবো।**

**উত্তর :** ফাতেমা থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ্ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলেন যার উপর আমি অটল থাকতে পারবো এবং তা আমল করতে পারবো।

রাসূল বললেন- তুমি বেশি বেশি সিজদাহ্ কর, কেননা প্রতিটি সিজদাহ্ দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং গুনাহ্ মাফ করা হয়।

**উপকারীতা :** রাসূল তার সাহাবীদেরকে বেশি বেশি সিজদা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন কেননা তা দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় এবং গুনাহ্ মাফ করা হয়।

## পাঠ-২৪ : বাড়িতে নফল নামাজ পড়া

**প্রশ্ন-৮৩. কোনটা উত্তম, ঘরে নামাজ পড়া নাকি মসজিদে পড়া?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইমাম আহমদ, ইবনে মাজাহ্ ও ইবনে খুযাইমা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- কোনটা উত্তম, ঘরে নামাজ পড়া নাকি মসজিদে পড়া?

রাসূল বললেন- তোমরা কি আমার ঘর দেখ না তা মসজিদের কত নিকটে তারপরও আমার কাছে মসজিদে নামাজ পড়ার থেকে ঘরে নামাজ প্রিয় তবে ফরয নামাজ ব্যতীত।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে নফল নামাজ ঘরে আদায় করার ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

## পাঠ-২৪ : রুকু-সিজদায় স্থিরতা অবলম্বন করা

**প্রশ্ন-৮৪. নামাজে কিভাবে চুরি করে?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম ত্বিবরানী ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর যে নামাজে চুরি করে।

আবু হুরাইরা বললেন- কিভাবে নামাজে চুরি করে?

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- রুকু সিজদাহ্ পরিপূর্ণ ভাবে আদায় না করা।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে নামাজে রুকু সিজদাহ্ সম্পূর্ণ ভাবে আদায় না করাকে নিকৃষ্ট চুরি বলেছেন।

## পাঠ-২৫ : ফজর নামাজের দুই রাকাত সুন্নাতের গুরুত্ব

**প্রশ্ন-৮৫. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলুন যা দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে উপকৃত করবেন।**

**উত্তর :** ইবনে উমর রাঃ থেকে ইমাম ত্বিবরানী তার আল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে এমন একটা আমলের কথা বলুন যা দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে উপকৃত করবেন।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত আদায় করবে কেননা তাতে ফযিলত রয়েছে।

**উপকারীতা :** উত্তম আমলের মধ্যে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত রয়েছে যা দ্বারা অনেক ফযিলত লাভ করা যায়। যেমন রহমতের ফেরেশতারা সেই নামাজের সাক্ষ্য থাকে এবং তা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং রিযিকে বরকত লাভ হয় এবং আল্লাহর নিকটে দোয়া কবুল হয়।

## পাঠ-২৬ : তাহাজ্জুত নামাজের প্রতি উৎসাহিতকরণ

**প্রশ্ন-৮৬. আমাকে এমন কিছু আমল করার কথা বলুন যা আমি আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাঃ থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমি আপনাকে দেখি তখন আমার অন্তর ভালো হয়ে যায়, আমার চোখ শান্ত হয়ে যায়। আপনি আমাকে সবকিছুর সম্পর্কে বলুন।

রাসূল ﷺ বললেন- সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমি বললাম- আমাকে এমন কিছু আমল করার কথা বলুন যা আমি আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।

রাসূল ﷺ বললেন- খাদ্য খেতে দাও, সালামের প্রচলন কর, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখ, রাতে যখন মানুষ ঘুমে থাকে তখন নামাজ আদায় কর।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে সৎ আমল সম্পর্কে বলছেন যা আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করা যায়। আর তা হল বেশি বেশি খাদ্য খেতে দেয়া, সালামের প্রচলন করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, আর ভোর রাতে উঠে নামাজ পড়া যখন মানুষ ঘুমে থাকে।

## পাঠ-২৭ : রাতের নামাজ দুই রাকাত করে

**প্রশ্ন-৮৭. এক ব্যক্তি রাসূল -কে রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।**

**উত্তর :** ইবনে উমর থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল -কে রাতের নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

রাসূল বললেন- রাতের নামাজ দুই রাকাত দুই রাকাত করে, যখন তোমাদের কেউ দেখবে সুবহে সাদিক হয়ে যাচ্ছে সে এক রাকাত পড়ে নিবে এতে তার নামাজ বিতর (বিজোড়) হয়ে যাবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাতে নফল নামাজ দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়া উত্তম।

# ষষ্ঠ অধ্যায় : যাকাত

## পাঠ-১ : যাকাত আদায়ের প্রতি গুরুত্ব

**প্রশ্ন-৮৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক সম্পদের মালিক এবং পরিবার ও এলাকার অধিকারী, আপনি বলুন আমি কিভাবে আমার সম্পদ খরচ করবো?**

**উত্তর :** আনাস বিন মালেক رضي الله عنه থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- বনী তামীম থেকে এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক সম্পদের মালিক এবং পরিবার ও এলাকার অধিকারী, আপনি বলুন আমি কিভাবে আমার সম্পদ খরচ করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তোমার সম্পদ থেকে যাকাতের সম্পদ বের করবে কেননা তা তোমার সম্পদকে পবিত্র করবে, এবং তোমার নিকট আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে, এবং মিসকীন, প্রতিবেশী ও ভিক্ষুকের অধিকার সম্পর্কে জানবে।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এখানে সম্পদের মালিকদেরকে কিভাবে সম্পদ বণ্টন করার পদ্ধতি বর্ণনা করেন। আর তা হল প্রথমত যাকাত আদায় করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক রাখা, মিসকীনের হক্ব আদায় করা, প্রতিবেশীর হক্ব আদায় করা এবং ভিক্ষুককে বঞ্চিত না করা।

**প্রশ্ন-৮৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।**

**উত্তর :** মুয়ায ইবনে জাবাল رضي الله عنه থেকে ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি এক সফরে রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলাম। আমি রাসূল ﷺ -কে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি অনেক বড় বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছো, এটা আল্লাহ যার জন্য সহজ করেন তার জন্য সহজ। আল্লাহর ইবাদত

কর তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং হজ্ব করবে।

**উপকারীতা :** জান্নাতে প্রবেশ করার মত আমল হল আল্লাহর ইবাদত করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা, নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানের রোজা রাখা ও হজ্ব করা। এই আমলগুলো করলে আল্লাহর দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে।

**প্রশ্ন-৯০. হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে তার সম্পর্কে আপনার মত কি?**

**উত্তর :** জারেব থেকে ইমাম ত্বিবরানী তার আওসাত্ব গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি যদি তার মালের যাকাত আদায় করে তার সম্পর্কে আপনার মত কি?

রাসূল বললেন- যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করবে তার থেকে তার খারাপ বস্তু চলে গেল।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বুঝা যায় যে, তার সম্পদের যাকাত আদায় করল তার মাল আল্লাহ চুরি থেকে হেফাযত করবে এবং তাতে বরকত দিবেন এবং আল্লাহ তাকে আযাব দিবেন না। তাকে সকল মন্দ থেকে হেফাযত করবেন।

**প্রশ্ন-৯১. আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।**

**উত্তর :** আবু আইয়ুব থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল -কে বলল- আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

রাসূল বললেন- আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে।

**উপকারীতা :** জান্নাতে প্রবেশ করার মতো আমল হল আল্লাহর ইবাদত করা, তার সাথে কাউকে শরীক না করা, নামাজ কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানের রোজা রাখা ও হজ্ব করা। এই আমলগুলো করলে আল্লাহর দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে।

## পাঠ-২ : লোভ থেকে সর্তকতা

**প্রশ্ন-৯২. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিন।**

**উত্তর :** সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে ইমাম হাকিম ও ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, একলোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সংক্ষেপে উপদেশ দিন।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি মানুষের কাছে যা আছে এর প্রতি নিরাশ থাকবে, আর তুমি লোভ থেকে বেঁচে থাকবে কেননা তা গরিব হওয়ার কারণ, কৈফিয়ত দিতে হয় এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ তার সাহাবীকে তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিলেন। আর তাহল- প্রথমত: মানুষের কাছে যা আছে তার প্রতি নযর না দেয়া এবং তার আশায় না থাকায় বরং আল্লাহর উপর ভরসা করা। দ্বিতীয়ত- লোভ থেকে বেঁচে থাকা। তৃতীয়ত- এমন কাজ থেকে বেঁচে থাকা যা করার কারণে ওজর পেশ করতে হবে বা ক্ষমা চাইতে হবে।

## পাঠ-৩ : যাকাতের ফযিলত

**প্রশ্ন-৯৩. আমাকে এমন একটি পথ দেখান যা আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসল এবং বলল- আমাকে এমন একটি পথ দেখান যা আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর ইবাদত কর তার সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামাজগুল কায়েম করবে, যাকাতের ফরয আদায় করবে এবং রমজানের রোযা রাখবে।

লোকটি বলল- আমার প্রাণ যার হাতে আমি এর উপর বৃদ্ধি করবো না।

যখন লোকটি ফিরে যাচ্ছিলো রাসূল ﷺ বললেন- যে জান্নাতের কোন ব্যক্তি কে দেখে আনন্দ পাবে সে যেন এই ব্যক্তির দিকে তাকায়।

**উপকারীতা :** জান্নাতের অধিবাসীর আমল হল- আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা, ফরয নামাজ কায়েম করা, যাকাতের ফরয আদায় করা এবং

Contents



রমজানের রোযা রাখা। যে ব্যক্তি এগুলোর উপর আমল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে যদি সে কবীরা গুনাহ্ না করে।

**প্রশ্ন-৯৪. হে আল্লাহর রাসূল! কারো ইহা প্রয়োজন নেই তাকে সব দরজা দিয়ে ডাক, তবে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে যাকে সব দরজা দিয়ে ডাকবে?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন- যে ব্যক্তি দুটি জিনিস আল্লাহর রাস্তায় দান করবে তা তাকে জান্নাতে দেয়া হবে। হে আল্লাহর বান্দা! ইহা উত্তম, সুতারাং যে নামাজ আদায়কারীদের মধ্যে হবে তাকে নামাজের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে জিহাদকারী তাকে জিহাদের দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে সদ্‌কাহ্ দানকারী তাকে সদ্‌কার দরজা দিয়ে ডাকা হবে, যে রোযাদার তাকে রায়য়ান নামক দরজা দিয়ে ডাকা হবে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কারো ইহা প্রয়োজন নেই তাকে সব দরজা দিয়ে ডাকা তবে কি এমন কোন ব্যক্তি আছে যাকে সব দরজা দিয়ে ডাকবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ, আর আমি আশা করি তুমি তাদের একজন হবে।

**উপকারীতা :** যে ব্যক্তি যে আমল করবে তাকে সম্মানার্থে ঐ দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আর যে ব্যক্তি সব আমল করবে তাকে সব দরজা দিয়ে ডাকা হবে।

## পাঠ-৪ : যাতে যাকাত ওয়াজিব হয় আর যাতে হয় না

**প্রশ্ন-৯৫. এক বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে হিজরত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে।**

**উত্তর :** আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে হিজরত করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমার জন্য আফসোস! ইহাতো অনেক কঠিন, তোমর কি কোন উট আছে যার যাকাত তুমি আদায় কর?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি তা সাগরের ঐপাড় থেকে আমল কর কেননা আল্লাহ্ তোমার আমল থেকে সমান্যও বাদ দিবেন না।

Contents



**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে ইহা বর্ণনা করলেন যে, বান্দা যেখান থেকে আমল করুক না কেন আল্লাহ্ তায়ালা তা কবুল করবেন।

**প্রশ্ন-৯৬. রাসূল ﷺ-কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো তাতে কি যাকাত আছে?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ আল খুদরী (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ -কে গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল তাতে কি যাকাত আছে?

রাসূল ﷺ বললেন- আমার কাছে এই সম্পর্কে এই ব্যতীত আর কিছু আসেনি। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ .

**অর্থ :** যে ব্যক্তি সামান্য ভালো কাজ করবে তা তাকে দেয়া হবে আর যে ব্যক্তি সামান্য খারাপ কাজ করবে তাও তাকে দেয়া হবে।

(সূরা যিলযিলাহ : আয়াত্-৭-৮)

## পাঠ-৫ : অলঙ্কারের যাকাত

**প্রশ্ন-৯৭. আমি স্বর্ণের কিছু অলঙ্কার ব্যবহার করতাম তাই আমি রাসূল ﷺ-কে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি গচ্ছিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত?**

রাসূল ﷺ বললেন- যদি তা যাকাত আদায়ের পরিমাণ হয় এবং তুমি যাকাত আদায় করে থাক তাহলে তা গচ্ছিত সম্পদ নয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়। যদি ব্যবহৃত অলঙ্কার নেসাব পরিমাণ হয় আর তার যাকাত আদায় করা হয় তাহলে তা ঐ গচ্ছিত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হবে না যার কারণে শাস্তি দেয়া হবে।

## পাঠ-৬ : অধিক ফযিলতের সদ্কাহ্

**প্রশ্ন-৯৮. হে আল্লাহর রাসূল! কোন সদ্কাতে অধিক ফযিলত?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর নিকটে আসল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন সদ্কাতে অধিক ফযিলত?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি সদ্‌কাহ্ করবে এমন অবস্থায় যে তুমি সুস্থ এবং সম্পদের আশাকারী, তুমি গরীব হওয়ার ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা কর, তখন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না যখন তোমার সময় শেষ হয়ে আসবে এবং রুহু গলায় চলে আসবে তখন তুমি বলবে উমুক ব্যক্তিকে এতটুকু দিলাম উমুক ব্যক্তিকে এতটুকু দিলাম, অথচ সম্পদ তখন অন্য ব্যক্তির হয়ে গেছে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ উত্তম সদ্‌কাহ্ করার সময় বর্ণনা করলেন আর তা হল- যখন মানুষ সুস্থ সবল থাকে সম্পদ বাড়ানোর লোভ থাকে ধনী হওয়ার আশা করে তখন সদ্‌কাহ্ করলে তা দ্বারা অধিক সওয়াব লাভ করা যাবে। তবে যখন মৃত্যু নিকটে আসবে তখন মানুষ মৃত্যুর ভয়ে সব দান করে অথচ সম্পদ তখন ওয়ারিসদের হয়ে যায় তাই তখন দান করা আর না করা সমান। কেননা সম্পদের প্রতি তার লোভ থাকে না। তাই সদ্‌কাহ্ করতে হবে যখন সম্পদের প্রয়োজন থাকে আর তাহল যুবক বয়সে।

## পাঠ-৭ : পরিবার ও নিকটাত্মীয়দের উপর সদ্‌কাহ্

**প্রশ্ন-৯৯. রাসূল ﷺ-কে নিকটাত্মীয়দের উপর সদ্‌কাহ্ করার কথা জিজ্ঞাসা করা হলো।**

**উত্তর :** জাবের رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ কে নিকটাত্মীয়দের উপর সদ্‌কাহ্ করার কথা জিজ্ঞাসা করা হলো।

রাসূল ﷺ বললেন- তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব একটি নিকটাত্মীয় সম্পর্ক রক্ষা করার আরেকটি হল সদ্‌কার সওয়াব।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি নিকটাত্মীয়ের উপর সদ্‌কাহ্ করবে তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। একটি নিকটাত্মীয় সম্পর্ক রক্ষা করার আরেকটি হল সদ্‌কার সওয়াব। তাই নিকটাত্মীয়র উপর সদ্‌কাহ্ করার দ্বারা অধিক সওয়াব লাভ করা যায়।

## পাঠ-৮ : উত্তম সদ্‌কাহ্

**প্রশ্ন-১০০. হে আল্লাহর রাসূল! কোন সদ্‌কাহ্ উত্তম?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কোন সদকাহ্ উত্তম?

রাসূল বললেন- অল্প সম্পদ থেকে দান করা এবং পরিবার থেকে দান শুরু করা।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, অল্প সম্পদ থেকে দান করা হল উত্তম দান আর যে দান পরিবার থেকে দান করা শুরু করা হয়।

**প্রশ্ন-১০১. হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল বলেন- এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহামের আগে চলে গেছে।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে?

রাসূল বললেন- এক ব্যক্তি যার দুই দিরহাম আছে সে তা থেকে এক দিরহাম নিল এবং তা দান করল, আর আরেক ব্যক্তি যার অনেক সম্পদ আছে সে তা থেকে এক লক্ষ দিরহাম নিল এবং তা দান করল।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, অল্প সম্পদ থেকে দান করলে তা অধিক সওয়াবের কারণ হয় যদিও দানের পরিমাণ অল্প হয়। কারণ তা দানকারীর নিকট অনেক মূল্যবান এবং তার জন্য তা দান করা অনেক কষ্ট কর।

## পাঠ-৯ : সদ্‌কার উপর উৎসাহিতকরণ

**প্রশ্ন-১০২. হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে তা না পায়?**

**উত্তর :** আবু মূসা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- প্রত্যেক মুসলমানের উপর সদ্‌কাহ্ করা আবশ্যক।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! যদি সে তা না পায়?

রাসূল বললেন- সে হাত দ্বারা কাজ করবে এবং তা দ্বারা নিজে উপকৃত হবে এবং সদ্‌কাহ্ করবে।

সাহাবীগণ বললেন- যদি সে তাও না পায়?

রাসূল বললেন- সাহায্য প্রয়োজন যার তাকে সাহায্য করা।

সাহবীগণ বললেন- যদি সে তাও না পায়?

রাসূল বললেন- তাহলে সে ভালো কাজ করবে এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে তাহলে তা তার জন্য সদ্‌কাহ্ দান করার মত হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ সাহাবীদের প্রশ্নের জবাবে সদ্‌কার বিভিন্ন প্রকার তুলে ধরলেন। তার সর্বনিম্ন হলো ভালো কাজ করা আর খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা।

**প্রশ্ন-১০৩. হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস চাইলে নিষেধ করতে নেই?**

উত্তর : বাহীসা আল গজারিয়া রাদিআল্লাহু আনহা বর্ণিত, তিনি বলেন- আমার বাবা নবী কারীম ﷺ-এর নিকটে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন এবং তার নিকটে প্রবেশ করলেন, তিনি রাসূল ﷺ জড়িয়ে ধরলেন এবং চুম্বন করলেন। তারপর বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস চাইলে নিষেধ করতে নেই?

রাসূল ﷺ বললেন- পানি।

তিনি বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস চাইলে নিষেধ করতে নেই?

রাসূল ﷺ বললেন- লবণ।

তিনি বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিনিস চাইলে নিষেধ করতে নেই?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি উত্তম কাজ করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পানি ও লবণের ব্যাপারে নিষেধ করতে নেই। কেননা এইগুলো সামান্য জিনিস তবে অনেক প্রয়োজনীয়। আর ইহা যখন পানি ও লবণের মালিকের নিকটে অতিরিক্ত থাকবে তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত না থাকলে নিষেধ করা যাবে।

## পাঠ-১০ : আল্লাহ কোন কিছু আমানত রাখলে তা হেফাযত করেন

**প্রশ্ন-১০৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে সদ্‌কাহ্ সম্পর্কে ফতওয়া দিন।**

**উত্তর :** মায়মুনা বিনতে সা'দ রাদিআল্লাহু আনহা থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে সদ্‌কাহ্ সম্পর্কে ফতওয়া দিন।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা হচ্ছে আগুন থেকে আড়ালকারী তার জন্য যে ব্যক্তি তা সওয়াবের আশা দান করে, ইহা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করে।

ফায়েদঃ- এই হাদীসে জানা যায় যে, সদ্‌কাহ্ তার দানকারীর জন্য আগুনের আড়াল হবে অর্থাৎ দানকারীকে সদ্‌কাহ আগুন থেকে হেফাযত করবে।

**প্রশ্ন-১০৫. হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- "তোমরা ততক্ষণ পুণ্যবান হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস দান না কর"। আর আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল ইয়াহা নামক বাগানটি আমি ইহা সদ্‌কাহ্ করে দিলাম এবং ইহার দ্বারা আল্লাহর নিকটে পুণ্যের আশা করি। সুতারং আপনি তা যেখানে ইচ্ছা বন্টন করেন।**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আবু ত্বলহা ছিল আনসারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খেজুরের বাগানের অধিকারী। আর তার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় ছিল ইয়ারহা নামক বাগানটি, ইহা ছিল মসজিদের সামনে। রাসূল এতে প্রবেশ করতেন এবং এর পানি পান করতেন।

আনাস বলেন- যখন এই আয়াত নাযিল হল-

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থ- "তোমরা ততক্ষণ পুণ্যবান হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস দান না কর। তখন আবু ত্বলহা রাসূল-এর নিকটে গিয়ে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- "তোমরা ততক্ষণ পুণ্যবান হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস দান না কর"। আর আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল ইয়াহা নামক বাগানটি আমি এটি সদ্‌কাহ্ করে দিলাম এবং এর দ্বারা আল্লাহর নিকটে পুণ্যের আশা করি। সুতারং আপনি তা যেখানে ইচ্ছা বন্টন করেন।

রাসূল বললেন- বাহ্! ইহা অনেক লাভজনক সম্পদ, ইহা অনেক লাভজনক সম্পদ।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে উত্তম জিনিস সদ্‌কাহ্ করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাছাড়া আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন- "তোমরা ততক্ষণ পূণ্যবান হতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের প্রিয় জিনিস দান না কর"। সুতারাং আমরা দান করার সময় উত্তম সম্পদ দান করবো।

**প্রশ্ন-১০৬. হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি সক্ষম না হই?**

**উত্তর :** আবু যর থেকে ইমাম বায্যার ও ইমাম হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আপনি নামাজ সম্পর্কে কি বলেন?

রাসূল বললেন- পরিপূর্ণ আমল।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি উত্তম আমল ছেড়ে দিব?

রাসূল বললেন- তা কি?

আমি বললাম- রোযা।

রাসূল বললেন- উত্তম তবে এখানে নয়।

আমি বললাম- কোন সদ্কাহ্, তিনি একটা শব্দ উল্লেখ করলেন।

আমি বললাম- যদি আমি সক্ষম না হই?

রাসূল বললেন- তাহলে তোমার খাবারের উদ্বৃতাংশ দিয়ে সদ্কাহ্ কর।

আমি বললাম- যদি আমি ইহা না করতে পারি?

রাসূল বললেন- খেজুরের অংশ দ্বারা সদ্কাহ্ কর।

আমি বললাম- যদি আমি ইহা না করতে পারি?

রাসূল বললেন- তাহলে উত্তম কথা দ্বারা সদ্কাহ্ কর।

আমি বললাম- যদি আমি ইহা না করতে পারি?

রাসূল বললেন- মানুষকে ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

আমি বললাম- যদি আমি তা করতে না পারি?

রাসূল বললেন- তাহলে তুমি নিজেকে কোনো ভালো কাজ থেকে বিরত রাখার ইচ্ছা করবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সদ্কাহ্ করা আবশ্যক যদিও তা একটা ভালো কথা দ্বারা হয়।

**প্রশ্ন-১০৭. হে আল্লাহর রাসূল! মিসকীন আমার দরজায় দাড়ায় আর আমি তখন ইহা ব্যতীত কোন কিছু পাইনি তাকে দেয়ার জন্য।**

**উত্তর :** উম্মে বাজীদ থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে খুযাইমা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! মিসকীন আমার দরজায় দাড়ায় আর আমি তখন ইহা ব্যতীত কোন কিছু পাইনি তাকে দেয়ার জন্য।

রাসূল তাকে বললেন- যদি তুমি পোড়া খুর ব্যতীত দেয়ার মতো কিছু না পাও তাহলে তা তাকে দান কর।

**উপকারীতা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে এই বিষয় উপদেশ দেন যে সামান্য কিছু হলে যেন মিসকীন ও ভিক্ষুককে দান করা হয় তারপরও যেন ফিরিয়ে না দেয়া হয়।

**প্রশ্ন-১০৮.** এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সদ্‌কাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, কোন সদ্‌কাহ্ উত্তম?

**উত্তর :** হাকিম বিন হিজাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সদ্‌কাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, কোন সদ্‌কাহ্ উত্তম?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- নিকটাত্মীয়কে সদ্‌কাহ্ করা।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্য লোককে সদ্‌কাহ্ করার থেকে নিকটাত্মীয়কে সদ্‌কাহ্ করা উত্তম।

## পাঠ-১১ : নিকটাত্মীয়রা সদ্‌কাহ্ পাওয়ার অধিক হক্বদার

**প্রশ্ন-১০৯. হে আল্লাহর রাসূল! কে অধিক হক্বদার?**

**উত্তর :** বাহ্‌জ বিন হাকিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তার দাদা বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কে হক্বদার?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার বাবা, তারপর নিকটাত্মীয়।

**উপকারীতা :** মুসলমানদের উপর প্রথমে তার মায়ের হক্ব আদায় করা ওয়াজিব তারপর তার বাবা তারপর ধীরে ধীরে নিকটাত্মীয়। হাদীসে মায়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মায়ের কথা তিন বার বলা হয়েছে।

## পাঠ-১২ : স্বামীর অনুমতি ছাড়া দান করা জায়েয নেই

**প্রশ্ন-১১০. হে আল্লাহর রাসূল! জুবাইর দেয়া ব্যতীত আমার কোন সম্পদ নেই, আমি কি দান করবো?**

**উত্তর :** আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! জুবাইরের দেয়া ব্যতীত আমার কোন সম্পদ নেই, আমি কি দান করবো?

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- তুমি দান কর, তবে তুমি তা জমা করবে না তাহলে সে তোমাকে দিবে না।

**উপকারীতা :** মহিলার জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া দান জায়েয নেই। এখানে রাসূল ﷺ জুবাইরের স্ত্রী আসমাকে দান করার কথা বলেছেন কেননা তিনি জানেন জুবাইরের দান করা প্রতি আগ্রহ আছে এবং এতে সে না করবে না। আর এই হাদীসে স্বামীর অজান্তে কোন সম্পদ জমা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

**প্রশ্ন-১১১. হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যও না?**

**উত্তর :** আবু উমামা (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ -কে বিদায় হজ্বের খুত্ববায় বলতে শুনেছি, মহিলারা তাদের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরের কোন কিছু দান করবে না।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যও না?

রাসূল ﷺ বললেন- ইহাতো আমাদের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ মহিলাদের কে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন কিছু দান করতে নিষেধ করেছেন। যখন তাকে খাদ্য দান করার কথা জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বললেন- ইহা তো সবচেয়ে উত্তম সম্পদ। কেননা মানুষের সম্পদের মূল হল খাদ্য।

## পাঠ-১৩ : খাদ্য খাওয়ানোর ও পানি পান করানোর প্রতি উৎসাহিতকরণ

**প্রশ্ন-১১২. এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামে কোন কাজটি উত্তম?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামে কোন কাজটি উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি খাদ্য খাওয়াবে এবং যাকে চিন আর যাকে চিননা সবাই কে সালাম দিবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ইসলামের উত্তম কাজ হল খাদ্য খাওয়ানো আর একে অপরকে সালাম দেয়া।

**প্রশ্ন-১১৩. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কার জন্য?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে ইমাম ত্বিবরানী ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন- নিশ্চয়ই জান্নাতে এমন কক্ষ আছে যার বাহির থেকে ভিতরে দেখা যায় আবার ভিতর থেকে বাহিরে সব দেখা যায়।

তখন আবু মালিক আল আশয়ারী বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কার জন্য?

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা তার জন্য যে সুন্দরভাবে কথা বলে, খাদ্য খাওয়ায় এবং মানুষ যখন রাতে ঘুমায় তখন সে নামাজে দাড়িয়ে থাকে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ জান্নাতের একটা কক্ষের কথা বললেন যার ভিতরের থেকে বাহির দেখা যায়, আবার বাহির থেকে ভিতর দেখা যায় তা ঐ ব্যক্তির জন্য যে মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে এবং মানুষকে খাদ্য খাওয়ায় এবং রাতে যখন মানুষ ঘুমে থাকে সে তখন নামাজে দাড়িয়ে থাকে।

## পাঠ-১৪ : যাকাত যার জন্য হালাল যার জন্য হালাল নয়

**প্রশ্ন-১১৪. হে আল্লাহর রাসূল! কত সম্পদ হলে ভিক্ষার প্রয়োজন হবে না?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বললেন- যে মানুষের নিকট ভিক্ষা করে অথচ তার ভিক্ষার প্রয়োজন নেই কিয়ামতের দিন তার ভিক্ষা তার চেহারায় খামচির দাগের মতো থাকবে।

বলা হলো:- হে আল্লাহর রাসূল! কত সম্পদ হলে ভিক্ষার প্রয়োজন হবে না?

রাসূল ﷺ বললেন- পঞ্চাশ দিরহাম অথবা তার সমপরিমাণ মূল্য।

**উপকারীতা :** যে ব্যক্তি ভিক্ষার প্রয়োজন না থাকা সত্তেও ভিক্ষা করবে তার চেহারায় কিয়ামতের দিন এর দাগ থাকবে যা দ্বারা সবাই তাকে চিনতে পারবে এবং সে লজ্জিত হবে। আর রাসূল ﷺ বর্ণনা করে দিলেন কতটুকু সম্পদ হলে ভিক্ষার প্রয়োজন নেই তা হল পঞ্চাশ দিরহাম বা তার সমপরিমাণ সম্পদ।

## পাঠ-১৫ : ক্ষুধার্ত কে খাদ্য খাওয়ানো ও পিপাসার্ত কে পানি পান করানোর ফযিলত

**প্রশ্ন-১১৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটা আমল শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।**

**উত্তর :** বারা বিন আজেব রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে আসল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটা আমল শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি গোলামকে স্বাধীন কর, গোলামকে আযাদ কর আর যদি তুমি তা না পার তাহলে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খেতে দাও এবং পিপাসার্ত কে পানি পান করাও।

**উপকারীতা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে জান্নাতে প্রবেশ করার পথ দেখালেন আর তা হল গোলাম আযাদ করা তবে ইহার সমর্থ না থাকলে ইহার পরিবর্তে ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পিপাসার্তকে পানি পান করানো।

## পাঠ-১৬ : পানি থেকে উত্তম সদকাহ্ নেই

**প্রশ্ন-১১৬.** হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন কিন্তু আমাকে কোন ওসিয়াত করে যায়নি আমি তার পক্ষ থেকে সদ্‌কাহ্ করে তাকে উপকৃত করতে পারি?

**উত্তর :** আনাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, সা'দ রাসূল (সা)-এর নিকটে এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন কিন্তু আমাকে কোন ওসিয়াত করে যায়নি আমি তার পক্ষ থেকে সদ্‌কাহ্ করে তাকে উপকৃত করতে পারি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ, তুমি সদ্‌কাহ্ হিসেবে পানির ব্যবস্থা করতে পার।

**উপকারীতা :** মৃত ব্যক্তি ওয়াসিত করে না গেলেও তার পক্ষ থেকে সদ্‌কাহ্ করার জায়েয আছে। আর সবচেয়ে উত্তম সদ্‌কাহ্ হল মানুষের জন্য পানির ব্যবস্থা করা।

# সপ্তম অধ্যায় : রোজা

## পাঠ-১ : রোজার ফযিলত

**প্রশ্ন-১১৭.** আপনার মত কি আমি যদি ফরয নামাজগুলো আদায় করি, রমজানের রোজা রাখি, হালালকে হালাল মনে করি আর হারামকে হারাম মনে করি এবং এর উপর কোন কিছু বৃদ্ধি না করি তাহলে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো?

**উত্তর :** জাবির থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করল- আপনার মতো কি আমি যদি ফরয নামাজগুলো আদায় করি, রমজানের রোজা রাখি, হালালকে হালাল মনে করি আর হারামকে হারাম মনে করি এবং এর উপর কোন কিছু বৃদ্ধি না করি তাহলে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ।

লোকটি বলল- আল্লাহর শপথ আমি এর উপর কোন কিছু বৃদ্ধি করবো না।

**উপকারীতা :** এই লোকটি রাসূল জিজ্ঞাসা করল যদি সে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাজ আদায় করে, রমজানের রোযা রাখে, হালালকে হলাল মানে আর হারামকে হারাম মানে তাহলে কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে। আল্লাহর রাসূল তার প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ বলেছেন। লোকটি তখন শপথ করলো সে ইহা থেকে কিছু বৃদ্ধি করবে না।

**প্রশ্ন-১১৮.** হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।

**উত্তর :** মুয়াজ থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক সফরে আমি রাসূল -এর সাথে ছিলাম, সফরে থাকা অবস্থায় এক দিন আমি রসূল -এর সঙ্গী হই, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।

রাসূল বললেন- তুমি এক মহান বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছো তবে যার জন্য আল্লাহ সহজ ইহা তার জন্য সহজ, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে

Contents



এবং তাতে কাউকে শরীক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং হজ্ব আদায় করবে।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন- আমি কি তোমাকে কল্যাণের পথ দেখাবো না?

রোযা হল ঢালস্বরূপ, পানি যেমন আগুনকে নিভিয়ে দেয় সদ্‌কাহ্ তেমন গুনাহ্‌কে শেষ করে দেয় এবং ভোর রাতের নামাজ সৎকর্মশীলদের আদর্শ।

মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- তার রাসূল ﷺ তেলওয়াত করতে লাগলেন-

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.

অর্থ- তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায়। (আল কুরআন)

তারপর রাসূল ﷺ বললেন- আমি কি তোমাকে সকল কাজের মূল ও খুঁটি এবং সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে বলবো না?

আমি বললাম- হ্যাঁ। হে আল্লাহর রাসূল!

রাসূল ﷺ বললেন- সকল কাজের মূল হল ইসলাম, তার খুঁটি হল নামাজ এবং তার সর্বোচ্চ শিখর হল জিহাদ।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন- আমি কি তোমাকে এই সবগুলোর মূল সম্পর্কে বলবোনা?

আমি বললাম- হ্যাঁ হে আল্লাহর রাসূল!।

তিনি তাঁর জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন- তোমার দায়িত্ব একে বিরত রাখা।

আমি বললাম- হে আল্লাহর নবী আমরা যে কথা বলি তার জন্য কি আমাদেরকে ধরা হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার মা তোমাকে হারাতো হে মুয়াজ! মানুষ তার চেহারা বা নাকের উপর উঁপুড় হয়ে জাহান্নামে পড়বে শুধু তাদের জিহ্বার দ্বারা সংগঠিত কর্মের কারণে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা নামাজ রোজা সদ্‌কাহ্ যাকাত ও জিহাদের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা যায়। আর রাসূল ﷺ জিহ্বাকে হেফাযত করার কথা বলেছেন।

## পাঠ-২ : রোজার সময়ের বর্ণনা

**প্রশ্ন-১১৯. হে আল্লহর রাসূল! আমি আমার বালিশের নিচে দুটি গিঁট রাখি একটা সাদা সুতার আরেকটা কালো সুতার যাতে করে আমি দিন রাত চিনতে পারি।**

**উত্তর :** আদী বিন হাতিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- যখন এই আয়াত নাযিল হয়-

حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

**অর্থ : "যতক্ষণ না তোমাদের জন্য ফজরের কালো সুতা থেকে সাদা সুতা স্পষ্ট না হয় ততক্ষণ তোমরা খাও এবং পান করো।"**

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৮৭)

আমি বললাম- হে আল্লহর রাসূল! আমি আমার বালিশের নিচে দুটি গিঁট রাখি একটা সাদা সুতার আরেকটা কালো সুতার যাতে করে আমি দিন রাত চিনতে পারি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তোমার বলিশ অধিক ঘুমানোর জন্য, ইহা হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।

**উপকারীতা :** সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সেহরী খাওয়ার সময় নির্ধারণের জন্য সাদা গিঁট ও কালো গিঁটের কথা বলেছে, তখন রাসূল আয়াতের ব্যাখ্যা করে বললেন- ইহা হল রাতের অন্ধকার ও দিনের আলো।

## পাঠ-৩ : চাঁদ দেখা

**প্রশ্ন-১২০. আমি চাঁদ দেখেছি।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক বেদুঈন এসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলল- আমি চাঁদ দেখেছি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই তুমি কি ইহা সাক্ষ্য দাও?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল! তুমি কি ইহা সাক্ষ্য দাও?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- হে বেলাল তুমি ঘোষণা দাও মানুষ যাতে রোযা রাখে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, একজন আদেল মুসলমান যদি চাঁদ উঠার ব্যপারে সাক্ষ্য দেয় তাহলে তা কবুল করা হবে আর এই হাদীস ইহার প্রমাণ। এ মতের উপরে আছেন সাহাবীদের ও তাবেয়ীদের কিছু সংখ্যক ও ইবনে মুবারক, ইমাম আবু হানিফা, শাফেয়ী এবং আহমদ। তবে ইমাম মালেক, লায়েস, আওযায়ী ইস্‌হাকের মতে দুজন আদেল মুসলমানের সাক্ষ্য লাগবে।

## পাঠ-৪ : রোযা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস নিষেধ

**প্রশ্ন-১২১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমাকে কিসে ধ্বংস করেছে?

লোকটি বলল- আমি রমজানে আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কি একটি গোলাম আযাদ করতে পারবে?

লোকটি বলল- না।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি কি একাধারে দুই মাস রোযা রাখতে পারবে?

লোকটি বলল- না।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি কি ষাটজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারবে?

লোকটি বলল- না।

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বলেন- তারপর রাসূল ﷺ বসলেন, তার নিকটে খেজুর ভর্তি ঝুড়ি আনা হল।

তখন রাসূল ﷺ বললেন- তুমি ইহা দ্বারা সদ্‌কাহ্ কর।

লোকটি বলল- আমার থেকে বেশি গরিবদেরকে হে আল্লাহর রাসূল! ! আল্লাহর শপথ এই দুই লাবাতের মাঝে এমন কোন ঘর নেই যারা আমার থেকে বেশি মুখাপেক্ষী।

Contents



রাসূল ﷺ হাসলেন এমন কি তার দাঁত দেখা গেছে তারপর বললেন- যাও তুমি ইহা তোমার পরিবারকে খেতে দাও।

**উপকারীতা :** এই বেদুঈন লোকটি নাম সালমা বিন সখর বা সালমান বিন সখর। এই হাদীস থেকে জানা যায়, রোজার কাফ্ফারা তারতীব হল প্রথমে গোলাম আযাদ করা, এতে অক্ষম হলে একাধারে দুই মাস রোজা রাখা, এতে অক্ষম হলে ষাট জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়ানো।

## পাঠ-৫ : সওমে বেসাল

**প্রশ্ন-১২২. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি একাধারে রোযা রাখতেছেন!**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছ, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ সওমে বেসাল থেকে নিষেধ করছেন।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো সওমে বেসাল রাখতেছেন।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমাদেরকে আছে আমার মত আমি রাত্রি যাপন করি আমার রব আমাকে খাওয়ান ও পান করান।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ সওমে বেসাল পালন করতে নিষেধ করেছেন। সওমে বেসাল হল দুই দিন বা এর থেকে বেশি না খেয়ে একাধারে রোযা রাখা।

## পাঠ-৬ : রোযা অবস্থায় কুলি ও নাকে পানি দেয়া

**প্রশ্ন-১২৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অযু সম্পর্কে বলুন।**

**উত্তর :** লাকিত বিন সবরাতা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অযু সম্পর্কে বলুন।

রাসূল ﷺ বললেন- অযু পূর্ণ কর, আঙ্গুলের মাঝে খিলাল কর, ভালো ভাবে নাকে পানি দাও। তবে তুমি রোযাদার হলে নাকে পানি দিতে সাবধানতা অবলম্বন করবে।

**উপকারীতা :** রোযা অবস্থায় নাকে পানি দিতে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে করে ভিতরে পানি চলে না যায়। যদি নাকে পানি দিতে গিয়ে পানি পেটের ভিতরে চলে যায় তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তবে পেটে না গেলে রোযা ভাঙ্গবে না।

## পাঠ-৭ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা

**প্রশ্ন-১২৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছে অথচ তার উপরে এক মাসের রোযা ওয়াজিব ছিল আমি কি তা আদায় করবো?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল -এর নিকটে আসল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছে অথচ তার উপরে এক মাসের রোযা ওয়াজিব ছিল আমি কি তা আদায় করবো?

রাসূল বললেন- যদি তোমার মায়ের ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- তাহলে আল্লাহর ঋণ আদায় করাতো আরো অধিক আবশ্যকীয়।

**উপকারীতা :** যদি কোন ব্যক্তি ফরয বা মান্নাতের রোযা আদায় না করে মারা যায় তাহলে তার পরিবর্তে তার নিকটাত্মীয় কেউ ইচ্ছা করলে তা আদায় করতে পারবে যদিও সে বলে না যায়।

**প্রশ্ন-১২৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছে অথচ তার উপর মান্নাতের রোযা আছে, আমি কি তার পক্ষ থেকে আদায় করবো?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, একজন মহিলা রাসূল -এর নিকটে আসল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছে অথচ তার উপর মান্নাতের রোযা আছে, আমি কি তার পক্ষ থেকে আদায় করবো?

রাসুল বললেন- তোমার মত কি যদি তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে?

মহিলাটি বলল-হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- তাহলে তুমি তোমার মায়ের পক্ষ থেকে রোযা রাখ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা যাবে যদি তার উপর কোন ফরয বা মান্নাতের রোযা থাকে।

## পাঠ-৮ : মুহর্‌রাম মাসে রোযা রাখা

**প্রশ্ন-১২৬. রমজানের পর কোন মাসে রোযা রাখার ব্যাপারে আপনি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন?**

**উত্তর :** আলী থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল এসে জিজ্ঞাসা করল- রমজানের পর কোন মাসে রোযা রাখার ব্যাপারে আপনি আমাকে আদেশ দিচ্ছেন?

রাসূল বললেন- তুমি যদি রমজানের রোযার পর অন্য রোযা রাখতে চাও তাহলে তুমি মুহর্‌রাম মাসে রোযা রাখ কেননা সে মাসে এমন একটা দিন আছে যাতে পূর্বের অনেক জাতির তওবা কবুল করা হয়েছে এবং অন্য অন্য জাতির তওবাও কবুল করা হবে।

**উপকারীতা :** মুহর্‌রামের সে দিনটি হল অশুরার দিন। এই দিনে পূর্বের অনেক জাতির তওবা কবুল করা হয়েছে এবং পরবর্তীতেও অনেক জাতির তওবা কবুল করা হবে।

**প্রশ্ন-১২৬. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা এমন একটি দিন যা ইহুদি ও খ্রিস্টানরা সম্মান করে থাকে।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল আশুরার দিন রোযা রেখেছেন এবং রোযা রাখতে আদেশ দিয়েছেন।

সাহবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা এমন একটি দিন যা ইহুদি ও খিস্টানরা সম্মান করে থাকে।

রাসূল বললেন- আল্লাহ্ চাহে তো আমরা সামনের বছর আশুরার দিনের সাথে মুহার্‌রামের নবম তারিখেও রোযা রাখবো।

কিন্তু পরের বছর আসার আগেই রাসূল কে আল্লাহ নিয়ে যান।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল আশুরার দিন রোযা রাখার কথা বলেছেন। তবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে যাতে মিল না হয় ইহার কারণে এর আগে বা পরে আরেকটি রোযা রাখার কথা বলেছেন।

## পাঠ-৯ : জ্বিলহজ্ব মাসের দশ দিন

### প্রশ্ন-১২৮. হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও না?

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি নবী কারীম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল বলেন- এই দশ দিনের মত অন্য কোন দিন নেই যে দিনের আমল আল্লাহর কাছে এর থেকে বেশি প্রিয়।

সাহাবীগণ বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদও না?

রাসূল বললেন- না, তবে যে ব্যক্তি সম্পদসহ আল্লাহর রাস্তায় গিয়েছে এবং সে কিছু নিয়ে ফিরতে পারেনি তার আমল আল্লাহর কাছে ইহার থেকে প্রিয়।

**উপকারীতা :** জ্বিলহজ্ব মাসের এই দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে অন্য অন্য সকল দিনের আমল থেকে প্রিয়। এর প্রিয় আমল নেই তবে ঐ ব্যক্তির আমল আরো বেশি প্রিয় যে তার সম্পদ নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়েছে এবং তার কিছুই সে নিয়ে ফিরে আসতে পারেনি।

## পাঠ-১০ : সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা

### প্রশ্ন-১২৯. রাসূল -কে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার কথা জিজ্ঞাসা করা হল।

**উত্তর :** আবু কাতাদা থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল -কে সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখার কথা জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল বললেন- এই দিনে আমি জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এই দিনে আমার উপর কোরআন নাযিল করা হয়।

**উপকারীতা :** সোমবারে রাসূল রোযা রাখতেন। কেননা এই দিনে রাসূল জন্মগ্রহণ করেছেন এবং এই দিনে কুরআন নাযিল হয়। তাছাড়া সোমবার ও বৃহস্পতিবারে আল্লাহর নিকট বান্দার আমল পেশ করা হয়।

## পাঠ-১১ : সারা যুগ রোযা রাখা

**প্রশ্ন-১৩০. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কেমন হবে যদি কেউ সারা যুগ রোযা রাখে?**

**উত্তর :** আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, উমর (রাঃ) রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কেমন হবে যদি কেউ সুরা যুগ রোযা রাখে?

রাসূল ﷺ বললেন- সে রোযা রাখেনি ইফতারও করেনি।

উমর (রাঃ) বললেন- ইহা কেমন হবে যদি কেউ দুই দিন রোযা রাখে এবং এক দিন রোযা না রাখে।

রাসূল ﷺ বললেন- কেউ কি ইহাতে সক্ষম?

উমর (রাঃ) বললেন- ইহা কেমন যদি কেউ এক দিন রোযা রাখে এবং এক দিন রোযা না রাখে।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহাতো দাউদ (আ)-এর রোযা।

**উপকারীতা :** একাধারে রোযা রাখাটা রাসূল ﷺ পছন্দ করেননি কেননা তা অভ্যাসে পরিণত হয় তাই তাতে রোযার কষ্ট অনুভব হয় না। আর দুই দিন রোযা রাখা ও এক দিন রোযা না রাখা ইহা যদি সম্ভব হয় তাহলে তা করা যাবে। আর সবচেয়ে উত্তম রোযা হল একদিন রোযা রাখা ও একদিন রোযা না রাখা এটি দাউদ (আ) এভাবে রোযা রাখতেন।

## পাঠ-১২ : নফল রোযা রাখা ইচ্ছাধীন

**প্রশ্ন-১৩১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি খানা খেয়েছি অথচ আমি আজ রোযা রেখেছিলাম।**

**উত্তর :** উম্মে হানী (রাঃ) থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- মক্কা বিজয়ের দিন ফাতেমা এসেছে এবং নবী কারীম ﷺ -এর বাম পাশে বসেছে আর উম্মে হানী ডান পাশে বসেছে। তখন ওলীদা এক পাত্র করে পানীয় নিয়ে আসল। ওলীদা রাসূল ﷺ-কে পানীয় পরিবেশন করেছে রাসূল ﷺ তা পান করেছেন, তারপর রাসূল ﷺ উম্মে হানীকে পানীয় পরিবেশন করেছেন উম্মে হানী তা পান করেছেন এবং বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি খানা খেয়েছি অথচ আমি আজ রোযা রেখেছিলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কি রোযার কাযা আদায় করতেছিলে?

উম্মে হানী বললেন- না।

রাসূল বললেন- যদি তা নফল হয়ে থাকে তাহলে তা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

অন্য বর্ণনায় এসেছে- নফল রোযাদার ইচ্ছাধীন ইচ্ছা করলে রোযা রাখবে ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় নফল রোযাদার রোযার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে রোযা রাখবে আর ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙ্গবে। তবে পরে এর পরিবর্তে রোযা রাখতে হবে।

**প্রশ্ন-১৩২.** হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে এবং আমরা উহার প্রতি আগ্রহী হয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলছি।

**উত্তর :** আয়েশা থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমার জন্য ও হাফসার জন্য হাদিয়া দেয়া হয় আমরা তখন রোযা অবস্থায় ছিলাম এতে আমরা রোযা ভেঙ্গে ফেলি। অতঃপর রাসূল (সা) আমাদের নিকটে প্রবেশ করেন তখন আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে এবং আমরা এর প্রতি আগ্রহী হয়ে রোযা ভেঙ্গে ফেলছি।

রাসূল বললেন- তোমাদের কোন সমস্যা নেই, এই রোযার পরিবর্তে আরেক দিন রোযা রাখবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায় নফল রোযা ইচ্ছা করলে ভাঙ্গা যাবে এতে কোন সমস্য হবে না তবে পরে এর পরিবর্তে রোযা রাখা লাগবে। ইহা অধিকাংশ আলেমের মত।

আবার কেউ কেউ বলেছেন রোযা ভাঙ্গা ঠিক হবে না কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَلَا تُبْطِلُوْا اَعْمَالَكُمْ-

অর্থ- "তোমরা তোমাদের আমলকে নষ্ট করবেনা"।

জমহুর আলেমরা ইহার জবাবে বলেন- এই আয়াত দ্বার উদ্দেশ্য তোমরা লোক দেখানো ও অহংকার দ্বারা তোমাদের আমল নষ্ট করবে না। আল্লাহ ভালো জানেন।

## পাঠ-১৩ : ইতেকাফের জন্য কি রোযা শর্ত

**প্রশ্ন-১৩৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলিয়াতের যুগে মান্নাত করেছি মসজিদে হারামে একদিন ইতেকাফ করবো।**

**উত্তর :** উমর বিন খত্তাব ؓ থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি জাহিলিয়াতের যুগে মান্নাত করেছি মসজিদে হারামে এক দিন ইতেকাফ করবো।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তোমার মান্নাত পুরা কর।

অতঃপর তিনি এক রাত ইতেকাফ করেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, শুধু রাতে ইতেকাফ করা যাবে এবং এতে রোযা শর্ত না।

## পাঠ-১৪ : শরীরের যাকাত হল রোযা

**প্রশ্ন-১৩৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটা আমলের আদেশ করুন।**

**উত্তর :** আবু উমামা ؓ থেকে ইমাম নাসাঈ, ইবনে খুযাইমা ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটা আমলের আদেশ দিন।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি রোযা রাখবে কেননা তার সমান কিছু নেই।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটা আমলের আদেশ দিন।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি রোযা রাখবে কেননা তার সমান কিছু নেই।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটা আমলের আদেশ দিন।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি রোযা রাখবে কেননা তার সমান কিছু নেই।

**উপকারীতা :** আবু উমামা কে রাসূল ﷺ রোযা রাখার আদেশ দিয়েছেন কেননা তার সওয়াবের পরিমাণ অনেক বেশি। তাই রাসূল তাকে তিন বারই রোযার কথা বলেছেন।

## পাঠ-১৫ : আরাফার দিন রোযা রাখা

**প্রশ্ন-১৩৫.** রাসূল ﷺ কে আরাফার দিনে রোযা রাখার কথা জিজ্ঞাসা করা হল।

**উত্তর :** আবু কাতাদা ؓ থেকে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-কে আরাফার দিনে রোযা রাখার কথা জিজ্ঞাসা করা হল।

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- ইহা পিছনের ও সামনের এক বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, আরফার দিন রোযা রাখার দ্বারা সামনে পিছনে দুই বছরের সগীরা গুনাহ্ মাফ হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলেমের মতে হাজ্বীদের জন্যে রোযা না রাখা মুস্তাহাব।

## পাঠ-১৬ : আশুরার দিনের রোযা

**প্রশ্ন-১৩৬.** রাসূল ﷺ-কে আশুরার দিনের রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

**উত্তর :** আবু কাতাদা رضي الله عنه থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ কে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল ﷺ বললেন- পিছনের এক বছরের গুনাহের মুছে দিবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা আশুরার রোযা রাখার ফযিলত জানা যায়, আর তা হল পিছনের এক বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। আশুরার রোযা সুন্নাত সকল আলেমদের মতে। তবে ইহা কি শুরু থেকে সুন্নাত ছিল তা নিয়ে ইমামদের মতভিন্নতা আছে। ইমাম আবু হানীফা (রহ) বলেন রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ওয়াজিব ছিল পরে তা রহিত হয়ে আর ইমাম শাফেয়ীর মতে ইহা শুরু থেকে সুন্নাত ছিল।

## পাঠ-১৭ : শা'বান মাসে রোযা রাখার প্রতি উৎসাহ

**প্রশ্ন-১৩৭.** হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শা'বান মাসে যত রোযা রাখেন অন্য কোন মাসে এত রোযা রাখতে আপনাকে দেখিনি।

**উত্তর :** উসামা বিন যায়েদ رضي الله عنه থেকে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি শা'বান মাসে যত রোযা রাখেন অন্য কোন মাসে এত রোযা রাখতে আপনাকে দেখিনি।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা হল রজব ও রমজান মাসের মধ্যবর্তী মাস যা থেকে মানুষ গাফেল হয়ে থাকে, এই মাসে বিশ্ব প্রতিপালকের নিকটে মানুষের আমল পেশ করা হয় আর আমি ইহা পছন্দ করি যে আমি রোযা অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক।

**উপকারীতা :** ইহ একটি মহান মাস এই মাসে বান্দার আমল আল্লাহর নিকটে পেশ করা হয়। আর তাই রাসূল ﷺ এই মাসে বেশি বেশি রোযা রাখতেন।

## পাঠ-১৮ : প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখা

**প্রশ্ন-১৩৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে রোযা সম্পর্কে ফতওয়া দিন।**

**উত্তর :** মায়মুনা বিনতে সা'দ (রাঃ) থেকে ইমাম ত্বিবরানী তার কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে রোযা সম্পর্কে ফতওয়া দিন।

রাসূল ﷺ বললেন- প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখবে যদি সম্ভব হয়। কেনান তার প্রতিটি রোযা দশটা গুনাহ মুছে দিবে এবং পাপকে এমন ভাবে মুছে দিবে যেমন পানি কাপড়কে পরিষ্কার করে দেয়।

**উপকারীতা :** যারা রোযা রাখতে আগ্রহী আল্লাহর রাসূল তাদেরকে প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখার কথা বলেছেন।

## পাঠ-১৯ : রোযা অবস্থায় চুমু দেয়া

**প্রশ্ন-১৩৯. রোযাদার কি স্ত্রীকে চুমু দিতে পারবে?**

**উত্তর :** উমর বিন আবু সালামা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করলেন রোযাদার কি চুমু দিতে পারবে?

রাসূল ﷺ তাকে বললেন- তুমি ইহা উম্মে সালমা কে জিজ্ঞাসা কর।

উম্মে সালমা বললেন- রাসূল ﷺ ইহা করতেন।

উমর বিন আবু সালামা রাসূল ﷺ -কে বললেন- আল্লাহ তো আপনার আগে পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

রাসূল ﷺ বললেন- সাবধান! আমি তোমাদের সবার থেকে আল্লাহকে অধিক ভয় করি।

**উপকারীতা :** আল্লাহ আপনার আগে পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। ইহা দ্বারা উমর বিন আবু সালামা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এটা শুধু রাসূল ﷺ -এর জন্য খাস কিন্তু রাসূল ﷺ তার কথার জবাবে বললেন- তুমি যা মনে করেছো তা নই কেননা আমি তোমাদের সবার থেকে আল্লাহকে অধিক ভয় করি সুতারাং স্ত্রীকে চুমু খাওয়া রোযা অবস্থায় জায়েয তাই আমি করেছি এবং তোমরাও করতে পার।

## অষ্টম অধ্যায় : হজ্ব ও ওমরা

### পাঠ-১ : হজ্বের ফযিলত

**প্রশ্ন-১৪০.** হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখতেছি জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল আমরা কি জিহাদ করবো না?

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখতেছি জিহাদ হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম আমল আমরা কি জিহাদ করবো না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, বরং উত্তম জিহাদ হল হজ্বে মাবরুর।

**উপকারীতা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা দ্বারা বুঝাতে চাইছেন মহিলাদের হজ্ব হল পুরুষের জন্য জিহাদের মত। সুতারাং মহিলাদের উপর জিহাদ নেই কেননা তা হল ফরযে কিফায়া সক্ষম পুরুষদের উপর।

### পাঠ-২ : ফরয হজ্ব

**প্রশ্ন-১৪১. হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম মুসলিম, নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে খুতবা দিচ্ছিলেন তিনি বললেন- আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্ব ফরয করেছে। সুতারাং তোমরা হজ্ব কর।

এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর?

রাসূল তার কথা শুনে চুপ ছিলেন এমনকি লোকটি তিনবার জিজ্ঞাসা করল।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যদি আমি হ্যাঁ বলতাম তাহলে তা প্রতি বছরের জন্য ফরয হয়ে যেত আর ইহা তোমরা করতে সক্ষম হতে না।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আমি তোমাদের জন্য যা রেখে যাচ্ছি তার উপর আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, কেননা তোমাদের পূর্বের জাতি নবীদেরকে নিয়ে মতানৈক্য ও অধিক প্রশ্ন করার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দিব তখন যতটুকু পার আমল কর, আর কোন কিছু নিষেধ করলে তা করা থেকে বিরত থাক।

**প্রশ্ন-১৪২. হে আল্লাহর রাসূল! হজ্ব কি প্রতি বছর নাকি একবার ফরয?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ, আহমদ ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! হজ্ব কি প্রতি বছর নাকি একবার ফরয?

রাসূল বললেন- বরং একবার ফরয আর যে বেশি করবে তা তার জন্য নফল।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়। হজ্ব জীবনে একবার আদায় করা ফরয। আর কেউ যদি ইচ্ছা করে তাহলে সে অনেক বার করতে পারে ইহা তার জন্য নফল হবে।

**প্রশ্ন-১৪৩. হে আল্লাহর রাসূল! কিসে হজ্ব ফরয হয়?**

**উত্তর :** ইবনে উমর থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল -এর নিকটে আসেন এবং বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! কিসে হজ্ব ফরয হয়?

রাসূল বললেন- পাথেয় এবং বাহন থাকলে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যে হজ্বে যাওয়ার মত পাথেয় এবং বাহন থাকলে হজ্ব ফরয হবে।

**প্রশ্ন-১৪৪. হে আল্লাহর রাসূল! বান্দার উপর আল্লাহর ফরয করা হজ্ব আমার বৃদ্ধ বাবার উপর আবশ্যক। কিন্তু তিনি বাহনে আরোহণ করতে পারেন না, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করবো?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- খসআম গোত্রের এক মহিলা রাসূল -এর নিকটে আসল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! বান্দার উপর আল্লাহর ফরয করা হজ্ব আমার বৃদ্ধ বাবার উপর আবশ্যক কিন্তু তিনি বাহনে আরোহণ করতে পারেন না, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করবো?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ, ইহা ছিল বিদায় হজ্বের সময়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্য কউ হজ্ব আদায় করতে পারবে। তবে তা এমন অক্ষমতা যা আর ভালো হবার আশা নেই।

## পাঠ-৩ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করা

**প্রশ্ন-১৪৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হজ্বের নিয়ত করেছে কিন্তু তিনি হজ্ব আদায় না করে মারা গেছেন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করবো?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা রাসূল ﷺ -এর নিকটে আসলেন এবং বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হজ্বের নিয়ত করেছে কিন্তু তিনি হজ্ব আদায় না করে মারা গেছেন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় কর, তোমার কি মত যদি তার কোন ঋণ থাকতো তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সুতারাং আল্লাহর পাওনা আদায় কর কেননা তা অধিক আবশ্যকীয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ-এর নিকটে মৃত মায়ের মান্নাত করা হজ্ব আদায় করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে রাসূল ﷺ আদায় করার কথা বলেন। কেননা মানুষ ঋণ যেমন আদায় করা লাগে তেমনি আল্লাহর ঋণ আদায় করা আরো আবশ্যকীয়।

**প্রশ্ন-১৪৬. আমার মা মারা গেছে কিন্তু হজ্ব করতে পারেননি আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করবো?**

**উত্তর :** বুরাইরা رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন এক মহিলা রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসলেন এবং বললেন- আমার মা মারা গেছে কিন্তু তিনি হজ্ব করতে পারেননি আমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় কর।

**উপকারীতা :** এই হাদীসও মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্ব করার দলীল।

**প্রশ্ন-১৪৭. আমার বাবা মারা গেছে তার উপর হজ্ব ফরয ছিল আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করবো?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে ইমাম নাসাঈ ও ইমাম শাফেয়ী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসল এবং বলল- আমার বাবা মারা গেছে তার উপরে হজ্ব আবশ্যক ছিল আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করবো?

রাসূল ﷺ বললেন - তোমার মত কি যদি তোমার বাবার ঋণ থাকতো তুমি কি তা পরিশোধ করতে না?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি তোমার বাবার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় কর।

**উপকারীতা :** এই সকল হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যদি মৃত ব্যক্তি হজ্ব ফরয় থাকার পরও করতে পরে নি তাহলে তার সম্পদ দিয়ে তার পক্ষ থেকে কোন অভিভাবক হজ্ব আদায় করবে। অথবা তার ওলীর আদেশে অন্য লোকের দ্বারা হজ্ব আদায় করতে হবে এটা ওয়ারিসদের উপর আবশ্যক।

**প্রশ্ন-১৪৮. হে আল্লাহর রাসূল! এর জন্য কি হজ্ব আছে?**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক মহিলা তার বাচ্চাকে তুলে ধরে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! এর জন্য কি হজ্ব আছে?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ আর তোমার জন্য এর প্রতিদান।

**উপকারীতা :** ছোট বাচ্চারা হজ্ব আদায় করলে তা আদায় হবে। যে তাদের দ্বারা হজ্ব আদায় করাবে সে তার সওয়াব পাবে।

## পাঠ-৪ : মুহরিম ব্যক্তির জন্য সেলাই করা কাপড় ও সুগন্ধি হারাম

**প্রশ্ন-১৪৯. হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম ব্যক্তি কি পরিধান করবে?**

**উত্তর :** ইবনে উমর (রাঃ). থেকে পাঁচটি কিতাবে বর্ণিত আছে, এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম ব্যক্তি কি পরিধান করবে?

রাসূল ﷺ বললেন- সে জামা, পাগড়ী, পায়জামা, কোট, মোজা পরিধান করবে না, তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই সে মুজা পরবে এবং এর টাকনুর উপরের অংশ কেটে ফেলবে। আর সে তার কাপড়ে কোন প্রকার সুগন্ধি লাগাবে না।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে মুহরিম ব্যক্তি কি কি ব্যবহার করতে পারবে না তার বর্ণনা দিয়েছেন। আর তা হল সে কোন প্রকার জামা, পায়জামা বা সেলাই যুক্ত কোন প্রকার কাপড় পরিধান করতে পারবে না এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না।

**প্রশ্ন-১৫০. হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছি আপনার মতে আমি কেমন?**

**উত্তর :** ইয়ালা বিন উমাইয়া (রাঃ) থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক লোক রাসূল ﷺ এর নিকটে আসল সে উমরার জন্য ইহরাম বেঁধেছে তবে

তার পরণে জুব্বা এবং তার দাড়ি চুল হলুদ রং করা। সে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি উমরার জন্য ইহ্রাম বেঁধেছি আপনার মতে আমি কেমন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-তুমি তোমার জুব্বা খুলে ফেল এমন তোমার থেকে রং ধুয়ে ফেল, তোমার হজ্বের সময় যেমন করতে উমরায় তেমনি কর।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল লোকটিকে আদেশ দিলেন যে, হজ্বের সময় যেমন ইহ্রাম বাঁধা হয় উমরায়ও তেমনি ভাবে ইহ্রাম বাঁধতে। এতে বুঝা যায় উমরার ইহ্রাম বাঁধা দ্বারা সেলাই করা জামা পরা ও সুগন্ধি ব্যবহার করা হারাম।

## পাঠ-৫ : মিকাত থেকে তালবিয়া পাঠ করা

### প্রশ্ন-১৫১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্বের ইচ্ছা করছি কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে আমি তা পূর্ণ করতে পারবো কিনা।

**উত্তর :** আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুবাআ বিনতে জুবাইর রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহা-এর নিকটে প্রবেশ করেন তখন সে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি হজ্বের ইচ্ছা করছি কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে আমি তা পূর্ণ করতে পারবো কিনা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি হজ্ব কর এবং তাতে শর্ত লাগাও এবং বলল হে আল্লাহ আমার অবস্থান যেখানে আমাকে আপনি আটকিয়ে দেন সেখান পর্যন্ত।

**উপকারীতা :** জুবাআ বিনতে জুবাইর তিনি হজ্বের ইচ্ছা করেছেন তবে তার মাথায় অসুস্থতা ছিল যার করণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন- সে যাতে হজ্বের নিয়ত করার সময় শর্ত লাগায় যখন যতক্ষণ সে সুস্থ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে হজ্বের আহকাম গুলো আদায় করবে। এতে করে সে অসুস্থ হলে মাথা হলক্ব করলে তাকে দম দিতে হবে না।

### প্রশ্ন-১৫২. কোন হজ্ব উত্তম?

**উত্তর :** আবু বকর সিদ্দীক রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন হজ্ব উত্তম?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যে হজ্বে উচ্চ আওয়াজে তালবিয়া পাঠ করা হয় এবং হাদী কুরবানী করা হয়।

**উপকারীতা :** নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে উত্তম হজ্ব সম্পর্কে বললেন যে হজ্বে উচ্চ আওয়াজে তারবিয়া পাঠ করা হয়া এবং হাদী কুরবানী দেয়া হয়।

## পাঠ-৬ : আরাফায় অবস্থান না করতে পারলে হজ্ব হবে না

**প্রশ্ন-১৫৩. হজ্ব কেমন?**

**উত্তর :** আব্দুর রহমান বিন ইয়ামারা আদদায়লী রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - অধিবসী এক দল আসল। তারা এক লোককে নেতা বানালো, অতঃপর সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ডেকে বলল- হজ্ব কেমন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে ঘোষণা করতে আদেশ দিলেন- হজ্ব হচ্ছে আরাফার দিন যে ব্যক্তি সকাল হওয়ার পূর্বে আরাফার ময়দায়নে আসবে তার হজ্ব পূর্ণ হবে, আর মিনায় তিন দিন যে ব্যক্তি দুই দিনে সম্পূর্ণ করতে তার কোন গুনাহ্ হবে না আর যে তিন দিনে করবে তারও গুনাহ্ হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় আরাফার দিনে বা পরের দিনের সুবহে সাদিক হওয়ার পূর্বে আরাফার ময়দানে উপস্থিত হবে তার হজ্ব পূর্ণ হবে। আর মিনা ঈদের পরে তিন অবস্থান করা উত্তম তবে দুই দিনে কাজ সম্পূর্ণ করলেও কোন গুনাহ্ হবে না।

## পাঠ-৭ : মিনায় অবস্থান

**প্রশ্ন-১৫৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনাতে একটা ঘর বানাবো না যা আপনাকে ছায়া দিবে?**

**উত্তর :** আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনাতে একটা ঘর বানাবো না যা আপনাকে ছায়া দিবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, কেননা এই পরিবেশ তার জন্য যে আগে যায়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, মানুষের সমস্যা হবে এই কারণে মিনাতে ঘর বানানো নিষেধ। তবে কখনও কখনও প্রয়োজনে সেখানে ঘর বানানো জায়েয হবে।

## পাঠ-৮ : মাথা হলক করা ও চুল ছোট করা

**প্রশ্ন-১৫৫. আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তওয়াফ করেছি।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক লোক বলল- আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে তওয়াফ করেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- কোন সমস্যা নেই।

লোকটি বলল- আমি কুরবানী করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- কোন সমস্যা নেই।

লোকটি বলল- আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কুরবানী করেছি।

রাসূল বললেন- কোন সমস্যা নেই।

অন্য বর্ণনায় এসেছে- রাসূল ﷺ মানুষের জন্য মিনা অবস্থান করেছেন।

এক ব্যক্তি বলল- আমি বুঝিনি আমি কি কুরবানী করার পূর্বে মাথা হলক করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কুরবানী কর সমস্যা নেই।

অন্য ব্যক্তি এসে বলল- আমি বুঝিনি আমি কি কঙ্কর নিক্ষেপ করার পূর্বে কুরবানী করবো।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কঙ্কর নিক্ষেপ কর সমস্যা নেই।

রাসূল ﷺ কে আগে পরে করার ব্যাপারে যা কিছু জিজ্ঞাসা করা হল তিনি বলেছেন- সমস্যা নেই কর।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, কঙ্কর নিক্ষেপ করা হলক্ব করা বা তাওয়াফ করা এইগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার আবশ্যক না। ইহা অধিকাংশ আলেমদের মত। তবে ইমাম মালিক ও আবু হানীফার মতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব না করলে দম দিতে হবে।

## পাঠ-৯ : উমরা

### প্রশ্ন-১৫৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা অতি বৃদ্ধ তিনি হজ্ব উমরা ও আরোহীতে আরোহণ করতে সক্ষম নেই।

**উত্তর :** আবু রযীন আল উকালী রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা অতি বৃদ্ধ তিনি হজ্ব উমরা ও আরোহীতে আরোহণ করতে সক্ষম নেই।

রাসূল ﷺ বলল- তুমি তোমার বাবার পক্ষ থেকে হজ্ব ও উমরা কর।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ আবু রযীনকে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব ও উমরা করার কথা বললেন। আর এই হাদীস কে ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ও ইসহাকের মতে হজ্বের মত ওমরাও ফরয। তবে ইমাম আবু

হানীফা ও ইমাম মালেকের মতে ওমরা ফরয নয় তা নফল। কেননা অন্য হাদীসে ওমরাকে নফল বলেছেন রাসূল। তা নিচে পেশ করা হল।

**প্রশ্ন- ১৫৭.** ওমরা কি ওয়াজিব এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

**উত্তর :** জাবির থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, রাসূল-কে জিজ্ঞাসা করা হল ওমরা ওয়াজিব কিনা?

রাসূল বললেন- ওমরা ওয়াজিব না, তবে তোমরা উমরা কর কেননা তা উত্তম।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ওমরাকে ওয়াজিব বলেন নি। তিনি বলেছেন ইহা করা উত্তম।

## পাঠ-১০ : কা'বা শরীফের ভিতরে নামাজ পড়া

**প্রশ্ন-১৫৮.** আমি রাসূল-কে কা'বা ঘরের হাতীম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তা কি কা'বার অন্তর্ভুক্ত?

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -কে কা'বা ঘরের হাতিম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম উহা কি কা'বার অন্তর্ভুক্ত?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ।

আমি বললাম- তাহলে তা কেন কা'বা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা হয়নি।

রাসূল বললেন- তোমার জাতি ইহা তৈরি করার সময় তাদের অর্থের সঙ্কট ছিল।

আমি বললাম- ইহার দরজা উঁচু হওয়ার কারণ কি?

রাসূল বললেন- তোমার জাতি ইহা করেছে যাতে করে যাকে ইচ্ছা তাকে কা'বা ঘরে প্রবেশ করতে দিবে আর যাকে ইচ্ছা তাকে প্রবেশ করতে দিবে না, যদি তোমার জাতি জাহিলিয়াতের নিকটবর্তী না হত আমি এর দরজা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতাম তবে আমি এই ভয় করি যে তারা ইহা অস্বীকার করবে।

অন্য বর্ণনায় এসেছে- যদি তোমার জাতি শিরকের থেকে মুক্তির সময় অল্প না হত তাহলে আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে তার দরজা মাটির সাথে মিশিয়ে বানাতাম এবং তার দুইটি দরজা বানাতাম একটি পূর্ব দিকে অন্যটি পশ্চিম দিকে, এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো আরেক দরজা দিয়ে বাহির হতো।

এবং আমি পাথর থেকে ছয় হাত বৃদ্ধি করতাম কেননা কুরাইশরা তা বাহিরে রেখেছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বল, হল কুরাইশরা ইব্রাহীম (আ)-এর বানানো ভিত্তি থেকে কা'বা ঘরকে অর্থের অভাবে ছোট করে নির্মাণ করেছে। আর রাসূল ইহাকে ভেঙ্গে ইব্রাহীম (আ)-এর ভিত্তির উপর নির্মাণ করতে চাইছেন। কিন্তু রাসূল তা করতে পারেননি। পরে জুবাইর রাসূল -এর এই ইচ্ছা অনুসারে তা নির্মাণ করেন। কিন্তু আফসুস! তা হাজ্জাজ ভেঙ্গে ফেলে এবং পূর্বের ন্যায় করে ফেলেন। আল্লাহ্ তাদের সবার উপর রহম করুক।

## পাঠ-১১ : যারা কা'বা ঘরের সাথে যুদ্ধ করতে আসবে তাকে ধসে দেয়া হবে

**প্রশ্ন-১৫৯.** হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে অথচ সেখানে তাদের বাজারসমূহ অবস্থিত যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নেই তারা?

**উত্তর :** আয়েশা থেকে পাঁচটি সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল বলেছেন- এক সৈন্য কা'বার সাথে যুদ্ধ করার জন্য আসবে যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌছবে তাদেরকে ধ্বসে দেয়া হবে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে অথচ সেখানে তাদের বাজার সমূহ অবস্থিত যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নই তারা?

রাসূল বললেন- তাদের প্রথম থেকে শেষ জনকে ধ্বসে দেয়া হবে তারপর তাদের নিয়ত অনুসারে তাদেরকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা জানা যায় এক দল কা'বা আক্রমণ করতে আসলে বায়দা নামক স্থানে আসার পর তাদের প্রত্যেককে মাটিসহ ধসে দেয়া হবে এতে কিছু নেককার লোক ও তাদের সাথে ধ্বসে যাবে তবে নেককাররা তাদের আমল অনুসারে বিচার পাবে কিয়ামতের দিন।

## পাঠ-১২ : হজ্বের প্রতি উৎসাহিতকরণ

**প্রশ্ন-১৬০.** রাসূল কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল উত্তম?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল উত্তম?

রাসূল বললেন- আল্লাহ্ তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা।

বলা হল- তারপর কোনটি?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

বলা হল- তারপর কোনটি?

রাসূল ﷺ বললেন- কবুল হজ্ব।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ উত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন উত্তম আমল হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা এরপর হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা এরপর হল হজ্বে মাবরুর। হজ্বে মাবরুর হল যে হজ্বে কোন প্রকার গুনাহ্ করা হয়নি এবং তা আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছেন।

**প্রশ্ন-১৬১.** হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কাকে বলে?

**উত্তর :** আমর বিন আব্সা رضي الله عنه থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কাকে বলে?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি আল্লাহর জন্য নিজের অন্তরকে সপে দিবে এবং তোমার হাত ও মুখ থেকে মুসলমানরা নিরাপদে থাকে।

লোকটি বলল- ইসলামের কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- ঈমান।

লোকটি বলল- ঈমান কি?

রাসূল ﷺ বললেন- ঈমান হল তুমি আল্লাহর উপর তার ফেরেশতাদের উপর তার কিতাব সমূহের উপর তার রাসূলদের উপর এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

লোকটি বলল- ঈমানের কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- হিজরত।

লোকটি বলল- হিজরত কি?

রাসূল ﷺ বললেন- হিজরত হল তুমি খারাপ আমল ত্যাগ করবে।

লোকটি বলল- কোন হিজরত সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- জিহাদ।

লোকটি বলল- জিহাদ কি?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার সাথে যখন কাফেরদের সাক্ষাত হবে তখন তাদের সাথে যুদ্ধ করবে।

লোকটি বলল তাহলে কোন জিহাদ সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- যে জিহাদে তার পাথেয় শেষ করেছে এবং তার রক্ত প্রবাহিত করেছে।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন- দুটি আমল আছে তা হল সবচেয়ে উত্তম আমল তার অনুরূপ আমলকারী ব্যতীত অন্যদের থেকে তাহল হজ্বে মাবরুর ও উমরায়ে মাবরুর।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ উত্তম আমলসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন। সবগুলো আমল অধিক সওয়াবের ও পুণ্যের।

**প্রশ্ন-১৬২.** কেন আমল সবচেয়ে উত্তম?

**উত্তর :** মায়াজ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম আহমদ ও ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- এক আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তারপর হল জিহাদ তারপর হল হজ্ব মাবরুর যা সকল আমলকে ছেড়ে যায় যে সূর্য তার উদয় স্থল থেকে অস্থ হওয়ার স্থলে ছেড়ে যায়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সবচেয়ে উত্তম আমল হল আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা তারপর জিহাদ তারপরই হজ্বে মাবরুর। এর জন্য রয়েছে অনেক সওয়াব ও দুনিয়া আখেরাতের সফলতা।

## পাঠ-১৩ : মিনাতে মাথা মুণ্ডানোর প্রতি উৎসাহিতকরণ

**প্রশ্ন-১৬৩. হে আল্লাহর রাসূল! ﷺ চুল ছোট করা ব্যক্তিদেরও।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ্! মাথা হলক্বকারীদের প্রতি রহম কর।

সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন- হে আল্লাহর! রাসূল চুল ছোট করা ব্যক্তিদেরও।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ্! মাথা হলক্বকারীদের প্রতি রহম কর।

সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন- হে আল্লাহর! রাসূল চুল ছোট করা ব্যক্তিদেরও।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ্! মাথা হলক্বকারীদের প্রতি রহম কর।

সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন- হে আল্লাহর! রাসূল চুল ছোট করা ব্যক্তিদেরও।

রাসূল ﷺ বললেন- চুল ছোটকারীদের কেও রহম কর।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ মাথা হলক্ব কারীদের জন্য তিনবার দোয়া করেছেন আর যারা চুল ছোট করেছে তাদের জন্য একবার দোয়া করেছেন। আর এই কারণে ওলামায়ে কিরামগণ ঐক্যমত হতেছেন যে চুল ছোট করা থেকে মাথা মুণ্ডানো উত্তম।

## পাঠ-১৪ : স্থানের ভিন্নতার কারণে নামাজের সওয়াবে পার্থক্য

**প্রশ্ন-১৬৪.** হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুটি মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর?

**উত্তর :** আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে তার কোন স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করেছি , আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুটি মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের তালুতে কঙ্কর নিলেন এবং তা ছুড়ে মেরে বললেন- তা হল তোমাদের এই মসজিদ (মসজিদে নববী) ।

**উপকারীতা :** কুরআনের আয়াতে যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর তা কোন মসজিদ কিছু মুফাসসির গণ বলেন, তা হল মসজিদে কুবা। তবে এই হাদীস দ্বার বুঝা যায় তা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মসজিদ মসজিদে নববী।

## পাঠ-১৫ : মাসিকগ্রস্ত মহিলার জন্য তাওয়াফে বিদা করা লাগবে না

**প্রশ্ন-১৬৫. হে আল্লাহর রাসূল! সফীয়া বিনতে হুয়াই তার মাসিক শুরু হয়েছে।**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা)-কে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! সফীয়া বিনতে হুয়াই তার মাসিক শুরু হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সম্ভবত সে তোমাদেরকে আটকে রেখেছে, সে কি তোমাদের সাথে তাওয়াফ করেনি?

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তাহলে তোমরা তাকে বের করে আন।

**উপকারীতা :** সফিয়া বিনতে হুয়াইর হজ্বের সময় তওয়াফে যিয়ারত করার পর তার মাসিক শুরু হলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা মনে করেন তার থেকে তাওয়াফে বিদা বাদ যায়নি, আর এই কারণে তাদের সফর করতে দেরী করতে হয়। বিধান হল যদি কোন মহিলা হজ্বের সকল কাজ শেষ করার পর তাওয়াফে বিদা করার পূর্বে মসিক শুরু হয় তাহলে তাকে তাওয়াফে বিদা করতে হবে না।

# নবম অধ্যায় : জিহাদ

## পাঠ-১ : জিহাদের ফযিলত

### প্রশ্ন ১৬৬. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসলেন?

**উত্তর :** উম্মে হারাম থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- একদিন নবী কারীম ﷺ আমাদের নিকটে আসলেন তিনি আমাদের ঘরে ঘুমালেন কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে হাসলেন। আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন হাসলেন?

রাসূল ﷺ বললেন- আমি দেখলাম আমার উম্মতের এক দল লোক তারা সাগরের উপর ভ্রমণ করছে যেন পরিবারের উপর একটি রাজ্য।

আমি বললাম- আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আমি যেন তাদের একজন হই।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তাদের একজন।

তারপর রাসূল ﷺ আবার ঘুমালেন এবং জাগ্রত হয়ে হাসলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম তাকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি পূর্বের মতো জবাব দিলেন।

আমি বললাম- আপনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করুন আমি যেন তাদের একজন হই।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত।

বর্ণনাকারী বলেন- উম্মে হারাম উবাদা বিন সমেতকে বিবাহ করেন। তারা উভয়ে সমুদ্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। পরে ফিরার সময়ে তিনি খচ্চরের উপর আরোহণ করতে গিয়ে পড়ে যান এবং মারা যান।

**উপকারীতা :** উম্মে হারাম হল আনাসের খালা। এই হাদীসে বর্ণিত বাহিনীতে যারা অংশ গ্রহণ করবে তাদের খেদমতে যারা নিয়োজিত থাকবে তারা মারা গেলে শহীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

### প্রশ্ন-১৬৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমি হত্যাকৃত হলে আমার স্থান কোথায় হবে?

**উত্তর :** আবু উমামা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম মুসলিম ও নাসাঈ বর্ণনা করেন, এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি হত্যাকৃত হলে আমার স্থান কোথায় হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- জান্নাতে।

সে তার হাতের খেজুরগুলো নিক্ষেপ করে ফেলে দিল এবং জিহাদ করতে করতে মারা গেল।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে শহীদের মর্যাদা বর্ণনা করা হল তারা মারা যাওয়ার সাথে সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

**প্রশ্ন-১৬৮. রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল কারা জান্নাতে যাবে?**

**উত্তর :** জাবির (রাঃ) থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল কারা জান্নাতে যাবে?

রাসূল ﷺ বললেন- নবীগণ জান্নাতী, শহীদগণ জান্নাতী, অপ্রাপ্ত বয়সে মারা যাওয়া শিশু জান্নাতী, এবং যে সকল শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হয় তারা জান্নাতী।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে জান্নাতীদের বর্ণনা দিয়েছেন কে কে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা হল নবীগণ, শহীদগণ, এবং প্রাপ্তবয়স হওয়ার আগে মারা গেলে, এবং যে সকল শিশু কে জীবন্ত কবর দেয়া হয়।

## পাঠ-২ : জিহাদে নিয়ত

**প্রশ্ন-১৬৯. কোন ব্যক্তি গনীমতের জন্য জিহাদ করে, কোন ব্যক্তি নামের জন্য জিহাদ করে আর কোন ব্যক্তি তার বীরত্ব দেখাবার জন্য জিহাদ করে, তাদের কে আল্লাহর পথে?**

**উত্তর :** আবু মূসা (রাঃ) থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- কোন ব্যক্তি গনীমতের জন্য জিহাদ করে, কোন ব্যক্তি নামের জন্য জিহাদ করে কোন ব্যক্তি তার বীরত্ব জন্য জিহাদ করে, তাদের কে আল্লাহর পথে?

রাসূল ﷺ বললেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করে সেই আল্লাহর পথে আছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা জানা যায়, যারা আল্লাহর কালেমা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জিহাদ করবে তারা শুধু আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী হিসেবে গণ্য হবে। আর অন্য যে কোন নিয়তে জিহাদ করুক না কেন সে আল্লাহর পথের মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে না।

**প্রশ্ন-১৭০. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি যদি কেউ সুনাম ও সওয়াবের আশায় জিহাদ করে তার কি হবে?**

**উত্তর :** আবু উমামা رضي الله عنه থেকে ইমাম নাসাঈ ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মত কি যদি কেউ সুনাম ও সওয়াবের আশায় জিহাদ করে তার কি হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- তার জন্য কিছুই নেই।

লোকটি তিন বার প্রশ্ন করল।

রাসূল ﷺ তিন বারই বললেন- তার জন্য কিছু নেই, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য খালিস নিয়তে ও তার সন্তুষ্টি লাভের আশায় আমল না করলে তা কবুল করেন না।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ এই হাদীসে এই কথা বুঝাতে চাইছেন যে, আল্লাহর জন্য খালিস নিয়তে কোন কাজ না করলে তা আল্লাহ কবুল করেন না। সুতারাং কোন ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে যদি জিহাদ করে তাহলে তা কবুল করা হবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে করলে তা কবুল করা হবে না।

## পাঠ-৩ : মুসলিম দেশে হিজরত করা

**প্রশ্ন-১৭১ আমি আপনার নিকটে হিজরত করতে এসেছি অথচ আমার মা বাবা কে কাঁদা অবস্থায় রেখে এসেছি।**

**উত্তর :** আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেন, এক লোক নবী কারীম (সা)-এর নিকটে এসে বলল- আমি আপনার নিকটে হিজরত করে এসেছি অথচ আমার মা বাবাকে কাঁদা অবস্থায় রেখে এসেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি ফিরে যাও এবং তাদেরকে যেমন ভাবে কাঁদিয়েছ তেমন ভাবে হাসাও।

**উপকারীতা :** মা বাবার অনুমতি ব্যতীত জিহাদ করা করার মতো হিজরত করাও জায়েজ নেই।

## পাঠ-৪ : দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য জিহাদ করা

**প্রশ্ন-১৭২. হে আল্লাহর রাসূল! সে তরবারির ভয়ে বলেছে।**

**উত্তর :** উসামা বিন যায়েদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদল সৈন্য পাঠালেন খুরাকাতে আমরা সেখানে যুদ্ধ করলাম এমন সময় এক লোককে আমরা পাই। আমরা তার নিকটে আসলে সে বলল- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। অতঃপর আমরা তাকে মারলাম ও এমনকি তাকে হত্যা করলাম। পরে আমি তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে বললাম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- সে কিয়ামতের দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে উঠলে কে তোমাকে সাহায্য করবে?

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! সে তরবারির ভয়ে বলেছে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি তার অন্তর চিড়ে দেখতে পারনি সে কেন এই কারণে বলেছে নাকি অন্য কারণে বলেছে! সে কিয়ামতের দিন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলে উঠলে কে তোমাকে সাহয্য করবে? আমি তখন এমন করছি হায় আমি যদি আজ ইসলাম গ্রহণ করতাম।

**উপকারীতা :** মানুষ জানে না কার মনে কি আছে তাই কারো প্রতি খারাপ ধারণা করা ঠিক না।

**প্রশ্ন-১৭৩. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মতো যদি কোন কাফের ব্যক্তির সাথে আমি যুদ্ধ করি এবং সে আমার এক হাতে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তারপর সে একটা গাছের দ্বারা আশ্রয় নেয় এবং বলে আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! সে ইহা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করবো?**

**উত্তর :** মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে তিনটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মতো যদি কোন কাফের ব্যক্তির সাথে আমি যুদ্ধ করি এবং সে আমার এক হাতে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তারপর সে একটা গাছের দ্বারা আশ্রয় নেয় এবং বলে আমি আল্লাহর জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছি, হে আল্লাহর রাসূল! সে ইহা বলার পর কি আমি তাকে হত্যা করবো?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- না তুমি তাকে হত্যা করবে না।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! সে তো আমার হাত কেটে ফেলছে।

রাসূল ﷺ বললেন- না তুমি তাকে হত্যা করবে না, যদি তুমি তাকে হত্যা কর তাহলে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে যে মর্যাদায় ছিলে সে ঐ মর্যাদা অধিষ্ঠিত হবে আর তুমি সে ঐ কথা বলার পূর্বে যে স্থানে ছিল তুমি সে স্থানে নেমে যাবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে এই বিষয়ে সতর্ক করছেন যে যদি কোন কাফের যুদ্ধ করা অবস্থায় কালেমা পাঠ করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে তাহলে তাকে হত্যা করা হারাম হয়ে যাবে। তার মর্যাদা একজন পূর্ণ মুসলমানের মর্যাদা হবে। যদিও সে বড় ধরনের আঘাত করে কালেমা পাঠ করার পূর্বে তবু তাকে আঘাত করা যাবে না।

## পাঠ-৫ : মহিলা ও শিশুদেরকে হত্যা না করা

**প্রশ্ন-১৭৪. রাসূল ﷺ-কে ঘরের অধিবসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে ঘরে মুশরিকরা রাত্রি যাপন করে তাদের স্ত্রী ও শিশুদের আক্রমণ করার বিষয়ে।**

**উত্তর :** ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-কে ঘরের অধিবসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল যে ঘরে মুশরিকরা রাত্রি যাপন করে তাদের স্ত্রী ও শিশুদের আক্রমণ করার বিষয়ে।

রাসূল ﷺ বললেন- তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত।

**উপকারীতা :** প্রয়েজনে কাফিরদের ঘরে আক্রমণ করা যাবে। তবে মহিলারা যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তাহলে তাদের হত্যা করা নিষেধ। তবে অংশগ্রহণ করলে অবশ্যই হত্যা করা যাবে।

## পাঠ-৬ : শত্রুদের জমিনে খাবারের বৈধতা

**প্রশ্ন-১৭৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন জাতির নিকট দিয়ে গমন করি কিন্তু তারা আমাদেরকে মেহমানদারি করে না এবং আমাদের হক্ব আদায় করে না, আমরা ও তাদের থেকে গ্রহণ করি না।**

**উত্তর :** উক্ববাতা বিন আমের (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কোন জাতির নিকট দিয়ে গমন করি কিন্তু তারা আমাদেরকে মেহমানদারি করে না এবং আমাদের হক্ব আদায় করে না, আমরাও তাদের থেকে গ্রহণ করি না। [১]

রাসূল বললেন- তারা যদি ইচ্ছাকৃত ভাবে তোমাদের মেহমানদারি না করে তাহলে তোমরা জোর করে হলেও তা গ্রহণ কর।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে বৈধতা দিয়েছে যে কোন মুসলিম গোত্রের নিকট দিয়ে মুজাহিদ বাহিনী গমন করলে তারা যদি ইচ্ছাকৃত মুজাহিদদের মেহমানদারি না করে তাহলে জোর করে মুজাহিদরা তাদের প্রয়োজনী আহার ও বস্তু গ্রহণ করতে পারবে না। আর কাফের গোত্র হলে অবশ্যই নিতে পারবে।

## পাঠ-৭ : আল্লাহর পথে পাহরা দেয়া

### প্রশ্ন-১৭৬. রাসূল -কে পাহারা দেয়ার সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল-কে পাহারা দেয়ার সওয়াব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল বললেন- যে মুসলমানদের পিছনে একরাত পাহারা দেয় তার পিছনে যত মুসলমান নামাজ রোযা করবে ততসম সওয়াব তার হবে।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

## পাঠ-৮ : জিহাদে আল্লাহকে অধিক স্মরণ করা

### প্রশ্ন-১৭৭. কোন মুজাহিদ অধিক সওয়াবের অধিকারী হবে?

**উত্তর :** মুয়াজ থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল-কে জিজ্ঞাসা করলেন- কোন মুজাহিদ অধিক সওয়াবের অধিকারী হবে?

রাসূল বললেন- যে অধিক পরিমাণ আল্লাহকে স্মরণ করে।

**উপকারীতা :** মুজাহিদদের মধ্যে অধিক মর্যাদাবান হল যে মুজাহিদের জিহ্বা আল্লাহর জিকিরে কুরআন তেলওয়াতে তাজা থাকে। এবং যাদের নিয়ত শুধু আল্লাহর জন্য জিহাদ করা।

### প্রশ্ন-১৭৮. মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

**উত্তর :** আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, এক লোক রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- ঐ মুমিন বান্দা যে তার জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।

লোকটি বলল- তারপর কে?

রাসূল ﷺ বললেন- তারপর সে মুমিন বান্দা যে একা একা আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষকে ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺকে শ্রেষ্ঠ বান্দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দেনযে ব্যক্তি নিজ জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং তারপর ঐ ব্যক্তি যে একা একা আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

## পাঠ-৯ : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার ফযিলত

### প্রশ্ন-১৭৯. হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল জিহাদের সমান হবে?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল জিহাদের সমান হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা তাতে সক্ষম হবে না।

তারা একি কথা তিন বার বললে রাসূল ﷺ তিন বারই বলেন- তোমরা তাতে সক্ষম হবে না।

তারপর রাসূল ﷺ বলেন- আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদেরা হল ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি নামাজী, রোযাদার ও আল্লাহর আয়াতের অনুগত এবং সে এই আমলগুলো থেকে এক মুহূর্তও বিরত নেই যতক্ষণ না মুজাহিদ ফিরে আসে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ মুজাহিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন- যে মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি নামাজী রোযাদার ও আল্লাহর আয়াতের অনুগত এবং সে নামাজ রোযা অবিরাম করছে ইহা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বিরত থাকে না।

### প্রশ্ন-১৮০. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমান হবে?

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ কে বলল-হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা জিহাদের সমান হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- আমি পাইনি এমন আমল যা জিহাদের সমান হবে।

তারপর বললেন- তুমি কি এতে সক্ষম হবে যখন মুজাহিদ জিহাদ করতে বাহির হবে তুমি তখন মসজিদে প্রবেশ করবে তাতে নামাজ পড়বে তা থেকে বিরত হবে এবং রোযা রাখবে কখনও রোযা ভাঙ্গবে না?

লোকটি বলল- কে এতে সক্ষম হবে?

**উপকারীতা :** এই হাদীসেও মুজাহিদদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

**প্রশ্ন-১৮১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি যুদ্ধ করবো নাকি ইসলাম গ্রহণ করবো?**

**উত্তর :** বারা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোহা দ্বারা সজ্জিত লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধ করবো নাকি ইসলাম গ্রহণ করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- আগে ইসলাম গ্রহণ কর তারপর যুদ্ধ কর।

সে ইসলাম গ্রহণ করলো তারপর যুদ্ধ করলো এবং শহীদ হল।

রাসূল ﷺ বললেন- সে কম আমল করেছে কিন্তু তার প্রতিদান অনেক বেশি।

**উপকারীতা :** ইসলাম ছাড়া কোন আমল কবুল করা হয় না। তাই রাসূল ﷺ লোকটিকে আগে ইসলাম গ্রহণ করার কথা বললেন, তারপর জিহাদ করার কথা বললেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তারপর জিহাদ করতে গেলেন এবং শহীদ হলেন। তার এই অল্প সময় জিহাদ করার দ্বারা সে যে প্রতিদান পাবে তা অতুলনীয় তাই রাসূল ﷺ বলেছেন, সে অল্প আমল করেছে তার প্রতিদান কিন্তু অনেক বেশি।

**প্রশ্ন-১৮২. হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাত যার প্রশস্ততা আকাশ আর জমিনের সমান?**

**উত্তর :** আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ ও তার সাহাবীগণ চলতে লাগলেন এমন কি মুশরিক বাহিনী বদর প্রান্তে আগে উপস্থিত হয়েছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা কেউ আমাকে ব্যতীত সামনে অগ্রসর হবে না। তখন মুশরিকরা নিকটে আসল। রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা জান্নাতের মাঝে দাড়িয়ে আছো যার প্রশস্ততা আসমান ও জমিনের সমান।

উমাইর বিন হিমাম বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাত যার প্রশস্থতা আসমান ও জমিনের সমান?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ।

উমাইর বললেন- বাহ্ বাহ।

রাসূল বললেন- তুমি বাহ্ বাহ্ বলার কারণ কি?

উমাইর বললেন- না, তবে আমি তার অধিবাসী হব এই আশা বলেছি।

রাসূল বললেন- তুমি তার অধিবাসী।

তারপর উমাইর তার থলে থেকে খেজুর বের করল তারপর তা থেকে খেতে শুরু করল, তারপর বলল- আমি এই খেজুর খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকবো ইহা তো অনেক লম্বা হায়াত তাই সে তার খেজুরের বাকি অংশ নিক্ষেপ করে ফেলে দিল এবং জিহাদ করতে শুরু করল, এমন কি সে শহীদ হয়ে গেল।

**উপকারীতা :** নবী কারীম জিহাদের সওয়াব বর্ণনা করে সাহাবীদের উৎসাহিত করেছেন। আল্লাহর পথে জিহাদ করা তার প্রতিদান জান্নাত যার প্রশস্ততা আসমান জমিনের সমান।

**প্রশ্ন-১৮৩. কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহর বিন হুবসাই খুসআমী থেকে ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেন, রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল বললেন- সন্দেহ বিহীন ঈমান, আত্মসাৎ বিহীন জিহাদ এবং হজ্বে মাবরুর।

বলা হল- কোন সদ্কাহ সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল বললেন- সম্পদ অল্প হওয়ার পরেও দান করা।

বলা হল- কোন হিজরত সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল বললেন- আল্লাহ যা কিছু হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা।

বলা হল- কোন জিহাদ সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল বললেন- যে মুশরিকদের সাথে জান মাল দিয়ে জিহাদ করে।

বলা হল- কোন হত্যা সবচেয়ে সম্মানিত?

রাসূল ﷺ বললেন- যে তার রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং জিহাদে তার ঘোড়াকে আঘাত করে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ উত্তম আমল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন- এমন ঈমান যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। এরপর হল এমন জিহাদ যাতে আত্মসাৎ নেই এবং এমন হজ্ব যাতে কোন গুনাহ্ করা হয়নি আর আল্লাহ তা কবুল করেছেন। সবচেয়ে উত্তম সদ্কাহ্ হল সম্পদ কম থাকা সত্তেও দান করা। আর উত্তম হিজরত হল আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা থেকে বিরত থাকা। আর উত্তম জিহাদ হল জান মাল দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। আর উত্তম শহীদ হল যে তার রক্ত প্রবাহিত করে এবং সাথে সাথে তার জিহাদে তার ঘোড়াকে আহত করে।

**প্রশ্ন-১৮৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অবস্থান করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার বিরত্ব দেখানোর জন্য।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে অবস্থান করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এবং আমার বীরত্ব দেখানোর জন্য।

রাসূল তার কথার কোন জবাব দিলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থ- যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের আশা করে সে যেন ভালো আমল করে এবং তাতে কাউকে শরীক না করে।

(সূরা কাহফ : আয়াত-১১০)

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা ইবাদতে কাউকে বা অন্য কোন কিছুর অংশীদারিত্ব পছন্দ করেন না। আমল শুধু তার জন্য খালিস নিয়তে করতে হবে।

Contents



## পাঠ-১০ : শাহাদাতের প্রতি উৎসাহিত করণ

**প্রশ্ন-১৮৫. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মতো কি আমি যদি আল্লাহর পথে শহীদ হই তাহলে কি আমার সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে?**

**উত্তর :** আবু কাতাদা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল তাদের মাঝে দাড়িয়ে বললেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ও আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা সবচেয়ে উত্তম আমল।

এমন সময় এক লোক দাড়িয়ে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মতো কি আমি যদি আল্লাহর পথে শহীদ হই তাহলে কি আমার সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হও এমন অবস্থায় যে তুমি ধৈর্যশীল সওয়াবের আশাকারী এবং জিহাদে সামনে অগ্রসরকারী পিছনে দিকে না।

তারপর রাসূল বললেন- তুমি কি ভাবে বললে?

লোকটি বলল-হে আল্লাহর রাসূল! আপনার মতো কি আমি যদি আল্লাহর পথে শহীদ হই তাহলে কি আমার সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ, যদি তুমি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হও এমন অবস্থায় যে তুমি ধৈর্যশীল সওয়াবের আশাকারী এবং জিহাদে সামনে অগ্রসরকারী পিছনে দিকে না। তবে ঋণ ব্যতীত কেননা জিবরাইল আমাকে তা বলেছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা জানা যায়, যদি কেউ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে ধৈর্যশীল অবস্থায় সওয়াবের আশাকারী হয়ে এবং সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে ভয়ে পিছনের দিকে না ফিরে শহীদ হয় তাহলে তার সব গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে তবে ঋণ মাফ হবে না।

## পাঠ-১১ : উত্তম জিহাদ

**প্রশ্ন-১৮৬. হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিহাদ সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** জাবির থেকে ইমাম হিব্বান ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন জিহাদ সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- যে তার ঘোড়াকে আঘাত করে এবং জিহাদে নিজ রক্ত প্রবাহিত করে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ উত্তম জিহাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন-ঐ ব্যক্তি উত্তম জিহাদকারী যে জিহাদে তার ঘোড়াকে আঘাত করে এবং নিজের রক্ত প্রবাহিত করে।

## পাঠ-১২ : উত্তম শহীদ

### প্রশ্ন-১৮৭. কোন শহীদ সবচেয়ে উত্তম?

**উত্তর :** নাঈম বিন আম্মার (রা) থেকে ইমাম আহমদ ও ইমা, আবু ইয়ালা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল- কোন শহীদ সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- যারা জিহাদের সারিতে দাড়ায় এবং তাদের চেহারা অন্য কোন দিকে ফিরায় না এমন কি তারা জিহাদ করতে করতে শহীদ হয় তারা জান্নাতের উঁচু কক্ষে চলে যায়, তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের প্রতিপালক হাসেন আর যখন কোন বান্দার দিকে তাকিয়ে তার প্রতিপালক হাসেন তাহলে তার কোন হিসাব নেয়া হয় না।

**উপকারীতা :** উত্তম শহীদ হল যারা তাদের চেহারা পিছনের দিকে ফিরায় না বরং তারা আল্লাহর জন্য সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তাদের দিকে তাকিয়ে তাদের রব হাসেন। আর যার দিকে তাকিয়ে রব হাসেন তার কোন হিসাব নেই সে বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে।

## পাঠ-১৩ : জিহাদ ও শহীদের মর্যাদা

### প্রশ্ন-১৮৮. হে আল্লাহর রাসূল! শহীদরা ব্যতীত অন্য অন্য মুমিনরা কেন কবরে ফিতনার সম্মুখীন হবে?

**উত্তর :** রাশিদ বিন সা'দ (রা) থেকে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ -এর এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! হে আল্লাহর রাসূল! শহীদরা ব্যতীত অন্য অন্য মুমিনরা কেন কবরে ফিতনার সম্মুখীন হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- শহীদদের মাথার উপর চকচকে তরবারির ফিতনাই যথেষ্ট।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, কবরে মুমিনরা ফিতনার শিকার হবে তবে শহীদরা হবে না। কেননা তারা দুনিয়াতে তরবারির নিকটে তাদেরকে সপে দিয়ে সে ফিতনায় তারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাই তাদের কে কবরের ফিতানার শিকার হতে হবে না।

**প্রশ্নঃ-১৮৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন কাল দুর্গন্ধযুক্ত এবং খারাপ চেহারার ব্যক্তি আর আমার কোন সম্পদও নেই, আমি যদি এদের সাথে যুদ্ধ করি এবং শহীদ হয় তাহলে আমার স্থান কোথায় হবে?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, একজন কালো লোক রাসূল -এর কাছে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন কালো দুর্গন্ধযুক্ত এবং খারাপ চেহারার ব্যক্তি, আর আমার কোন সম্পদও নেই, আমি যদি এদের সাথে যুদ্ধ করি এবং শহীদ হই তাহলে আমার স্থান কোথায় হবে?

রাসূল বললেন- জান্নাতে।

তারপর সে জিহাদ করল এমনকি শহীদ হয়ে গেল। তার নিকটে নবী কারীম এসে বললেন- আল্লাহ তোমার চেহারাকে উজ্জ্বল করুক, তোমার ঘ্রাণকে সুগন্ধিময় করুক এবং তোমার সম্পদ বৃদ্ধি করুক।

**উপকারীতা :** নবী কারীম এক গরিব কালো ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে বললেন, সে যদি জিহাদ করে শহীদ হয় তাহলে সে জান্নাতে যাবে তার কালো ও গরিব হওয়ার কারণে জান্নাতে যেতে কোন সমস্যা হবে না।

**প্রশ্ন-১৯০. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে হারিসা সম্পর্কে বলবেন না? সে বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যদি সে জান্নাতী হয় তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করবো, আর তা না হলে আমি তার জন্য কাঁদবো।**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, উম্মে রবী বিনতে বারা যার অন্য নাম উম্মে হারেসা বিনতে সারাকা তিনি রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে হারিসা সম্পর্কে বলবেন না? সে বদরের যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন, যদি সে জান্নাতী হয় তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করবো, আর তা না হলে আমি তার জন্য কাঁদবো।

রাসূল ﷺ বললেন- হে উম্মে হারেসা! সে এখন জান্নাতের অন্তর, তোমার ছেলে ফেরদাউসের উঁচু স্থান পেয়েছে।

**উপকারীতা :** শহীদদের স্থান জান্নাতুল ফেরদাউসে যা সবচেয়ে উঁচু জান্নাত।

## পাঠ-১৪ : আক্রমণ ও প্লেগ রোগ

**প্রশ্ন-১৯১. হে আল্লাহর রাসূল! ইহাতো আক্রমণ যা আমরা চিনি তাহলে প্লেগ কি?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আহমদ, আবু ইয়ালা ও ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বললেন- আমার উম্মতকে আক্রমণ ও প্লেগ ব্যতীত অন্য কিছু ধ্বংস করতে পারবে না।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! ইহাতো আক্রমণ যা আমরা চিনি তাহলে প্লেগ কি?

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা হল উটের প্লেগ রোগের মতো, যেখানে এই রোগ সেখানে অবস্থানকারীর মর্যাদাকারী শহীদের মর্যাদা পাবে, তার থেকে পলায়নকারী যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারীর মতো।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে প্লেগ রোগ হলে সবর করে সেখানে অবস্থান করার নির্দেশ দেন। এবং সেখান থেকে অত্র চলে যেতে নিষেধ করেন।

## পাঠ-১৫ : যে তার হক্ব আদায় করতে গিয়ে মারা যায়

**প্রশ্ন-১৯২. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এব্যাপারে কি অভিমত যদি কোন ব্যক্তি আমার সম্পদ জোর করে নিতে চায়?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত যদি কোন ব্যক্তি আমার সম্পদ জোর করে নিতে চায়?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তোমার সম্পদ তাকে নিয়ে যেতে দিবে না।

লোকটি বলল- আপনার কি মত যদি সে আমাকে হত্যা করে?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি শহীদ।

লোকটি বলল- আপনার মত কি যদি আমি তাকে হত্যা করি?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে সে জাহান্নামে।

Contents



**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে ইহা জানা যে, কেউ যদি অন্যায় ভাবে সম্পদ নিয়ে যেতে চায় তাহলে তার সাথে লড়াই করা যাবে। আর এতে মারা গেলে শহীদ হবে আর যদি ঐ ডাকাত মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।

## পাঠ-১৬ : যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমা উঁচু করতে যুদ্ধ করবে

**প্রশ্ন-১৯৩.** হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা কাকে বলে?

**উত্তর :** আবু মুসা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করা কাকে বলে? কেননা আমাদের কেউ কেউ রাগান্বিত অবস্থায় যুদ্ধ করে আবার কেউ কেউ ক্রোধের অবস্থায় যুদ্ধ করে।

আল্লাহর রাসূল তার দিকে মাথা উঁচু করলেন- তারপর বললেন- যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার জন্য যুদ্ধ করে সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী।

**উপকারীতা :** আল্লাহর কালেমা উঁচু করার জন্য যুদ্ধ করলে তা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ হিসেবে কবুল হবে, আর অন্য কোন কারণে যুদ্ধ করলে তা জিহাদ হিসেবে কবুল হবে না।

# দশম অধ্যায় : বিবাহ তালাক ও ইদ্দত

## পাঠ-১ : অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী মহিলাকে বিবাহ করা

**প্রশ্ন-১৯৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন সম্মানিত উচ্চ বংশের ও সম্পদের অধিকারিণী মহিলা পেয়েছি বিয়ে করার জন্য, তবে সে বন্ধা আমি কি তাকে বিবাহ করবো?**

**উত্তর :** মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন সম্মানিত উচ্চ বংশের ও সম্পদের অধিকারিণী মহিলা পেয়েছি বিয়ে করার জন্য, তবে সে বন্ধা আমি কি তাকে বিবাহ করবো?

রাসূল তাকে নিষেধ করেছেন।

তারপর আরেক লোক আসলো তিনি তাকেও একই কথা বলেছেন।

তারপর তৃতীয় আরেক লোক আসল তিনি তাকে বললেন- তোমরা সন্তান জন্মদানকারিণী মহিলাকে বিবাহ কর কেননা আমি উম্মতের সংখ্যা বেশি হওয়া নিয়ে গর্ব করবো।

**উপকারীতা :** রাসূল ঐ সব মহিলাকে বিবাহ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন যারা অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী। এখানে এক প্রশ্ন হল, একজন অবিবাহিত মেয়েকে কিভাবে বুঝা যাবে, সে কম না বেশি সন্তান জন্ম দিবে। এর জবাব হল মেয়ের মায়ের সন্তান সংখ্যার দিকে লক্ষ্য করবে এতে তাকে তার মায়ের উপর আনুমান করা হবে।

## পাঠ-২ : স্বামীর উপর স্ত্রীর হক্ব

**প্রশ্ন-১৯৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি কি অধিকার আছে?**

**উত্তর :** মুয়াবিয়া বিন হায়দা থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের উপর আমাদের স্ত্রীদের কি কি অধিকার আছে?

রাসূল বললেন- তুমি খাওয়ার সময় তাকে খেতে দিবে, আর তুমি পরার সময় তাকেও পরতে দিবে, তার চেহারায় আঘাত করবে না, তাকে গালি দিবে না, তার ঘর ব্যতীত তাকে অন্য কোথাও ছেড়ে আসবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, স্ত্রী তার স্বামীর উপর হক্ব হল যখন সে খাবে তখন তাকেও খেতে দিবে আর সে যখন পরবে তখন তাকেও পরতে দিবে, তার চেহারায় আঘাত করবে না, তাকে গালি দিবে না, তাকে অন্যত্র ছেড়ে আসবে না।

## পাঠ-৩ : মহিলার উপর অধিক হক্বের অধিকারী ব্যক্তি

**প্রশ্ন-১৯৬. আমি রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করলাম মহিলার উপর অধিক হক্বদার ব্যক্তি কে?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বয্যার ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করলাম মহিলার উপর অধিক হক্বদার ব্যক্তি কে?

রাসূল বললেন- তার স্বামী।

আমি বললাম- পুরুষের উপর অধিক হক্বদার ব্যক্তি কে?

রাসূল বললেন- তার মা।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, মহিলার উপর অধিক হক্বদার ব্যক্তি হল তার স্বামী আর পুরুষের উপর অধিক হক্বদার ব্যক্তি হল তার মা।

## পাঠ-৪ : স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ব

**প্রশ্ন-১৯৭. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বলুন স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার কি? কেননা আমার স্বামী নেই। যদি আমি স্বামীর অধিকার আদায় করতে সক্ষম হই তাহলে বিবাহ করবো না হয় করবো না।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, খসআম গোত্রের এক মহিলা রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বলুন স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার কি? কেননা আমার স্বামী নেই। যদি আমি স্বামীর অধিকার আদায় করতে সক্ষম হই তাহলে বিবাহ করবো না হয় করবো না।

রাসূল বললেন- নিশ্চয়ই স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার হল যখন স্ত্রী কোন কঠিন কাজে থাকার পরেও স্বামী তার সাথে সহবাস করতে চায় স্ত্রী তাতে নিষেধ করবে না, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত নফল রোযা রাখবে না

যদি সে রাখে তবে সে শুধু ক্ষুধার্ত আর পিপাসার্ত থাকলো তার এই রোযা কবুল হবে না। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বাহির হবে না যদি বাহির হয় তাহলে তাকে আসমানের ফেরেশতারা রহমতের ফেরশতারা আযাবের ফেরেশতারা ফিরে আসা পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকে।

মহিলাটি বলল- অবশ্যই আমি কখনও বিবাহ করবো না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বার বুঝা যায়, স্বামী উপর যে সকল অধিকার আছে তাহল- প্রথমত স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে চাইলে স্ত্রী যত কঠিন কাজেই থাকুক না কেন সে তাতে বাধা দিবে না, আর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত রোযা নফল রোযা রাখা যাবে না যদি অনুমতি ব্যতীত রোয রাখে তাহলে সে শুধু ক্ষুধার্ত আর পিপাসার্ত থাকলো তার এই রোযা কবুল হবে না। আর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বাহির হবে না যদি বাহির হয় তাহলে তাকে আসমানের ফেরেশতারা রহমতের ফেরশতারা আযাবের ফেরেশতারা ফিরে আসা পর্যন্ত অভিসম্পাত করতে থাকে।

## পাঠ-৫ : স্ত্রী সন্তান ও পরিবারের জন্য ব্যয় করা

**প্রশ্ন-১৯৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে একটি দিনার আছে।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, এক দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবীদেরকে বললেন- তোমরা সদ্‌কাহ্‌ কর।

একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে একটি দিনার আছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি তা তোমার জন্য ব্যয় কর।

লোকটি বলল- আমার কাছে আরেকটি দিনার আছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি তা তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় কর।

লোকটি বলল- আমার কাছে আরেকটি দিনার আছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি তা তোমার সন্তানের জন্য ব্যয় কর।

লোকটি বলল- আমার কাছে আরেকটি দিনার আছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি তা তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় কর।

লোকটি বলল- আমার কাছে আরেকটি দিনার আছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি ভালো জানো কে অধিক অভাবে আছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কার জন্য কিভাবে সম্পদ ব্যয় করবে তা বর্ণনা করেছেন।

## পাঠ-৬ : যার তিনজন সন্তান মারা গেছে

**প্রশ্ন-১৯৯. যদি দুজন মারা যায়?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি আনাসারী এক মহিলাকে বললেন- যদি তোমাদের কারো তিনটি সন্তান মারা যায় তা তার জন্য জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যথেষ্ট।

একথা শুনে এক মহিলা বলল- যদি দুজন মারা যায়?

রাসূল বললেন- দুজন হলেও।

**উপকারীতা :** আল্লাহর রাসূল এই হাদীসে এই সুসংবাদ দিলেন যে যাদের দুটি সন্তান নাবালিগ অবস্থায় মারা যাবে ঐ সন্তান তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

**প্রশ্ন-২০০. হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা আপনার থেকে হাদীস শিখে যায়, সুতারাং আপনি আমাদের জন্য একটা দিন ঠিক করুন যে আমরা আপনার নিকটে আসবো আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিবেন।**

**উত্তর :** আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক মহিলা রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষেরা আপনার থেকে হাদীস শিখে যায়। সুতারাং আপনি আমাদের জন্য একটা দিন ঠিক করুন যে আমরা আপনার নিকটে আসবো আল্লাহ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিবেন।

রাসূল বললেন- তোমরা উমুক দিন উমুক জায়গায় মিলিত হবে, তারা রাসূল -এর নিকটে আসল এবং রাসূল তাদের তা শিক্ষা দিলেন যা তাকে আল্লাহ তায়ালা শিক্ষা দিয়েছেন, তারপর তিনি বললেন- তোমাদের মধ্যে কোন মহিলার যদি তিনটি সন্তান মারা যায়, তাহলে তা তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আড়াল করবে।

এক মহিলা বলল- যদি দুজন মারা যায়?

রাসূল বললেন- যদি দুজনও মারা যায়।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে আর পূর্ববর্তী হাদীসে একই কথা বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন-২০১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক তাই আমি ব্যভিচারের ভয় করছি এবং আমার এমন কিছু নেই যা দ্বারা আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করবো।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক তাই আমি ব্যভিচারের ভয় করছি এবং আমার এমন কিছু নেই যা দ্বারা আমি কোন মহিলাকে বিবাহ করবো।

তিনি তা শুনে চুপ করে ছিলেন।

আমি আবার তা বললাম, তিনি চুপ করেই ছিলেন।

আমি আবারও তা বললাম।

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হে আবু হুরায়রা! তুমি যা করবা তা লিখে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে। সুতারাং তোমার ইচ্ছা তুমি তা কর বা না কর।

**উপকারীতা :** আল্লাহর রাসূল আবু হুরাইরাকে বললেন, তুমি যা করবা তা কলম দ্বারা লেখা হয়ে গেছে। সুতারাং তুমি যে জিনার ভয় করছো তা তোমার তাকদীরে লেখা থাকলে তুমি করবে আর তাকদীরে লেখা না থাকলে করতে পারবে না।

## পাঠ-৭ : প্রশংসিত স্ত্রী

**প্রশ্ন-২০২. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত যদি আপনি কোন উপাত্যকায় অবতরণ করেন এবং সেখানে এক গাছ আছে যা থেকে খাওয়া হয়েছে আর আরেকটি গাছ আছে যার থেকে খাওয়া হয়নি আপনি কোন গাছ থেকে আপনার উটকে খাওয়াবেন?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত যদি আপনি কোন উপাত্যকায় অবতরণ করেন এবং সেখানে এক গাছ আছে যা থেকে খাওয়া হয়েছে আর আরেকটি গাছ আছে যার থেকে খাওয়া হয়নি আপনি কোন গাছ থেকে আপনার উটকে ঘাস খাওয়াবেন?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যে গাছ থেকে খাওয়ানো হয়নি সে গাছ থেকে।

Contents



**উপকারীতা :** এই হাদীসে কুমারী মেয়েকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা কুমারী মেয়ের সাথে প্রেম ভালোবাসা সম্পর্ক বেশি হয় এবং তারা অধিক প্রিয়। রাসূল ﷺ-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী হলেন আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা তাই তিনি রাসূলকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

**প্রশ্ন**-২০৩. হে আল্লাহর রাসূল! কোন মহিলা উত্তম?

**উত্তর :** মা'কাল বিন ইয়াসার রাযিআল্লাহু আনহু থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন মহিলা উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- স্বামী যখন তার দিকে তাকায় তখন সে তাকে খুশি করে, স্বামীর আদেশ মান্য করে, স্বামীর অছন্দনীয় হয় এমন ব্যক্তিগত ভাবে বা সম্পদের ক্ষেত্রে কোন প্রকার স্বামীর বিরোধিতা করে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে উত্তম স্ত্রীর গুণাবলী জানা যায়, আর তাহল সে সর্বদা তার স্বামীর বাধ্য থাকে, তার ব্যক্তিগত ভাবে তা সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে স্বামীর অপছন্দীয় এমন কোন কাজ করে না।

## পাঠ-৮ : প্রশংসিত স্বামী

**প্রশ্ন-২০৪. হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি গরিব ও নিম্ন বংশের হয়?**

**উত্তর :** আবু হাতিম মুযানী থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন- যখন তোমাদের নিকটে এমন কেউ আসে যার ধার্মিকতা ও আচার আচরণ নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট তাহলে তার নিকটে তোমরা মেয়ে বিবাহ দাও, আর যদি না দাও তাহলে জমিনে ফিতনা ফাসাদ বেড়ে যাবে।

সাহাবীগণ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুম বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! সে যদি গরিব ও নিম্ন বংশের হয়?

রাসূল ﷺ বললেন- যখন তোমাদের নিকটে এমন কেউ আসে যার ধার্মিকতা ও আচার আচরণ নিয়ে তোমরা সন্তুষ্ট তাহলে তার নিকটে তোমরা মেয়ে বিবাহ দাও।

তিনি এই কথা তিনবার বলেছেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কোন দ্বীনদার ছেলে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আসে তাহলে তার প্রস্তাব মেনে নেয়। যদিও সে গরিব হয় কেননা আল্লাহর নিকটে অধিক সম্মানের বিষয় হল তাকওয়া। সুতারাং যে যত বেশি দ্বীনদার হবে সে তত বেশি আল্লাহর প্রিয় হবে।

## পাঠ-৯ : দুগ্ধ সম্পর্ক

**প্রশ্ন-২০৫. হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার দুধ ভাই।**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে তিনটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, রাসূল (সা) আমার নিকটে আগমন করলেন তখন আমার নিকটে একলোক বসা ছিল, ইহা তার নিকটে অপছন্দ হল এবং আমি তার চেহারায় রাগের ভাব দেখলাম, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার দুধ ভাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি তোমার দুগ্ধ সম্পর্কের দিকে ভালো ভাবে দেখ কেননা দুগ্ধ সম্পর্ক হয় ক্ষুধা মিঠানোর জন্য দুধ পান করলে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায়। যারা আড়াই বছরের পূর্বে তাদের ক্ষুধা মিঠানোর জন্য দুধ পান করে। অন্য হাদীসে আসছে এক দুই বার চোষা দ্বারা দুগ্ধ সম্পর্ক হয় না। সুতারাং দুগ্ধ সম্পর্ক হবে যে দুধ পান করার দ্বারা ক্ষুধা মিঠে।

## পাঠ-১০ : মুহার্‌রমাত

**প্রশ্ন-২০৬. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার বোন বিনতে সুফিয়ানকে বিবাহ করুন।**

**উত্তর :** উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার বোন বিনতে সুফিয়ানকে বিবাহ করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কি তাকে ভালোবাস?

আমি বললাম- হ্যাঁ, আমি চাই ভালো কাজে আমার বোন অংশীদার থাকুক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইহা আমার জন্য হালাল না।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ তাহলে আমরা বলল আপনি দুর্‌রা বিনতে আবু সালমা কে বিবাহ করতে ইচ্ছুক।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- উম্মে সালমার মেয়ে?

আমি বললাম- হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আল্লাহর শপথ যদি তুমি আমার স্ত্রী না হতে তাহলেও তা আমার জন্য হালাল হত না কেননা সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে। আমাকে ও আবু সালমা কে সুয়াইবিয়া দুধ পান করিয়েছেন। সুতারাং

তোমরা আমার নিকটে তোমাদের মেয়ে ও বোনদের কে বিবাহর জন্য পেশ করবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা জানা যায় স্ত্রীর মেয়ে কে বিবাহ করা হারাম এবং দুই বোন কে একত্রে বিবাহ করা হারাম।

## পাঠ-১১ : অনুমতি গ্রহণ

**প্রশ্ন-২০৭. হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তার অনুমতি গ্রহণ করা হবে?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তোমরা অকুমারী মহিলাদের প্রকাশ্য আদেশ ব্যতীত বিবাহ দিবেনা আর কুমারী মেয়েদের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিবে না।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তার অনুমতি গ্রহণ করা হবে?

রাসূল বললেন- তার চুপ থাকা হল তার অনুমতি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যে মহিলার পূর্বে এক বিবাহ হয়েছে তার প্রকাশ্য অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না আর কুমারী মেয়ের অনুমতি ব্যতীত তাকে বিবাহ দেয়া যাবে না। তার অধিক লজ্জা থাকার কারণে তার বিবাহের প্রস্তাবে তার চুপ থাকা হল তার অনুমতি।

## পাঠ-১২ : পশ্চাদ্ভাগে সহবাস করা হারাম

**প্রশ্ন-২০৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ কেউ মরুভূমিতে থাকে এবং সাথে সামান্য পানি থাকে তখন পায়খানার রাস্তা দিয়ে যদি সামান্য বাতাস বের হয় তাহলে কি অযু করতে হবে?**

**উত্তর :** আলী বিন ত্বলক থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, এক বেদুইন রাসূল -এর নিকটে এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ কেউ মরুভূমিতে থাকে এবং সাথে সামান্য পানি থাকে তখন পায়খানার রাস্তা দিয়ে যদি সামান্য বাতাস বের হয় তাহলে কি অযু করতে হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- যখন তোমাদের কারো বায়ু নির্গত হবে সে অযু করবে। আর তোমাদের কেউ যেন স্ত্রীর পশ্চাদভাগে সহবাস না করে, আল্লাহ তায়ালা সত্য বর্ণনা করতে লজ্জা করেন না।

**প্রশ্ন-২০৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি দাস আছে আমি চাই তার সাথে আযল করতে এবং সে গর্ভবতী হওয়াটা আমি অপছন্দ করি, পুরুষরা যা করতে আশা করে আমি তার থেকে তা আশা করি, কিন্তু ইয়াহুদীরা বলে আযল হল ভ্রূণ হত্যা করার মতো।**

**উত্তর :** আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি দাস আছে আমি চাই তার সাথে আযল করতে এবং সে গর্ভবতী হওয়াটা আমি অপছন্দ করি, পুরুষরা যা করতে আশা করে আমি তার থেকে তা আশা করি, কিন্তু ইয়াহুদীরা বলে আযল হল জীবন্ত হত্যা করার মতো।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে, কেননা আল্লাহ যদি কোন কিছু সৃষ্টি করতে চান তাহলে তুমি তা ফিরাতে পারবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, আযল করা যাবে। আর আযল হল সহবাস করার সময় স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের বাহিরে বীর্যপাত করা। রাসূল ﷺ এই হাদীস দ্বারা বুঝাতে চাইছেন যে যদি আল্লাহ কোন কিছু সৃষ্টি করেন তাহলে আযল করলেও আল্লাহ সৃষ্টি করতে পারবেন। কেননা দেখা যায়, তুমি আযল করার ইচ্ছা করছো কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ইহা থেকে কিছু সৃষ্টি করবেন তাহলে তুমি আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম নয়। বরং আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

**প্রশ্ন-২১০. আমার একটি দাসী আছে আমি কি তার সাথে আযল করবো?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করল- আমার একটি দাসী আছে আমি কি তার সাথে আযল করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- নিশ্চয়ই তোমার আযল করা আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না।

তারপর একদিন লোকটি এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! দাসীটি গর্ভবতী হয়ে গেছে।

রাসূল ﷺ বললেন- আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ বললেন- আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল অর্থাৎ আমি যে তোমাকে বলেছি তোমার আযল আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করতে পারবে না, আমার এই কথা সত্য প্রমাণিত হল কারণ আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল আমি কোন কথা মিথ্যা বা নিজ থেকে বলি না।

**প্রশ্ন-২১১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সাথে আযল করি।**

**উত্তর :** জুদামা বিনতে ওহাব (রাঃ) থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সাথে আযল করি।

রাসূল ﷺ বললেন- কেন?

লোকটি বলল- আমি আমার সন্তানের প্রতি মায়ার কারণে।

রাসূল ﷺ বললেন- যদি তা ক্ষতি করা হতো তাহলে তা পারস্য ও রোম বাসীদেরও ক্ষতি করতো।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা রাসূল ﷺ বুঝাতে চাইছেন, যদি স্ত্রীর আবার গর্ভবতী হওয়া দুগ্ধপান করা পান করা সন্তানের ক্ষতির কারণ হতো তাহলে তা পারস্য ও রোমবাসীর ক্ষতি করতো তাই যা তাদের ক্ষতি করে না তা আমাদের ক্ষতি কেন করবে।

তবে আসল কথা হল সন্তান দুগ্ধ করা অবস্থায় আরেকটি সন্তান না নেওয়া ভালো এবং স্ত্রীর সাথে সহবাস কম করা ভালো। কেননা গর্ভে সন্তান আসলে কোলের শিশু যথেষ্ট দুধ পান করতে পারবে না।

## পাঠ-১৩ : স্ত্রীদের মাঝে বণ্টন

**প্রশ্ন-২১২. হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন সতীন, আমি যদি তার কাছে পরিতৃপ্ততা প্রকাশ করি এমন জিনিস দ্বারা যা আমার স্বামী আমাকে দেনা তাতে কি আমার কোন গুনাহ হবে?**

**উত্তর :** আসমা (রাঃ) থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক মহিলা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার একজন সতীন, আমি যদি তার কাছে পরিতৃপ্ততা প্রকাশ করি এমন জিনিস দ্বারা যা আমার স্বামী আমাকে দেয় নি তাতে কি আমার কোন গুনাহ হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- এমন জিনিস দ্বারা পরিতৃপ্ততা প্রকাশকারী যা তাকে দেয়া হয়নি সে তো দুটি মিথ্যার কাপড় পরিহিতার মতো।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সতীনের মনে আঘাত দেয়ার জন্য স্বামী যা না দিয়েছে তা দিয়েছে বলে প্রকাশ করা দ্বিগুণ মিথ্যা বলার মতো। সুতারাং ইহা করা জায়েয হবে না।

## পাঠ-১৪ : স্ত্রীকে প্রহার করা

**প্রশ্ন-২১৩. হে আল্লাহর রাসূল! মহিলারা তাদের স্বামীর অবাধ্য হচ্ছে।**

**উত্তর :** ইয়াস বিন আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, নবী কারীম (সা) বললেন- তোমরা আল্লাহর বান্দীদের কে প্রহার করবে না।

তারপর উমর রাযিআল্লাহু আনহু এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! মহিলারা তাদের স্বামীর অবাধ্য হচ্ছে। তখন রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে প্রহার করা অনুমতি দিয়েছেন।

এরপর অনেক মহিলারা অভিযোগ নিয়ে রাসূল ﷺ-এর পরিবারের নিকটে আসল যে তাদের স্বামীরা তাদের কে প্রহার করেছে।

তখন রাসূল ﷺ বললেন- সত্তরজন মহিলা মুহাম্মাদের পরিবারের নিকটে অভিযোগ করেছে, তারা তোমাদের কাউকে উত্তম হিসেবে পায়নি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, স্ত্রীকে প্রহার করা উত্তম ব্যক্তিদের কাজ নয় বরং স্ত্রীদের প্রহার করা নিম্নমানে কাজ। তাই স্ত্রী অবাধ্য হলে প্রথমে তাকে উপদেশ দিবে তারপর না কথা শুনলে তার থেকে বিছানা আলাদা করবে তারপরও কথা না শুনলে হালকা প্রহার করবে।

## পাঠ-১৫ : গাইরে মুহার্‌রামের সাথে একাকি অবস্থান করা নিষেধ

**প্রশ্ন-২১৪. হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের সম্পর্কে আপনার মত কি?**

**উত্তর :** উক্ববা বিন আমের রাযিআল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তোমরা মহিলাদের নিকটে গমন করা থেকে বেঁচে থাক।

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! দেবরের সম্পর্কে আপনার মত কি?

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- দেবর হল মরণতুল্য।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে গাইরে মুহার্‌রামের সাথে একাকী অবস্থান করতে নিষেধ করলেন। কেননা এতে শয়তানের ধোঁকায় ব্যভিচার করার সম্ভাবনা আছে। আর দেবর হল স্বামীর ছোট ভাই। রাসূল (সা) দেবরকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন কেননা দেবরের সাথে খারাপ সম্পর্ক হওয়ার অধিক আশংকা থাকে।

**প্রশ্ন-২১৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্ব করতে বাহির হয়েছে, আর আমি উমুক উমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একজন মুহার্‌রাম ব্যতীত কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে একাকী অবস্থান নিবে না।

তখন একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্ত্রী হজ্ব করতে বাহির হয়েছে, আর আমি উমুক উমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্ব কর।

**উপকারীতা :** নবী কারীম ﷺ প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে জিহাদ করা রেখে তার স্ত্রীর সাথে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা মহিলারা স্বামী বা মুহার্‌রাম ব্যতীত সফর করা হারাম।

## পাঠ-১৬ : তিন ত্বালাক প্রাপ্ত মহিলা
## অন্য স্বামী সহবাস করা ব্যতীত হারাম

**প্রশ্ন-২১৬. হে আল্লাহর রাসূল! রিফাআ আমাকে ত্বালাক দিয়েছে এখন সে আমার ত্বালাক ফিরিয়ে নিতে চায়, আমি তারপর আব্দুর রহমান বিন যুবাইর কুরাযীকে বিবাহ করেছি কিন্তু তার (পুরুষাঙ্গ) ঝুলন্ত কাপড়ের মতো।**

রাসূল ﷺ বললেন- সম্ভবত তুমি ফিরা'র কাছে ফিরে যেতে চাও, কখনও না যতক্ষণ না সে (বর্তমান স্বামী) তোমার স্বাদ গ্রহণ করে আর তুমি তার স্বাদ গ্রহণ কর।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যতক্ষণ না পরবর্তী কোন স্বামীর সাথে সহবাস না হবে ততক্ষণ পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য ঐ মহিলা হালাল হবে না যাকে তিন ত্বালাক দেয়া হয়েছে।

## পাঠ-১৭ : খুলআ

**প্রশ্ন-২১৭. হে আল্লাহর রাসূল! তার দ্বীনদারিতা ও চরিত্র নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই তবে আমি ঈমান আনার পর কুফরীকে অপছন্দ করি।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, কায়েসের পুত্র সাবিতের স্ত্রী রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! তার দ্বীনদারিতা ও চরিত্র নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই তবে আমি ঈমান আনার পর কুফরীকে অপছন্দ করি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কি তার বাগান ফিরিয়ে দিবে?

মহিলা বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তোমার বাগান নিয়ে যাও এবং তাকে এক ত্বালাক দাও।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি স্ত্রী কোন কারণবশত তার স্বামী থেকে ত্বালাক চাই তাহলে সে মোহরানা হিসেবে যা নিয়েছে তা তার স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

## পাঠ-১৮ : লিআন

**প্রশ্ন-২১৮. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে জিনা করা অবস্থায় পায় তাহলে কি সে এই বিষয়ে কথা বললে সাক্ষ্য না থাকায় তাকে দোর্‌রা মারা হবে অথবা সে তাকে হত্যা করার কারণে তাকেও হত্যা করা হবে নাকি সে ইহার কষ্ট নিয়ে চুপ করে থাকবে?**

**উত্তর :** ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আনসারী একলোক এসে রাসূল ﷺ-কে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কি মত যদি কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সাথে জিনা করা অবস্থায় পায় তাহলে কি সে এই বিষয়ে কথা বললে সাক্ষ্য না থাকায় তাকে দোর্‌রা মারা হবে অথবা সে তাকে হত্যা করার কারণে তাকেও হত্যা করা হবে নাকি সে ইহার কষ্ট নিয়ে চুপ করে থাকবে?

রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ! তুমি এর সমাধান করে দাও এই বলে দোয়া করতে লাগলেন। অতঃপর লিআনের আয়াত নাযিল হল।

তারপর রাসূল তাকে আয়াত নাযিল করে শুনালেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন আর বললেন- দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তি থেকে অনেক সহজ।

লোকটি বলল- না, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছে তার শপথ আমি আমার স্ত্রীর উপর মিথ্যা বলিনি।

তারপর লোকটির স্ত্রীকে ডাকলেন এবং তাকে উপদেশ দিলেন এবং বললেন- দুনিয়ার শাস্তি আখেরাতের শাস্তি থেকে অনেক সহজ।

মহিলা বলল- না, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছে তার শপথ সে মিথ্যাবাদী।

তারপর লোকটি সাক্ষ্য দেয়া শুরু করল, সে সত্যবাদী বলে চারবার সাক্ষ্য দিল। পঞ্চম বার বলল- যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার উপর আল্লাহর গযব।

তারপর মহিলা সাক্ষ্য দেয়া শুরু করল, সে (পুরুষ) মিথ্যাবাদী বলে চার বার সাক্ষ্য দিল। পঞ্চম বার বলল- যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে তার (মহিলার) উপর আল্লাহর গযব।

তারপর রাসূল তাদেরকে পৃথক করে দিলেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কেউ তার স্ত্রীকে অন্য কারো সাথে জিনা করতে দেখে এবং সে ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষ্য না পায় তবে সে এবং তার স্ত্রীর মাঝে লিআন হবে।

লিআনের পদ্ধতি হল- প্রথমে পুরুষ চার বার বলবে- আল্লাহর শপথ আমি সত্যবাদী। পঞ্চম বার বলবে যদি আমি মিথ্যাবাদী হই তাহলে আমার উপর আল্লাহর গযব।

তারপর স্ত্রী চারবার বলবে- আল্লাহর শপদ সে মিথ্যাবাদী। পঞ্চম বার বলবে যদি সে সত্যবাদী হয়ে থাকে তাহলে আমার উপর আল্লাহর গযব।

## পাঠ-১৯ : যার বিছানা তার সন্তান

**প্রশ্ন-২১৯.** হে আল্লাহর রাসূল! এই আমার ভাইয়ের উতবাহ্ বিন আবু ওয়াক্কাসের ছেলে আপনি তার সাদৃশ্যতা দেখুন।

আর আব্দুল্লাহ বিন জামআ বলল- হে আল্লাহর রাসূল! এই আমার ভাই সে আমার বাবার দাসী থেকে সে জন্মগ্রহণ করেছে।

**উত্তর :** আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস ও আব্দুল্লাহ বিন জামআ একটি ছেলেকে নিয়ে ঝগড়া করল।

সা'দ বলল- হে আল্লাহর রাসূল! এই আমার ভাইয়ের উতবাহ্ বিন আবু ওয়াক্কাসের ছেলে আপনি তার সাদৃশ্যতা দেখুন।

আর আব্দুল্লাহ বিন জামআ বলল- হে আল্লাহর রাসূল! এই আমার ভাই সে আমার বাবার দাসী থেকে সে জন্মগ্রহণ করেছে।

রাসূল তার সাদৃশ্যতা দেখলেন, অতঃপর তিনি স্পষ্টভাবে শিশুটির উতবায়ের সাদৃশ্যতা দেখতে পাইলেন। তারপর বললেন- হে আব্দুল্লাহ! এই শিশু তোমার, যার বিছানা (স্ত্রী বা দাসী) সন্তান তার আর যিনা কারীর জন্য পাথর।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটা হল জামা'র একটি দাসী উতবা বিন ওয়াক্কাসের সাথে জিনা করে গর্ভবতী হয়। যখন উতবা বিন ওয়াক্কাসের মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তখন সে তার ভাইকে ওসিয়াত করে গেল ঐ দাসীর গর্ভের সন্তানটি তার। যা যিনা করার দ্বারা হয়েছে যেমন ভাবে জাহিলিয়াতের যুগে করা হয়। যখন তার ভাই ছেলেটিকে নিতে আসল তখন আব্দুল্লাহ তার বিরোধিতা করল। তারপর তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে গেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তানটি আব্দুল্লাহক দিলেন। কেননা যে দাসীর গর্ভে এই সন্তান এসেছে তা আব্দুল্লাহর বাবার দাসী এবং বললেন- যার বিছানা অর্থাৎ যার স্ত্রী বা দাসী তাদের গর্ভের সন্তান ঐ ব্যক্তির জন্যই আর যে ব্যক্তি যিনা করল তার জন্য পাথর অর্থাৎ তার যিনা প্রমাণিত হলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা হবে।

### প্রশ্ন-২২০. হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি আমার ছেলে আমি তার মায়ের সাথে জাহিলি যামানায় যিনা করেছি।

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক ব্যক্তি এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! ঐ ব্যক্তি আমার ছেলে আমি তার মায়ের সাথে জাহিলি যামানায় যিনা করেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ইসলামে এর দাবি নেই, জাহিলি যামানার বিষয় চলে গেছে, যার বিছানা সন্তান তার।

**উপকারীতা :** ইসলামে এর দাবি নেই অর্থাৎ যিনাকারীর যিনার সন্তান কে তার দিবে সম্পর্ক করার দাবী ইসলামে নেই। আর জাহিলি যামানার বিষয় অতীত হয়ে গেছে। সুতারাং ইসলামের বিধান হল যার স্ত্রী বা দাসী সন্তান তারই হবে। সন্তানকে যিনাকারিকে দেয়া হবে না এবং তার নামে ডাকা হবে না।

## পাঠ-২০ : খারাপ ধারণা না করা ভালো ধারণা করা

**প্রশ্ন-২২১. আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- বনী ফাযারা থেকে এক লোক নবী কারীম ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান জন্ম দিয়েছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার কি উট আছে?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তার রং কেমন?

লোকটি বলল- লাল।

রাসূল ﷺ বললেন- তার মধ্যে কি অন্য রংয়ের দাগ আছে?

লোকটি বলল- হ্যাঁ আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তা কিভাবে আসল?

লোকটি বলল- সম্ভবত তা নির্গত পানি থেকে এসেছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তোমার সন্তানও নির্গত পানি থেকে এসেছে।

**উপকারীতা :** এই লোকের স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে আর তাই সে তা নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে এই বিষয়ে নালিশ করল। তখন রাসূল ﷺ তাকে উটের উদাহরণ দিয়েছে বুঝিয়েছেন। কেননা লাল উটের মাঝে অন্য রংও দেখা যায়। তাই বুঝা যায়, মানুষের মাঝে এরূপ প্রভাব পড়তে পারে। তাই সন্তান কালো হলে ইহা বলা যাবে না যে সন্তান যিনার মাধ্যমে হয়েছে। বরং আল্লাহ যাকে যেমন ইচ্ছা তেমন সৃষ্টি করেন। আবার দেখা যায়, পূর্ব পুরুষের কারো রং কালো থাকায় তার প্রভাবে পরবর্তী যে কোন বংশধরে কালো হতে পারে।

## পাঠ-২১ : জিহার

**প্রশ্ন-২২২. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সাথে জিহার করেছি এবং কাফ্‌ফারা দেয়ার আগেই তার সাথে সহবাস করেছি।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার স্ত্রীর সাথে জিহার করেছি এবং কাফ্‌ফারা দেয়ার আগেই তার সাথে সহবাস করেছি।

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ্ তোমাকে রহম করুক তুমি কেন ইহা করলে?

লোকটি বলল- চাঁদের আলোতে আমি তার পায়ের গহনা দেখেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর নির্দেশ পালন করার পূর্বে তুমি তার নিকটবর্তী হবে না।

**উপকারীতা :** জিহার করার পর কাফ্ফারা না দিয়ে স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। জিহারের কাফ্ফারা হল প্রথমত গোলাম আযাদ করা তাতে সক্ষম না হলে একাধারে ষাটটি রোযা রাখা তাতে সক্ষম না হলে ষাটটি জন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে।

**প্রশ্ন-২২৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইহা দুবার করেছি আর আমি এই ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ মেনে নিতে রাজি। সুতারাং আপনি আল্লাহর হুকুম অনুসারে আমার বিচার করুন।**

**উত্তর :** সালামা বিন সাখর (রাঃ) থেকে ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, আহমদ ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি একজন লোক যার স্ত্রী সহবাসের প্রতি তীব্র আকর্ষণ যাতে অন্যরা এত আকর্ষিত না। সুতারাং যখন রমজান মাস আসল আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার ভয়ে তার সাথে জিহার করেছি। রমজান মাস চলে যাওয়ার পর একদিন সে আমার খেদমত করতেছিল আর এমন সময় তার কিছু অঙ্গ আমার সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়াতে আমি তার সাথে সহবাস করি। যখন সকাল হল আমি আমার জাতিকে ইহা সম্পর্কে জানালাম এবং বললাম- আমাকে নিয়ে রাসূল ﷺ-এর নিকটে চল। তারা বলল- আল্লাহর শপথ যাব না। তারপর আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসলাম এবং তা তাকে জানালাম।

রাসূল ﷺ বললেন- হে সালামা তুমি কি এরূপ করেছো?

আমি বললাম-হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইহা দুবার করেছি আর আমি এই ব্যাপারে আল্লাহর আদেশ মেনে নিতে রাজি। সুতারাং আপনি আল্লাহর হুকুম অনুসারে আমার বিচার করুন।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি একটি দাস আযাদ কর।

আমি আমার দাসের বুকে হাত মেরে বললাম- যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছে তার শপথ আমি এই গোলামটি ছাড়া অন্য কোন গোলাম নেই।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি দুই মাস একটানা রোযা রাখ।

আমি বললাম- আমি এই অপরাধতো রোযার কারণে করেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি এক ওসাক খেজুর ষাট মিসকিনকে খাওয়াবে।

আমি বললাম- যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার শপথ আমরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় রাত্র কাটাই খানা না থাকায়।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বনী যুরাইকের সদ্‌কাহ্ উসূলকারীর নিকটে যাও তাহলে সে তোমাকে খাবার দিবে, তা দ্বারা তুমি ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াবে এবং বাকিগুলো তুমি ও তোমার পরিবার খাবে।

**উপকারীতা :** জিহার হল যাদের সাথে বিবাহ্ হারাম তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করা। আর ইহা করলে কাফ্‌ফারা দেয়া ব্যতীত স্ত্রীর সাথে সহবাস করা হারাম। আর কাফ্‌ফারা হল প্রথমত গোলাম আযাদ করা তাতে সক্ষম না হলে একাধারে ষাটটি রোযা রাখা তাতে সক্ষম না হলে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াতে হবে। যদি কাফ্‌ফারা আদায় করা ব্যতীত স্ত্রী সহবাস করে তাহলে তাকে দ্বিগুন কাফ্‌ফারা দিতে হবে না বরং একবারই কাফ্‌ফারা দিতে হবে। আর যে ভাবেই হোক কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে, কেননা কাফ্‌ফারা যতক্ষণ আদায় করবে না ততক্ষণ এই স্ত্রীর সাথে সহবাস করা জায়েয হবে না। অক্ষমতার কারণে কাফ্‌ফারা বাতিল হবে না। (আল্লাহ সব বিষয়ে ভালো জানেন)।

## পাঠ-২২ : একত্রে দুই বোনকে স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম

### প্রশ্ন-২২৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি অথচ দুই বোন একত্রে আমার স্ত্রী হিসেবে আছে।

**উত্তর :** ফায়রুজ দাইলামী رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি নবী কারীম ﷺ-এর নিকটে এসে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি অথচ দুই বোন একত্রে আমার স্ত্রী হিসেবে আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তাদের একজনকে পছন্দ করে রাখ।

অন্য বর্ণনা এসেছে- তুমি তাদের একজনকে ত্বালাক দাও।

**উপকারীতা :** ফায়রুজ ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসূল ﷺ-কে বলল দুই বোন একত্রে তার স্ত্রী হিসেবে আছে। রাসূল ﷺ তাকে একটি স্ত্রী হিসেবে রেখে আরেকটিকে ত্বালাক দেয়ার কথা বললেন। অধিকাংশ আলেমের মতে দুই বোন বিবাহ করলে যাকে ইচ্ছা তাকে রাখতে পারবে আর যাকে ইচ্ছা তাকে ত্বালাক দিতে পারবে। তবে হানাফী আলেমদের মতে, যদি

Contents



একত্রে দুই বোনকে বিবাহ করে তাহলে বিবাহ বাতিল আর যদি আগ পর করে বিবাহ করে তাহলে প্রথম বিবাহ সহীহ হবে আর পরের বিবাহ বাতিল।

**প্রশ্ন-২২৫. হে আল্লাহর রাসূল! সে আমার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে আপনি কি তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করে আসল, তারপর তার স্ত্রীও ইসলাম গ্রহণ করে আসল।

লোকটি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! সে (আমার স্ত্রী) আমার সাথে ইসলাম গ্রহণ করলো আপনি আমার নিকটে তাকে ফিরিয়ে দেন।

অতঃপর রাসূল ﷺ তার স্ত্রীকে তার নিকটে ফিরিয়ে দিলেন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ লোকটির স্ত্রীকে তার নিকটে ফিরিয়ে দিল সে তোমার স্ত্রী এই কথা বলে। বুঝা যায়, স্বামী-স্ত্রী একত্রে ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের জন্য নতুন করে বিবাহ করা আবশ্যক না।

**প্রশ্ন-২২৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আর আমার স্ত্রী আমার ইসলাম সম্পর্কে জানে।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-এর যুগে এক মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছে, এবং সে অন্যত্র বিবাহ করেছে। তারপর তার প্রথম স্বামী রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি আর আমার স্ত্রী আমার ইসলাম সম্পর্কে জানে।

রাসূল ﷺ ঐ মহিলার দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে তাকে প্রথম স্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেন।

**উপকারীতা :** যদি স্বামী স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণ করার পর অন্য জন ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের বিবাহ ঠিক থাকবে।

তবে হানাফীদের মতে, নও মুসলিম স্বামী বা স্ত্রীর বিবাহ সম্পর্ক তিনটি কারণে ভেঙ্গে যাবে। তাহল-

প্রথমত, ইদ্দত শেষ হলে।

দ্বিতীয়ত, একজন অন্যজনের নিকটে ইসলাম পেশ করল আর সে তা প্রত্যাখ্যান করল।

তৃতীয়ত, তাদের যে কোন একজন ইসলামী রাষ্ট্র থেকে অমুসলিম রাষ্ট্রে চলে গেলে।

Contents



## পাঠ-২৩ : আশ্রয়দান

**প্রশ্ন-২২৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমার এই ছেলের জন্য আমার পেট আশ্রয়স্থান, আর আমার স্তন তার পানীয়, এবং আমার কোল তার বিশ্রামের স্থান, অথচ তার বাবা আমাকে ত্বালাক দিয়েছে এবং তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ থেকে ইমাম আবু দাউদ, হাকিম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, এক মহিলা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার এই ছেলের জন্য আমার পেট আশ্রয়স্থান, আর আমার স্তন তার পানীয়, এবং আমার কোল তার বিশ্রামের স্থান, অথচ তার বাবা আমাকে ত্বালাক দিয়েছে এবং তাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি অন্য আরেকটি বিবাহ না করা পর্যন্ত এই ছেলের অধিক হক্বদার।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ত্বালাক দেয়ার পর যদি তাদের সন্তান থাকে তাহলে মহিলা অন্যত্র বিবাহ করার পূর্বে সে এই সন্তানের অধিক হক্ব তার ইহা অধিকাংশ আলেমের মত।

**প্রশ্ন-২২৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী চাইছে আমার সন্তান কে নিয়ে যেতে অথচ সে আমাকে ইমবা নামক কূপ থেকে পানি পান করা এবং আমার উপকার করে।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা ﷺ থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক মহিলা নবী কারীম ﷺ-এর নিকটে আসল তখন আমি নবী কারীম ﷺ-এর সাথে ছিলাম।

মহিলাটি বলল-হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী চাইছে আমার সন্তানকে নিয়ে যেতে অথচ সে আমাকে ইমবা নামক কূপ থেকে পানি পান করা এবং আমার উপকার করে।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা তার জন্য লটারী কর।

মহিলার স্বামী বলল- কে আমার সন্তানকে নিয়ে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করবে?

রাসূল ﷺ ছেলেটিকে বলল- এই তোমার বাবা এই তোমার মা তোমার ইচ্ছা তুমি তাদের যে কোন একজনের হাত ধর।

ছেলেটি তার মায়ের হাত ধরল এবং তার মা তাকে নিয়ে চলে গেল।

Contents



**উপকারীতা :** এই হাদীসে একজন মহিলা তার স্বামী তার সন্তানকে নিয়ে যায় এই ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর নিকটে অভিযোগ করলে রাসূল (সা) প্রথমে লটারী দিতে চাইছেন কিন্তু মহিলার স্বামী তা না মানার কারণে রাসূল ছেলেকে তাদের দু জনের একজনকে পছন্দ করার কথা বললেন এবং ছেলে তার মাকে পছন্দ করে।

বাবা মায়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হলে তাদের ছেলে মেয়ে কত দিন মায়ের আশ্রয়ে থাকবে তা নিয়ে ইমামগণ মতানৈক্য করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী ও ইসহাকের মতে সাত বা আট বছর।

ইমাম আবু হানিফার মতে, ছেলে যত দিন নিজে নিজে খেতে ও পরতে না পারবে ততদিন মায়ের সাথে থাকবে। আর মেয়ের যতদিন মাসিক শুরু না হবে ততদিন মায়ের সাথে থাকবে।

ইমাম মালিকের মতে, মা মেয়ের অধিক হক্বদার যতদিন না মেয়ের মাসিক শুরু হয়। আর বাবা ছেলে অধিক হক্বদার যতদিন না ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হয়।

## পাঠ-২৪ : অকুমারীর সম্মতি স্পষ্ট কথার দ্বারা কুমারীর সম্মতি চুপ থাকার দ্বারা অনুমতি

### প্রশ্ন-২২৯. হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের নিকট কি বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে?

**উত্তর :** আয়েশা رضي الله عنها থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের নিকট কি বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ।

আমি বললাম- যখন কুমারীর নিকটে অনুমতি চাওয়া হয় তখন সে তো লজ্জায় চুপ থাকে।

রাসূল ﷺ বললেন- তার চুপ থাকাই হল অনুমতি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, মেয়েদের নিকটেও বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি চাইতে হবে। যারা অকুমারী তারা মুখে স্বীকৃতি দিবে আর যারা কুমারী তারা চুপ থাকলে তাই তাদের অনুমতি বুঝা যাবে।

## একাদশ অধ্যায় : ফারায়েজ ওসিয়াত ও আযাদকরণ

### পাঠ-১ : বন্টনের মধ্যে ন্যায়নীতি

**প্রশ্ন-২৩০. হে আল্লাহর রাসূল! আমি নোমানকে আমার সম্পত্তি থেকে এটা এটা দান করলাম।**

**উত্তর :** নোমান বিন বাশীর থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমাকে নিয়ে আমার বাবা রাসূল -এর নিকটে গিয়ে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি নোমানকে আমার সম্পত্তি থেকে এটা এটা দান করলাম।

রাসূল বললেন- তোমার প্রত্যেক সন্তানকে এরূপ দিয়েছ?

আমার বাবা বলল- না।

রাসূল বললেন- তাহলে তুমি অন্য কাউকে এই ব্যাপারে সাক্ষ্য রাখ।

তারপর রাসূল বললেন- তোমার প্রত্যেক সন্তান তোমার প্রতি সমান সদাচারণ করুক এতে কি তুমি খুশি হবে?

আমার বাবা বলল- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- আল্লাহকে ভয় কর এবং সন্তানদের মাঝে সমবন্টন কর।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সন্তানদের মাঝে সমবন্টন করতে হবে এবং রাসূল নোমান -এর বাবাকে সন্তানদের মাঝে অসমবন্টনে আল্লাহকে ভয় করার কথা বললেন। তবে তা হারাম কিনা এই নিয়ে ইমামদের মতে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফীয়ের মতে সন্তানদের মাঝে অসমবন্টন হারাম। অন্যদের মতে তা মাকরুহ।

### পাঠ-২ : সন্তানদের মিরাস

**প্রশ্ন-২৩১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিভাবে আমার সম্পদ বণ্টন করবো?**

**উত্তর :** জাবির থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল ও আবু বকর আমাকে দেখতে এসেছেন তখন আমি অজ্ঞান ছিলাম, রাসূল পানি আনার জন্য বললেন। তারপর তিনি অযু করেছেন এবং আমার চেহারা পানির ছিটকা দিলেন এতে আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিভাবে আমার সম্পদ বণ্টন করবো?

এতে আয়াত নাযিল হয়-

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِيٓ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

অর্থ- আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, পুরুষের জন্য দু মেয়ের অংশের সমান। যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ আর যদি শুধু একজন মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সম্পত্তির অর্ধেক।

**উপকারীতা :** এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মিরাসের সম্পদ বণ্টনের নিয়ম বলেছেন আর তা হল যদি ছেলে মেয়ে উভয় থাকে তাহলে দুই মেয়ের সমান এক ছেলে পাবে আর যদি ছেলে না থাকে শুধু মেয়ে থাকে, মেয়ের সংখ্যা যদি দুয়ের বেশি হয় তাহলে তারা সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে আর যদি মেয়ে একজন হয় তাহলে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে।

**প্রশ্ন-২৩২. হে আল্লাহর রাসূল! এই দুটি সা'দ বিন রবীয়ার মেয়ে, তাদের বাবা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, তাদের চাচা তাদের সকল সম্পত্তি দখল করেছে তাদের জন্য কিছুই রাখেনি আর সম্পত্তি ছাড়াতো তাদের বিবাহ দেয়াও সম্ভব না।**

**উত্তর :** জাবির রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- সা'দ বিন রাবীয়ার স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! এই দুটি সা'দ বিন রবীয়ার মেয়ে, তাদের বাবা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, তাদের চাচা তাদের সকল সম্পত্তি দখল করেছে তাদের জন্য কিছুই রাখেনি আর সম্পত্তি ছাড়াতো তাদের বিবাহ দেয়াও সম্ভব না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আল্লাহ এর বিধান দিবেন।

তারপর মিরাসের আয়াত নাযিল হয়-

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

অর্থ- আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, পুরুষের জন্য দু মেয়ের অংশের সমান। যদি তারা দুয়ের অধিক মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে তাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ আর যদি শুধু একজন মেয়ে হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য সম্পত্তির অর্ধেক।

তারপর রাসূল ﷺ তাদের চাচার নিকটে লোক পাঠালেন এবং বললেন- তুমি সা'দের মেয়েদেরকে দুই-তৃতীয়াংশ দাও এবং তার স্ত্রীকে আট ভাগের এক অংশ দাও আর বাকি যা থাকে তা তুমি নাও।

**উপকারীতা :** ছেলেকে মেয়ের দ্বিগুন দেয়ার কারণ হল ছেলের উপর অনেকের বরণ পোষণের দায়িত্ব আছে যা মেয়ের উপর নেই। যেমন ছেলে তার নিজের খরচ তার সন্তানদের খরচ বাবা মা বেঁচে থাকলে তাদের খরচ বহন করতে হয়। আর মেয়েকে কারো খরচ বহন করতে হয়নি তথাপি তার খরচও তার স্বামী বহন করে। সুতারাং এ দিক বিবেচনা করলে বুঝা যায়, ছেলে থেকে মেয়েকে ইসলামে বেশি অধিকার দিয়েছে।

## পাঠ-৩ : কালালা ও ভাই বোনদের মিরাস

**প্রশ্ন-২৩৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমার ওয়ারিশ হবে ভাই বোন?**

**উত্তর :** জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি অজ্ঞান অবস্থায় আমার নিকটে রাসূল ﷺ এসেছেন। তারপর তিনি অযু করেছেন এবং আমার উপরে পানির ছিটকা দিয়েছেন এতে আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার ওয়ারিশ হবে ভাই বোন?

তারপর এই আয়াত নাযিল হয়-

يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِي الْكَلٰلَةِ

**উপকারীতা :** এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কালালার বিধান বর্ণনা করেন। কালালা হল ঐ ব্যক্তি যার ছেলে মেয়ে বা বাবা কেউ জীবিত নেই এবং তার ভাই বোন তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে। যদি এক বোন হয় তাহলে সে সম্পত্তির অর্ধেক পাবে আর যদি দুই বোন হয় তাহলে তার সম্পত্তির

দুই-তৃতীয়াংশ পাবে আর যদি ভাই বোন উভয় থাকে তাহলে দুই বোনের সমান এক ভাই পাবে।

**প্রশ্ন-২৩৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কালালা সম্পর্কে ফতওয়া দিন, কালালা কি?**

**উত্তর :** জাবির থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল -এর নিকটে এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কালালা সম্পর্কে ফতওয়া দিন, কালালা কি?

রাসূল বললেন- তুমি ইহা বুঝার জন্য সইফের আয়াত যথেষ্ট।

আমি আবু ইসহাককে বললাম- কালালা হল ঐ ব্যাক্তি যার বাবা ও সন্তান কেউ জীবিত নেই।

তিনি বললেন- তারা এরূপই মনে করত।

**উপকারীতা :** কালালা হল ঐ ব্যক্তি যে মারা গেল অথচ তার সন্তান বা তার বাবা জীবিত নেই। তার সম্পত্তির মালিক হবে তার ভাই বোন।

## পাঠ-৪ : দাদা-দাদীর মিরাস

**প্রশ্ন-২৩৫. আমার নাতী মারা গেছে তার মিরাস থেকে আমার জন্য কি আছে?**

**উত্তর :** ইমরান বিন হুসাইন থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, এক লোক রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- আমার নাতী মারা গেছে তার মিরাস থেকে আমার জন্য কি আছে?

রাসূল বললেন- তোমার জন্য ছয় ভাগের এক অংশ।

যখন সে চলে যাচ্ছে তখন রাসূল তাকে ডেকে বলল- তোমার জন্য আরো ছয় ভাগের এক অংশ।

**উপকারীতা :** বাবা না থাকলে দাদা ছয় ভাগের এক অংশ পাবে। আর বাবা জীবিত থাকলে দাদা পাবে না। এই হাদীসে দাদাকে প্রথমে ছয় ভাগের এক অংশ দেয়া হয় পরে আবার ছয় ভাগের এক অংশ আসাবা হিসেবে দেয়া হয়। কারণ মৃত ব্যক্তির ছেলে না থাকায় দুই মেয়েকে দেয়ার পর বাকি অংশ দাদাকে আসাবা হিসেবে দেয়া হয়েছে।

## পাঠ-৫ : নিকটাত্মীয়দের মিরাস

**প্রশ্ন-২৩৬. হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার হুকুম কি?**

**উত্তর :** তামীম আদ্দারী (রাঃ) থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তার হুকুম কি?

রাসূল ﷺ বললেন- সে সকল মানুষ থেকে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির (যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে) জীবনে ও মরণে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলাম গ্রহণকারী কোন ওয়ারিশ না রেখে মারা যায় তাহলে তার সে যার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছে সে ব্যক্তি তার সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে ইহা হানাফী ইমামদের মতে। তবে অন্য অন্য ইমামদের মতে তার সম্পত্তি বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে।

## পাঠ-৬ : এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করা

**প্রশ্ন-২৩৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক সম্পত্তি আছে এবং আমার মেয়ে ব্যতীত আর কোন ওয়ারিশ নেই আমি কি আমার সব সম্পত্তি ওসিয়াত করে যাব?**

**উত্তর :** সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, আমি মক্কা বিজয়ের বছর খুব অসুস্থ হয়ে যাই এবং এর দ্বারা মৃত্যুর আশঙ্কা করেছি, তখন আমাকে দেখার জন্য রাসূল ﷺ আসলেন।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার অনেক সম্পত্তি আছে এবং আমার মেয়ে ব্যতীত আর কোন ওয়ারিশ নেই আমি কি আমার সব সম্পত্তি ওসিয়াত করে যাব?

রাসূল ﷺ বললেন- না।

আমি বললাম- তাহলে দুই-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করি?

রাসূল ﷺ বললেন- না।

আমি বললাম- তাহলে অর্ধেকাংশ ওসিয়াত করি?

রাসূল ﷺ বললেন- না।

আমি বললাম- তাহলে এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করি?

রাসূল ﷺ বললেন- এক-তৃতীয়াংশ ইহা অনেক, তুমি তোমার ওয়ারিশকে গরিব রেখে যাওয়ার থেকে ধনী রেখে যাওয়া উত্তম, তুমি কোন কিছু ব্যয় কর এতে তোমার জন্য প্রতিদান লেখা হয় এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে এক লোকমা খাদ্য তুলে দেয়ার কারণেও তোমার জন্য প্রতিদান লেখা হয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বুঝা যায় এক তৃতীয়াংশের বেশি দান করা জায়েয নেই এবং নিজ সন্তানদের গরিব অবস্থায় রেখে যাওয়া থেকে তাদের স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাওয়া উত্তম। কেননা সবকিছু অন্যের জন্য দান করে সন্তানরা সম্পদ না থাকার কারণে মানুষের কাছে হাত পাতবে তাই রাসূল ﷺ লোকটিকে সব সম্পত্তি দান করতে নিষেধ করেছেন। আর রাসূল ﷺ পরিবারের প্রতি ব্যয় করার দ্বারা নেকী লেখা হয় এমন কি স্ত্রীকে ভালোবেসে তার মুখে এক লোকমা খাওয়ার তুলে দেয়ার দ্বারাও সওয়াব হাসিল হয়।

## পাঠ-৭ : ইয়াতীমের মাল থেকে অভিভাবক খেতে পারবে

**প্রশ্ন-২৩৮. আমি গরিব আমার কিছুই নেই তবে একটি ইয়াতীম আমার নিকটে আছে।**

**উত্তর :** আমর বিন শুয়াইব (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে তার পিতা তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- আমি গরিব আমার কিছুই নেই তবে আমার একটি ইয়াতীম আমার নিকটে আছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তার সম্পদ থেকে অপচয় ও অতিরিক্ত খরচ করা ব্যতীত প্রয়োজন অনুসারে খাও।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, গরিব ব্যক্তির নিকটে যদি কোন ইয়াতীম থাকে তাহলে সে তার সম্পদ পরিচালনা করার কারণে তা থেকে অপচয় ও অতিরিক্ত খরচ করা ব্যতীত প্রয়োজন অনুসারে খরচ করতে পারবে।

**প্রশ্ন-২৩৯. রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আবু যর (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও তার পথে জিহাদ করা।

আমি বললাম- কোন দাস আযাদ করা সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- যার মূল্য বেশি এবং তা তার মালিকের নিকটে উৎকৃষ্ট।

আমি বললাম- যদি আমি ইহা করতে না পারি?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

আমি বললাম- যদি আমি ইহা করতে না পারি?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাক তাহলে ইহা সদ্‌কাহ্ হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সবচেয়ে উত্তম আমল হল আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা তারপর তার পথে জিহাদ করা। আর সবচেয়ে উত্তম গোলাম আযাদ করা হল যার দাম বেশি এবং যা মালিকের নিকটে অধিক প্রিয়। তাতে যদি সক্ষম না হয় তাহলে অক্ষম ব্যক্তিকে সাহায্য সহযোগিতা করা। তাতেও সক্ষম না হলে মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকা।

Contents



# দ্বাদশ অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়

## পাঠ-১ : হালাল রিযিক অন্বেষণ করা

**প্রশ্ন-২৪০. হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে আর আমার পিতা আমার সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী।**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে আর আমার বাবা আমার সম্পদের প্রতি মুখাপেক্ষী।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার বাবার।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, ছেলের সম্পত্তি বাবা হক্বদার এবং বাবা মা তাদের প্রয়োজন অনুসারে ছেলের সম্পদ থেকে খরচ করতে পারবে। যখন বাবা মার জন্য খরচ করা সর্বদা ছেলের উপর ওয়াজিব।

## পাঠ-২ : ক্রয়-বিক্রয়ে সত্যকথা বলা

**প্রশ্ন-২৪১. একলোক রাসূল ﷺ -এর নিকটে বলল, সে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা খায়।**

**উত্তর :** ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে বলল সে ক্রয় বিক্রয়ে ধোঁকা খায়।

রাসূল ﷺ বললেন- যখন তুমি কোন কিছু ক্রয় করবে তখন বলবে কোন ধোঁকাবাজী নেই।

**উপকারীতা :** লোকটি মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণে তার স্মৃতি শক্তি কম ছিল ও সে কথা অস্পষ্ট ভাবে কথা বলতো এই কারণে সে ক্রয় বিক্রয়ে ধোঁকা খেত। তাই সে রাসূল ﷺ -এর নিকটে তা অভিযোগ করে রাসূল (সা) তার অভিযোগ শুনে তাকে বললেন তুমি যখন বেচা-কেনা করবে তখন বলবে ইসলামে কোন ধোঁকাবাজীর স্থান নেই।

## পাঠ-৩ : বিক্রয়কৃত জিনিসের শর্ত

**প্রশ্ন-২৪২. হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জন্তুর চর্বির ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তা দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়া হয়, চামড়ায় তেল মাখা হয় এবং তা দ্বারা মানুষ প্রদীপ জ্বালায়।**

**উত্তর :** জাবির থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি মক্কা বিজয়ের বছর রাসূল -কে বলতে শুনেছেন- আল্লাহ ও তার রাসূল মদ, মৃত জন্তু, শুকুর ও মূর্তি হারাম করেছেন।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! মৃত জন্তুর চর্বির ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তা দ্বারা নৌকায় প্রলেপ দেয়া হয়, চামড়ায় তেল মাখা হয় এবং তা দ্বারা মানুষ প্রদীপ জ্বালায়।

রাসূল বললেন- না, তা হারাম।

তারপর রাসূল বললেন- আল্লাহ ইয়াহুদিদেরক হত্যা করুক, তাদের উপর চর্বিকে হারাম করা হয়, তারা তা জমা করে বিক্রয় করত এবং তার বিক্রয় করা মূল্য ভক্ষণ করতো।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল কতিপয় বস্তুকে হারাম করেছেন আর তা হল মদ, মৃত প্রাণী, শুকুর ও মূর্তি। আর রাসূল এখানে ইয়াহুদীদের কথা উল্লেখ্য করে বললেন, তাদের উপরে চর্বি হারাম করা হয়েছে তারা চর্বি জমা করতো এবং তা বিক্রয় করে তার মূল্য ভক্ষণ করতো। ইহা দ্বারা রাসূল বুঝালেন যা খাওয়া হারাম তা ক্রয়-বিক্রয় করাও হারাম এবং তার বিক্রয় টাকাও খাওয়া হারাম।

## পাঠ-৪ : মূল্য নির্ধারণ

**প্রশ্ন-২৪৩. হে আল্লাহর রাসূল! মূল্য অধিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন।**

**উত্তর :** আনাস থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- মানুষ বলল- হে আল্লাহর রাসূল! মূল্য অধিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনি আমাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করে দিন।

রাসূল বললেন- আল্লাহ হচ্ছেন মূল্য নির্ধারক, কবজকারী, প্রশস্তকারী এবং রিযিক্দাতা। আর আমি অবশ্যই চাই আল্লাহ্ তায়ালা তা নির্ধারণ করুক এবং তোমাদের কেউ আমার নিকটে জান ও মালের ব্যাপারে অবিচার চাইবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া হারাম। কেননা এতে বিক্রেতার ক্ষতির সম্মুখীন হবে আর ইহা অধিকাংশ আলেমের অভিমত। তবে ইমাম মালেকের মতে মূল্য নির্ধারণ করে দেয়া জায়েয আছে।

## পাঠ-৫ : প্রতিবেশির অধিকার

**প্রশ্ন-২৪৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমার জমিনে কেউ শরীক নেই এবং এতে কারো অংশ নেই তবে আমার প্রতিবেশী আছে।**

**উত্তর :** আবু রাফে থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার জমিনে কেউ শরীক নেই এবং কারো অংশ নেই তবে আমার প্রতিবেশী আছে।

রাসূল বললেন- প্রতিবেশী ঐ জমিতে সেচ করার অধিক হক্বদার।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, জমি বিক্রয় করার ক্ষেত্রে পাশে যার জমি থাকে সে জমি ক্রয় করার অধিক হক্বদার। সুতরাং যদি কেউ জমি বিক্রয় করতে চায় এবং পাশের জমির মালিক নির্ধারিত মূল্যে জমি ক্রয় করতে চায় তাহলে ঐ জমি অন্যের নিকটে বিক্রয় করা যাবে না, বরং পাশের জমির মালিকের নিকটে বিক্রয় করতে হবে ইহাকে হক্বে 'শুফ্আ' বলে।

## পাঠ-৬ : স্বামীর সম্পদ থেকে দান করা

**প্রশ্ন-২৪৫. হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যও না?**

**উত্তর :** আবু উমামা থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেককে তার হক্ব নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাই ওয়ারিশদের জন্য কোন ওসিয়াত নেই, আর স্ত্রী তার ঘর থেকে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন কিছু দান করতে পারবে না।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যও না?

রাসূল বললেন- ইহাতো আমাদের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা সম্পত্তির অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তাদের জন্য মৃত ব্যক্তি ওসিয়াত করে যেতে পারবে না। অর্থাৎ তাদের কারো জন্য সম্পদের এত অংশ এই বলে ওসিয়াত করে যেতে পারবে না, কারণ তাদের জন্য আল্লাহ্ তায়ালা অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

## পাঠ-৭ : হাদিয়া প্রদান করা

**প্রশ্ন-২৪৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুজন প্রতিবেশী আছে আমি তাদের মধ্যে কাকে হাদিয়া দিব?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার দুজন প্রতিবেশী আছে আমি তাদের মধ্যে কাকে হাদিয়া দিব?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তাদের মধ্যে যার দরজা তোমার নিকটবর্তী।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, প্রতিবেশীদের মধ্যে যার দরজা নিকটে তার অধিকার অন্যদের থেকে বেশি তাই কোন কিছু হাদিয়া দিতে হলে আগে যে অধিক নিকটে তাকে দিতে হবে তারপর যার বাড়ি তাকে দিবে এভাবে নিকটবর্তীদেরকে আগে দিবে আর দূরবর্তীদেরকে পরে দিবে।

## পাঠ-৮ : প্রাণীদের প্রতি দয়া

**প্রশ্ন:-২৪৭. হে আল্লাহর রাসূল! প্রাণীদের প্রতি দয়া করলে কি আমাদের কে প্রতিদান দেয়া হবে?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- এক লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটতেছে এমন সময় তার পানির পিপাসা লাগে এবং সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে। তারপর সে কূপ থেকে বাহির হওয়ার পর দেখতে পেল একটি কুকুর হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসার কারণে ভিজা মাটি খাচ্ছে। লোকটি তখন বলল- আমার যে রূপ পিপাসা লেগেছিল তেমনি কুকুরটিরও পিপাসা লেগেছে। তারপর লোকটি কূপে আবার নামলো এবং তার মোজা পানি দ্বারা পূর্ণ করে কুকুরকে পানি পান করালো। তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! প্রাণীদেরকে দয়া করলে কি আমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- প্রত্যেক সিক্ত কলিজা বিশিষ্ট প্রাণীর প্রতি দয়াতে প্রতিদান রয়েছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, প্রাণীদের প্রতি দয়া করলে আল্লাহর দয়া পাওয়া যায়, কেননা প্রতিটি প্রাণী আল্লাহর সৃষ্টি আর আল্লাহ তার সৃষ্টি জগৎকে ভালোবাসেন। তাই যে তার সৃষ্টি জগতের প্রতি দয়া করবে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন।

## পাঠ-৯ : ওয়াক্ফ করা

**প্রশ্ন-২৪৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমি খায়বারে একটি জমিন পেয়েছি এই রকম জমিন আমি আর কখনও পাইনি, তা আমার সবচেয়ে প্রিয়, ঐ জমির ব্যাপারে আপনার আদেশ কি?**

**উত্তর :** ইবনে উমর (রা) থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- উমর (রা) খায়বারে একটি জমিন পেয়েছেন তাই তিনি রাসূল (সা)-এর নিকটে জমির ব্যাপারে পরামর্শ নিতে আসছেন।

উমর (রা) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি খায়বারে একটি জমিন পেয়েছি এই রকম জমিন আমি আর কখনও পাইনি, তা আমার সবচেয়ে প্রিয়, ঐ জমির ব্যাপারে আপনার আদেশ কি?

রাসূল (সা) বললেন- তুমি চাইলে ইহার মূল মালিকানা রেখে এর লভ্যাংশ সদ্কাহ্ করতে পার।

অতঃপর উমর (রা) জমিটি এইভাবে সদ্কাহ্ করলেন যে ইহা বিক্রয় করা যাবে না, ক্রয় করা যাবে না, ওয়ারিশ বানানো যাবে না, হেবাহ্ করা যাবে না।

ইবনে উমর (রা) বললেন- উমর (রা) তা গরিব, নিকটাত্মীয়, দাস দাসী, আল্লাহর রাস্তায়, মুসাফির ও মেহমানদের জন্য সদ্কাহ্ করে দিয়েছেন। যে তা পরিচালনা করবে সে যদি প্রয়োজন অনুসারে তা থেকে খায় এবং বন্ধুকে খাওয়ায় তাহলে তার কোন অপরাধ হবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল (সা) উমর (রা)-কে জমির মূল মালিকানা রেখে এর লভ্যাংশ সদ্কাহ্ করার পরামর্শ দিলেন।

আর যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করা জমির দায়িত্বে থাকবে তার জন্য তা থেকে অপচয় করা ব্যতীত প্রয়োজন অনুসারে নিজে ও তার বন্ধুদেরকে খাওয়াতে পারবে।

## পাঠ-১০ : পানির ব্যবস্থা করা

**প্রশ্ন-২৪৯. হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সা'দ মারা গেছে তার জন্য কোন সদ্‌কাহ্ করা উত্তম হবে?**

**উত্তর :** সা'দ বিন উবাদা থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইবনে নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সা'দ মারা গেছে তার জন্য কোন সদ্‌কাহ্ করা উত্তম হবে?

রাসূল বললেন- পানি।

তারপর সা'দ একটি পানির কূপ খনন করলো এবং বলল- ইহা উম্মে সা'দের জন্য।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সবচেয়ে উত্তম সদ্‌কাহ্ হল পানির ব্যবস্থা করা। উম্মে সা'দের নামে যে কূপটি খনন করা হল তা এখনও মদীনায় আছে।

## পাঠ-১১ : কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু

**প্রশ্ন-২৫০. রাসূল -কে কুড়িয়ে পাওয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।**

**উত্তর :** যায়েদ বিন খালিদ জুহানী থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল -কে কুড়িয়ে পাওয়া স্বর্ণ রৌপ্যের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল।

রাসূল বললেন- তুমি তার পাত্র ও যে রশি দ্বারা বাঁধা ছিল তা চিনে রাখবে তারপর এক বছর পর্যন্ত তা অবহিত করবে। তারপরও যদি তুমি তার মালিককে না পাও তাহলে তুমি তা খরচ করবে তবে তা তোমার নিকটে জামানত হিসেবে থাকবে। তারপর যদি তার মালিক কোন এক সময় আসে তাহলে তা তুমি তাকে দিয়ে দিবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কেউ কোন কিছু কুড়িয়ে পায় তাহলে সে এর চিহ্ন চিনে রাখবে যাতে তার পরিচয় দিতে সমস্যা না হয় এবং এক বছর পর্যন্ত এর প্রচার করবে। যদি তারপরও উহার মালিককে না পায় তাহলে সে ইহা খরচ করতে পারবে তবে তা তার নিকটে জামানত হিসেবে থাকবে এবং যদি কখনও তার মলিক আসে তাহলে তাকে এর বিদ্যমান থাকলে দিবে না হলে উহার সমমূল্য দিয়ে দিবে।

**প্রশ্ন-২৫১. এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।**

**উত্তর :** যায়েদ বিন খালিদ জুহানী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) -থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ -এর নিকটে এসে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি এর পাত্রও যে রশি দ্বারা তা বাঁধা ছিল তা ভালো ভাবে চিনে রাখবে, তারপর তা একবছর পর্যন্ত অবহিত করবে। যদি তার মালিক আসে তাহলে তাহা তাকে দিয়ে দিবে আর যদি না আসে তাহলে তুমি তার মালিক হবে এবং তা তোমার নিকটে জামানতস্বরূপ থাকবে।

লোকটি বলল- তাহলে হারানো ছাগল কি হুকুম?

রাসূল ﷺ বললেন- তা তোমার জন্য বা তোমার ভাইয়ের জন্য বা বাঘের জন্য।

লোকটি বলল- তাহলে হারানো উটের কি হুকুম?

রাসূল ﷺ বললেন- তার ব্যাপারে তোমার কি চিন্তার দরকার? তার সাথে তো তার পানীয় ও তার প্রয়োজনীয় জিনিস আছে সে তা থেকে পান করবে এবং গাছ থেকে খাবে এক সময় তার মালিকের সাথে তার দেখা হয়ে যাবে।

**উপকারীতা :** আগের হাদীসে কুড়িয়ে পাওয়া বস্তু সম্পর্কে বলা হয়েছে আর ছাগলের হুকুম এর মতই। তবে হারিয়ে যাওয়া উটকে ধরার প্রয়োজন নেই কেননা তার সাথে তার পানীয় আছে এবং সে নিজেকে সরংক্ষণ করতে পারবে আর এক সময় তার সাথে তার মালিকের সাক্ষাৎ হয়ে যাবে।

## পাঠ-১২ : হালাল ব্যবসা উত্তম উপার্জন

**প্রশ্ন-২৫২. রাসূল ﷺ-কে সর্বোত্তম উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?**

**উত্তর :** ইবনে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-কে সর্বোত্তম উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?

রাসূল ﷺ বললেন- ব্যক্তির নিজ হাতের কর্ম করা উপার্জন এবং প্রত্যেক হালাল ব্যবসা হল সর্বোত্তম উপার্জন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ -কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল সর্বোত্তম উপার্জন কোনটি তখন রাসূল ﷺ-এর জবাবে বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতের কামাই করা উপার্জন আর সকল হালাল ব্যবসা যার মধ্যে কোন প্রকার ধোঁকা থাকে না তা হল সর্বোত্তম উপার্জন।

## পাঠ-১৩ : আল্লাহ্ প্রত্যেক কর্মীক বান্দাকে পছন্দ করেন

**প্রশ্ন-২৫৩. হে আল্লাহর রাসূল! যদি এই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকতো?**

**উত্তর :** কা'ব বিন উজ্‌রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকট দিয়ে গেল। তখন সাহাবীগণ তার উদ্যমীয়তা ও শক্তির প্রতি লক্ষ্য করে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! যদি এই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে থাকতো?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- যদি সে তার ছোট বাচ্চার জন্য উপার্জন করতে বাহির হয় তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় আছে।

যদি সে তার বৃদ্ধ পিতা মাতার জন্য উপার্জন করতে বাহির হয় তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় আছে।

যদি সে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য উপার্জন করতে বাহির হয় তাহলে সে আল্লাহর রাস্তায় আছে।

যদি সে লোক দেখানো ও অহংকার করার জন্য উপার্জন করতে বাহির হয় তাহলে সে শয়তানের পথে আছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কেউ নিজ সন্তানের জন্য পিতা মাতার জন্য নিজে হালাল ভাবে চলার জন্য উপার্জন করতে বাহির হয় তাহলে সে যতক্ষণ হালাল উপার্জন করতে থাকবে ততক্ষণ সে আল্লাহর রাস্তায় থাকবে অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন কায়েম করতে তার পথে থাকলে যে নেকী লেখা হয় তার জন্যও সেরূপ নেকী লেখা হবে।

**প্রশ্ন-২৫৪.** হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে মুসতাজাবুদ দা'ওয়া হিসেবে কবুল করেন।

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এই আয়াত তেলাওয়াত করা হল-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

**অর্থ-** হে মানুষ সকল! তোমরা জমিনের যা হালাল ও পবিত্র তা থেকে ভক্ষণ কর। (সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৮)

তারপর সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস দাড়িয়ে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকে মুসতাজাবুদ দা'ওয়া হিসেবে কবুল করেন।

রাসূল ﷺ বললেন- হে সা'দ তুমি হালাল খাবার খাও তাহলে তুমি মুসতাজাবুদ দা'ওয়া হয়ে যাবে। মুহাম্মাদের প্রাণ যার হাতে তার শপথ করে বলি কোন বান্দা তার পেটে এক লোকমা হারাম খাবার দেয়াতে তার চল্লিশ দিনে আমল কবুল করা হয় না। প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে তার গোশতকে হারাম মাল খেয়ে বৃদ্ধি করে তার জন্য জাহান্নামই অধিক উপযুক্ত ঠিকানা।

## পাঠ-১৪ : যা জান্নাতে প্রবেশ করাবে আর যা জাহান্নামে প্রবেশ করাবে

**প্রশ্ন-২৫৫. রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন বস্তু মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন বস্তু মানুষকে বেশি জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?

রাসূল ﷺ বললেন- মুখ ও লজ্জাস্থান।

আবার রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন বস্তু মানুষকে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ ভীতি ও সুন্দর ব্যবহার।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, মানুষ বেশির ভাগ জাহান্নামে যাবে তাদের মুখ ও লজ্জাস্থান দ্বারা সংঘটিত পাপের কারণে। কেননা মানুষ প্রথমত তাদের মুখের খাদ্যের জন্য হারাম টাকা কামাই করে এবং মুখ দ্বারা মানুষের গালাগালি ও গীবত করে। আর লজ্জাস্থানের অপব্যবহারের কারণে তারা জাহান্নামে যাবে। আর জান্নাতে যাবার কারণ হল আল্লাহ ভীতি ও সুন্দর ব্যবহার কেননা যখন কেউ আল্লাহকে ভয় করবে তখন সে খারাপ ও হারাম কাজ থেকে বিরত থাকবে এতে তা তার জান্নাতে যাবার কারণ হবে। আর সুন্দর ব্যবহার তাকে গীবত, গালাগালি ও মারামারি থেকে বিরত রাখবে এতে সে মানুষের হক্ব আত্মসাৎ করা থেকে বিরত থাকলো। আর ইহা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

## পাঠ-১৫ : হালাল ও হারাম

**প্রশ্ন-২৫৬. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অবগত করুন কোন বস্তু হালাল ও কোন বস্তু হারাম?**

**উত্তর :** আবু ছা'লাবা থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অবগত করুন কোন বস্তু হালাল ও কোন বস্তু হারাম?

রাসূল বললেন- সৎকাজ হল যাতে তোমার আত্মা প্রশান্তিতে থাকে এবং তোমার অন্তর নিশ্চিন্ত থাকে। আর অসৎকাজ হল যাতে তোমার আত্মা প্রশান্তিতে থাকে না এবং অন্তর শান্তিতে থাকে না যদিও তোমাকে মিথ্যাবাদীরা মিথ্যা ফতওয়া দেয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, প্রতিটি মানুষের একটা বিবেক আছে আর যার কারণে সে সৎকাজ করলে তাতে তার মন ও আত্মা প্রশান্তি লাভ করে এতে সে বুঝতে পারে সে সৎ কাজে আছে। আর যদি সে অসৎকাজ করে তাহলে তার মন ও আত্মা শান্তিতে থাকে না যদিও মিথ্যাবাদীরা তাকে বলে সে সঠিক পথে আছে, এতে সে বুঝতে পারে সে অসৎকাজে আছে।

**প্রশ্ন-২৫৭. এক লোক রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করল গুনাহ্ কাকে বলে?**

**উত্তর :** আবু উমামা থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করল গুনাহ্ কাকে বলে?

রাসূল বললেন- যখন কোন কাজ তোমার নিজের কাছে খারাপ মনে হবে তা ছেড়ে দাও।

লোকটি বলল- ঈমান কাকে বলে?

রাসূল বললেন- যখন তোমার কাছে খারাপ কাজ করতে খারাপ লাগবে আর ভালো কাজ করতে ভালো লাগবে তখন তুমি মুমিন।

**উপকারীতা :** গুনাহ্ হল যা করতে একজন মানুষের বিবেকে বাধা দেয়। আর মুমিন হল যার কাছে খারাপ কাজ করতে খারাপ লাগে আর ভালো কাজ করতে ভালো লাগে।

## পাঠ-১৬ : ঋণের প্রতি ভীতি প্রদর্শন

**প্রশ্ন-২৫৮. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ঋণকে কুফরীর সাথে তুলনা করেন?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম নাসাঈ ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন- হে আল্লাহ আমি কুফরী ও ঋণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

Contents



তখন এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ঋণকে কুফরীর সাথে তুলনা করেন?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, ঋণ কুফরীর মতো কেননা এর কারণে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছিত হতে হবে।

## পাঠ-১৭ : মিথ্যা শপথ করা

**প্রশ্ন-২৫৯. হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি আমার বাবার জমি দখল করেছে।**

**উত্তর :** ওয়েল বিন হুজর থেকে ইমাম মুসলিম ও আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ -এর নিকটে হাযরা মাউত ও কান্দাহ্ থেকে দুইজন লোক আসল।

তারপর হাযরা মাউতের লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যক্তি আমার বাবার জমি দখল করেছে।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন- তোমার কি প্রমাণ আছে?

লোকটি বলল- না।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে ঐ ব্যক্তি শপথ করবে।

লোকটি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! এই হল পাপাচারী, সে মিথ্যা শপথ করতে দ্বিধা করবে না এবং কোন বিষয় সর্তকতা অবলম্বন করবে না।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার জন্য তার শপথ ব্যতীত আর কোন বিচারের পদ্ধতি নেই।

তখন ঐ ব্যক্তি শপথ করল।

যখন ঐ লোকটি চলে গেল রাসূল ﷺ বললেন- যদি সে জুলুম করে সম্পদ ভোগ করার জন্য মিথ্যা শপথ করে তাহলে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে অথচ আল্লাহ তার থেকে বিমুখ হয়ে থাকবেন।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে বিচার পদ্ধতি বর্ণনা করলেন যে যদি কেউ কোন কিছুর দাবি করে তাহলে সে এর প্রমাণ দিতে হবে। আর যদি প্রমাণ না দিতে পারে তাহলে অপর ব্যক্তি আল্লাহর নামে শপথ করবে, যদি শপথ করতে অস্বীকার করে তাহলে তা যে দাবী করেছে তার হবে আর যদি শপথ করে তাহলে তা শপথকারীর হবে। আর এই হাদীসে রাসূল মিথ্যা শপথের পরিণাম বর্ণনা করেন, তাহল মিথ্যা শপথকারী আল্লাহর নিকটে সাক্ষাৎ করবে অথচ আল্লাহ তার দিকে ফিরে তাকাবেন না।

Contents



**প্রশ্ন-২৬০. হে আল্লাহর রাসূল! কবীরা গুনাহ্ কাকে বলে?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী, তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কবীরা গুনাহ্ কাকে বলে?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর সাথে শরীক করা।

লোকটি বলল- তারপর কি?

রাসূল ﷺ বললেন- মিথ্যা শপথ।

লোকটা বলল- মিথ্যা শপথ কি?

রাসূল ﷺ বললেন- যে অন্য মুসলমানের সম্পদ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে নিয়ে যায়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহ্ হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা। তারপর মিথ্যা শপথ করে অন্য মুসলমানের সম্পত্তি নিয়ে যাওয়া।

## পাঠ-১৮ : সুদ সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন

**প্রশ্ন-২৬১. হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন- তোমরা ধ্বংসাত্মক সাতটি জিনিস থেকে বিরত থাক।

তিনি বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর সাথে শরীক করা, জাদু করা, যাকে হত্যা করা আল্লাহ্ হারাম করেছে তাকে হত্যা করা তবে যদি সে হত্যার উপযুক্ত কোন কাজ করে তাহলে হত্যা করা যাবে, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ লুট করে খাওয়া, যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া, সতী মুমিনা বেখেয়ালী নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়া।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে আর তাহল-

১. আল্লাহর সাথে শরীক করা।

২. জাদু করা।

৩. যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছে তাকে হত্যা করা তবে যদি সে হত্যার উপযুক্ত কোন কাজ করে তাহলে হত্যা করা যাবে।

৪. সুদ খাওয়া।
৫. ইয়াতীমের সম্পদ লুট করে খাওয়া।
৬. যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া।
৭. সতী মুমিনা বেখেয়ালী নারীদের প্রতি অপবাদ দেয়া।

## পাঠ-১৯ : ব্যবসায়ীরা পাপাচারী

**প্রশ্ন-২৬২. হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা কি ব্যবসাকে হালাল করেনি?**

**উত্তর :** আব্দুর রহমান (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন- ব্যবসায়ীরা পাপাচারী।

সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা কি ব্যবসাকে হালাল করেনি?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- হ্যাঁ করেছে, তবে ব্যবসায়ীরা মিথ্যা শপথ করে গুনাহগার হয় এবং তারা মিথ্যা কথা বলে।

**উপকারীতা :** আল্লাহ তায়ালা ব্যবসাকে হালাল করেছে কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ীরা আল্লাহর নামে মিথ্যা শপথ করে এবং মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলে।

## পাঠ-২০ : নিকৃষ্ট জুলুম

**প্রশ্ন-২৬৩. হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বড় জুলুম কোনটি?**

**উত্তর :** আবু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে বড় জুলুম কোনটি?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- জমিনের এক হাত জায়গা যা কোন ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের জমিন থেকে অন্যায় ভাবে দখল করে, জমিনের যতটুকু অংশ সে দখল করবে ততটুকু অংশের তলদেশ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তাকে তা বেষ্টন করে রাখবে, আর জমিনের গভীরতা কতটুকু তা শুধু জমিনকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, অন্যায় ভাবে জমিনের সামান্য অংশ কেউ যদি দখল করে তাহলে ঐ জমিনের গভীরতা শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তাকে বেষ্টন করে রাখবে। আর জমিনের গভীরতা কত বেশি তা শুধু আল্লাহ তায়ালাই জানেন।

# ত্রয়োদশ অধ্যায় : অপরাধের শাস্তি

## পাঠ-১ : কিসাস্

**প্রশ্ন-২৬৪. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার থেকে কিসাস নিচ্ছেন? আল্লাহর শপথ তার থেকে কিসাস্ নেয়া হবে না।**

**উত্তর :** আনাস ﷺ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রুবাইয়ার বোন উম্মে হারেসা এক লোককে আঘাত করেছে। তখন তারা রাসূল ﷺ-এর নিকটে বিচার নিয়ে আসল এবং বলল- কিসাস্ কিসাস্।

তখন উম্মে রুবাইয়া বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তার থেকে কিসাস্ নিচ্ছেন আল্লাহর শপথ তার থেকে কিসাস্ নেয়া হবে না।

রাসূল ﷺ বললেন- সুব্হানাল্লাহ্! হে উম্মে রুবাইয়া! আল্লাহর কিতাবে কিসাস্ বিদ্যমান।

উম্মে রুবাইয়া বলল- আল্লাহর শপথ তার থেকে কিসাস্ নেয়া হবে না।

আনাস বলেন- এমন কি পরে কিসাসের পরিবর্তে বাদীরা দিয়াত গ্রহণ করে।

তারপর রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর কিছু বান্দা আছে তারা যদি আল্লাহর নামে শপথ করে তাহলে তা আল্লাহ পূর্ণ করেন।

**উপকারীতা :** এখানে উম্মে রুবাইয়া কিসাসের বিরোধিতা করেন বরং কিসাসের পরিবর্তে দিয়াত গ্রহণ করার প্রতি আশা প্রকাশ করেছেন।

## পাঠ-২ : নিজ সম্পদ রক্ষা করা

**প্রশ্ন-২৬৫. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি যদি কেউ আমার সম্পদ জোর করে নিয়ে যেতে চায়?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা ﷺ থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি যদি কেউ আমার সম্পদ জোর করে নিয়ে যেতে চায়?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তাকে তোমার সম্পদ নিতে দিবে না।

লোকটি বলল- আপনার অভিমত কি যদি সে আমার সাথে লড়াই করতে চায়?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমিও তার সাথে লড়াই করবে।

লোকটি বলল- আপনার অভিমত কি যদি আমি এতে মারা যায়?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি শহীদ।

লোকটি বলল- আপনার অভিমত কি যদি সে মারা যায়?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে সে জাহান্নামে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কেউ নিজ সম্পদ রক্ষা করতে মারা যায় তাহলে সে শহীদ।

## পাঠ-৩ : যে ফল কর্তন করা হয়নি

**প্রশ্ন-২৬৬. রাসূল ﷺ কে গাছের ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর رضي الله عنه থেকে ইমাম আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ-কে গাছের ঝুলন্ত ফল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?

রাসূল ﷺ বললেন- যে ক্ষুধার্ত হওয়ার কারণে সেখান থেকে খায় তবে তা থেকে লুঙ্গি বা কাপড়ে করে নিয়ে না যায়, তার কোন অপরাধ নেই।

আর যে সেখান থেকে কিছু ফল নিয়ে গেল তার থেকে তার মূল্য আদায় করা হবে এবং তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

আর যে তা সংরক্ষণ করার পর তা থেকে চুরি করে এবং তা যদি একটি ঢাল বা বর্মের দামের সমতূল্য হয় তাহলে শাস্তিস্বরূপ তার হাত কাটা হবে।

আর যদি ঢালের মূল্যের সমান না হয় তাহলে তাকে জরিমানা ও শাস্তি দেয়া হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে গাছের ফল ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়ার হুকুমও তা থেকে চুরি করে নেয়ার হুকুম বর্ণনা করা হল।

## পাঠ-৪ : যিনার শাস্তি

**প্রশ্ন-২৬৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি আপনি আল্লাহর কিতাব অনুসারে আমার বিচার করুন।**

**উত্তর :** যায়েদ বিন খালিদ জুহানী বর্ণনা করেন, এক বেদুঈন লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে আল্লাহর দোহাই দিচ্ছি আপনি আল্লাহর কিতাব অনুসারে আমার বিচার করুন।

তারপর বিবাদী বলল- হ্যাঁ আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিচার করুন, এবং আমাকে বলার অনুমতি দিন। রাসূল (সা) তাকে বলার অনুমতি দিলেন।

সে বলতে লাগলো- আমার ছেলে এই ব্যক্তির স্ত্রীর সাথে যিনা করেছে। আমি জানতাম আমার ছেলের উপর রজম আবশ্যক আর আমি তাই তার পক্ষ থেকে একশতটি ছাগল ও একটি দাসী বিনিময় হিসেবে দিয়েছি। আর আমি তা আলেমদেরকে জিজ্ঞাসা করেছি তারা বলেছে আমার ছেলের শাস্তি স্বরূপ একশত বিত্রাঘাত ও এক বছরের দেশান্তর আবশ্যক এবং মহিলাটির শাস্তি স্বরূপ রজম করা হবে।

রাসূল ﷺ বললেন- অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে বিচার করবো। তোমার দাসী ও ছাগল তুমি নিয়ে যাবে আর তোমার ছেলে শাস্তি স্বরূপ একশত বেত্রাঘাত ও এক বছর দেশান্তর হবে। হে আনাস! তুমি ঐ মহিলাটির নিকটে যাও যদি সে যিনার কথা স্বীকার করে তাহলে তাকে রজম কর।

তার নিকটে তা জিজ্ঞাসা করা হলে সে তা স্বীকার করে এবং তাকে রজম করা হয়।

**উপকারীতা :** বিবাহিতের জন্য যিনার শস্তি হল রজম করা অর্থাৎ পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করা। আর অবিবাহিতের জন্য একশত বেত্রাঘাত করা এবং এক বছরের জন্য দেশান্তর করা। তবে ইমাম আবু হানিফার মতে দেশান্তর করা বিচারকের ইচ্ছাধীন। আর দাস-দাসীর জন্য এর অর্ধেক শাস্তি অর্থাৎ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করা হবে।

## পাঠ-৫ : গর্ভবতী মহিলাকে সন্তান প্রসব করার আগে শাস্তি দেয়া যাবে না

**প্রশ্ন-২৬৮ হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তি যোগ্য অপরাধ করেছি আপনি আমাকে শাস্তি দিন।**

**উত্তর :** ইমরান বিন হুসাইন رضي الله عنه থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা যিনা করে গর্ভবতী হয়েছে সে রাসূল (সা)-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছি আপনি আমাকে শাস্তি দিন।

রাসূল তার অভিভাবককে ঢেকে বললেন- তার প্রতি সদয় ব্যবহার কর এবং সে সন্তান প্রসব করার পর তাকে আমার নিকটে নিয়ে এসো।

তারা তা করল।

রাসূল -এর আদেশে তাকে কাপড় দিড়ে জড়ানো হল, তারপর তাঁর আদেশে মহিলাকে রজম করা হল, তারপর রাসূল তার জানাযার নামাজ আদায় করেন।

উমর বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই মহিলার জানাযার নামাজ পড়ছেন? অথচ সে যিনা করেছে।

রাসূল বললেন- সে এমন তাওবা করেছে তা যদি মদীনাবাসীর সত্তর জনের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয় তা তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। এর থেকে উত্তম তাওবা কি পাওয়া যাবে যা আল্লাহর ভয়ে সে নিজেই এসে গুনাহ স্বীকার করে শাস্তি ভোগ করেছে।

**উপকারীতা :** এই তাওবা আল্লাহ্ কবুল করেছে কেননা সে নিজে নিজে এসে তার অপরাধ স্বীকার করে শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। আর তাই রাসূল বলেছেন এর থেকে উত্তম তাওবা হতে পারে না।

## পাঠ-৬ : সত্য বলতে মানুষকে ভয় না করা

**প্রশ্ন-২৬৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ কিভাবে নিজেকে হেয় করে?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- তোমাদের কেউ নিজ কে হেয় করবে না।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ নিজেকে কিভাবে হেয় করে?

রাসূল বললেন- সে দেখল তার উচিত কোন বিষয়ে কথা বলা কিন্তু তারপরেও সে তা বলেনি।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে বলবে- তুমি এই ব্যাপারে কেন এরূপ বলনি?

সে বলবে- মানুষের ভয়ে।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন- আমি অধিক উপযুক্ত নই যে তুমি শুধু আমাকেই ভয় করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সত্য বলতে কাউকে ভয় করা যাবে না। বরং সব সময় আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং সত্যের উপর অটল থাকতে হবে।

**প্রশ্ন-২৭০.** হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে?

**উত্তর :** যাররা বিনতে আবু লাহাব থেকে ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করলাম- হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে উত্তম মানুষ কে?

রাসূল বললেন- যে রবকে অধিক ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে এবং সৎ কাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজে নিষেধ করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সবচেয়ে উত্তম মানুষ হল যে আল্লাহকে অধিক ভয় করে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে এবং সৎ কাজের আদেশ দেয় আর অসৎ কাজে নিষেধ করে।

## পাঠ-৭ : যিনা স্বীকারকারী ব্যক্তি

**প্রশ্ন-২৭১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা ও জাবির থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল -এর নিকটে আসল তখন রাসূল (সা) মসজিদে ছিলেন।

লোকটি রাসূল -কে ডেকে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি যিনা করেছি।

রাসূল তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন। এভাবে রাসূল চার বার মুখ ফিরিয়ে নেন। যখন সে চার বার এই কথা বলল।

রাসূল তাকে বলল- তুমি কি পাগল?

লোকটি বলল- না।

রাসূল বললেন- তুমি কি বিবাহ করেছ?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- তোমরা একে নিয়ে যাও এবং রজম কর।

জাবির বলেন- যারা রজম করেছে আমি তাদের মাঝে ছিলাম, যখন পাথরের আঘাত লাগলো তখন সে পালিয়ে যায়। তারপর আমরা তাকে হুররা নামক স্থানে পায় এবং রজম করি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি যিনাকারী পাগল হয় বা অবিবাহিত হয় তাহলে রজম করা যাবে না।

## চতুর্দশ অধ্যায় : ক্ষমতা ও বিচার

### পাঠ-১ : ক্ষমতা না চাওয়া

**প্রশ্ন-২৭২.** হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে কর্তৃত্ব প্রদান করেছে তা থেকে আমাদের নিকটে কিছু অর্পণ করুন।

**উত্তর :** আবু মূসা (রা) থেকে তিনটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি এবং আমার চাচার দুই ছেলে রাসূল ﷺ-এর নিকটে প্রবেশ করল।

তারপর তাদের একজনে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনাকে যে কর্তৃত্ব প্রদান করেছে তা থেকে আমাদের নিকটে কিছু অর্পণ করুন।

তারপর অন্যজনে একই রকম কথা বলল।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর শপথ! আমরা ক্ষমতা এমন কাউকে প্রদান করি না যে ক্ষমতা চায় বা ক্ষমতার প্রতি লোভী।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমতা চাইবে সে ইসলামে ক্ষমতার অযোগ্য। বরং পরামর্শ অনুসারে যাকে নেতা বানানো হয় সেই মুসলমানদের আমীর হবে।

**প্রশ্ন-২৭৩. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কাজে নিয়োগ দিবেন না?**

**উত্তর :** ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, আবু যার (রা) বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কাজে নিয়োগ দিবেন না?

তিনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন- হে আবু যর! তুমি হলে দুর্বল আর ক্ষমতা কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে তবে যে ব্যক্তি ন্যায়ের উপর থাকবে এবং ঠিক মতো দায়িত্ব আদায় করবে তার জন্য নয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যে কোন ব্যক্তি যদি ক্ষমতা পাওয়ার পর ন্যায়সঙ্গত ভাবে তা পরিচালনা না করে তাহলে সে কিয়ামতের দিন লজ্জা ও অপমানের কারণ হবে। তবে কেউ যদি তার দায়িত্ব ঠিক মত পালন করে তাহলে তার জন্য আল্লাহর দরবারে অনেক সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। কেননা তা অন্য এক হাদীসে আছে আল্লাহ যে সাত দল লোক আরশের নিচে ছায়া দিবেন তাদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি হল ন্যায়বিচারক।

## পাঠ-২ : নেতার আদেশ মানা আবশ্যক

**প্রশ্ন-২৭৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খারাপ ছিলাম তারপর আল্লাহ আমাদেরকে ভালো করেছেন এবং আমরা তাতে ভালো আছি, আমাদের পরে কি এই ভালো অবস্থার পর খারাপ আসবে?**

**উত্তর :** হুযায়ফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তিনটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খারাপে ছিলাম তারপর আল্লাহ আমাদের কে ভালো করেছেন এবং আমরা তাতে আছি, আমাদের পরে কি এই ভালো অবস্থার পর খারাপ আসবে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- হ্যাঁ।

আমি বললাম- আমাদের পরে কি এই ভালো অবস্থার পর খারাপ আসবে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- হ্যাঁ।

আমি বললাম- আমাদের পরে কি এই ভালো অবস্থার পর খারাপ আসবে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- হ্যাঁ।

আমি বললাম- কিভাবে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- আমার পরে এমন এমন ব্যক্তি নেতা হবে যারা হেদায়েত প্রাপ্ত নয় এবং তারা আমার সুন্নাতের অনুসরণও করবে না। তাদের মধ্যে এমন এমন ব্যক্তি হবে তারা মানুষের আকৃতি হলেও তাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তর।

আমি বললাম- যদি আমি এমন দিন পেয়ে যাই তাহলে আমি কি করব?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি আমীরের কথা মানবে যদিও সে তোমাকে মারে এবং তোমার সম্পদ নিয়ে যায় তারপরেও তার কথা শুনবে ও মানবে।

অন্য বর্ণনায় আছে, তুমি মুসলমানদের দল ও নেতাদের সাথে থাকবে।

আমি বললাম- যদি কোন দল ও নেতা না থাকে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তাহলে তুমি মানুষকে ছেড়ে একা থাকবে যদিও একটি গাছের শিকড় আকড়ে ধরে হোক, এমনকি তোমার মৃত্যু পর্যন্ত হলেও।

**উপকারীতা :** এখানে খারাপ দ্বারা উদ্দেশ্য হল জাহিলিয়াতের যুগ আর ভালো দ্বারা উদ্দেশ্য হল ইসলামের যুগ। আর যখন ফেতনা ফাসাদ শুরু

হবে তখন মুসলমান ও মুসলমানের নেতাদের সাথে থাকতে রাসূল (সা) আদেশ করেছেন। আর যদি মুসলমানের কোন নেতা বা দল না থাকে তাহলে একা একা বসাবস করার কথা বলেছেন।

**প্রশ্ন-২৭৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিরোধ করবো না।**

**উত্তর :** আউফ বিন মালিক থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- তোমাদের উত্তম নেতা হল তারা যাদেরকে তোমরা ভালোবাস এবং তারা তোমাদেরকে ভালোবাসো আর তোমরা তাদের জন্য দোয়া কর এবং তারা তোমাদের জন্য দোয়া করে।

আর খারাপ নেতারা হল তারা যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারা তোমাদের কে ঘৃণা করে আর তোমরা তাদেরকে অভিসম্পাত কর এবং তারা তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাদেরকে তরবারি দ্বারা প্রতিরোধ করবো না।

রাসূল বললেন- না, তারা তোমাদের মাঝে নামাজ কায়েম করবে না আর যখন তোমরা তোমাদের নেতাদের মাঝে খারাপ কিছু দেখ তখন তার কাজকে ঘৃণা কর তবে তার আনুগত্য করা ছেড়ে দিও না।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বলা হল, নেতাদের কাছ থেকে খারাপ কাজ প্রকাশ হলে তাদের কাজকে ঘৃণা করতে হবে তবে তারা যদি ভালো কাজের তাহলে তা মানতে হবে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম ঐক্যমত যে আমীরের আনুগত্য করা ফরয যদিও আমীর ব্যক্তিগত ভাবে ফাসিক হয় তবে আল্লাহর আইন বিরুধী কোন আদেশ মানা যাবে না।

## পাঠ-৩ : নেতার একনিষ্ঠতা

**প্রশ্ন-২৭৬. কার জন্য হে আল্লাহর রাসূল!?**

**উত্তর :** তামীম আদ্দারী থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা করা।

সাহাবীগণ বললেন- কার জন্য হে আল্লাহর রাসূল!?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলগণের জন্য এবং মুসলমান ও তাদের নেতাদের জন্য।

**উপকারীতা :** এখানে আল্লাহর জন্য কল্যাণ কামনা অর্থ হল তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, আর তাঁর নাযিলকৃত কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস করা, তাঁর প্রেরিত রাসূলদের উপর বিশ্বাস করা। মুসলমান ও তাদের নেতাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা দ্বীনের অংশ।

**প্রশ্ন-২৭৭.** কোন জিহাদ সবচেয়ে উত্তম?

**উত্তর :** ত্বারিক বিন শিহাব (রাঃ) থেকে ইমাম নাসাঈ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন- কোন জিহাদ সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- অত্যাচারী বাদশাহের সামনে সত্য কথা বলা।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হল অত্যাচারী বাদশাহের সামনে সত্যকে তুলে ধরা। কেননা মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও সে সত্যকে বাদশাহের সামনে তুলে ধরা এটা অনেক কঠিন কাজ তাই হাদীসে এহাকে সবচেয়ে উত্তম জিহাদ বলা হয়েছে।

## পাঠ-৪ : আমীর নিজের খলিফাকে নির্ধারণ করা

### প্রশ্ন-২৭৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি এসে আপনাকে না পাই তাহলে?

**উত্তর :** জুবাইর বিন মাত্বআম (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নবী কারীম ﷺ-এর নিকটে এক মহিলা এসেছে, তিনি তার সাথে কোন বিষয়ে কথা বললেন এবং তাকে চলে যেতে বললেন।

তখন মহিলা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি এসে আপনাকে না পাই তাহলে? (ইহা দ্বারা সে রাসূল ﷺ-এর মৃত্যুকে বুঝিয়েছে)

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যদি আমাকে না পাও তাহলে আবু বকরের নিকটে এসো।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ যদিও খলিফা নির্ধরণ করে যাননি তবে এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল ﷺ তার পরে আবু বকরের খিলাফত সম্পর্কে জানতেন এবং সে খলিফা হোক এটা রাসূলের ইচ্ছা ছিল।

## পাঠ-৫ : বিচারের আদব

**প্রশ্ন-২৭৯. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে প্রেরণ করছেন? অথচ আমার বয়স কম এবং বিচার করার জন্য আমার যথেষ্ট জ্ঞান নেই।**

**উত্তর :** আলী (রা) থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সা) আমাকে ইয়ামানে বিচারক হিসেবে প্রেরণ করলেন। তখন আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে প্রেরণ করছেন? অথচ আমার বয়স কম এবং বিচার করার জন্য আমার যথেষ্ট জ্ঞান নেই।

রাসূল (সা) বললেন- আল্লাহ অচিরেই তোমাকে হেদায়েত দান করবে এবং তোমার কথা অটলতা দান করবেন। যখন তুমি বিচার করতে বসবে বাদী বিবাদীর মাঝে বসবে তখন তুমি একজনের কথা শুনে বিচার করবে না, বরং প্রথম জনের কথা যেমন শুনেছো তেমন পরের জনের কথা শুনবে। কেননা তাতে তুমি সঠিক বিচার করতে পারবে।

আলী (রা) বলেন- আমি তারপর থেকে বিচার করতে দ্বিধায় পড়িনি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, বিচারক বিচার করার সময় অবশ্যই বাদী বিবাদী উভয়ের কথা শুনবে। এতে বিচারক সঠিক বিচার করতে পারবে।

## পাঠ-৬ : মিথ্যা সাক্ষ্য না দেয়া

**প্রশ্ন-২৮০.** রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন মানুষ সবচেয়ে উত্তম?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ (রা) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন মানুষ সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল (সা) বললেন- আমার যুগের মানুষ, তারপরে যারা আসবে এবং তারপরে যারা আসবে। তারপর এমন এক জাতি আসবে তাদের সাক্ষ্য শপথ থেকে অগ্রবর্তী হবে আর শপথ সাক্ষ্য থেকে অগ্রবর্তী হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূল এরপর দুই যুগের মানুষ উত্তম। তবে অন্য এক হাদীসে তিন যুগের কথা বর্ণিত আছে।

# পঞ্চদশ অধ্যায় : শপথ ও মান্নত

## পাঠ-১ : মৃতব্যক্তির মান্নত

**প্রশ্ন-২৮১.** আমার বোন হজ্ব করার মান্নত করেছে কিন্তু সে মারা গেছে।

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস رضي الله عنهما থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে বলল-আমার বোন হজ্ব করার মান্নাত করেছে কিন্তু সে মারা গেছে।

রাসূল ﷺ বললেন- যদি তার কোন ঋণ থাকতো তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় কর কেননা আল্লাহ এর অধিক হক্বদার।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করার আদেশ দিয়েছেন। কেননা মানুষের হক্ব যে ভাবে আদায় করা হয় তার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আল্লাহর হক্ব আদায় করা।

## পাঠ-২ : শপথ ও মান্নতের কাফ্ফারা আদায় করা

**প্রশ্ন-২৮২. হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটা দাসী আছে যাকে আমি থাপ্পড় মেরেছি।**

**উত্তর :** মুয়াবিয়া বিন হাকাম رضي الله عنه থেকে ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটা দাসী আছে যাকে আমি থাপ্পড় মেরেছি, রাসূল ﷺ তাকে অনেক মারাত্মক অপরাধ বুঝিয়েছেন।

আমি বললাম- আমি কি তাকে আযাদ করে দিব না?

রাসূল ﷺ বললেন- তাকে নিয়ে এসো।

আমি তাকে নিয়ে আসলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন- আল্লাহ কোথায়?

সে বলল- আসমানে।

রাসূল ﷺ বললেন- আমি কে?

সে বলল- আল্লাহর রাসূল।

রাসূল ﷺ বললেন- তাকে আযাদ কর, কেননা সে মুমিনা বান্দী।

**উপকারীতা :** মুয়িবিয়া বিন হাকাম (রাঃ) তার দাসীকে থাপ্পড় দেয়ার পর তা রাসূল ﷺ-এর নিকটে গিয়ে বলেন এবং রাসূল ﷺ তাকে অনেক বড় অপরাধ হিসেবে ধরেন আর তাই তার এই অপরাধের কাফ্‌ফারা স্বরূপ তিনি তার ঐ দাসীকে আযাদ করে দেন।

**প্রশ্ন-২৮৩.** হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি মুমিন দাসী আযাদ করার মান্নাত রয়েছে।

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে কালো এক দাসী নিয়ে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি মুমিন দাসী আযাদ করার মান্নত রয়েছে।

রাসূল ﷺ দাসীকে বললেন- আল্লাহ কোথায়?

সে আসমানের দিকে ইশারা করলো।

রাসূল ﷺ তাকে বললেন- আমি কে?

সে নবী কারীম ﷺ-কে আসমানের দিকে ইশারা করলেন।

রাসূল ﷺ বললেন- তাকে আযাদ কর কেননা সে মুমিন বান্দী।

**উপকারীতা :** দাসী নবী কারীম ﷺ-কে আসমানের দিকে ইশারা করে বুঝালেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল।

# ষোড়শ অধ্যায় : শিকার ও জবাই

## পাঠ-১ : যে প্রাণী ভক্ষণ করা জায়েয

### প্রশ্ন-২৮৪. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি হারাম?

**উত্তর :** খালিদ বিন ওয়ালিদ রাঃ থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে মায়মুনার ঘরে প্রবেশ করেছেন, তখন রাসূল ﷺ-এর নিকটে গুইসাপ ভুনা আনা হল। রাসূল ﷺ তাতে হাত বাড়ালেন তখন কিছু মহিলা বলে উঠল রাসূল ﷺ-কে জানাও তিনি কি খেতে যাচ্ছেন। তার বলল- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা গুইসাপ। রাসূল ﷺ ইহা শুনে হাত উঠিয়ে ফেললেন।

তখন আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি হারাম?

রাসূল ﷺ বললেন- না, তবে তা আমার জাতির এলাকায় পাওয়া যায়নি তাই তার প্রতি আমার বিরূপ ভাব।

খালিদ রাঃ বললেন- তারপর আমি তা টেনে নিয়ে খেয়েছি আর রাসূল তাকিয়ে ছিলেন।

**উপকারীতা :** গুইসাপ হারাম না তবে তা হানাফী আলেমদের মতে মাকরূহ। রাসূল ﷺ ইহা মক্কায় থাকা কালে তা কোরইশরা খেতো না তাই ইহার প্রতি রাসূল ﷺ এর বিরূপ ভাব ছিল।

### প্রশ্ন-২৮৫. আমি রাসূল ﷺ-কে গুইসাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি।

**উত্তর :** জাবির রাঃ থেকে চারটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ কে গুইসাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তা হালাল শিকার, মুহরিম ব্যক্তি তা শিকার করলে তার জন্য মেষ আবশ্যক।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা যারা গুইসাপকে হালাল বলেন তারা দলীল পেশ করেন। তবে প্রত্যেক হিংস্র প্রাণী হারাম আর তাই হানাফী আলেমগণ ইহাকে হারাম বলেন। কেননা তা হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত।

### প্রশ্ন-২৮৬. রাসূল ﷺ -কে ঘি, পনির ও বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?

**উত্তর :** ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইমাম হাকিম থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ কে ঘি, পনির ও বন্য গাধা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ যা তার কিতাবে হালাল করেছেন তা হালাল আর যা হারাম করেছেন তা হারাম। আর যে সকল ব্যাপারে কুরআন চুপ আছে তা খাওয়া জায়েয।

**উপকারীতা :** বন্য গাধা, পনির ও ঘি যা দুধ থেকে তৈরি করা হয় এগুলো খাওয়া জায়েয তা কুরআনের নস্ দ্বারা প্রমাণিত।

**প্রশ্ন-২৮৭. হে আল্লাহর রাসূল! শত্রুর সাথে আমাদের সকালে সাক্ষাৎ হল কিন্তু আমাদের সাথে কোন ছুরি ছিল না।**

**উত্তর :** রাফে বিন খাদিজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! শত্রুর সাথে আমাদের সকালে সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু আমাদের সাথে কোন ছুরি ছিল না।

রাসূল ﷺ বললেন- তাড়াতাড়ি জবাই কর এবং জবাইয়ের সময় আল্লাহর নাম নাও তারপর তা খাও। দাঁত ও নখ দ্বারা জবাই করবে না। দাঁত হল হাড্ডি আর নখ হল হাবশাবাসীদের ছুরি।

তিনি বললেন- আমরা গনীমাত হিসেবে উট ও ছাগল পেয়েছি, তার মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে যায় এতে এক লোক তার বর্শা নিক্ষেপ করে এবং তা আটক করে।

রাসূল ﷺ বললেন- এই রকম প্রাণীরা বন্য প্রাণীর মতো, যদি তারা তোমাদের সাথে জোর করে পালিয়ে যায়, তাহলে এর সাথে এরূপ করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, সকল হালাল প্রাণী জবাই করার সময় আল্লাহর নাম বলা হলে তা খাওয়া জায়েয। তবে নখ ও দাঁত দিয়ে জবাই করা নিষেধ। কেননা নখ দ্বারা হাবশাবাসী কাফেররা জবাই করে এতে কাফেরদের অনুসরণ হয়ে যাবে তাই তা দ্বারা জবাই করা নিষেধ। আর দাঁত হল হাড্ডি যা জিনদের খাবার, উতা দ্বারা জবাই করলে তা নাপাক হয়ে যাবে তাই তা দ্বারা জবাই করা নিষেধ।

## পাঠ-২ : মায়ের জবাইয়ের দ্বারা গর্ভের বাচ্চার জবাই হয়ে যাবে

**প্রশ্ন-২৮৮.** হে আল্লাহর রাসূল! আমরা উট নহর করি ও গরু ছাগল জবাই করি তারপর তার পেটে বাচ্চা পেয়ে থাকি, আমরা কি তা ফেলে দিব না খাব?

**উত্তর :** আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ, আহমদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা উট

Contents



নহর করি ও গরু ছাগল জবাই করি তারপর তার পেটে বাচ্চা পেয়ে থাকি, আমরা কি তা ফেলে দিব না খাব?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমাদের ইচ্ছা হলে খাও, কেননা তার মায়ের জবাইয়ের দ্বারা তার জবাই হয়ে যায়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, গরু ছাগল জবাই করার পর তার মধ্যে যদি বাচ্চা পাওয়া যায় তাহলে তা আর জবাই করা লাগবে না, ইহা অধিকাংশ আলেমের মত। তবে ইমাম আবু হানীফার মতে তা জবাই করতে হবে। অবশ্যই জীবিত পাওয়া গেলে সবার মতে জবাই করতে হবে।

## পাঠ-৩ : বিসমিল্লাহ বলা

**প্রশ্ন-২৮৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমার জাতি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা আমাদের নিকটে গোশত নিয়ে আসে অথচ আমরা জানি না কোন পশু জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলেছে আর কোন পশু জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলেনি, আমরা কি খাব?**

**উত্তর :** আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী, আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তারা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার জাতি নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা আমাদের নিকটে গোশত নিয়ে আসে অথচ আমরা জানি না, কোন পশু জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলেছে আর কোন পশু জবাই করার সময় বিসমিল্লাহ বলেনি। আমরা কি খাব?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা আল্লাহর নাম বলে তা থেকে খাও।

**উপকারীতা :** এখানে বুঝা যায়, যদি কোন মুসলমান গোশত নিয়ে আসে তাহলে তা বিসমিল্লাহ্ বলে খাওয়া উচিত। আর যদি জানতে পারে বিসমিল্লাহ বলা ব্যতীত পশু জবাই করা হয়েছে তাহলে তা থেকে খাওয়া জায়েয হবে না।

**প্রশ্ন-২৯০. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে আতীরা রজব মাসে জবাই করতাম, এই ব্যাপারে আপনার আদেশ কি?**

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, নুবাইশ (রা) বললেন- এক লোক রাসূল ﷺ-কে ডেকে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে আতীরা রজব মাসে জবাই করতাম, এই ব্যাপারে আপনার আদেশ কি?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা যে কোন মাসে ইচ্ছা তা জবাই করতে পার আর তোমরা আল্লাহর জন্য তা দ্বারা পূণ্য হাসিল করবে এবং তা থেকে মানুষকে খাওয়াবে।

লোকটি বলল- আমরা জাহিলী যুগে উটের প্রথম বাচ্চাকে জবাই করতাম, এই ব্যাপারে আপনার কি আদেশ?

রাসূল ﷺ বললেন- প্রত্যেক বছর প্রতি একশত উটের জন্য একটি উট জবাই করবে এবং তার গোশত গরিবদেরকে বিলিয়ে দিবে, কেননা তা উত্তম।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ -কে আতীরা জবাই করার কথা বললে তিনি বলেন তা যে কোন মাসে জবাই করা যাবে। আর উটের প্রথম বাচ্চার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, প্রতি একশত উটে প্রত্যেক বছর একটি করে উট জবাই করে তা গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দিবে।

**প্রশ্ন-২৯১. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে পশু জবাই করতাম এবং তা থেকে আমরা খেতাম ও আমাদের নিকটে আসতো তাকে খাওয়াতাম।**

**উত্তর :** লাক্বীত্ব বিন আমের (রাঃ) থেকে ইমাম নাসাঈ ও ইমাম আবু রাযীন বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে পশু জবাই করতাম এবং তা থেকে আমরা খেতাম ও আমাদের নিকটে যে আসতো তাকে খাওয়াতাম।

রাসূল ﷺ বললেন- না, কোন সমস্যা নেই।

**উপকারীতা :** রাসূল ইহাকে জায়েয বলেছেন।

## পাঠ-৪ : কোরবানী

**প্রশ্ন-২৯২. আপনার অভিমত কি আমি যদি মানীহা ব্যতীত কোন পশু কোরবানী দিতে না পাই তাহলে আমি কি তা দ্বারা কুরবানী করবো?**

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, রাসূল (রা) বললেন- আমি আযহার দিনে আদিষ্ট হয়েছি, এহাকে আল্লাহ এই উম্মতের জন্য উৎসবের দিন বানিয়েছেন।

একলোক বলল- আপনার অভিমত কি আমি যদি মানীহা ব্যতীত কোন পশু কোরবানী দিতে না পাই তাহলে আমি কি তা দ্বারা কুরবানী করবো?

রাসূল বললেন- না, তবে তুমি তোমার চুল ও নখ কাটতে পার, মোচ ছোট করতে পার এবং তোমার তলপেটের পশম কাটতে পার এতে ইহা আল্লাহর নিকটে তোমার কোরবানী পূর্ণতা হবে।

**উপকারীতা :** মানীহা বলা হয়, যে পশু অন্যকে দান করা হয়েছে এ বলে সে এর দুধ পান করবে এবং দুধ পান করার শেষে তা ফিরিয়ে দিবে। প্রশ্নকারী যখন ইহা দ্বারা কোরবানী করার কথা বলেছে, রাসূল তখন জবাবে না বলেছে।

## পাঠ-৫ : কোরবানীর গোশত জমা করে রাখা

**প্রশ্ন-২৯৩.** হে আল্লাহর রাসূল! আমরা গত বছর যেমন করেছি তেমন করি?

**উত্তর :** সালমা বিন আক্ওয়া থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি নবী কারীম এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- যে ব্যক্তি কোরবানী করবে সে যেন তিন দিনের বেশি তা ঘরে জমা না রাখে।

তারপর যখন পরবর্তী বছর আসল বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা গত বছর যেমন করেছি তেমন করি?

রাসূল বললেন- তোমরা তা থেকে খাও এবং খেতে দাও এবং জমা করে রাখ। কেননা গত বছর মানুষ অভাবে ছিল তাই আমি তাদের সহযোগিতা করার জন্য ঐ কথা বলেছি।

**উপকারীতা :** রাসূল-কে যখন গত বছরের ন্যায় গোশত তিন দিনের বেশি জমা না করার কথা বলা হল তার তিনি বললেন তোমরা খাও অন্যকে খেতে দাও এবং জমা করে রাখ। কেননা গত বছর মানুষ অভাবে থাকার কারণে আমি ঐ আদেশ দিয়েছি। এতে বুঝা যায় কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি রাখা যাবে। ইহা হালাল তাই যত দিন ইচ্ছা খাওয়া যাবে।

Contents



## পাঠ-৬ : প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের শিকার

**প্রশ্ন-২৯৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে শিকার করতে পাঠাই।**

**উত্তর :** আদী বিন হাতিম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে শিকার কারতে পাঠাই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যা কিছু সে শিকার করে তোমার জন্য ধরে রাখে তা খাও।

আমি বললাম- যদি সে শিকারকৃত প্রাণীকে হত্যা করে ফেলে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হত্যা করে ফেললেও তা খাও।

আমি বললাম- আমরা বর্শা নিক্ষেপ করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যদি তা ক্ষত করে তাহলে খাও, আর যদি শুধু লাঠির আঘাতে মারা যায় তাহলে তা খেও না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের শিকার করা প্রাণী খাওয়া হালাল যদি কুকুর ঐ প্রাণী থেকে না খায়। আর যদি কুকুর তা খায় তাহলে তা খাওয়া জায়েয নেই, কেননা সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে।

**প্রশ্ন-২৯৫. আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছি হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কুকুর দ্বারা শিকার করি।**

**উত্তর :** আদী বিন হাতিম থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- আমরা কুকুর দিয়ে শিকার করি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে প্রেরণ করবে তখন বিসমিল্লাহ বলবে। যদি সে তোমার জন্য শিকার করে রাখে তাহলে তুমি তা খাও যদিও শিকারীকে মৃত পাও। তবে কুকুর যদি তা থেকে খায় তাহলে তা থেকে খাবে না। কেননা হতে পারে সে তা নিজের জন্য শিকার করছে। আর যদি তোমার প্রেরিত কুকুরের সাথে অন্য কুকুর পাও তাহলে তুমি সে শিকারীকৃত প্রাণী খাবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় শিকার করার জন্য কুকুর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে। আর কুকুর যদি শিকারকৃত প্রাণী থেকে সামান্যও

খায় তাহলে তা খাওয়া যাবে কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- (তারা যা তোমাদের জন্য ধরে রাখে তা খাও)। তাই কুকুর শিকারকৃত প্রাণী থেকে সামান্য খেলেও তা খাওয়া ঠিক না, কেননা হতে পারে সে তা নিজের জন্য ধরেছে। আর প্রেরিত কুকুরের সাথে অন্য কুকুর পেলে তা খাওয়া যাবে না। কেননা ইহাতো জানা নেই কোন কুকুর শিকার টি হত্যা করেছে।

**প্রশ্ন-২৯৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহলে কিতাবের জমিনে বাস করি, আমরা কি তাদের পাত্রে খানা খাব?**

এবং শিকারের এলাকায় আমি আমার তীর ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর ও অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করি আমার জন্য কোনটি ঠিক?

**উত্তর :** আবু ছা'লাবা আলখাসী থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আহলে কিতাবের জমিনে বাস করি, আমরা কি তাদের পাত্রে খানা খাব?

এবং শিকারের এলাকায় আমি আমার তীর ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর ও অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করি আমার জন্য কোনটি ঠিক?

রাসূল বললেন- তুমি আহলে কিতাবদের যে কথা বলছো যদি তুমি তা ব্যতীত অন্য পাত্র পাও তাহলে তাতে খাবে না, আর যদি না পাও তাহলে তা ধুয়ে তারপর খাও। আর তুমি তোমার তীর দ্বারা যা শিকার কর তাতে বিসমিল্লাহ বলবে এবং তা খাবে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের প্রেরণ করতে বিসমিল্লাহ বলবে এবং তার শিকার খাবে। আর অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরের শিকার করা প্রাণী যদি জীবিত পাওয়া যায় তাহলে তা জবাই করে খাবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, বিসমিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করলে তা খাওয়া যাবে। এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরকে বিসমিল্লাহ্ বলে শিকার করতে প্রেরণ করলে তার শিকার করা প্রাণী খাওয়া যাবে। তবে অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর প্রেরন করলে তার শিকার যদি জীবিত পাওয়া যায় তাহলে জবাই করে খাওয়া যাবে তবে জীবিত না পাওয়া গেলে খাওয়া যাবে না।

**প্রশ্ন-২৯৭. আমি রাসূল -কে বর্শা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম?**

**উত্তর :** আদী বিন হাতিম থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -কে বর্শা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম?

রাসূল ﷺ বললেন- যদি উহার লোহার দ্বারা আঘাত খেয়ে মারা যায় তাহলে তা খাও আর যদি তার লাঠির দ্বারা আঘাত খেয়ে মারা যায় তাহলে তা খেও না, কেননা উহা লাঠি।

আমি বললাম- আমি যদি কোন কুকুর কে বিসমিল্লাহ্ বলে শিকার করতে পাঠাই এবং সেখানে আরেকটি কুকুর পাই যাকে প্রেরণ করতে বিসমিল্লাহ বলা হয়নি এবং আমি ইহাও জানি না কোন কুকুর তা শিকার করেছে তাহলে?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তা খাবে না। কেননা তুমি তোমার কুকুর প্রেরণ করতে বিসমিল্লাহ বলেছো কিন্তু অন্য কুকুরটির জন্য বিসমিল্লাহ বলনি।

**উপকারীতা :** বর্শার লোহার অংশ দ্বারা যদি আঘাত খেয়ে শিকারী মারা যায় তাহলে তা খাওয়া যাবে আর যদি লাঠির অংশ দ্বারা অর্থাৎ শিকারীকে জখম না করে শুধু লাঠির আঘাতে মারা যায় তাহলে তা খাওয়া যাবে না। এবং যাতে বিসমিল্লাহ্ পড়া হয়নি তা খাওয়া হারাম।

**প্রশ্ন-২৯৭. আমি রাসূল ﷺ -কে বর্শার দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম?**

**উত্তর :** আদী বিন হাতিম رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ-কে বর্শার দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম?

রাসূল ﷺ বললেন- যদি এর লোহার দ্বারা আঘাত খেয়ে মারা যায় তাহলে তা খাও আর যদি এর লাঠির দ্বারা আঘাত খেয়ে মারা যায় তাহলে তা খেও না, কেননা তা লাঠি।

আমি রাসূল ﷺ কুকুরের দ্বারা শিকার করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম?

রাসূল ﷺ বললেন- যা সে তোমার জন্য ধরে আনে তা থেকে খাও। কেননা কুকুরের শিকারী জবাই করা প্রাণীর মতো। আর যদি তুমি তোমার প্রেরিত কুকুরের সাথে অন্য আরেকটি কুকুর পাও তাহলে আমার ভয় হয় সে তার সাথে গিয়ে তা ধরেছে। আর যদি শিকারী মৃত হয় তাহলে তা খেও না কেননা তুমি তোমার কুকুরের জন্য বিসমিল্লাহ্ পাঠ করেছো, কিন্তু অন্যটির জন্য পাঠ করনি।

**উপকারীতা :** প্রেরিত কুকুরের সাথে অন্য কুকুর পাওয়া গেলে এবং শিকারী যদি মৃত হয় তাহলে তা খাওয়া যাবে না কেননা সম্ভবত প্রেরিত কুকুরের সাথে অন্য কুকুরটিও শিকারে অংশ নিয়েছে।

# সপ্তদশ অধ্যায় : খাবার ও পানীয়

## পাঠ-১ : পান করার আদব

**প্রশ্ন**-২৯৯. আমি যদি পাত্রে ধুলিকণা দেখি?

**উত্তর :** আবু সাদাঈ رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।

এক লোক বলল- আমি যদি পাত্রে ধুলিকণা দেখি?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি ধুলিকণাটি ঢেলে ফেলে দাও।

লোকটি বলল- যদি আমি তা প্রথম দমে না দেখি?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে ধুলিকণা নিকটে আসলে তুমি মুখ থেকে পাত্র আলাদা করে ফেলবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে পানি পান করার আদব বর্ণনা করেন এবং তিনি পান করার সময় পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন। যদি পানীর মধ্যে কোন ধুলিকণা পড়ে তাহলে তা ফুঁ দেয়া ব্যতীত তা ফেলে দিবে।

## পাঠ-২ : একত্রে খাবার খাওয়া

**প্রশ্ন**-৩০০. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই তবে পরিতৃপ্ত হই না।

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, একদল লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা খাবার খাই তবে পরিতৃপ্ত হই না।

রাসূল ﷺ বললেন- সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথক হয়ে খাবার খাও।

সাহাবীগণ رضي الله عنهم বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা একত্রে খাবার খাবে এবং খাবারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলবে তাহলে তোমাদের খাবারে বরকত হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, একত্রে খাবার খাওয়ার মধ্যে বরকত রয়েছে এবং যে খাবার বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া হয় তা বরকতপূর্ণ হয়।

## পাঠ-৩ : মদ সম্পর্কিত মাসয়ালা

**প্রশ্ন-৩০১. রাসূল ﷺ-কে বিতআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল? যা মধুর বর্জিত রস।**

**উত্তর :** আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে মুসলিম ও তিরমিযীসহ পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ কে বিতআ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল? যা মধুর বর্জিত রস।

রাসূল ﷺ বললেন- প্রত্যেক ঐ পানীয় যা পান করলে মানুষ মাতাল হয় তা হারাম।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যে পানীয় পান করলে মানুষ মাতাল হয় তা পান করা হারাম। আর বিতআ হল ইয়ামেনবাসীর একটি পানীয় যা মধু বর্জিত রস।

**প্রশ্ন-৩০২. রাসূল ﷺ কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?**

**উত্তর :** ত্বারিক্ব আল জু'ফী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ কে মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?

রাসূল ﷺ ইহা তৈরি করা অপছন্দ করলেন।

তিনি বললেন- আমি তা ঔষুধ হিসেবে তৈরি করি।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা ঔষুধ না বরং রোগ।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ মদকে এক প্রকার রোগ বললেন। এবং ইহা হারাম তাই ইহা তৈরী করাও যাবে না।

**প্রশ্ন-৩০৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ঠাণ্ডা এলাকায় বাস করি, আমরা সেখানে কঠোর কাজ করি এবং আমরা গম থেকে তৈরি করা মদ পান করি আমাদের কাজকে জোরদার করার জন্য এবং ঠাণ্ডা দূর করার জন্য।**

**উত্তর :** দায়দাল আল হিময়ারী রাযিআল্লাহু তাআলা আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছি, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা ঠাণ্ডা এলাকায় বাস করি, আমরা সেখানে কঠোর কাজ করি এবং আমরা গম থেকে তৈরি করা মদ পান করি আমাদের কাজকে জোরদার করার জন্য এবং ঠাণ্ডা দূর করার জন্য।

রাসূল ﷺ বললেন- তা কি মাতাল করে?

আমি বললাম- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তোমরা তা থেকে বিরত থাক।

আমি বললাম- মানুষ তা পরিত্যাগ করবে না।

রাসূল ﷺ বললেন- যদি তারা তা পরিত্যাগ না করে তাহলে তাদের সাথে তুমি লড়াই করবে।

**উপকারীতা :** মাতাল করে এমন সব পানীয় হারাম এবং কবীরা গুনাহ্, তাই রাসূল ﷺ প্রশ্নকারীকে যারা মদ পরিত্যাগ না করবে তাদের সাথে যুদ্ধ করার কথা বললেন।

**প্রশ্ন-৩০৪. রাসূল ﷺ-কে তাদের এলাকায় পানীয় ভুট্টা থেকে তৈরি মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল যার নাম মাযর।**

**উত্তর :** ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, জাইসান থেকে এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে আসল এবং তাদের এলাকায় পানীয় ভুট্টা থেকে তৈরি মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল যার নাম মাযর।

রাসূল ﷺ বললেন- তা কি মাতাল করে?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- প্রত্যেক মাতালকারী পানীয় হারাম, আল্লাহ তায়ালার একটা ওয়াদা হল যে ব্যক্তি মদ পান করবে তাকে ত্বীনাতুল খাবাল থেকে পান করাবেন।

সাহাবীগণ رضي الله عنهم বললেন- ত্বীনাতুল খাবাল কি?

রাসূল ﷺ বললেন- জাহান্নামী অথবা তাদের নির্যাস।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে মদ পান করার ভয়াবহতা বর্ণনা করলেন।

## পাঠ-৪ : মদ সিরকা হয় না

**প্রশ্ন-৩০৫. রাসূল ﷺ কে মদ সিরকায় পরিণত করে পান করার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?**

**উত্তর :** আনাস رضي الله عنه থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ-কে মদ সিরকায় পরিণত করে পান করার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?

রাসূল ﷺ বললেন- না।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ মদকে সিরকা বানিয়ে পান করাকে বৈধ করেননি।

Contents



# অষ্টদশ অধ্যায় : পোশাক

## পাঠ-১ : স্বর্ণের আংটি ব্যবহার হারাম

**প্রশ্ন-৩০৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিসের আংটি ব্যবহার করবো?**

**উত্তর :** বারীদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর নিকটে আসল তার হাতে পিতলের আংটি ছিল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন- আমার কি হল আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি কেন?

লোকটি তা ফেলে দিল তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে আসল তার হাতে লোহার আংটি ছিল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন- আমার কি হল আমি তোমার কাছে জাহান্নামীদের অলংকার দেখতে পাচ্ছি কেন?

লোকটি তা ফেলে দিল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিসের আংটি ব্যবহার করবো?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি রূপার আংটি ব্যবহার কর তবে তা যেন এক মিসকালের বেশি না হয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, স্বর্ণ, পিতল ও লোহার আংটি ব্যবহার করা যাবে না। রূপার আংটি ব্যবহার করা যাবে তবে তা এক মিসকালের বেশি হতে পারবে না।

## পাঠ-২ : পোশাকের আদব

**প্রশ্ন-৩০৭. হে আল্লাহর রাসূল! কারো লুঙ্গির কোন অংশ ঢিলে হয়ে যদি নিচে দিকে পড়ে যায় এর জন্য কি ধরা হবে?**

**উত্তর :** ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- যে অহংকারবশত তার কাপড় জমিনের সাথে মিশিয়ে হাঁটে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।

তখন আবু বকর বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কারো লুঙ্গির কোন অংশ ঢিলে হয়ে যদি নিচে দিকে পড়ে যায় এর জন্য কি ধরা হবে?

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- তুমি অহংকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না।

**উপকারীতা :** যে ব্যক্তি অহংকার করে তার কাপড় টাকনুর নিচে ঝুলিয়ে হাঁটবে তার দিবে আল্লাহ তাকাবেন না।

## পাঠ-৩ : মহিলাদের পোশাক

**প্রশ্ন-৩০৮. ইবনে উমর রাদিআল্লাহু আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি নবী কারীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।**

রাসূল ﷺ বললেন- যে অহংকারবশত তার কাপড় জমিনের সাথে মিশিয়ে হাঁটে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।

উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা বললেন- তাহলে মহিলারা তাদের আঁচল কিভাবে রাখবে?

রাসূল ﷺ বললেন- অল্প পরিমাণ ঝুলাবে।

উম্মে সালমা রাদিআল্লাহু আনহা থেকে বললেন- তাহলে তো তাদের পা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তারা এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখবে এর বেশি রাখবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ মহিলাদের জন্য এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি দিয়েছেন তাদের সতরের কারণে।

## পাঠ-৪ : বাড়ির আসবাবপত্র

**প্রশ্ন-৩০৯. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা মৃত।**

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ তাবুকের যুদ্ধে এক বাড়ির নিকটে এসে পানি চান।

তারা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা মৃত প্রাণীর চামড়া।

রাসূল ﷺ বললেন- দাবাগাত করার দ্বারা ইহা পবিত্র হয়ে গেছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, মৃত প্রাণীর চামড়া দাবাগাত করলে তা পবিত্র হয়ে যায়।

## পাঠ-৫ : জীব জন্তুর ছবি আঁকা কাপড়

**প্রশ্ন-৩১০. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকটে তাওবা করতেছি, আমার অপরাধ কি?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি একটি বালিশ ক্রয় করেন তাতে ছবি আঁকা আছে। রাসূল যখন ইহা দেখলেন তিনি দরজা দাড়িয়ে রইলেন ঘরে প্রবেশ করলেন না।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নিকটে তাওবা করতেছি, আমার অপরাধ কি?

রাসূল বললেন- এই বালিশের কি হল?

আমি বললাম- আপনি তাতে বসার জন্য ও হেলান দেয়ার জন্য আমি তা ক্রয় করেছি।

রাসূল বললেন- যে ব্যক্তি এই ছবি অঙ্কন করেছে তাকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে তুমি যা বানিয়েছো তা রুহ দিয়ে জীবিত কর।

তিনি বললেন- যে বাড়িতে প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

**উপকারীতা :** জীব জন্তুর ছবি আঁকা হারাম। কেননা তার কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে এবং তা যে ঘরে থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

## উনবিংশ অধ্যায় : সৎকাজ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

### পাঠ-১ : পিতার মাতার সাথে সৎব্যবহার

**প্রশ্ন-৩১১. কোন আমলটি আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করলাম- কোন আমলটি আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল বললেন- ওয়াক্তমত নামাজ পড়া।

আমি বললাম- তারপরে কোনটি?

রাসূল বললেন- পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা।

আমি বললাম- তারপর কোন আমলটি?

রাসূল বললেন- আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

**উপকারীতা :** আল্লাহর নিকটে প্রিয় আমল ওয়াক্তমত নামাজ পড়া, পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।

**প্রশ্ন-৩১২. হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদ করার ইচ্ছা করছি এবং আপনার সাথে সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য এসেছি।**

**উত্তর :** মুয়াবিয়া বিন জাহিমা থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ্‌, হাকিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, জাহিমা রাসূল -এর নিকটে এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদ করার ইচ্ছা করছি এবং আপনার সাথে সে বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য এসেছি।

রাসূল বললেন- তোমার কি মা আছে?

তিনি বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- তুমি তার খেদমত কর কেননা তার পায়ের নিচে জান্নাত।

**উপকারীতা :** পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের খেদমত করা জিহাদ করার থেকেও উত্তম যা এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এমন কি মায়ের পায়ের নিচে জান্নাত রাসূল ইহা ইরশাদ করেছেন।

**প্রশ্ন-৩১৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমার সৎব্যবহার পাওয়ার অধিক হক্বদার কে?**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিক হক্বদার কে?

রাসূল বললেন- তোমার মা।

লোকটি বলল- তারপর কে?

রাসূল বললেন- তোমার মা।

লোকটি বলল- তারপর কে?

রাসূল বললেন- তোমার মা।

লোকটি বলল- তারপর কে?

রাসূল বললেন- তোমার বাবা।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে মায়ের কথা তিন বার বলা হয়েছে, কেননা সন্তানের জন্য পিতার থেকে মাতার কষ্ট ও ত্যাগ বেশি। মা গর্ভধারণ করেন তারপর প্রসব করেন তারপর তাকে দুই বছর দুধ পান করান এই তিনটি কষ্ট বাবাকে করতে হয় না তাই বাবার থেকে মায়ের কথা বেশি বলা হয়েছে।

**প্রশ্ন-৩১৪. আমার মা আমার নিকটে আসলেন অথচ তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো?**

**উত্তর :** আসমা বিনতে আবু বকর থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমার মা রাসূল-এর যুগে আমার কাছে আসেন তখন তিনি মুশরিকা ছিলেন তাই আমি রাসূল-এর নিকটে ফতওয়া চাইলাম এবং আমি বললাম- আমার মা আমার নিকটে আসলেন অথচ তিনি ইসলাম থেকে বিমুখ আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করবো?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় মা বাবা যদি মুশরিক বা কাফের হয় তারপরেও তাদের সাথে সদাচারণ করতে হবে। তবে তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ বিরোধী কোন আদেশ করলে তা মানা যাবে না।

**প্রশ্ন-৩১৫. আমি অনেক বড় অপরাধ করেছি আমার জন্য কি তাওবার সুযোগ আছে?**

**উত্তর :** ইবনে উমর থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল-এর নিকটে এক লোক এসে বলল- আমি অনেক বড় অপরাধ করেছি আমার জন্য কি তাওবার সুযোগ আছে?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার কি মা আছে?

লোকটি বলল- না।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার কি কোন খালা আছে?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর।

**উপকারীতা :** মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার কারণে হতে পারে আল্লাহ তার গুনাহ্ মাফ করে দিবেন। আর মায়ের মৃত্যুর মায়ের বোন খালার সাথে সদ্ব্যবহার করলে তা মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করার মতো।

**প্রশ্ন-৩১৬. হে আল্লাহর রাসূল! পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের কোন সুযোগ আছে?**

**উত্তর :** আবু উসাইদ মালিক বিন রবীআ থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমাদের মাঝে রাসূল (সা) বসেছিলেন, এমন সময় বনূ সালমা থেকে এক লোক এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের প্রতি সদ্ব্যবহারের কোন সুযোগ আছে?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য দোয়া করবে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের মৃত্যুর পর তাদের করা ওয়াদাগুলো পুর্ণ করবে, তাদের সাথে সম্পর্কীত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং তাদের বন্ধুদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচারণ করার কয়েকটি পদ্ধতি জানা যায় আর সেগুলো হল-

১. তাদের জন্য দোয়া করা।

২. তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।

৩. তারা যে সকল ওয়াদা পুর্ণ করে যেতে পারেনি সেগুলো পুর্ণ করা।

৪. তাদের সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।

৫. তাদের বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

**প্রশ্ন-৩১৭. হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক কি তার বাবা মাকে গালি দিতে পারে?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- কোন ব্যক্তি তার বাবা মাকে গালি দেয়াটা কবীরা গুনাহ্।

সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক কি তার বাবা মা কে গালি দিতে পারে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি অন্যের বাবাকে গালি দেয় এতে ঐ ব্যক্তি তার বাবাকে গালি দেয়, আবার কোন ব্যক্তি অন্যের মাকে গালি দেয় এতে ঐ ব্যক্তি তার মাকে গালি দেয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, কোন ব্যক্তি অন্যের মা বাবা কে গালি দেয়া যেন নিজের মা বাবা কে গালি দিল। কেননা যখন সে অন্যের মা বাবাকে গালি দিল তখন ঐ ব্যক্তি প্রতি উত্তরে তার মা বাবাকে গালি দেয়। তাই অন্যের মা বাবাকে গালি দেয়া যাবে না।

**প্রশ্ন-৩১৮. হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কিভাবে তার পিতা মাতাকে অভিসম্পাত করে?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস্ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- কোন ব্যক্তি তার বাবা মাকে অভিসম্পাত করা কবীরা গুনাহ্।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন লোক কি তার বাবা মাকে অভিসম্পাত করতে পারে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- হ্যাঁ, কোন ব্যক্তি অন্যের বাবাকে গালি দেয় এতে ঐ ব্যক্তি তার বাবাকে গালি দেয়, আবার কোন ব্যক্তি অন্যের মাকে গালি দেয় এতে ঐ ব্যক্তি তার মাকে গালি দেয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, কোন ব্যক্তি অন্যের মা বাবাকে গালি দেয়া যেন নিজের মা বাবাকে গালি দিল। কেননা যখন সে অন্যের মা বাবাকে গালি দিল তখন ঐ ব্যক্তি প্রতিউত্তরে তার মা বাবাকে গালি দেয়। তাই অন্যের মা বাবাকে গালি দেয়া যাবে না।

## পাঠ-২ : ফযিলতপূর্ণ আমল সমূহ

**প্রশ্ন-৩১৯. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ফযিলত পূর্ণ আমল সমূহের ব্যাপারে অবগত করুন।**

**উত্তর :** উকবা বিন আমের থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তার হাত ধরে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ফযিলত পূর্ণ আমলসমূহের ব্যাপারে অবগত করুন।

রাসূল বললেন- হে উকবা! যে তোমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা কর, যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে দান কর, যে তোমার প্রতি জুলুম করে তাকে ক্ষমা করে দাও।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে ফযিলত পূর্ণ কয়েকটি আমলের কথা বলা হয়েছে আর তাহল- কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করলেও তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কেউ বঞ্চিত করার পরও তাকে দান করা এবং কেউ জুলুম করার পরও তার প্রতি জুলুম না করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

**প্রশ্ন-৩২০. হে আল্লাহর রাসূল! উমুক মহিলা নামাজ, রোযা ও সদ্‌কাহ্ করে অনেক বেশি করে তবে সে তার প্রতিবেশীকে কথাবার্তায় কষ্ট দেয়।**

**উত্তর :** আবু হুরাইরা থেকে ইমাম আহমদ ও ইমাম বায্‌যার বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! উমুক মহিলা নামাজ, রোযা ও সদ্‌কাহ্ করে অনেক বেশি করে তবে সে তার প্রতিবেশীকে কথা বার্তায় কষ্ট দেয়।

রাসূল বললেন- সে জাহান্নামী।

লোকটি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! উমুক মহিলা নামাজ, রোযা ও সদ্‌কাহ্ কম করে তবে সে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না।

**উপকারীতা :** নামাজ রোযা ও সদ্‌কাহ্ বেশি করার পরও যদি কারো আচরণ খারাপ হয় তাহলে সে জান্নাতে যাবে না। বরং ব্যবহার খারাপ হওয়ার কারণে সে জাহান্নামে যাবে।

## পাঠ-৩ : মানুষের কল্যাণে এগিয়ে আসার ফযিলত

**প্রশ্ন-৩২১. আপনার অভিমত কি যদি আমি সদকা করার মতো আমি না পাই?**

**উত্তর :** আবু মূসা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সাঃ) বললেন- প্রত্যেক মুসলমানের উপর সদ্‌কাহ্ করা আবশ্যক।

বলা হল- আপনার অভিমত কি যদি আমি সদ্‌কাহ্ করার মত কিছু না পাই?

রাসূল (সাঃ) বললেন- সে নিজ হাত দ্বারা কাজ করবে এবং তা থেকে নিজে উপকৃত হবে ও সদ্‌কাহ্ করবে।

তিনি বললেন- আপনার অভিমত কি যদি সে তাতে সক্ষম না হয়?

রাসূল (সাঃ) বললেন- সে অক্ষম ব্যক্তিদেরকে সাহায্য করবে।

তিনি বললেন- বলা হল- আপনার অভিমত কি যদি সে তাতে সক্ষম না হয়?

রাসূল (সাঃ) বললেন- সে ভালো কাজের আদেশ দিবে।

তিনি বললেন- আপনার অভিমত কি যদি সে তা না করে?

রাসূল (সাঃ) বললেন- সে খারাপ থেকে বিরত থাকবে, ইহা তার জন্য সদ্‌কাহ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল (সাঃ) সদ্‌কাহ্ করার কয়েকটি স্তর বর্ণনা করেছেন।

**প্রশ্ন-৩২২. হে আল্লাহর রাসূল! সে কে?**

**উত্তর :** আবু শুরাইহ্ (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বললেন- আল্লাহর শপথ সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর শপথ সে ঈমানদার নয়, আল্লাহর শপথ ঈমানদার নয়।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! সে কে?

রাসূল (সাঃ) বললেন- যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

মুসলিম শরীফে এসেছে- যার ক্ষতি থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ না সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

Contents



**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যার ক্ষতি থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে পূর্ণাঙ্গ মুমিন না এবং সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।

**প্রশ্ন-৩২৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকটে সুন্দরকে প্রিয় করা হয়েছে আপনি যা দেখেতেছেন তা আমাকে দেয়া হয়েছে, এমনকি আমি ইহা অপছন্দ করি যে কারো জুতার ফিতা আমার থেকে উন্নত হোক, ইহা কি অহংকার?**

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকটে সুন্দরকে প্রিয় করা হয়েছে আপনি যা দেখেতেছেন তা আমাকে দেয়া হয়েছে, এমনকি আমি ইহা অপছন্দ করি যে কারো জুতার ফিতা আমার থেকে উন্নত হোক, ইহা কি অহংকার?

রাসূল ﷺ বললেন- না, বরং অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে অবজ্ঞা করা।

**উপকারীতা :** অহংকার হল আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া না করা এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়া আর মানুষকে অবজ্ঞা করা।

**প্রশ্ন-৩২৪. আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন তবে বেশি না। কেননা সম্ভবত তাতে আমি অক্ষম হব।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল- আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন তবে বেশি না কেননা সম্ভবত তাতে আমি অক্ষম হব।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি রাগান্বিত হবে না।

লোকটি তা বার বার জিজ্ঞাসা করল রাসূল ﷺ প্রতিবার একই জবাব দিলেন।

**উপকারীতা :** লোকটি রাসূল ﷺ -কে বললেন, তাকে কিছু উপদেশ দেয়ার জন্য তবে যেন তা বেশি না হয়, কেননা এতে সে তা পালন করতে সক্ষম নাও হতে পারে। রাসূল ﷺ তার কথা তাকে বললেন, সে যেন রাগান্বিত না হয়। সে যতবারই জিজ্ঞাসা করেছে ততবারই তাকে একই জবাব দেয়া হয়েছে।

Contents



## পাঠ-৪ : রসিকতা করা জায়েয

**প্রশ্ন-৩২৫. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুক করছেন?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাথে কৌতুক কারতেছেন?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- আমি সত্য ব্যতীত কোন কিছু বলি না।

**উপকারীতা :** রসিকতা করা জায়েয তবে তা সত্য হতে হবে এবং মিথ্যা বা অন্যকে কষ্ট দেয় এমন হতে পারবে না। তবে বেশি রসিকতা করা ঠিক না।

## পাঠ-৫ : সৎকাজের প্রতি পথ দেখানো তা করার মত

**প্রশ্ন-৩২৬. হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আমাকে বাহন দিন।**

**উত্তর :** আবু সাঈদ আনসারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে বাহন দিন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তোমাকে দেয়ার মতো বাহন আমি পাচ্ছি না তবে তুমি উমুক ব্যক্তির নিকটে যাও সে তোমাকে বাহন দিতে পারবে।

তারপর সে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে আসল এবং তাকে তা অবগত করলো, তখন রাসূল বললেন- যে ব্যক্তি কোন ভালো কাজের দিকে পথ দেখায় ঐ ভালো কাজের কর্তার অনুরূপ প্রতিদান তাকে দেয়া হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, কোন ব্যক্তি যদি কোন ভালো কাজের প্রতি পথ প্রদর্শন করে এবং এর উপর যতজনে আমল করবে ততজনের সওয়াবের অনুরূপ সওয়াব সে পাবে।

## পাঠ-৬ : যে আল্লাহকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসে

**প্রশ্ন-৩২৭. আপনার অভিমত কি যদি কোন লোক ভালো আমল করে তাতে মানুষ তার প্রশংসা করে?**

**উত্তর :** আবু যর্ গিফারী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল- আপনার অভিমত কি যদি কোন লোক ভালো আমল করে তাতে মানুষ তার প্রশংসা করে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- ইহা মুমিনদের দ্রুত সুসংবাদ প্রাপ্তি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি সৎকর্ম করার পর মানুষ তার প্রশংসা করে এতে কোন সমস্যা নেই বরং ইহা দুনিয়াতে তার কর্মের প্রাপ্তি আখেরাতেও তা সে পাবে।

## পাঠ-৭ : যে যাকে ভালোবাসে তার সাথে তার হাশর হবে

**প্রশ্ন-৩২৮. যে কোন এক জাতিকে না দেখে ভালোবাসে তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- যে কোন এক জাতিকে না দেখে ভালোবাসে তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

রাসূল বললেন- যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথে থাকবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যে যাকে ভালোবাসবে সে কিয়ামতের দিন তার সাথে থাকবে।

**প্রশ্ন-৩২৯. হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে?

রাসূল বললেন- এর জন্য প্রস্তুতি কি?

লোকটি বলল- আমি বেশি নামাজ, রোযা ও সদ্‌কাহ্ দ্বারা এর প্রস্তুতি নিতে পারিনি তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি।

অন্য বর্ণনা এসেছে-

আমরা বললাম- আমরা কি তেমন?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ।

আমরা সে দিন অনেক বেশি খুশি হয়েছি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যে যাকে ভালোবাসে কিয়ামতের দিন তার সাথেই তার হাশর হবে। এই কথা বলার পর সহাবীগণ অনেক বেশি খুশি হয়েছেন। কেননা তারা সবাই রাসূল -কে মহব্বত করতো। তাই নেককার সৎকর্মশীলদের ভালোবাসলে তাদের পাশে থাকার কারণে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে।

## পাঠ-৮ : পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ

**প্রশ্ন-৩৩০. আমি আপনার নিকটে হিজরত করার উপর বায়াত করতে এসেছি, আর আমার বাবা মাকে কাঁদা অবস্থায় রেখে এসেছি।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- আমি আপনার নিকটে হিজরত করার উপর বায়াত করতে এসেছি, আর আমার বাবা মাকে কাঁদা অবস্থায় রেখে এসেছি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তাদের নিকটে ফিরে গিয়ে তাদেরকে হাসাবে যেমনি ভাবে কাঁদিয়েছ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

**প্রশ্ন-৩৩১. এক লোক এসে রাসূল ﷺ-এর নিকটে জিহাদের অনুমতি চাইল।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক এসে রাসূল ﷺ-এর নিকটে জিহাদের অনুমতি চাইল।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার পিতা মাতা কি জীবিত আছে?

লোকটি বলল- হ্যাঁ।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তুমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করে জিহাদ কর।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। এমনকি জিহাদের পরিবর্তে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিলেন।

**প্রশ্ন-৩৩২. হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছি তাই আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি।**

**উত্তর :** মুয়াবিয়া বিন জাহিমা (রাঃ) থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ্ ও ইবনে নাসাঈ বর্ণনা করেন, জাহিমা রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি যুদ্ধ করার ইচ্ছা করছি তাই আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি।

রাসূল বললেন- তোমার কি মা আছে?

তিনি বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- তুমি তার সেবা কর কেননা জান্নাত তার পায়ের নিকটে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় মায়ের সেবা করা কত বড় সওয়াবের কাজ। কেননা রাসূল জাহিমাকে জিহাদের পরিবর্তে মায়ের খেদমত করার কথা বলেছেন।

**প্রশ্ন-৩৩৩. আমার একজন স্ত্রী আছে, আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন।**

**উত্তর :** আবুদ্দারদা থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, এক লোক তার নিকটে এসে বলল- আমার একজন স্ত্রী আছে, আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে আদেশ দিয়েছেন।

আবুদ্দারদা বললেন- আমি রাসূল থেকে শুনেছি পিতা মাতা হল জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। তুমি ইচ্ছা করলে তা বন্ধ করতে পার অথবা তা সংরক্ষণ করতে পার।

আর ইবনে হিব্বানের বর্ণনা করেন-

এক লোক আবুদ্দারদার নিকটে এসে বললেন- আমার বাবা আমাকে জোর করে বিবাহ করালেন আর এখন তিনি তাকে ত্বালাক দিতে বলছেন।

আবুদ্দারদা বললেন- আমি তোমাকে তোমার পিতার অবাধ্য হতে বলবো না। আবার তোমার স্ত্রীকে তালাক দিতেও বলবো না। তবে তুমি চাইলে আমি যা রাসূল থেকে শুনেছি তা তোমাকে শুনাচ্ছি।

রাসূল বলেছেন- পিতা হল জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। সুতরাং তুমি ইচ্ছা করলে তা রক্ষা করতে পার অথবা নষ্ট করতে পার।

তিনি বললেন- তারপর আতা চিন্তা করে এবং তার স্ত্রীকে তালাক দিল।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। কেননা জান্নাতে যাওয়ার সহজ পদ্ধতি হল পিতা মাতার খেদমত করা।

**প্রশ্ন-৩৩৪. আমার পিতা মাতা মৃত্যুর পর কি তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের কোন পথ খোলা আছে?**

**উত্তর :** উসাইদ বিন রবীআ থেকে ইমাম আবু দাউদ, ইবনে হিব্বান ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা রাসূল -এর নিকটে বসা ছিলাম, তখন একজন লোক এসে রাসূল -কে বললেন- আমার পিতা মাতা মৃত্যুর পর কি তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের কোন পথ খোলা আছে?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ, তুমি তাদের জন্য দোয়া করবে, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের মৃত্যুর পর তাদের করা ওয়াদাগুলো পূর্ণ করবে, তাদের সাথে সম্পর্কিত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে এবং তাদের বন্ধুদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে পিতা মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদাচারণ করার কয়েকটি পদ্ধতি জানা যায় আর সেগুলো হল :

১. তাদের জন্য দোয়া করা।
২. তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা।
৩. তারা যে সকল ওয়াদা পূর্ণ করে যেতে পারেনি সেগুলো পূর্ণ করা।
৪. তাদের সাথে সম্পর্কীত আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা।
৫. তাদের বন্ধুদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

**প্রশ্ন-৩৩৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দেই আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল! আর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, আমার সম্পদের যাকাত দিই এবং রমযানের রোযা রাখি।**

**উত্তর :** আমার বিন মুর্‌রাহ্ আলজুহানী থেকে ইমাম আহমদ, ত্বিবরানী ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দিই আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল। আর আমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি, আমার সম্পদের যাকাত দিই এবং রমযানের রোযা রাখি।

রাসূল ﷺ বললেন- যে ব্যক্তি এর উপর মারা যাবে এবং পিতা মাতার অবাধ্য না হয় তাহলে সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদের সাথে এভাবে থাকবে তিনি তার দুই আঙ্গুলকে মিলিয়ে দেখালেন।

**ফায়েদাঃ** এই হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কেউ সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই মুহাম্মাদ ﷺ তার রাসূল এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজানের রোযা রাখে এবং সম্পদের যাকাত দেয় সে যদি পিতা মাতার অবাধ্য না হয় তাহলে সে কিয়ামতের দিন নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে।

## পাঠ-৯ : আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা সবচেয়ে খারাপ কাজ

**প্রশ্ন-৩৩৬. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অবগত করুন কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী করবে?**

**উত্তর-** আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ সফরে অবস্থায় এক বেদুঈন তার নিকটে এসে তার উটের লাগাম ধরে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে অবগত করুন কোন জিনিস আমাকে জান্নাতের নিকবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরবর্তী করবে?

আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- রাসূল সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন- তাকে হেদায়েত দেয়া হয়েছে।

লোকটি বলল- কিভাবে?

আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- সে তা কয়েক বার বলল।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাতে কাউকে শরীক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দিবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে।

লোকটি যখন ফিরে যাচ্ছে রাসূল ﷺ বললেন- আমি যা বলেছি লোকটি যদি তা করে তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর ইবাদত করার মাঝে কাউকে শরীক না করে এবং নামাজ আদায় করে, যাকাত দেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

## পাঠ-১০ : আল্লাহকে ভয়কারী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী হল উত্তম ব্যক্তি

**প্রশ্ন-৩৩৭. আপনি কি জানেন আমি আমার দাসীকে আযাদ করে দিয়েছি?**

**উত্তর :** মায়মুনা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি তার একটি দাসীকে আযাদ করেছেন কিন্তু রাসূল -এর অনুমতি নেননি। যখন রাসূল তার ঘরে থাকার পালা আসল তখন তিনি রাসূল -কে বললেন- আপনি কি জানেন আমি আমার দাসীকে আযাদ করে দিয়েছি?

রাসূল বললেন- তুমি কি তা করেছো?

তিনি বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- জেনো রেখো! যদি তুমি তা তোমার কোন মামার কে দান করতে তাহলে আরো বেশি সওয়াব হত।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় দাসী কে আযাদ করার থেকে তা যদি কোন মামা বা খালাতুল্য কোন আত্মীয় কে দান করতো তাহলে তা আরো বেশি সওয়াবের কারণ হত কেননা তাতে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হত।

## পাঠ-১১ : প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করা

**প্রশ্ন-৩৩৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশী আছে যার সাথে আমি সম্পর্ক রক্ষা করি কিন্তু সে আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে না, আমি তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করি কিন্তু সে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, আমি তার আচারণে ধৈর্যধারণ করি কিন্তু সে আমার সাথে মূর্খের মত আচারণ করে।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা -থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার এক প্রতিবেশী আছে যার সাথে আমি সম্পর্ক রক্ষা করি কিন্তু সে আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে না, আমি তার সাথে সুন্দর ব্যবহার করি কিন্তু সে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, আমি তার আচারণে ধৈর্যধারণ করি কিন্তু সে আমার সাথে মূর্খের মত আচারণ করে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যেমন বলছো যদি তেমনি হয় তাহলে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই নিক্ষেপ করছো এবং তোমার সাথে সর্বদা আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যকারী থাকবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় প্রতিবেশীর খারাপ ব্যবহারের পরও যদি তার উপর ধৈর্যধারণ করা হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও সওয়াব লাভ করা যায়।

## পাঠ-১২ : হেবা ফিরিয়ে নেওয়া যেন বমি করে তা আবার খাওয়া

**প্রশ্ন-৩৩৯. আমি এক ব্যক্তি কে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য একটি ঘোড়া দিই তারপর আমি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করি এবং ধারাণা করি সে আমাকে তা কম দামে দিয়ে দিবে আর তাই আমি রাসূল ﷺ-কে ইহা জিজ্ঞাসা করি।**

**উত্তর :** উমর বিন খাত্তাব রাঃ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি এক ব্যক্তি কে আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য একটি ঘোড়া দিই তারপর আমি তা ক্রয় করার ইচ্ছা করি এবং ধারাণা করি সে আমাকে তা কম দামে দিয়ে দিবে আর তাই আমি রাসূল ﷺ-কে ইহা জিজ্ঞাসা করি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তা ক্রয় করবে না এবং তুমি যা সদ্‌কাহ্ করেছো তা ফিরিয়েও নিবে না যদিও সে তোমাকে তা এক দেরহামে দিতে চায়, কেননা সদ্‌কাহ্ করে তা ফিরিয়ে নেয়া যেন বমি করে তা খাওয়ার মত।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন কিছু সদ্‌কাহ্ করলে তা আবার ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না এমনকি তা ক্রয়ও করা যাবে না।

# বিংশ অধ্যায় : শিষ্টাচার

## পাঠ-১ : সুন্দর আচারণ

**প্রশ্ন-৩৪০. আমি রাসূল কে নেক ও গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম?**

**উত্তর :** নাওয়াস বিন সামআন থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আমি রাসূল -কে নেক ওগুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম?

রাসূল বললেন- নেক হল সুন্দর ব্যবহার আর গুনাহ্ হল যা তোমার অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং মানুষ তা জানুক তা তুমি অপছন্দ কর।

**উপকারীতা :** পূণ্যের কাজ হল মানুষের সাথে সদাচারণ করা আর গুনাহের কাজ হল যা অন্তরে সংশয় সৃষ্টি করে এবং মানুষ সেই ব্যাপারে জানাটা অপছন্দ করে।

**প্রশ্ন-৩৪১.** হে আল্লাহর নবী আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস্ থেকে ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, মুয়াজ সফর করার ইচ্ছা করল তাই রাসূল (সা)-কে বলল- হে আল্লাহর নবী আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

রাসূল বললেন- আল্লাহর ইবাদত করবে তাতে কাউকে শরীক করবে না।

মুয়াজ বললেন- হে আল্লাহর নবী আপনি আমাকে আরো উপদেশ দিন।

রাসূল বললেন- যখন তুমি কোন পাপ করবে সাথে সাথে নেক আমল করবে।

মুয়াজ বললেন- হে আল্লাহর নবী আপনি আমাকে আরো উপদেশ দিন।

রাসূল বললেন- ইহার উপর অটল থাক এবং তোমার আচারণ সুন্দর।

**উপকারীতা :** নবী কারীম মুয়াজ-কে উপদেশ দিলেন আর তাহল শিরক ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত করা, পাপ করলে সাথে সাথে নেক আমল করা এবং সুন্দর ব্যবহার করা আর এই সকল আমলের উপর অটল থাকা।

**প্রশ্ন-৩৪২. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মরুবাসী আপনি আমাদের কে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আল্লাহ্ আমাদের উপকৃত করবেন।**

**উত্তর :** আবু জুরী আলহুজামী থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি নবী কারীম -এর নিকটে এসে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা মরুবাসী আপনি আমাদের কে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আল্লাহ্ আমাদের উপকৃত করবেন।

রাসূল বললেন- কোন নেক আমল কে ছোট মনে করবে না যদিও তা পানি পানকারীকে পানি এগিয়ে দেয়া হয়ে থাকে এবং তোমার অপর ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলা হয়ে থাকে। আর লুঙ্গি কে টাকনুর নিচে ঝুলিয়ে রাখা থেকে সাবধান থাকবে কেননা তা অহংকার ও ঔদ্ধত্য যা আল্লাহ পছন্দ করেন না, যদি কোন ব্যক্তি তোমার কোন দোষ জেনে গালিয়ে দেয় তুমি তার কোন দোষ জানা থাকলেও গালি দিবে না কেননা তাহলে তুমি ইহার প্রতিদান পাবে আর সে ইহার শাস্তি পাবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল আবু জুরী কে কিছু বিষয়ে উপদেশ দিলেন যা তাকে জীবনে উপকৃত করবে। আর তাহল কোন নেক আমল কে ছোট মনে না করা যদি তা সামান্য পানি এগিয়ে দেয়া হয় বা কোন ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলা। আর টাকনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে না রাখা কেননা তা অহংকার থেকে আসে যা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করে না। কোন ব্যক্তি দোষ বর্ণনা করে গালি দিলেও তার কোন দোষ জানা থাকলেও তাকে তা বলে গালি না দেয়া।

## পাঠ-২ : সালাম দেয়া

**প্রশ্ন-৩৪৩. কোন ইসলাম সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন আস্ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করল- কোন ইসলাম সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল বললেন- খাবার খাওয়াবে, তুমি যাকে চিন এবং যাকে চিন না উভয়কে সালাম দিবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে ইসলামের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ আমলের কথা বলা হয়েছে আর তাহল মানুষ কে খাবার খাওয়ানো এবং সবাইকে সালাম দেয়া।

**প্রশ্ন-৩৪৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন বিষয়ে সম্পর্কে অবগত করুন যা আমার জন্য জান্নাত আবশ্যক করবে।**

**উত্তর :** আবু শুরাইহ্ থেকে ইমাম ত্বিবরানী ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন বিষয়ে সম্পর্কে অবগত করুন যা আমার জন্য জান্নাত আবশ্যক করবে।

রাসূল বললেন- সুন্দর কথা বার্তা, সালাম দেয়া এবং খাবার খাওয়ানো।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে তিনটি আমলের কথা বলা হয়েছে যার উপর আমল করলে জান্নাত আবশ্যক হবে। আর তাহল সুন্দর ভাবে কথা বার্তা, সালাম দেয়া এবং খাবার খাওয়ানো।

**প্রশ্ন-৩৪৫.** হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি?

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বললেন- এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি?

রাসূল বললেন- যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন সালাম দিবে, যখন সে ডাক দিবে তখন তার ডাকে সাড়া দিবে, যখন সে উপদেশ চাইবে তখন তাকে উপদেশ দিবে, যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুল্লাহ বলবে তখন তার জবাব দিবে, সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে এবং সে মারা গেলে তার জানাযায় ও দাফনে অংশ নিবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের ছয়টি হক্কের কথা বলা হয়েছে সেগুলো হল-

১. যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন সালাম দিবে।

২. যখন সে ডাক দিবে তখন তার ডাকে সাড়া দিবে।

৩. যখন সে উপদেশ চাইবে তখন তাকে উপদেশ দিবে।

৪. যখন সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুল্লাহ বলবে তখন তার জবাব দিবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে।

৫. সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে।

৬. সে মারা গেলে তার জানাযায় ও দাফনে অংশ নিবে।

**প্রশ্ন-৩৪৬. হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে সে তার নামাজে চুরি করলো?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বললেন- সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হল যে নামাজে চুরি করে।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে সে তার নামাজে চুরি করলো?

রাসূল ﷺ বললেন- সে নামাজের রুকু ও সিজ্‌দাহ্ পুরা করে না আর সবচেয়ে কৃপন ঐ ব্যক্তি যে সালাম দিতে কৃপনতা করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় নামাজে রুকু সিজ্‌দাহ্ ঠিক মত আদায় না করলে নামাজ চুরি করা হবে, যা সবচেয়ে নিকৃষ্ট চুরি। আর সবচেয়ে কৃপন ঐ ব্যক্তি যে সালাম দিতে কৃপনতা করে।

**প্রশ্ন-৩৪৭. হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- ঐ মুমিন বান্দা যে তার জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে।

লোকটি বলল- তারপর কে?

রাসূল ﷺ বললেন- তারপর ঐ ব্যক্তি যে মানুষের দল থেকে একা হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে নিজের জান মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে। তারপর ঐ ব্যক্তি যে একাকি আল্লাহর ইবাদত করে কোন হারাম কাজ করে না এবং কোন ফিতনার সাথে জড়িত হয় না।

**প্রশ্ন-৩৪৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন?**

**উত্তর :** হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান (রহঃ) থেকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি এক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, এক লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি রাগান্বিত হবে না।

তিনি বলেন- রাসূল ﷺ এর থেকে এই কথা শুনার পর আমি তা নিয়ে চিন্তা করে দেখলাম রাগ সব খারাপ কাজের মূল।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাগান্বিত হতে না করা হয়েছে কেননা মানুষ রাগান্বিত অবস্থায় অধিক জুলুম নির্যাতন করে।

**প্রশ্ন-৩৪৯. আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।**

**উত্তর :** আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলল- আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি রাগান্বিত হবে না তাহলে তোমার জন্য জান্নাত আবশ্যক।

**উপকারীতা :** পূর্বের হাদীসের মত এই হাদীসেও রাগান্বিত না হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

## পাঠ-৩ : খারাপ আচারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে

**প্রশ্ন-৩৫০. হে আল্লাহর রাসূল! কোন মুসলমান সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আবু মূসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কোন মুসলমান সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বলা হয়েছে উত্তম মুসলমান হল সে ব্যক্তি যার হাত ও মুখ থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে কেননা মানুষের অধিকাংশ খারাপ কাজ হাত ও মুখের দ্বারা হয়ে থাকে। যেমন মানুষ মুখ দ্বারা অন্য মানুষ কে গালি দেয় আবার হাত দ্বারা অন্যকে আঘাত করে।

**প্রশ্ন-৩৫১. হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করেছি- হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ওয়াক্ত মত নামাজ আদায় করা।

আমি বললাম- তারপর কি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- মানুষ কে তোমার হাত থেকে নিরাপদ রাখা।

Contents



**উপকারীতা :** এই হাদীসে দুইটি উত্তম আমল সম্পর্কে বলা হল আর তাহল- ওয়াক্ত মত নামাজ আদায় করা এবং নিজের হাতে অনিষ্টতা থেকে মানুষে কে নিরাপদ রাখা।

**প্রশ্ন-৩৫২. হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তি কিসে?**

**উত্তর :** উক্ববা বিন আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! মুক্তি কিসে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি তোমার জিহ্বা কে বিরত রাখবে, নিজের বাড়িতে অবস্থান করবে এবং গুনাহ্ থেকে তাওবা করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বলা হল মুক্তি হল তিনটি জিনিসের মধ্যে আর তাহল- জিহ্বা দ্বারা খারাপ কথা থেকে বিরত থাকা, মানুষের ক্ষতি থেকে বিরত থাকার জন্য ও ফিতনা ফাসাদ থেকে বাঁচার জন্য ঘরে অবস্থান করবে এবং গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তাওবা করবে।

**প্রশ্ন-৩৫৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা বলি তা সব কি আমাদের বিরুদ্ধে লিখা হয়?**

**উত্তর :** ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা বলি তা সব কি আমাদের বিরুদ্ধে লিখা হয়?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষ তো তাদের নাকের উপর উপুড় হয়ে জাহান্নামে পড়বে শুধু তাদের জিহ্বার দ্বারা সংঘঠিত পাপের কারণে। তুমি যতক্ষণ কথা না বল ততক্ষণ তুমি নিরাপদ আর যখনই তুমি কোন কথা বল তা হয় তোমার পক্ষে লেখা হয় বা তোমার বিপক্ষে লিখা হয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় মানুষ জাহান্নামে পড়বে তাদের কথার কারণে এবং প্রতিটি কথা এক হয় আমাদের পক্ষে লিখা হয় বা বিপক্ষে লিখা হয়।

## পাঠ-৪ : যে তার অন্তর কে ঈমানের জন্য একনিষ্ঠ করেছে

**প্রশ্ন-৩৫৪. হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম ইবনে মাজাহ্ ও ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- সত্যবাদী ও পবিত্র অন্তরের অধিকারী।

Contents



সাহাবীগণ বললেন- সত্যবাদীতা সম্পর্কে আমরা জানি তবে পবিত্র অন্তর কি?

রাসূল বললেন- তাহল আল্লাহভীত পবিত্র গোনাহ্ বিহীন অবাধ্যতা বিহীন ধোঁকা বিহীন এবং হিংসা বিহীন অন্তর।

**উপকারীতা :** উত্তম ব্যক্তিদের গুন হল তারা সত্যবাদী আল্লাহ ভীরু এবং গুনাহ্, অবাধ্যতা, ধোঁকা ও হিংসা থেকে বিরত থাকে।

## পাঠ-৫ : রাস্তায় থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ

**প্রশ্ন-৩৫৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হব।**

**উত্তর :** আবু বার্‌যা থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি উপকৃত হব।

রাসূল বললেন- তুমি মানুষের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করবে।

**উপকারীতা :** রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা নেক কাজ এবং উহার জন্য অনেক বড় প্রতিদান রয়েছে। কেননা ইহা হল জন কল্যাণকর কাজ তাই রাসূল ইহার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

**প্রশ্ন-৩৫৬. হে আল্লাহর রাসূল! কে ইহাতে সক্ষম হবে?**

**উত্তর :** বারীদা থেকে ইমাম আহমাদ ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন- মানুষের মধ্যে তিন শত ষাটটি জোড়া আছে সুতরাং তার উপর আবশ্যক প্রতিটি জোড়ার পক্ষ থেকে সদ্‌কাহ্ করা।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! কে ইহাতে সক্ষম হবে?

রাসূল বললেন- মসজিদে পড়ে থাকা কফ মাটিতে চেপে দেয়া, রাস্তা থেকে কোন বস্তু অপসারণ করা, যদি তুমি তা করতে না পার তাহলে মাধ্যাহ্নে দুই রাকাত নামাজ আদায় করবে ইহা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে থেকে জানা যায় মানুষের প্রতিটি জোড়ার জন্য সদ্‌কাহ্ করা উচিত। ইহা সাহাবীদের নিকটে কঠিন মনে হল তখন রাসূল তাদের কে সদ্‌কাহ্ করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন আর তাহল মসজিদের পড়ে থাকা কফ বা ময়লা মাটিতে চেপে দেয়া, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা আর ইহাতে যদি সক্ষম না হয় তাহলে মাধ্যাহ্নে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলে তা যথেষ্ট হবে।

## পাঠ-৬ : অনুমতি চাওয়া

**প্রশ্ন-৩৫৭. আমি কি আসবো?**

**উত্তর :** চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, একলোক নবী কারীম ﷺ-এর নিকটে অনুমতি চাইল তখন তিনি ঘরে ছিলেন।

লোকটি বলল- আমি কি আসবো?

রাসূল ﷺ -তার খাদেম কে বললেন- তুমি এর নিকটে গিয়ে তাকে অনুমতি কিভাবে চাইতে হয় তা শিখিয়ে দাও এবং গিয়ে বলল- আস্সালামু আলাইকুম আমি কি প্রবেশ করবো?

তখন লোকটি তা শুনলে বলল- আস্সালামু আলাইকুম আমি কি প্রবেশ করবো?

রাসূল ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল।

**উপকারীতা :** ইসলামী শরীয়ত অনুসারে কাহারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যাবে না আর অনুমতি চাওয়ার পদ্ধতি হল প্রথমে সালাম দিতে হবে তারপর অনুমতি চাইবে।

## পাঠ-৭ : ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কে সালাম দেয়া

**প্রশ্ন-৩৫৮. হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদিরা ও খ্রিস্টানরা আমাদের কে সালাম দেয় আমরা উহার জবাব কিভাবে দিব?**

**উত্তর :** ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবী বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদিরা ও খ্রিস্টানরা আমাদের কে সালাম দেয় আমরা উহার জবাব কিভাবে দিব?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা বল ওয়ালাইকুম অর্থাৎ তোমাদের উপরও।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় বিধর্মী কোন ব্যক্তি যদি সালাম দেয় তাহলে শুধু ওয়ালাইকুম বলতে হবে ওয়ালাইকুমুস্সালাম বলা যাবে না।

**প্রশ্ন-৩৫৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই দুইটি চরিত্রে চরিত্রবান হয়েছি নাকি আল্লাহ্ আমাকে তা দান করেছে?**

**উত্তর :** উম্মে আবান বিনতে যিরা থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি তার দাদা যিরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আব্দুল কায়েসের দলে ছিলেন যখন আমরা মদীনা আগমন করল তখন আমরা তাড়াতাড়ি নামতে লাগলাম। তারপর আমরা রাসূল ﷺ-এর হাত

ও পায়ে চম্বুন করতে লাগলাম। আর মুনযির আল আসাজ্ অপেক্ষা করতে লাগলেন যখন তার পালা আসল তখন তিনি তার জামা পরিধান করলো।

তারপর রাসূল আসলেন এবং তাকে বললেন- তোমার নিকটে দুইটি গুন আছে যা আল্লাহ খুব ভালোবাসেন আর তা হল ধৈর্য ও ধীরস্থীরতা।

তিনি বললেন- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এই দুইটি চরিত্রে চরিত্রবান হয়েছি নাকি আল্লাহ আমাকে তা দান করেছে?

রাসূল বললেন- বরং তা আল্লাহ্ তোমাকে দান করেছেন।

তিনি বললেন- সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আমাকে এমন দুইটি গুন দান করেছেন যা আল্লাহ ও তার রাসূল ভালোবাসে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় ধৈর্য আর ধীরস্থীরতা এমন গুন যা আল্লাহ্ খুব পছন্দ করেন।

## পাঠ-৮ : মজলিসের আদব

**প্রশ্ন-৩৬০. আমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই সেখানে আলাপ আলোচনা করি।**

**উত্তর :** আবু সাঈদ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকবে।

সাহাবীগণ বললেন- আমাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই সেখানে আলাপ আলোচনা করি।

রাসূল বললেন- যখন তোমরা বসবেই তাহলে রাস্তার হক্ব সমূহ আদায় কর।

সাহাবীগণ বললেন- রাস্তার হক্ব কি?

রাসূল বললেন- চোখ কে অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজে নিষেধ করা।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে রাস্তায় বসা থেকে সাবধান করেছেন। সাহাবীরা তখন বলেছেন তাদের রাস্তায় বসা ব্যতীত অন্য কোন উপায় নেই তখন রাসূল তাদের কে রাস্তার হক্ব আদায় করার কথা বললেন। রাস্তার হক্ব হল- চোখ কে অবনত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া অসৎ কাজে নিষেধ করা।

## পাঠ-৯ : উপনাম

**প্রশ্ন-৩৬১. হে আল্লাহর রাসূল! আমার প্রত্যেক সাথীর উপনাম আছে।**

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, আয়েশা বললেন- আমার প্রত্যেক সাথীর উপনাম আছে।

রাসূল বললেন- তাহলে তুমি তোমার ছেলে আব্দুল্লাহর নামে উপনাম রাখ।

সুতরাং তার উপনাম হল উম্মে আব্দুল্লাহ।

**উপকারীতা :** আব্দুল্লাহ আয়েশার ছেলে না কেননা তার কোন ছেলে ছিল না বরং সে তার বোন আসমার ছেলে। এই হাদীস থেকে জানা যায় যার কোন সন্তান নেই সেও উপনাম রাখতে পারবে এতে কোন সমস্যা বা মিথ্যা বলা হবে না।

## পাঠ-১০ : খিয়ানত ও ধোঁকা থেকে সাবধানতা

**প্রশ্ন-৩৬২. হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল তার আশে পাশে থাক উম্মতদের কে বললেন- তোমরা আমার জন্য ছয়টি বস্তুও যিম্মাদার হও আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হব।

আমি বললাম- সেগুলো কি কি?

রাসূল বললেন- নামাজ, যাকাত, আমানত, লজ্জাস্থান, পেট ও জিহ্বা।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ছয়টি বস্তুও যিম্মাদার হওয়ার জন্য বললেন এতে রাসূল তার জন্য জান্নাতের যিম্মাদার হবে। সেগুলো হল- নামাজ, যাকাত, আমানত, লজ্জাস্থান, পেট ও জিহ্বা।

## পাঠ-১১ : আল্লাহর জন্য যাদের ভালোবাসা

**প্রশ্ন-৩৬৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কে তাদের বর্ণনা দিন আমরা কি তাদের কে চিনতে পারবো?**

**উত্তর :** আবুদ্দারদা থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- আল্লাহ তায়ালা এক জাতি কে কিয়ামতের দিন উঠাবেন যাদের চেহারা নূর দ্বারা মুক্তার মত আলোকিত থাকবে, তাদের কে দেখে মানুষ ঈর্ষা করবে, তারা নবী না শহীদও না।

আবুদ্দারদা বলেন- তারপর রাসূল ﷺ হাঁটু গেড়ে বসলেন।

আবুদ্দারদা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কে তাদের বর্ণনা দিন আমরা কি তাদের কে চিনতে পারবো

রাসূল বললেন- তারা হল বিভিন্ন গোত্র ও দেশের যারা আল্লাহর জন্য পরস্পর পরস্পর কে ভালোবাসে, তারা আল্লাহর জিকির করতে করতে একত্রিত হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যারা একে অপর কে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে কিয়ামতের দিন তাদের চেহারা মুক্তার মত উজ্জ্বল থাকবে অথচ তারা নবীও না শহীদও না।

## পাঠ-১২ : উত্তম ঈমান

**প্রশ্ন-৩৬৪. তিনি উত্তম ঈমান সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন?**

**উত্তর :** মুয়াজ বিন জাবাল رضي الله عنه থেকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি উত্তম ঈমান সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি আল্লাহর জন্য ভালোবাসবে, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করবে এবং তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত রাখবে।

তিনি বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আর কি কি?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি নিজের জন্য যা ভালোবাসো অন্যের জন্য তা ভালোবাসবে এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ কর তা অন্যের জন্য অপছন্দ করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে জানা যায় উত্তম ঈমান হল আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা, আল্লাহর জন্য কাউকে ঘৃণা করা, জিহ্বাকে আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত রাখা এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অন্য জন্যে পছন্দ করা আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অপরের জন্যে অপছন্দ করা।

## পাঠ-১৩ : যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথে থাকবে

**প্রশ্ন-৩৬৫. কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি কে ভালোবাসে তার ভালো কাজের কারণে কিন্তু সে অনুরূপ ভালো কাজ করতে পারে না।**

**উত্তর :** ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একলোক বলল- সাহাবীগণ একটি বিষয়ে খুব বেশি খুশি হয়েছে উহার মত অন্য কিছুতে এত খুশি হয়নি।

এক লোক বলল- কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি কে ভালোবাসে তার ভালো কাজের কারণে কিন্তু সে অনুরূপ ভালো কাজ করতে পারে না।

রাসূল ﷺ বললেন- যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথে থাকবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ এই কথা বলেছেন যে যাকে ভালোবাসবে কিয়ামতের দিন সে তার সাথে থাকবে। এতে সাহাবীগণ খুব বেশি খুশি হয়েছে কেননা তারা সবাই রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসে। আর তাই তাদের হাশর রাসূল ﷺ-এর সাথে হবে ইহা জেনে তারা অনেক খুশি হয়েছে।

**প্রশ্ন-৩৬৬. হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?**

**উত্তর :** ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের সাথে মিলিত হতে পারেনি তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

রাসূল ﷺ বললেন- যে যাকে ভালোবাসে সে তার সাথে থাকবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারাও একই কথা জানা যায়। কোন ব্যক্তি যদি কোন জাতি কে ভালোবাসে কিন্তু সে তাদের মত আমল করতে পারেনি তার পরেও সে ভালোবাসার কারণে সে তাদের সাথে থাকবে।

**প্রশ্ন-৩৬৭. হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালোবাসে কিন্তু তাদের মত নেক আমল সে করতে পারেনি।**

**উত্তর :** আবু যর্ رضي الله عنه থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কোন জাতিকে ভালোবাসে কিন্তু তাদের মত নেক আমল করতে পারেনি।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আবু যর্ তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই তুমি থাকবে।

আবু যর্ رضي الله عنه বললেন- আমি আল্লাহ তার রাসূলকে ভালোবাসি।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই থাকবে।

আবু যর্ তা পুনরায় বলল, রাসূল ﷺও পুনরায় একই কথা বললেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় ব্যক্তি যাকে ভালোবাসবে তার সাথে তার কিয়ামত হবে। আবু যর্ বল সে রাসূল ﷺ ভালোবাসে তাই রাসূল তাকে শান্তা দিয়ে বললেন যে তুমি যাকে ভালোবাসো তার সাথেই তুমি থাকবে।

## পাঠ-১৪ : উত্তম নামাজ

**প্রশ্ন-৩৬৮. হে আল্লাহর রাসূল! কোন নামাজ সবচেয়ে উত্তম?**

উত্তর- উমাইর বিন কাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন নামাজ সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- দীর্ঘ আনুগত্য বিশিষ্ট নামাজ।

সে বলল- কোন সদ্‌কাহ্ উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- অল্প থাকা সত্ত্বেও দান করা।

সে বলল- কোন মুমিন পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার?

রাসূল ﷺ বললেন- তাদের মধ্যে যার আচারণ সুন্দর।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যে নামাজে আল্লাহর ভয় ও ভীতি নিয়ে দীর্ঘ করে নামাজ পড়া হয় তা উত্তম নামাজ, আর উত্তম সদ্‌কাহ্ হল সম্পদ কম থাকার পরও সদ্‌কাহ্ করা, আর পুর্ণাঙ্গ ঈমানদার হল যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

## পাঠ-১৫ : যা দ্বারা ক্ষমা পাওয়া যায়

**প্রশ্ন-৩৬৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।**

**উত্তর :** ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

রাসূল ﷺ বললেন- সালাম বিনিময় করা ও ভালো কথা বলা এই দুইটি ক্ষমা কে আবশ্যক করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় সালাম বিনিময় করা ও ভালো কথা বলার দ্বারা আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া যায়।

## পাঠ-১৬. যে সালাম দ্বারা শুরু করে সে আল্লাহর নিকটে শ্রেষ্ঠ

**প্রশ্ন-৩৭০ হে আল্লাহর রাসূল! দুইজন লোক সাক্ষাৎ করলে কে আগে সালাম দিবে?**

**উত্তর :** আবু উমামা থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! দুইজন লোক সাক্ষাৎ করলে কে আগে সালাম দিবে?

রাসূল বললেন- আল্লাহর নিকটে যে শ্রেষ্ঠ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে থেকে জানা যায় যে আগে সালাম দিবে সে আল্লাহর রহমত পাওয়ার অধিক হক্বদার।

## পাঠ-১৭ : পুর্ণাঙ্গ ঈমানদার

**প্রশ্ন-৩৭১. কোন মুমিন পুর্ণাঙ্গ ঈমানদার?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ থেকে ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি নবী কারীম থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল কে জিজ্ঞাসা করা হল- কোন মুমিন পুর্ণাঙ্গ ঈমানদার?

রাসূল বললেন- যে নিজ জান মাল দিয়ে জিহাদ করে, আর যে জনপদ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে এবং মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকে।

## পাঠ-১৮ : রাগান্বিত না হওয়া

**প্রশ্ন-৩৭২. আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।**

**উত্তর :** আবুদ্দারদা থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল কে বলল- আপনি আমাকে এমন একটি আমলের কাথা বলুন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।

রাসূল বললেন- তুমি রাগান্বিত হবে না তাহলে তোমার জন্য জান্নাত।

**উপকারীতা :** অধিকাংশ জুলুম রাগের কারণে সংঘটিত হয় তাই রাসূল (সা) রাগান্বিত না হওয়ার কথা বললেন।

## পাঠ-১৯ : জিহ্বাকে হেফাজত করা

**প্রশ্ন-৩৭৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয়ে বলুন যা আমাকে রক্ষা করবে।**

**উত্তর :** সুফয়ান বিন আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি বিষয়ে বলুন যা আমাকে রক্ষা করবে।

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বল আমার প্রতিপালক আল্লাহ তারপর ইহার উপর অটল থাক।

আমি বললাম- আপনি আমার জন্য কোন বস্তুটির ভয় করেন?

রাসূল ﷺ তার জিহ্বা কে ধরে বললেন- ইহা।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় জিহ্বা হল বহু পাপের মূল তাই রাসূল ﷺ তার উম্মতের কে জিহ্বা থেকে সাবধান করলেন। কেননা জিহ্বা দ্বারা মানুষ গীবত, অপবাদ, মিথ্যা, গালাগালির মত বহু জগণ্য পাপ করে থাকে।

## পাঠ-২০ : রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা

**প্রশ্ন-৩৭৪. আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমার উপকারে আসবে।**

**উত্তর :** আব বার্‌যা رضي الله عنه থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর নবী আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমার উপকারে আসবে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি মুসলমানের পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করবে।

**উপকারীতা :** মুসলমানের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা অনেক বড় সওয়াবের কাজ।

## পাঠ-২১ : আবুল কাসেম দ্বারা উপনাম রাখা নিষেধ

**প্রশ্ন-৩৭৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করছে আমি তার নাম কাসেম রেখেছি। তখন এক আনসারী মহিলা বলল- আমরা তোমাকে আবুল কাসেম দ্বারা উপনাম রাখবো না এবং তোমার দিকে আমাদের চোখ ফিরাবো না।**

**উত্তর :** জাবির رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমাদের মধ্যে এক লোকের একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করেছে, সে তার নাম রেখেছে কাসেম। তখন এক আনসারী মহিলা বলল- আমরা তোমাকে আবুল কাসেম দ্বারা উপনাম রাখবো না এবং তোমার দিকে আমাদের চোখ ফিরাবো না।

রাসূল ﷺ বললেন- আনসারী মহিলা ঠিক বলেছে, তোমরা আমার নামে নাম রাখ তবে আমার উপনামে উপনাম রেখ না, কেননা আমি হলাম কাসেম।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এখানে আনসারী মহিলার কথার স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তার উপনামে উপনাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

## পাঠ-২২ : খারাপ কথার প্রতিউত্তর দেয়ার পদ্ধতি

**প্রশ্ন-৩৭৬. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি শুনেন নি তারা কি বলেছে?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- ইহুদিদের একটি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে আসল- তারা বলল- আস্‌সামু আলাইকুম অর্থাৎ আপনার মৃত্যু হউক।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা তা বুঝতে পেরে বললেন- তোমাদের মৃত্যু হউক এবং তোমাদের উপর লা'নত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হে আয়েশা থাম। কেননা আল্লাহ প্রতিটি কাজে দয়া ও নম্রতা পছন্দ করেন।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি শুনেন নি তারা কি বলেছে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- আমিতো ওয়ালাকুম বলেছি। অর্থাৎ তোমরা যা বলেছে তা তোমাদের উপর পতিত হউক।

**উপকারীতা :** ইহুদিরা সালাম না বলে সাম বলতো। আরবীতে সাম অর্থ মৃত্যু। তাই আয়েশা তাদের উপর রাগান্বিত হয়ে প্রতিউত্তর দিতে লাগলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা কে থামতে বললেন এবং প্রতিউত্তরের পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। তাই তাদের প্রতি উত্তরে শুধু ওয়ালাইকুম বলতে হবে।

## পাঠ-২৩ : মুসাফাহ্

প্রশ্ন-৩৭৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে তাকে প্রণাম করবে?

**উত্তর :** আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার ভাই বা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলে তাকে প্রণাম করবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না।

লোকটি বলল- সে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং চুম্বন করবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না।

লোকটি বলল- সে কি তার হাত ধরে মুসাফাহ্ করবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় মুসলিম কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে তার সাথে মুসাফাহ্ করবে ইহা সুন্নাত।

# একবিংশ অধ্যায় : জিকির ও দোয়া

## পাঠ-১ : অধিক পরিমাণে জিকির করা

**প্রশ্ন-৩৭৮. হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামী শরীয়াত ব্যাপক, সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে অবগত করুন যাতে লেগে থাকতে পারবো।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন বুসির (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্ ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! ইসলামী শরীয়াত ব্যাপক, সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি বিষয়ে অবগত করুন যাতে লেগে থাকতে পারবো।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি সর্বদা তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর জিকির দ্বারা সিক্ত রাখবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ অধিক জিকির করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং তা সর্বদা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

**প্রশ্ন-৩৭৯. স্বর্ণ ও রূপার ব্যাপরে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, যদি আমরা জানতাম কোন সম্পদ উত্তম তাহলে তা গ্রহণ করতাম।**

উত্তমঃ- সাওবান (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- যখন এই আয়াত নাযিল হল-

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ۔

তখন আমরা কোন এক সফরে রাসূল ﷺ এর সাথে ছিলাম, আর এতে রাসূল ﷺ এর কিছু সাহাবী বলতে লাগল- স্বর্ণ ও রূপার ব্যাপরে কোরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, যদি আমরা জানতাম কোন সম্পদ উত্তম তাহলে তা গ্রহণ করতাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তার মধ্যে উত্তম হল জিকিরকারী জিহ্বা, কৃতজ্ঞ অন্তর এবং মুমিনা ঐ স্ত্রী যে তাকে ঈমানের ব্যাপারে সহযোগীতা করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ মুমিনদের জন্য উত্তম সম্পদের বর্ণনা দিয়েছেন। ঐ জিহ্বা যা সর্বদা আল্লাহর জিকির করে, ঐ অন্তর যা আল্লাহর দেয়া নেয়ামতের কৃতজ্ঞা আদায় করে এবং ঐ মুমিনা স্ত্রী যে তার স্বামীকে ঈমান ও ইবাদতের ব্যাপারে সহযোগীতা করে।

**প্রশ্ন-৩৮০. হে আল্লাহর রাসূল! মুফার্‌রিদরা কারা?**

উত্তম: আব হুরায়রা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল মক্কার এক রাস্তায় সফর করছেন এমন সময় তিনি একটি পাহাড় অতিক্রম করছেন যার নাম জুমাদান।

তখন রাসূল বললেন- তোমরা এই জুমাদান পাহাড়ে সফর কর মুফাররিদগণ তাতে অগ্রবর্তী হয়েছে।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! মুফাররিদগণ কারা?

রাসূল বললেন- তারা হল আল্লাহর অধিক জিকিরকারী।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে আল্লাহর জিকিরকারীদের মর্যাদা বুঝানো হয়েছে।

**প্রশ্ন-৩৮১. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন।**

**উত্তর :** উম্মে আনাস থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন।

রাসূল বললেন- তুমি গুনাহ্ ছেড়ে দিবে কেননা তা হচ্ছে উত্তম ত্যাগ, ফরযগুলোর সংরক্ষণ করবে কেননা তা হচ্ছে উত্তম জিহাদ এবং অধিক পরিমাণ আল্লাহর জিকির করবে কেননা অধিক জিকির করার মত আল্লাহর নিকটে প্রিয় আর অন্য কিছু তুমি আল্লাহর জন্য পেশ করতে পারবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল কয়েকটি বিষয়ে উপদেশ দিলেন আর তা হচ্ছে- সর্বপ্রকার গুনাহ্ ছেড়ে দেয়া, ফরজগুলো আদায় করা এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করা কেননা জিকিরের মত প্রিয় আল্লাহর কাছে আর অন্য কিছুই নেই।

**প্রশ্ন-৩৮২. কোন মুজাহিদ অধিক পরিমাণে সওয়াব লাভ করবে?**

**উত্তর :** মুয়াজ থেকে ইমাম ত্বিবরানী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন, একলোক রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করল- কোন মুজাহিদ অধিক পরিমাণে সওয়াব লাভ করবে?

রাসূল বললেন- তাদের মধ্যে যে আল্লাহ তায়ালার অধিক জিকির করে।

লোকটি বলল- কোন সৎকর্মশীল অধিক পরিমাণে সওয়াব লাভ করবে?

রাসূল বললেন- তাদের মধ্যে যে আল্লাহ তায়ালার অধিক জিকির করে।

তারপর লোকটি নামাজ, যাকাত, হজ্ব, সদ্‌কাহের কথা জিজ্ঞাসা করে। রাসূল প্রত্যেকটির জবাবে বলেন- তাদের মধ্যে যে অধিক পরিমাণে আল্লাহ্ তায়ালার জিকির করে।

তখন আবু বকর উমর-কে বললেন- হে আবু হাফস্ জিকিরকারীরা সকল কল্যাণ নিয়ে গেল।

রাসূল বললেন- হ্যাঁ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে জানা যায় সব কল্যাণ জিকিরকারীদের জন্য।

**প্রশ্ন-৩৮৩. হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সম্মানের পাত্র?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ খুদরী থেকে ইমাম আহমাদ, আবু ঈলা, ইবনে হিব্বান ও ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন বলবেন- কে সম্মানের পাত্র তা সবাই অচিরেই জানতে পারবে।

বলা হল- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সম্মানের পাত্র?

রাসূল বললেন- জিকিরের মজলিসের ব্যক্তিবর্গ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় সম্মানের পাত্র হল জিকিরকারীরা।

**প্রশ্ন-৩৮৩. হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইবনে রওয়াহা ব্যাপারে আপনার কি অভিমত যে আপনার ঈমান থেকে মানুষ কে অনউৎসাহিত করে তার কিছু সময়ের ঈমান দ্বারা।**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষ্যাৎ হলে তাকে বলতেন- এই দিকে এসো আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি কিছু সময় ঈমান আনি।

এক দিন তিনি একলোক কে তা বললে লোকটি রাগান্বিত হয়ে রাসূল (সা)-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহ্‌র রাসূল! ইবনে রওয়াহা ব্যাপারে আপনার কি অভিমত যে আপনার ঈমান থেকে মানুষ কে অনউৎসাহিত করে তার কিছু সময়ের ঈমান দ্বারা।

রাসূল বললেন- আল্লাহ ইবনে রওয়াহার প্রতি রহম করুক সে এমন মজলিস পছন্দ করে যা নিয়ে ফেরেশ্‌তারা গর্ব করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় জিকিরের মজলিস এমন একটা মজলিস যা নিয়ে ফিরেশতারা গর্ব করে।

**প্রশ্ন-৩৮৪. জান্নাতের বাগান কি?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বলেছেন- যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাবে তখন তা থেকে ফল খাবে।

সাহাবীগণ বললেন- জান্নাতের বাগান কি?

রাসূল বললেন- জিকিরের মজলিস।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় জান্নাতের বাগান হল জিকিরের মজলিস।

**প্রশ্ন-৩৮৫. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন একটি কথা বললেন যা আপনি অতীতে বলেন নি।**

**উত্তর :** আবু বারযা আল আসলামী থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল যখন কোন মজলিস থেকে উঠতেন তখন তিনি মজলিসের শেষে বলতেন-

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অর্থ- হে আল্লাহ তোমার পবিত্র ও তোমার প্রশংসা, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি এবং তাওবা করতেছি। (আবু দাউদ : ৪৮৬১)

একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এমন একটি কথা বললেন যা আপনি অতীতে বলেননি।

রাসূল বললেন- ইহা হল মজলিসে যা হয়েছে উহার কাফ্‌ফারা।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসে মজলিসে কি দোয়া পড়তে হবে তা শিক্ষা দিয়েছেন। যা মজলিসে সংঘঠিত সকল গুনাহের কাফ্‌ফারা।

Contents



## পাঠ-২ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর ফযিলত

**প্রশ্ন-৩৮৬. হে আল্লাহর রাসূল! কে কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত দ্বারা অধিক সৌভাগ্যবান হবে?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কে কিয়ামতের দিন আপনার শাফায়াত দ্বারা অধিক সৌভাগ্যবান হবে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- হে আবু হুরায়রা আমি তোমার হাদীসের প্রতি আগ্রহ দেখে আমি ধারণা করেছি তুমি প্রথম আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে, আমার শাফায়াত দ্বারা কিয়ামতের দিন সৌভাগ্যবান হবে ঐ ব্যক্তি যে নিজ থেকে ও অন্তর থেকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলবে।

**উপকারীতা :** যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অন্তর থেকে বলবে সে কিয়ামতের দিন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর শাফায়াত লাভ করবে।

## পাঠ-৩ : আল্লাহর নিকটে প্রিয় বাক্য

**প্রশ্ন-৩৮৭. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন বাক্য সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আবু যর (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন বাক্য সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তা হচ্ছে যা আল্লাহ তার ফেরেশতা ও বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন তাহল- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ ।

**প্রশ্ন-৩৮৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমার বয়স বেড়ে গেছে এবং আমি দুর্বল হয়ে গেছি সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি আমলের আদেশ করুন যা আমি বসে থেকে আমল করতে পারবো।**

**উত্তর :** উম্মে হানী (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) থেকে ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক দিন আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার বয়স বেড়ে গেছে এবং আমি দুর্বল হয়ে গেছি সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি আমলের আদেশ করুন যা আমি বসে থেকে আমল করতে পারবো।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি আল্লাহর তাসবীহ্ পাঠ কর কেননা এতে তুমি ইসমাঈল (আঃ) এর বংশধর থেকে একশত দাস আযাদ করার সমান সওয়াব লাভ করবে।

তুমি আল্ হামদুলিল্লাহ্ পাঠ করবে এতে তুমি লাগাম পরিহিত একশত ঘোড়া উপর আরোহণ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমান সওয়াব পাবে।

তুমি আল্লাহু আকবার পাঠ করবে এতে তুমি একশত কালাদা পরানো কবুল হওয়া উটের সমান সওয়াব পাবে।

তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ পাঠ করবে,

আবু খালফ বলেন আমার ধারাণা তিনি বলেছেন- তা দ্বারা আসমান ও জমিনের মধ্যখান পুরা হয়ে যাবে, এবং সে দিন তোমার মত উত্তম আমল আর কাহারো উঠানো হবে তবে যে তোমার মত এই রূপ আমল করবে তারও এই রূপ আমল উঠানো হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ সুবহানাল্লাহ্, আল্ হামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর জিকির করার ফযিলত বর্ণনা করেছেন।

**প্রশ্ন-৩৮৯. হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদের মালিকেরা অনেক সওয়াব নিয়ে গেল, আমরা যেভাবে নামাজ আদায় করি তারা সেভাবে নামাজ আদায় করে, আমরা যেভাবে রোযা রাখি তারা সেভাবে রোযা রাখে তবে তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করে।**

**উত্তর :** আবু যর্ থেকে ইমাম মুসলিম ও ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এর এক সাহাবী বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! সম্পদের মালিকেরা অনেক সওয়াব নিয়ে গেল, আমরা যেভাবে নামাজ আদায় করি তারা সেভাবে নামাজ আদায় করে, আমরা যেভাবে রোযা রাখি তারা সেভাবে রোযা রাখে তবে তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে দান করে।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ কি তোমাদের কে সদ্কাহ্ করার সুযোগ করে দেননি? প্রত্যেকটি তাসবীহ্ এক একটি সদ্কাহ্, প্রত্যেকটি তাকবীর সদ্কাহ্, প্রত্যেকটি তাহমীদ এক একটি সদ্কাহ্, সৎকাজের আদেশ

Contents



দেয়াও সদ্‌কাহ্, অসৎকাজে নিষেধ করাও সদ্‌কাহ্, তোমাদের কারো স্ত্রী সহবাস করাও সদ্‌কাহ।

সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু আনহুম বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কেউ তার যৌন চাহিদা পুরা করল এতে কি তাকে প্রতিদান দেয়া হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমাদের অভিমত কি যদি সে তা হারাম স্থানে ব্যবহার করতো তার কি গুনাহ্ হতনা, এমনি ভাবে তা হালাল স্থানে ব্যবহার করার কারণে তার সওয়াব হবে।

**উপকারীতা :** রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীস দ্বারা বুঝালেন সম্পদ না থাকলেও প্রতিটি মুসলমান সদ্‌কাহ্ করতে পারবে আর তা হচ্ছে- সে সুবহানাল্লাহ বলবে এতে তার একটি সদ্‌কাহ্ করার সওয়াব হবে। আবার সে আল্ হামদুল্লিাহ্, আল্লাহু আকবার বলবে এতে এক একটিতে এক একটি সওয়াব হবে। এভাবে সে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করবে এতে তার সওয়াব হবে এমনকি সে যদি তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তাহলেও তার সওয়াব হবে।

**প্রশ্ন-৩৯০. আমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিন যা আমি বলবো।**

**উত্তর :** সা'দ বিন আবু ওয়াক্কস্ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক বেদুঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল- আমাকে এমন একটি বাক্য শিক্ষা দিন যা আমি বলবো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি বল-

لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا

سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ.

**অর্থ-** এক আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ নেই তার কোন শরীক নেই, আল্লাহ অনেক মহান, আল্লাহর জন্য অনেক প্রশংসা, বিশ্ব প্রতিপালকের পবিত্রা বর্ণনা করছি এবং পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন শক্তি ও ক্ষমতা নেই। (সহীহ মুসলিম : ৫৭২২)

লোকটি বলল- এইগুলো তো আমার প্রতিপালকের জন্য আমার জন্য কি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি বল-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ

অর্থ- হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন, হেদায়েদ দিন এবং রিযিক দিন। (সহীহ মুসলিম : ৭০২৪)

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ তাকে এই দোয়াগুলো শিক্ষা দিলেন যাতে এইগুলো পাঠ করে নেকি হাসিল করতে পারে।

**প্রশ্ন-৩৯১. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু বাক্য সম্পর্কে অবগত করুন তবে বেশি না।**

**উত্তর :** সুলামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু বাক্য সম্পর্কে অবগত করুন তবে বেশি না।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি আল্লাহু আকবার দশবার বলবে, আল্লাহ তায়ালা বলবেন ইহা আমার জন্য।

এবং তুমি সুব্হানাল্লাহ দশবার বলবে, আল্লাহ তায়ালা বলবেন ইহা আমার জন্য। এবং তুমি

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ

(অর্থ- হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন)

বলবে। তুমি তা দশবার বলবে আল্লাহ তায়ালাও দশ বার বলবেন আমি ক্ষমা করেছি।

## পাঠ-৪ : বেশি বেশি জিকির করা

**প্রশ্ন-৩৯২. হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা স্থায়ী সৎকর্ম কর।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কি কি?

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্, আল্ হামদুলিল্লাহ এবং লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ্।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ উপরুক্ত জিকির গুলো করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

**প্রশ্ন-৩৯৩. হে আল্লাহর রাসূল! শত্রু আসছে?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম নাসাঈ, হাকিম ও ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা তোমাদের ঢাল হাতে নাও।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! শত্রু আসছে?

রাসূল বললেন- না, বরং জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। তোমরা বল- সুবহানাল্লাহ্, আল হামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার। কেননা এইগুলো কিয়ামতের দিনের ঢাল স্বরূপ এবং তার পিছনে পিছনে অবস্থানকারী আর এইগুলো হল স্থায়ী সৎকর্ম।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় হাদীসে উল্লেখ্য করা তাসবীহ গুলো কিয়ামতের দিন জাহান্নামের ঢাল হবে এবং তার পিছনে পিছনে আসবে।

### প্রশ্ন-৩৯৪. হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি?

**উত্তর :** হযতর আবু হুরায়রা থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- যখন তোমরা জান্নাতের বাগান দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তা থেকে ফল খাবে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের বাগান কি?

রাসূল বললেন- মসজিদ।

আমি বললাম- আর ইহার ফল কি?

রাসূল বললেন- সুবহানাল্লাহ্, আল হামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার।

**উপকারীতা :** রাসূল এখানে উপদেশ দিলেন যদি কেউ মসজিদে যায় সে যেন সেখানে জিকিরের হালকাতে বসে এবং বেশি বেশি জিকির করে। কেননা মুসলমানের জন্য ইহা হল নেকি অর্জনের বিশেষ সুযোগ।

## পাঠ-৫ : সন্দেহ থেকে নামাজ কে রক্ষা করা

### প্রশ্ন-৩৯৫. হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার মাঝে আর আমার নামাজের ও কিরাতের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

**উত্তর :** উসমান বিন আস্ থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল এর নিকটে এসে বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! শয়তান আমার মাঝে আর আমার নামাজের ও কিরাতের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করে।

রাসূল বললেন- এই শয়তারেন নাম খিনযাব যখন তুমি মনে করবে সে তোমাকে ধোঁক দিচ্ছে তখন তুমি আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তোমার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করবে।

তিনি বললেন- আমি তা করেছি আর আল্লাহ আমার থেকে শয়তান কে দূর করে দিয়েছেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় শয়তান যখন নামাজে সন্দেহ সৃষ্টি করবে তখন আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাইতে হবে এবং তার বাম দিকে শয়তান কে লক্ষ্য করে থুথু নিক্ষেপ করবে।

## পাঠ-৬ : উত্তম দোয়া হল যুননুন যে দোয়া করেছে

### প্রশ্ন-৩৯৬. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি শুধু ইউনুস (আঃ) এর জন্য নাকি মুমিনদের জন্যও এই দোয়া করার সুযোগ আছে?

**উত্তর :** সা'দ বিন ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যুননুনের দোয় যা তিনি মাছের পেটে থাকা অবস্থায় দোয়া করেন-

لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ.

অর্থ- তুমি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি আর আমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

ইহা এমন একটি দোয়া যা দ্বারা দোয়া করলে অবশ্যই আল্লাহ্ তায়ালা কবুল করবেন।

একলোক বলল- ইহা কি শুধু ইউনুস (আঃ) এর জন্য নাকি মুমিনদের জন্যও এই দোয়া করার সুযোগ আছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কি আল্লাহর বাণী শুননি-

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ- আমি তাকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছি এমনি ভাবে মুমিনদের কে উদ্ধার করবো।

**উপকারীতা :** ইউনুস (আঃ) যে দোয়া করেছেন তা দ্বারা যদি কোন মুমিন বান্দা দোয়া করে তাহলে তার দোয়া অবশ্যই আল্লাহ কবুল করবেন।

## পাঠ-৭ : রাসূল ﷺ-এর উপর দুরূদ পাঠ করার ফযিলত

**প্রশ্ন-৩৯৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক তৃতীয়াংশ সময় আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো?**

**উত্তর :** মুহাম্মাদ বিন ইয়াহিয়া থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে তার পিতার তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক তৃতীয়াংশ সময় আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছা।

লোকটি বলল- দুই-তৃতীয়াংশ?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছা।

লোকটি বলল- তাহলে আমার পুরা সময় আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হবেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ -এর উপর দরূদ পাঠ করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। লোকটি তার পুরা সময় রাসূলের উপর দরূদ পড়ার কথা বললে রাসূল ﷺ তখন বলেন যে- তাহলে তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কাজের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।

**প্রশ্ন-৩৯৮. হে আল্লাহর রাসূল! শরীয়তের বিধান অনেক সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি কিছুর কথা বলুন যার সাথে আমি লেগে থাকতে পারবো।**

**উত্তর :** ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! শরীয়তের বিধান অনেক সুতরাং আপনি আমাকে এমন একটি কিছুর কথা বলুন যার সাথে আমি লেগে থাকতে পারবো।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি সর্বদা আল্লাহর জিকির দ্বারা তোমার জিহ্বাকে সিক্ত রাখবে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ লোকটি কে সর্বদা আল্লাহর জিকির দ্বারা জিহ্বাকে তরুতাজা রাখার নির্দেশ দেন।

**প্রশ্ন-৩৯৯. কোন ইবাদত কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে অধিক মর্যাদার কারণ হবে?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একলোক রাসূল কে জিজ্ঞাসা করল- কোন ইবাদত কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকটে অধিক মর্যাদার কারণ হবে?

রাসূল বললেন- অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকিরকারীরা।

আমি বললাম- তাহলে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীরা?

রাসূল বললেন- যদি সে তার তরবারী দ্বারা কোন কাফের মুশরিককে আঘাত করে এবং এতে রক্ত প্রবাহিত হয় তারপর ও জিকিরকারীরা তার থেকেও অধিক উত্তম।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় জিহাদ থেকেও জিকির করা উত্তম এবং কিয়ামতের দিন জিকিরকারীরা অধিক মর্যাদাবান হবে।

## পাঠ-৮ : সমষ্টিগত দোয়া

**প্রশ্ন-৪০০. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এই দোয়া অধিক করেন?**

**উত্তর :** ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, সাহর বিন হুসিব উম্মে সালমা কে বলেন- হে উম্মুল মুমিনীন রাসূল যখন আপনার নিকটে থাকতো তখন তিনি কোন দোয়া বেশি বেশি করতেন?

উম্মে সালমা বললেন- রাসূল যে দোয়া বেশি করতেন তা হচ্ছে-

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلٰى دِيْنِكَ.

অর্থ- হে অন্তরের পরিবর্তক আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর রাখ।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এই দোয়া অধিক করেন?

রাসূল বললেন- হে উম্মে প্রতিটি মানুষের অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে, যাকে ইচ্ছা তিনি দ্বীনের উপর রাখেন আর যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন।

**উপকারীতা :** রাসূল বেশি বেশি এই দোয়া করতেন কেননা আল্লাহ যাকে হেদায়েত সে সঠিক পথে থাকবে আর যাকে দিবেন না সে বিপথগামী হবে।

**প্রশ্ন-৪০১. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করবো।**

**উত্তর :** আব্বাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা করবো।

রাসূল বললেন- আপনি আল্লাহর নিকটে অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন।

তার কিছু দিন পর আমি রাসূল-কে আবার জিজ্ঞাসা করলাম।

রাসূল আমাকে বললেন- হে রাসূলের চাচা আব্বাস আপনি আল্লাহর নিকটে দুনিয়া আখেরাতের অনুগ্রহ প্রার্থনা করুন।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে আল্লাহর নিকটে অনুগ্রহ চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। দুনিয়াতে অনুগ্রহ হল দুঃখ কষ্ট ও রোগ থেকে মুক্তি চাওয়া আর আখেরাতে অনুগ্রহ হল গুনাহ মাফ করা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া।

**প্রশ্ন-৪০২. একলোক রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করলো কোন দোয়া সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একলোক রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করলো কোন দোয়া সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল বললেন- আল্লাহর নিকটে দুনিয়া আখেরাতে অনুগ্রহ ও সুস্থতা চাও।

তারপর লোকটি দ্বিতীয় দিন আবার জিজ্ঞাসা করলো।

রাসূল অনুরূপ জবাব দিলেন।

তারপর লোকটি তৃতীয় দিন আবার জিজ্ঞাসা কররো।

রাসূল অনুরূপ জবাব দিলেন, তারপর বললেন- যদি তোমাকে দুনিয়াতে ও আখারাতে অনুগ্রহ করা হয় তাহলে তুমি সফল।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে আল্লাহর নিকটে বেশি বেশি অনুগ্রহ ও ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে কেননা এতে মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

**প্রশ্ন-৪০৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আশ্রয় প্রার্থনা শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করবো।**

**উত্তর :** শাকল বিন হুমাইদ থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি রাসূল -এর নিকটে এসে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আশ্রয় প্রার্থনা শিখিয়ে দিন যা দ্বারা আমি আশ্রয় প্রার্থনা করবো।

Contents



তিনি আমার কাঁধ ধরে বললেন- তুমি বলল-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِىْ وَمِنْ شَرِّ لِسَانِىْ وَمِنْ شَرِّ قَلْبِىْ وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّىْ

অর্থ হে আল্লাহ আমি আমার কানের ক্ষতি থেকে, আমার দৃষ্টির ক্ষতি থেকে, আমার জিহ্বার ক্ষতি থেকে, আমার অন্তরের ক্ষতি থেকে এবং আমার বীর্যের ক্ষতি থেকে আপনার নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি।

(আবূ দাউদ : ১৫৫৩)

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এই হাদীসে কান, দৃষ্টি, অন্তর, জিহ্বা, ও বীর্যের ক্ষতি থেকে আল্লাহর নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা বলেছেন।

## পাঠ-৯ : বিদায়ের সময় দোয়া

**প্রশ্ন-৪০৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরের ইচ্ছা করছি আপনি আমাকে পাথেয় দিন।**

**উত্তর :** আনাস رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরের ইচ্ছা করছি আপনি আমাকে পাথেয় দিন।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ্ তোমাকে তাকওয়া দান করুক।

লোকটি বলল- আরো বৃদ্ধি করুন।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার গুনাহ্ ক্ষমা করুক।

লোকটি বলল- আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হউক আপনি আরো বৃদ্ধি করুন।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্ তোমার জন্য কল্যাণ কে সহজ করুক।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ মুসাফিরের জন্য তাকওয়া, ক্ষমা ও কল্যাণের দোয়া করলেন।

**প্রশ্ন-৪০৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরের ইচ্ছা করছি আপনি আমাকে উপদেশ দিন।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি সফরের ইচ্ছা করছি আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

রাসূল বললেন- তুমি আল্লাহকে ভয় করবে এবং প্রতিটি উঁচু যায়গা তাকবীর দিবে।

যখন লোক চলে যেতে লাগল রাসূল বললেন- হে আল্লাহ তার জন্য জমিনকে নিকটে করে দিন এবং সফর সহজ করুন।

**উপকারীতা :** রাসূল তাকে আল্লাহকে ভয় করা ও প্রতিটি উঁচু স্থানে উঠার সময় তাকবীর দেয়ার জন্য উপদেশ দেন।

## পাঠ-১০ : রাসূল এর প্রতি দরূদ পাঠ করা

**প্রশ্ন-৪০৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করবো?**

**উত্তর :** আবু হুমাইদ আস্‌সায়েদী থেকে তিনটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমারা আপনার উপর কিভাবে দরূদ পাঠ করবো?

রাসূল বললেন- তোমরা বল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

অর্থ- হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মাদ ও তার স্ত্রী ও বংশধরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যেমনি ভাবে ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। হে আল্লাহ তুমি মুহাম্মাদ ও তার স্ত্রী ও বংশধরদের উপর বরকত দান করুন যেমনি ভাবে ইবরাহীম (আঃ) এর প্রতি বরকত দান করেছেন । নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান। (আবূ দাউদ : ৯৮১)

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল তার প্রতি দরূদ পাঠ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিলেন।

**প্রশ্ন-৪০৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে সালাম ও দরূদ পাঠ করবো তা আমাদের কে শিক্ষা দিন।**

**উত্তর :** আব্দুর্ রহমান বিন আবু ঈলা থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমার সাথে কা'ব বি উজরা এর সাথে দেখা

হয়েছে তখন সে বলল- আমি তোমাকে একটা হাদিয়া দিবনা , রাসূল (সা) বাহির হয়ে আমাদের নিকটে আসলেন ।

তখন আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর কিভাবে সালাম ও দরূদ পাঠ করবো তা আমাদের কে শিক্ষা দিন ।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা বল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ- হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করুন যেমনি ভাবে ইবরাহীমের পরিবারের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান। (আবু দাউদ : ৯৮০)

হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের উপর কল্যাণ দান করুন যেমনি ভাবে ইবরাহীমের পরিবারের উপর কল্যাণ দান করেছেন । নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মহান ।

**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসেও তার প্রতি দরূদ পাঠ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন ।

**প্রশ্ন-৪০৮. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা আপনাকে সালাম দেয়ার পদ্ধতি কিন্তু আমরা আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো কিভাবে?**

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা বল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ. كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ. بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ.

অর্থ- হে আল্লাহ আপনি আপনার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন যেমনি ভাবে ইবরাহীমের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। এবং আপনি মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের উপর কল্যাণ দান করুন যেমনি ভাবে ইবরাহীম ও তার পরিবারের প্রতি কল্যাণ দান করেছেন ।

Contents



**উপকারীতা :** রাসূল এই হাদীসেও তার প্রতি দরূদ পাঠ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।

**প্রশ্ন-৪০৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি বেশি দরূদ পাঠ করি, আমি কতক্ষণ আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবো?**

**উত্তর :** উবাই বিন কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- যখন রাতের দুই-তৃতীয়াংশ গত হত রাসূল ﷺ দাড়িয়ে বলতেন- হে মানুষ সকল আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহকে স্মরণ কর কিয়ামতের সিঙ্গা ফুঁক আসতেছে তার পিছনে আরেক সিঙ্গা ফুঁক আসতেছে, তার মধ্যে যা তার মৃত্যু আসতেছে, তার মধ্যে যা আছে তার মৃত্যু আসতেছে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার প্রতি বেশি দরূদ পাঠ করি, আমি কতক্ষণ আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যতক্ষণ চাও।

আমি বললাম- এক- চুতুর্থাংশ সময়?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যতক্ষণ চাও তবে তুমি যদি আরো বৃদ্ধি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।

আমি বললাম- অর্ধেক সময়?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যতক্ষণ চাও তবে তুমি যদি আরো বৃদ্ধি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।

আমি বললাম- দুই-তৃতীয়াংশ সময়?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি যতক্ষণ চাও তবে তুমি যদি আরো বৃদ্ধি কর তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম হবে।

আমি বললাম- তাহলে আমার পুরা সময় আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো?

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে তো তোমার সব চিন্তার দূর করার জন্য ও তোমার সব গুনাহ্ ক্ষমা করার জন্য তা যথেষ্ট হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বেশি বেশি দরূদ পাঠ করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। যদি পুরা সময় রাসূল ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করা যায় তাহলে তা আমাদের সব চিন্তা দূর করা ও সব গুনাহ্ মাফ করার জন্য যথেষ্ট হবে।

Contents



**প্রশ্ন-৪১০. হে আল্লাহর রাসূল! গতকাল যত বিচ্ছুর সামনে আমি পড়েছি তা আমাকে দংশন করেছে।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম মালিক ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! গতকাল যত বিচ্ছুর সামনে আমি পড়েছি তা আমাকে দংশন করেছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- জেনে রাখ যদি তুমি সন্ধ্যা বেলা ইহা বলতে-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

তাহলে তা তোমার কোন ক্ষতি করতো না।

**উপকারীতা :** এই দোয়া সন্ধ্যা বেলা পাঠ করলে আল্লাহর রহমতে কোন প্রাণী ক্ষতি করবে না।

## পাঠ-১১ : কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা

**প্রশ্ন-৪১১. আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আমার নিকটে দুই ইহুদী মহিলা আসে, তারা আমাকে বলে কবর বাসীরা কবরে আযাব ভোগ করবে, আমি তাদের কে বিশ্বাস করিনি তারপর তারা চলে যায়।**

এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আসলে আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! দুই জন বৃদ্ধ মহিলা আমাকে ইহা বলল।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তারা সত্য বলেছে, কবর বাসী কবরে শাস্তি পায় আর তা সকল প্রাণী শুনতে পায়।

তারপর থেকে আমি দেখেছি তিনি প্রতিটি নামাজের পর কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কবর বাসী তাদের পাপের কারণে কবরে শাস্তি পাবে।

Contents



# ২২শ অধ্যায় : তাওবা ও তপস্যা

## পাঠ-১ : অধিক আশা ও লোভ থেকে সাবধানতা

**প্রশ্ন-৪১২. হে আল্লাহর রাসূল! কোন মানুষ উত্তম?**

**উত্তর :** আবু বকরা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন মানুষ উত্তম?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যার হায়াত বেশি এবং আমল ভালো।

লোকটি বলল- তাহলে কোন সবচেয়ে খারাপ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যার হায়াত বেশি এবং আমল খারাপ।

**উপকারীতা :** আমরা আল্লাহর নিকটে দীর্ঘ হায়াত ও ভালো আমলের প্রার্থনা করি।

## পাঠ-২ : দারিদ্রতা ও ফকিরদের ফযিলত

**প্রশ্ন-৪১৩. হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ আমি আপনাকে অবশ্যই ভালোবাসি।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন মুগাফ্ফাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ আমি আপনাকে অবশ্যই ভালোবাসি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কি বলতেছো তা লক্ষ্য কর।

লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ আমি আপনাকে অবশ্যই ভালোবাসি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি কি বলতেছো তা লক্ষ্য কর।

লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ আমি আপনাকে অবশ্যই ভালোবাসি। তিন বার বলল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যদি তুমি আমাকে ভালোবাসো তাহলে তনুত্রাণের মত গরীব হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক কেননা যে আমাকে ভালোবাসবে দারিদ্রতা তার দিকে স্রোতের মত দ্রুতগামী হয়ে আসবে।

## পাঠ-৩ : রাসূল -এর জীবনধারণ

**প্রশ্ন-৪১৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আপনার জন্য একটি নরম বিছানা নিতাম।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল একটি চাটাইতে ঘুমিয়েছেন, যখন তিনি ঘুম থেকে উঠেন তখন তার শরীরে চাটাইয়ের দাগ দেখা যাচ্ছিল। আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যদি আপনার জন্য একটি নরম বিছানা নিতাম।

রাসূল বললেন- আমার কি হল আমিতো দুনিয়াতে ঐ আরোহী ব্যক্তির ন্যায় যে কোন গাছের ছায়ার নিচে বিশ্রাম নেয়, বিশ্রাম শেষে তা ত্যাগ করে চলে যায়।

**উপকারীতা :** রাসূল এখানে দুনিয়াকে গাছের নিচে বিশ্রাম নেওয়ার পর তা ফেলে চলে যাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

## পাঠ-৪ : জিহ্বার হেফাযত করা

**প্রশ্ন-৪১৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু বলুন যা আমি দৃঢ়তার সাথে পালন করবো।**

**উত্তর :** হযতর সুফয়ান আস্ সাক্বাফী থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনাকরেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে কিছু বলুন যা আমি দৃঢ়তার সাথে পালন করবো।

রাসূল বললেন- তুমি বলল- আমার প্রতিপালক আল্লাহ তারপর ইহার উপর অটল থাক।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য কিসের ভয় করেন?

রাসূল তার জিহ্বা ধরে বললেন- ইহার ভয় করছি।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক এবং তার উপর অটল থাকার আদেশ দিলেন

## পাঠ-৫ : একাকী থাকা নিরাপদ

**প্রশ্ন-৪১৬. হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক বেদুঈন রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল ﷺ বললেন- যে ব্যক্তি নিজ জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং ঐ ব্যক্তি যে জনসমষ্টি থেকে দূরে গিয়ে আল্লাহর ইবাদত করে আর মানুষকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় উত্তম ব্যক্তি হল যে জান মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং যে ব্যক্তি একাকী আল্লাহর ইবাদত করে আর মানুষকে তার ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখে।

## পাঠ-৬ : আল্লাহর হুকুমের উপর সবর করা

**প্রশ্ন-৪১৭. হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি অধিক পরীক্ষার সম্মুখীন হবে?**

**উত্তর :** মাস্‌আব বিন সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি অধিক পরীক্ষার সম্মুখীন হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- অধিক পরীক্ষার সম্মুখীন হবে নবীগণ তারপরে যারা শ্রেষ্ঠ তারপরে যারা শ্রেষ্ঠ তারা, ব্যক্তির ধার্মিকতা যেমন সে তেমন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে, যদি সে খাঁটি হয় তাহলে তার পরীক্ষা কঠিন হবে, আর যদি তার ধার্মিকতা কম হয় তাহলে সে অনুযায়ী তার পরীক্ষা হবে, সুতরাং পরীক্ষা তার থেকে ক্ষ্যান্ত হবে না যতক্ষণ না সে তার ধার্মিকতার ত্যাগ করবে, সে জমিনের উপর হাঁটবে কোন ক্ষতি ব্যতীত।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যতক্ষণ মানুষ তার দ্বীনের উপর অটল থাকবে ততক্ষণ সে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যেমনি ভাবে নবী রাসূলগণ হয়েছেন।

## পাঠ-৭ : অন্তর আল্লাহর অধীনে

**প্রশ্ন-৪১৮. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর ও আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান এনেছি এরপরও কি আপনি আমাদের জন্য কোন কিছুর ভয় করেন?**

**উত্তর :** আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল বেশি বেশি এই কথা বলতেন- হে অন্তরের পরিবর্তক আপনি আমার অন্তর কে আপনার দ্বীনের উপর অটল রাখুন।

আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার উপর ও আপনি যা নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান এনেছি এরপরও কি আপনি আমাদের জন্য কোন কিছুর ভয় করেন?

রাসূল ﷺ বললেন- হ্যাঁ, কেননা অন্তর আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে উহা পরিবর্তন করেন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ মুসলমানের জন্য ভয় করতেন না জানি কখন তারা তাদের দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, কেননা অন্তর আল্লাহর হাতে তিনি যেমন ইচ্ছা তেমনি ভাবে উহা পরিবর্তন করেন।

## পাঠ-৮ : কাফেরদের সন্তান পরিণতি

### প্রশ্ন-৪১৯. হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের সন্তান?

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! মুসলমানদের সন্তানদের পরিণতি কি হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- তারা তাদের বাপ দাদাদের মত।

আমি বললাম- কোন আমল করা ব্যতীত।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ ভালো জানেন তারা কি আমল করতো।

হে আল্লাহর রাসূল মুশরিকদের সন্তানদের পরিণতি কি হবে?

রাসূল ﷺ বললেন- তারা তাদের বাপ দাদাদের মত।

আমি বললাম- কোন আমল করা ব্যতীত।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ ভালো জানেন তারা কি আমল করতো।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় মুসলমানের শিশু সন্তান মারা গেলে তারা তাদের বাপ দাদার মত জান্নাতে যাবে আর কাফেরদের শিশু সন্তান মারা গেলে তারা তাদের বাপ দাদার মত জাহান্নাম যাবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

## পাঠ-৯ : ফিতরার যুগের মানুষদের অবস্থা

### প্রশ্ন-৪২০. হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়?

**উত্তর :** আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কোথায়?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমার পিতা জাহান্নামে।

যখন লোকটি চলে যেতে লাগলো রাসূল ﷺ বললেন- আমার পিতা ও তোমার পিতা জাহান্নামে।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ এর পিতা আব্দুল্লাহ অধিকাংশ আলেমের মতে তিনি নাজাত প্রাপ্ত, তিনি জাহান্নামী নই। সম্ভবত এখানে রাসূল ﷺ পিতা দ্বারা তার চাচা আবু তালিব কে বুঝিয়েছেন। আর ফিতরার যুগ হল ঈসা (আঃ) এর ইনতেকালের পর থেকে রাসূল ﷺ এর নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কে বলা হয়।

## পাঠ-১০ : আল্লাহকে ভয় করা

**প্রশ্ন-৪২১. আবু হুরায়রা থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- তোমাদের কেউ যেন অনুশোচনা না করে মারা না যায়।**

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! অনুশোচনা কি?

রাসূল বললেন- যদি তুমি সৎকর্মশীল হও তাহলে তুমি সৎকর্ম আরো বেশি না করতে পারার কারণে অনুশোচনা করবে, আর যদি তুমি গুনাগার হও তাহলে তুমি গুনাহ্ থেকে বাঁচতে না পারার কারণে অনুশোচনা করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে অনুশোচনা করার আদেশ দেয়া হয়েছে আর তা হচ্ছে যে নেককার সে নেক আরো বেশি করতে না পারার কারণে অনুশোচনা করবে আর যে গুনাগার সে গুনাহ্ থেকে বাঁচতে না পারার কারণে অনুশোচনা করবে।

**প্রশ্ন-৪২২. হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তা বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করবো না কি তা ছেড়ে দিয়ে ভরসা করবো?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তা বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করবো না কি তা ছেড়ে দিয়ে ভরসা করবো?

রাসূল বললেন- তুমি তা বাঁধো এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন মাধ্যম গ্রহণ করা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থি না। বরং আগে যতটুকু সাধ্য মাধ্যম গ্রহণ করে তারপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা উত্তম।

## পাঠ-১১ : আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না

**প্রশ্ন-৪২৩. হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও না?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- তোমরা সোজা হও এবং নিকটে আস এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর, কাউকে তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসুল আপনিও না?

রাসূল বললেন- আমিও না, তবে আল্লাহর রহমতে আমাকে ঢেকে দিলে প্রবেশ করতে পারবো।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন ব্যক্তি আল্লাহর দয়া ব্যতীত শুধু তার আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবে না।

Contents



## পাঠ-১২ : গুনাহ্ করার পর সৎকর্ম করা

**প্রশ্ন-৪২৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, মুয়াজ বিন জাবাল সফরের ইচ্ছা করল এবং বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।

মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আরো বলুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- যখন তুমি কোন গুনাহ্ করবে তখন সাথে নেক আমল করবে এবং তোমার চরিত্রকে সুন্দর করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ কে আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছেন। আবার গুনাহ্ করার সাথে নেক আমল করার আদেশ দিয়েছেন এবং সুন্দর চরিত্রবান হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

**প্রশ্ন-৪২৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক মদীনার এক প্রান্তে মহিলার চিকিৎসা করেছি, আমি তার সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য অন্য কর্মে লিপ্ত হয়েছি, সুতরাং আমি এখানে আপনি যেভাবে ইচ্ছা আমার বিচার করুন।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক লোক এক মহিলাকে চুম্বন করেছে।

অন্য বর্ণনা এসেছে- একলোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক মদীনার এক প্রান্তে মহিলার চিকিৎসা করেছি, আমি তার সাথে সহবাস ব্যতীত অন্য অন্য কর্মে লিপ্ত হয়েছি, সুতরাং আমি এখানে আপনি যেভাবে ইচ্ছা আমার বিচার করুন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- আল্লাহ তা গোপন রাখতো যদি তুমি তা গোপন করেতে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন জবাব দেননি, তখন এক লোকটি উঠে চলে যেতে লাগলো, তারপর রাসূল একলোক কে তার পিছনে পাঠালেন এবং তাকে ডাকলেন। তারপর তিনি এই আয়াত তেলওয়াত করলেন-

أَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ.

অর্থ- দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের প্রহরে নামাজ কায়েম কর, নিশ্চয়ই সৎকর্ম অসৎকর্মকে দূর করে দেয়, ইহা স্মরণকারীদের জন্য উপদেশ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন খারাপ কাজ করার সাথে সাথে নেক আমল করলে ঐ নেক আমল খারাপ কাজকে দূর করে দেয়।

## পাঠ-১৩ : তাওয়াব প্রতি উৎসাহিত করণ

**প্রশ্ন-৪২৬. আপনার অভিমত কি যে সবগুলো গুনাহ্ করেছে, এমন কোন গুনাহ্ নেই যা সে করেনি, সে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কখনও গুনাহ্ ছাড়ে নি, তার জন্য কি তাওবার সুযোগ আছে?**

**উত্তর :** আবু ত্বয়ীল (রাঃ) তিনি রাসূল (ﷺ)-এর নিকটে এসে বলল- আপনার অভিমত কি যে সবগুলো গুনাহ্ করেছে, এমন কোন গুনাহ্ নেই যা সে করেনি, সে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কখনও গুনাহ্ ছাড়ে নি, তার জন্য কি তাওবার সুযোগ আছে?

রাসূল (ﷺ) বললেন- তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করেছো?

তিনি বললেন- জেনে রাখেন আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল।

রাসূল (ﷺ) বললেন- তুমি ভালো কাজ করতে থাক এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকো, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার সব কাজ কে নেক কাজে পরিণত করবেন।

তিনি বললেন- আমার খারাপ ও পাপ কাজগুলোও?

তিনি বললেন- আল্লাহু আকবার এবং তিনি দূরে হারিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহু আকবার বলতে বলতে গেলেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় গুনাহ্ যত বেশি হয়ে থাকনা কেন আল্লাহর নিকটে তাওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে দিবেন। তবে শর্ত হল গুনাহ্ ছেড়ে দিয়ে নেক আমল করতে হবে তাহলে আল্লাহ

Contents



তায়ালা পূর্বের গুনাহ্ তো মাফ করবেন এমন কি সে স্থানে নেকী লেখে দিবেন। ইহা শুধু বন্দাদের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ।

**প্রশ্ন-৪২৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন।**

**উত্তর :** সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম হাকিম ও ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উপদেশ দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি অন্য মানুষের কাছে যা আছে তা পাওয়ার আশা থেকে বিরত থাকবে, আর লোভ থেকে বেঁচে থাকবে কেননা তা দরিদ্রতাকে টেনে আনে, আর তুমি নামাজ পড় এমন ভাবে যেন তা তোমার শেষ নামাজ এবং এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যার কারণে অন্যের নিকটে ক্ষমা চাইতে হয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে অন্যের কোন কিছু পাওয়ার আশা করা থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে আর লোভ থেকে বেঁচে থাকার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং নামাজ এমন ভাবে আদায় করতে হবে যেন আমরা ইহা দ্বারা আল্লাহ সাথে সাক্ষ্যাতের প্রস্তুতি নেওয়া হয় আর এমন কোন কাজ না করা যার কারণে অন্যের কাছে ক্ষমা চাইতে হয়।

**প্রশ্ন-৪২৮. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে সংক্ষেপে একটি হাদীস বলুন।**

**উত্তর :** ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে সংক্ষেপে একটি হাদীস বলুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি তোমার নামাজ এমন ভাবে পড় যেন তা শেষ নামাজ কেননা তুমি তাকে না দেখলেও তিনি তোমাকে দেখেন, আর তুমি মানুষের নিকটে যা আছে তা পাওয়ার আশা থেকে বিরত থাক তাহলে তুমি ধনী হবে এবং এমন কাজ থেকে বিরত থাক যার কারণে ক্ষমা চাইতে হয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে একই কথা বলা হয়েছে যা পূর্বের হাদীসে বলা হয়েছে।

## পাঠ-১৪ : অধিক ক্ষতিগ্রস্থরা

**প্রশ্ন-৪২৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হউক, তারা কারা?**

**উত্তর :** আবু যর্ থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -এর নিকটে যখন পৌঁছি তখন তিনি কা'বার ছায়ায় বসে আছেন, যখন তিনি আমাকে দেখছেন যখন তিনি বললেন- তারা ক্ষতিগ্রস্থ কা'বার প্রতিপালকের শপথ করে বলছি।

তিনি বলেন- তারপর আমি রাসূল -এর নিকটে এসে বসলাম, তারপর আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হউক, তারা কারা?

রাসূল বললেন- তারা হচ্ছে যাদের সম্পদ বেশি তবে সে ব্যতীত যে বলে এই রূপ এই রূপ এই রূপ এই রূপ আমার দুই হাতের সামনে আমার পিছনে আমার ডানে আমার বামে, তবে তাদের সংখ্যা খুব কম।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বলা হয়েছে সম্পদের অধিকারীরা কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্থ হবে তবে সেই ব্যতীত যে তার সম্পদ চারদিকে দান করে তবে দানকারীদের সংখ্যা খুব কম।

## পাঠ-১৫ : আল্লাহর নিকটে প্রিয় আমল

**প্রশ্ন-৪৩০. জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল সবচেয়ে প্রিয়?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন আমল সবচেয়ে উত্তম?

রাসূল বললেন- যা সর্বদা করা হয় যদিও তা কম হয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় আমল যদি কম তবু তা যদি নিয়মিত করা হয় উহা আল্লাহর কাছে অনেক প্রিয়।

**প্রশ্ন-৪৩১. হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দুনিয়াতে কি হলে যথেষ্ট?**

**উত্তর :** ইমাম ত্বিবরানী বর্ণনা করেন, সাওয়াব -থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য দুনিয়াতে কি হলে যথেষ্ট?

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- যা তোমার ক্ষুধা মিটায় আর যা তোমার সতর কে ঢাকে আর তোমার যদি ছায়া দেয়ার মত কোন ঘর থাকে এবং যদি তোমার আরোহণ করার মত একটি পশু থাকে ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এই জিনিসগুলো যথেষ্ট যা তার ক্ষুধা মিটাবে, যা দ্বারা সে সতর ঢাকবে, এবং থাকার জন্য একটি ঘর ও আরোহণ করার জন্য একটি পশু। এই জিনিসগুলো থাকলে তার জীবন চালানোর জন্য যথেষ্ট ।

**প্রশ্ন-৪৩২. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কে কি হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলবে?**

**উত্তর :** আবু যর্ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে ইমাম আহমাদ ও ইমাম বায্যার বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমাদের মাঝে রাসূল ﷺ বসা ছিলেন এমন সময় এক বেদুঈন দাড়িয়ে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কে কি হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেলবে?

রাসূল ﷺ বললেন- বিষয়টি এই রকম না, আমি ভয় করছি যখন দুনিয়া তোমাদের কে তীব্র আকৃষ্ট করবে, হায় আফসোস্ আমার উম্মত তোমরা স্বর্ণ ব্যবহার করবে না ।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে স্বর্ণ ব্যবহার করার নিষেধ করা হয়েছে। এবং রাসূল ﷺ এই উম্মতের জন্য দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্টতার ভয় করেছেন ।

## পাঠ-১৬ : প্রত্যেক ব্যক্তির আমল নির্ধারিত

**প্রশ্ন-৪৩৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ধার্মিকতা সম্পর্কে বলুন আমারা যা এখন করতেছি, আমরা আজ যে আমল করতেছি তা কি কলমের লেখা এবং তাকদীর অনুযায়ী নাকি তা আমরা যা করবো তা?**

**উত্তর :** ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ধার্মিকতা সম্পর্কে বলুন আমারা যা এখন করতেছি, আমরা আজ যে আমল করতেছি তা কি কলমের লেখা এবং তাকদীর অনুযায়ী নাকি আমরা যা করবো তা?

রাসূল ﷺ বললেন- না বরং তা কলম দ্বারা যা লেখা এবং তাকদীর অনুযায়ী হয়ে থাকে ।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহুম বললেন- তাহলে আমল করে লাভ কি?

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার আমল সহজ করে দেয়া হবে।

ইমাম তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী -

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি আমরা যা আমল করি তা কি নতুন করে কোন কাজ করা না কি তা আগের থেকে নির্ধারিত।

রাসূল ﷺ বললেন- হে খাত্তাবের ছেলে সব কিছুই পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা এবং প্রত্যেক ব্যক্তি কে তার আমল সহজ করে দেয়া হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সৌভাগ্যবান সে জান্নাতের আমল করবে আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবান সে জাহান্নামের আমল করবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় প্রতিটি মানুষ কি করবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। সুতরাং যে জান্নাতে যাবে সে জান্নাতের আমল করবে আর যে জাহান্নামে যাবে সে জাহান্নামের কাজ করবে।

## পাঠ-১৭ : ত্যাগ

**প্রশ্ন-৪৩৪.** আমরা তো ছয় শত থেকে সাত শত জন আপনি আমাদের ব্যাপারে ভয় করছেন?

**উত্তর :** হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা নবী কারীম ﷺ-এর সাথে ছিলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা গণনা কর কত জন ইসলামে প্রবেশ করেছে।

আমরা বললাম- আমরা তো ছয় শত থেকে সাত শত জন আপনি আমাদের ব্যাপারে ভয় করছেন?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা জাননো না সম্ভবত তোমরা বিপদের সম্মুখীন হবে।

হুযায়ফা বলেন- পরে আমরা এমন বিপদে পড়লাম যে আমাদের কোন নামাজ আদায় করতো খুব গোপনে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বলা হয় মুসলমান যখন কম ছিল তখন তারা কাফেরদের অত্যাচারের কারণে প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করতে পারতো না। তাই গোপনে নামাজ আদায় করতো।

# ২৩শ অধ্যায় : চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক

## পাঠ-১ : রোগের ফযিলত ও ধৈর্যধারণ করা

**প্রশ্ন-৪৩৫. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি খুব বেশি অসুস্থ?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে এসেছি, তারপর বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি খুব বেশি অসুস্থ?

রাসূল (সাঃ) বললেন- হ্যাঁ, তোমাদের দুইজন লোক যে ভাবে অসুস্থ হয় আমিও তেমনি অসুস্থ।

আমি বললাম- ঐ কারণে আপনার দ্বিগুন সওয়াব।

রাসূল (সাঃ) বললেন- ইহা এই রকম, কোন মুসলমান কোন কষ্টের সম্মুখীন হলে তা দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহ্ কে ক্ষমা করে দেন যেমন গাছের থেকে পাতা ঝরে পড়ার মত।

**উপকারীতা :** কোন মুসলমান কোন কষ্টের সম্মুখীন হলে তার ঐ কষ্টের কারণে তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয় যেমনি ভাবে গাছের পাতা ঝরে পড়ে তেমন তার গুনাহ্ ক্ষমা করা হয়।

## পাঠ-২ : চিকিৎসা করা বৈধ

**প্রশ্ন-৪৩৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমার কি চিকিৎসা গ্রহণ করবো?**

**উত্তর :** উসামা বিন শরীক (রাঃ) থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সাঃ) ও তার সাহাবীদের নিকটে আসলাম, উনারা এমন অবস্থা আছেন মনে হয় উনাদের মাথার উপর পাখি বসে আছে, তারপর আমি সালাম দিলাম এবং বসলাম। তারপর এক বেদুঈন এই দিক থেকে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করবো?

রাসূল (সাঃ) বললেন- তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর কেননা আল্লাহ তায়ালা বার্ধক্য ব্যতীত সব রোগের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় রোগ হলে চিকিৎসা করা যাবে ইহা তায়াক্কুলের পরিপন্থি হবে না বরং ইহা উত্তম কেননা রাসূল (সাঃ) ও চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন এবং চিকিৎসা গ্রহণ করতে আদেশ দিয়েছেন।

**প্রশ্ন-৪৩৭. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি আমরা যে ঝাড়ফুঁক করি এবং ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করি তা কি আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে?**

**উত্তর :** ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, একলোক রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি আমরা যে ঝাড়ফুঁক করি এবং ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করি তা কি আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে?

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় আমরা চিকিৎসা করলে তা আল্লাহর নির্ধারিত ভাগ্য কে পরিবর্তন করতে পারে না বরং ইহাই লেখা ছিল যে কোন ব্যক্তির অসুখ চিকিৎসা করার পরে ভালো হবে। সুতরাং তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা আবশ্যক। ঔষধ হল বাহ্যিক আল্লাহ্ হলেন রোগ দেয়া ও সুস্থ করার আসল মালিক। এই কারণে দেখা যায় সামান্য ঔষধ দ্বারা রোগ ভালো হয় আবার কখনও হাজার হাজার টাকার ঔষধেও রোগ ভালো হয় না।

## পাঠ-৩ : হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা হারাম

**প্রশ্ন-৪৩৮. রাসূল ﷺ এর চিকিৎসক ব্যাঙ দ্বারা ঔষধ বানানো কথা জিজ্ঞাসা করলেন?**

**উত্তর :** ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ-এর চিকিৎসক ব্যাঙ দ্বারা ঔষধ বানানো কথা জিজ্ঞাসা করলেন?

রাসূল ﷺ ইহা হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

**উপকারীতা :** ব্যাঙ দ্বারা ঔষধ বানানোর কথা জিজ্ঞাসা করলে রাসূল (সা) তা হত্যা করতে নিষেধ করেন এতে বুঝা যায় হারাম বস্তু দ্বারা ঔষধ বানানো নিষেধ।

## পাঠ-৪ : ঝাড় ফুঁক

**প্রশ্ন-৪৩৯. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইহাকে কেমন মনে করেন?**

**উত্তর :** আউফ বিন মালেক (রা) থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা জাহিলী যুগে ঝাড় ফুঁক করতাম সুতরাং আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ইহাকে কেমন মনে করেন?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা আমার নিকটে তোমাদের দোয়া বা মন্ত্র গুলো পেশ কর যদি তাতে শিরক না থাকে তাহলে কোন সমস্য নেই।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় বিভিন্ন দোয়া বা মন্ত্র দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যাবে যদি তাতে শিরক না থাকে।

**প্রশ্ন-৪৪০. হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি ঝাড় ফুঁক করবো?**

**উত্তর :** জাবির থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক কে বিচ্ছু দংশন করেছে তখন আমরা রাসূল -এর নিকটে ছিলাম।

তখন একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি ঝাড় ফুঁক করবো?

রাসূল বললেন- তোমাদের কেউ যদি তার অপর ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ঝাড় ফুঁক করার কে সমর্থন দিয়েছেন।

**প্রশ্ন-৪৪১. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঝাড় ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন অথচ আমি বিচ্ছু দংশনের ঝাড় ফুঁক করি।**

**উত্তর :** জাবির থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমার একজন মামা ছিলেন যিনি বিচ্ছু দংশনের ঝাড় ফুঁক করতো। তিনি রাসূল -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঝাড় ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন অথচ আমি বিচ্ছু দংশনের ঝাড় ফুঁক করি।

রাসূল বললেন- তোমাদের কেউ যদি তার অপর ভাইয়ের উপকার করতে পারে সে যেন তা করে।

**উপকারীতা :** রাসূল শিরক জাতীয় মন্ত্র দিয়ে ঝাড় ফুঁক করতে নিষেধ করেছেন তবে যে দোয়ার মধ্যে শিরক নেই তা দ্বারা ঝাড় ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন।

## পাঠ-৫ : সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই

**প্রশ্ন-৪৪২. হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে ঐ উটের কি হল যা বালিতে ছিল যেন তা মৃগ নাভির মত কিন্তু তাকে যখন খোঁস-পাঁচড়া আক্রান্ত উটের সাথে রাখা হয় তখন তাতেও খোঁস-পাঁচড়া আক্রান্ত করে।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে তিনটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- সংক্রমণ, ক্ষতিকর ও পাণ্ডুরোগ বলতে কিছুই নেই।

এক বেদুঈন লোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে ঐ উটের কি হল যা বালিতে ছিল যেন তা মৃগ নাভির মত কিন্তু তাকে যখন খোঁস-পাঁচড়া আক্রান্ত উটের সাথে রাখা হয় তখন তাতেও খোঁস-পাঁচড়া আক্রান্ত করে।

রাসূল ﷺ বললেন- তাহলে প্রথমটিতে কে সংক্রমণ করেছে?

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় সংক্রমণ বলতে কিছুই নেই কেননা প্রথম যার অসুখ হয় তাকে কে সংক্রমণ করে বরং তা এমনিতে হয় এবং পরের গুলোর মাঝেও এই ভাবে হয়।

## পাঠ-৬ : ভগ্য গণনা

**প্রশ্ন-৪৪৩. কিছু মানুষ রাসূল ﷺ কে গণক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল?**

**উত্তর :** আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- কিছু মানুষ রাসূল ﷺ-কে গণক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল?

রাসূল ﷺ বললেন- তাদের কাছে কিছু নেই।

সাহাবীগণ রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহুম বলল- হে আল্লাহর রাসূল! তারা মাঝে মাঝে কোন বিষয়ে কিছু বলে যা পরে সত্যি হয়।

রাসূল ﷺ বললেন- ঐগুলো হচ্ছে যা জ্বীনেরা ফেরেশতা থেকে শুনে তার তা গণকদের কানে মুরগীর আওয়াজের মত বলে, তারপর তারা তাতে একশত এর বেশি মিথ্যা তথ্যা মিশিয়ে বলে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় গণকদের হাতে কিছুই নেই এবং তারা গায়েবী কোন খবর জানে না, গায়েব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ জানেন। তবে যদি গণকদের দেয়া কোন খবর সত্য হয় তাহচ্ছে জ্বীনরা যা ফেরেশতা থেকে শুনে এবং পরে তা গণকের নিকটে বলে এরপর গণক এর সাথে অনেক কিছু মিথ্যা বানিয়ে বলে।

**প্রশ্ন-৪৪৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে গণকের কাছে যেতাম।**

**উত্তর :** মুয়াবিয়া বিন হাকাম আস্ সুলামী রাযিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে গণকের কাছে যেতাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা গণকের কাছে যেওনা।

আমি বললাম- আমরা অশুভ লক্ষণ মনে করতাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমাদের কারো অন্তরে এই রূপ কোন কিছু মনে হলে তা বিশ্বাস করবে না।

আমি বললাম- আমাদের কেউ কেউ দাগ টানে।

রাসূল ﷺ বললেন- নবীদের মধ্যে কোন কোন নবী দাগ টানতেন সুতরাং যার দাগ উহার সাথে মিলবে তাহলে তা ঠিক আছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে গণকের কাছে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এবং কোন কিছু কে অশুভ লক্ষণ মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। আর দাগ টানার ব্যাপারে বলা হয়েছে কোন কোন নবী তা করেছেন ঐ নবী হচ্ছে ইদরীস কেউ কেউ বলেন সে নবীর নাম হচ্ছে দানয়াল। তিনি বালির উপরে প্রতিপালকের নির্দেশে দাগ টানতেন। এখন তা অজ্ঞাত তাই তা বিশ্বাস করা যাবে না।

## পাঠ-৭ : মধু দ্বারা চিকিৎসা করা

**প্রশ্ন-৪৪৫. আমার ভাইয়ের পেটে ব্যাথা।**

**উত্তর :** আবু সাঈদ رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, একলোক রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে বলল- আমার ভাইয়ের পেটে ব্যাথা।

রাসূল ﷺ বললেন- তাকে মধু পান করাও।

তারপর ঐ লোক দ্বিতীয় বার আসল।

রাসূল ﷺ বললেন- তাকে মধু পান করাও।

তারপর ঐ ব্যক্তি তৃতীয় বার আসল।

রাসূল ﷺ বললেন- তাকে মধু পান করাও।

তারপর সে এসে বলল- আমি তাকে মধু পান করালাম।

রাসূল ﷺ বললেন- আল্লাহ সত্য বলেছেন তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা বলতেছে, তাকে মধু পান করাও।

তারপর তাকে মধু পান করানো হয়েছে এবং সে সুস্থ হয়েছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল লোকটি কে প্রত্যেক বার মধু খাওয়ানোর কথা বলেছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ( তিনি মৌমাছির পেটে থেকে বিভিন্ন ধরনের পানীয় বাহির করেন তাতে মানুষ আরোগ্যতা রয়েছে)। শেষ পর্যন্ত লোকটি সুস্থ হয়।

# ২৪শ অধ্যায় : জানাযাহ্

## পাঠ-১ : ক্ষমা ও সুস্থতা চাওয়া

**৪৪৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবো তখন কিভাবে চাইবো?**

**উত্তর :** আবু মালিক থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একলোক নবী কারীম ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবো তখন কিভাবে চাইবো?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বল-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ-

**অর্থ-** হে আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমাকে দয়া করুন, আমাকে সুস্থ রাখুন, আমাকে রিযিক দান করুন।

সে তার বৃদ্ধা আঙ্গুল ব্যতীত সব আঙ্গুল একত্র করবে, কেননা এই দোয়াগুলো তোমার দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ একত্র করবে।

**উপকারীতা :** এই দোয়া দুনিয়া ও আখেরাতে সকল কল্যাণ কে একত্র করে যা রাসূল ﷺ তার উম্মতের জন্য পছন্দ করেছেন।

**প্রশ্ন-৪৪৭. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি যদি আমি লাইলাতুর কদর সম্পর্কে জানতে তাহলে আমি কি বলবো?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম হাকিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি যদি আমি লাইলাতুর কদর সম্পর্কে জানতে তাহলে আমি কি বলবো?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বল-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ-

**অর্থ-** হে আল্লাহ্ তুমি সম্মানিত ও ক্ষমাশীল তুমি ক্ষমাকে পছন্দ কর সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কদরের রাত্রি সম্পর্কে কেউ যদি অনুমান করতে পারে তাহলে সে ঐ রাত্রে এই দোয়া করবে।

## পাঠ-২ : মুসলমানের অসুস্থতায় দেখতে যাওয়া

**প্রশ্ন-৪৪৮. হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের খেরফা কি?**

**উত্তর :** সাওবান থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- কোন মুসলমান তার অপর ভাইয়ের ডাকে সাড়া দিয়ে সে যতক্ষণ না সেখান থেকে ফিরে আসবে ততক্ষণ সে জান্নাতের খেরফা আহরণে করতে থাকলো।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের খেরফা কি?

রাসূল বললেন- জান্নাতের ফল সমূহ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যদি কোন মুসলমান অপর মুসলমানের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে যতক্ষণ সময় ব্যায় করে ততক্ষণ সে ফিরে আসা পর্যন্ত সে যেন জান্নাতের ফল আহরণের মধ্যে ছিল।

## পাঠ-৩ : মৃত্যুকে অপছন্দ করা

**প্রশ্ন-৪৪৯. হে আল্লাহর রাসূল! মৃত্যুকে অপছন্দ করা আমাদের সবাইতো মৃত্যু কে অপছন্দ করে।**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল বললেন- যে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কে পছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ কে পছন্দ করেন আর যে আল্লাহর অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎ কে অপছন্দ করে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! মৃত্যুকে অপছন্দ করা আমাদের সবাইতো মৃত্যু কে অপছন্দ করে।

রাসূল বললেন- বিষয়টি এই রূপ না, বরং মুমিন বান্দা কে যখন আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি ও জান্নাত সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা কে পছন্দ করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার সাক্ষাৎ করা কে পছন্দ করে আর কাফের কে যখন আল্লাহর আযাব ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয় তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা কে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ কে অছন্দ করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় মুমিনরা মৃত্যুর আগে যখন আল্লাহর রহমত ও সন্তুষ্টি ও জান্নাত সম্পর্কে সুসংবাদ পায় তখন সে

আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা কে পছন্দ করে এবং আল্লাহ তায়ালা ও তার সাক্ষাৎ করা কে পছন্দ করে আর কাফেররা মৃত্যুর আগে যখন আল্লাহর আযাব ও অসন্তুষ্টি সম্পর্কে সংবাদ পায় তখন সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা কে অপছন্দ করে আল্লাহও তার সাথে সাক্ষাৎ কে অছন্দ করে।

**প্রশ্ন-৪৫০. হে আল্লাহর রাসূল! সালমার বাবা মারা গেছে।**

**উত্তর :** উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ বললেন- যখন কোন অসুস্থতা বা মৃত্যু আসে তখন তুমি ভালো কথা বলবে কেননা ফেরশ্তারা তোমার কথা সাথে সাথে আমীন বলে।

তিনি বলেন- যখন সালমার বাবা মারা যায় তখন আমি রাসূল ﷺ এর নিকটে এসে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! সালমার বাবা মারা গেছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি বল-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَلَهٗ. وَاَعْقِبْنِىْ مِنْهُ عُقْبٰى حَسَنَةً.

অর্থ হে আল্লাহ তুমি আমাকে ও তাকে ক্ষমা করে দাও এবং তার পরিবর্তে আমাকে উত্তম কিছু দান করুন।

তিনি বলেন- আমি তা বলেছি এবং আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার থেকে উত্তম মুহাম্মাদ কে দান করেছেন।

**উপকারীতা :** বিপদের সময়ে ভার দোয়া করার জন্য আদেশ দেয়া হয়েছে কেননা এই সময় ফেরশ্তারা আমীন বলে। এবং আপন কেউ মারা গেলে উপরুক্ত দোয়া পাঠ করলে আল্লাহ উহার পরিবর্তে উত্তম কিছু দান করবেন।

**প্রশ্ন-৪৫১. হে আল্লাহর রাসূল! বিশ্রামকারী আর তার থেকে বিশ্রামকৃত কি?**

**উত্তর :** আবু ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ -এর নিকট দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

রাসূল ﷺ বললেন- বিশ্রামকারী অথবা তার থেকে বিশ্রামকৃত।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! বিশ্রামকারী আর তার থেকে বিশ্রামকৃত কি?

রাসূল ﷺ বললেন- মুমিন বান্দা দুনিয়ার কষ্ট থেকে বিশ্রাম নেয়, আর পাপী বান্দার থেকে অন্য অন্য বান্দারা, দেশ, গাছগাছালি এবং পশুরা বিশ্রাম নেয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় মুমিন বান্দা যখন মারা যায় তখন সে দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশ থেকে মুক্তি লাভ করে। আর পাপী বান্দা যখন মারা যায় তখন তার অত্যাচার থেকে অন্য অন্য মানুষ, গাছ গাছালি ও পশু পাখি মুক্তি লাভ করে।

## পাঠ-৪ : সন্তান মারা যাওয়ার ফযিলত

### প্রশ্ন-৪৫২. দুই জন?

**উত্তর :** আবু সাঈদ رضي الله عنه থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, মহিলারা রাসূল ﷺ কে বলল- আমাদের জন্য একটি দিন নির্ধারিত করুন।

রাসূল ﷺ তাদের কে বয়ান করলেন এবং বললেন- যে কোন মহিলা যার তিনটি সন্তান মারা যায় সে সকল সন্তান তার জন্য জাহান্নামের আড়াল হবে।

এক মহিলা বলল- যদি দুইজন?

রাসূল ﷺ বললেন- যদি দুইজনও হয়।

**উপকারীতা :** মহিলারা রাসূল ﷺ এর কাছে তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করার আবেদন করে রাসূল ﷺ তাদের জন্য একটি দিন নির্ধারণ করে তাদের কে নসীহত করলেন। এবং বললেন- কোন মহিলার যদি তিনটি সন্তান মার যায় তা তার জন্য জাহান্নামের আড়াল হবে এমনকি দুই জন মারা গেলেও।

### প্রশ্ন-৪৫৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার জন্য ভয় করছি এবং আমার ইতি পূর্বে তিনটি সন্তান মারা গেছে।

**উত্তর :** আবু সাঈদ رضي الله عنه থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার জন্য ভয় করছি এবং আমার ইতি পূর্বে তিনটি সন্তান মারা গেছে।

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি তোমার ও জাহান্নামের মাঝে মজবুত প্রাচীর দিয়েছো।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যার দুইটি সন্তান মারা যায় সে যেন তার মাঝে আর জাহান্নামের মাঝে দৃঢ় প্রাচীর বাঁধলো।

## পাঠ-৫ : মুসলমানদের প্রশংসা বা নিন্দা গ্রহণ যোগ্য

**প্রশ্ন-৪৫৪. আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হউক কি আবশ্যক হবে?**

**উত্তর :** আনাস থেকে পাঁচটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- একটি জানাযা নেওয়া হলে তার ব্যাপারে প্রশংসা করা হয়।

রাসূল বললেন- আবশ্যক. আবশ্যক, আবশ্যক।

তারপর আরেকটি জানাযা নেওয়া হলে তার ব্যাপারে দুর্নাম করা হয়।

রাসূল বললেন- আবশ্যক, আবশ্যক, আবশ্যক।

উমর বললেন- আমার বাবা মা আপনার জন্য কোরবান হউক কি আবশ্যক হবে?

রাসূল বললেন- যার ব্যাপারে প্রশংসা করেছো তার জন্য জান্নাত আবশ্যক। আর যার ব্যাপারে তোমরা দুর্নাম করেছো তার জন্য জাহান্নাম আবশ্যক। তোমরা হচ্ছো জমিনে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা হচ্ছো জমিনে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা হচ্ছো জমিনে আল্লাহর সাক্ষী।

ইমাম নাসায়ীর বর্ণনা হল-

রাসূল বললেন- ফেরশতারা আসমানে আল্লাহ্র সাক্ষী আর তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষী।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় খাঁটি মুসলমান কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যা বলে তা বাস্তবায়ন হয়। সুতরাং ঈমানদার কাউকে ভালো বললে বাস্তবে সে ভালো আর কাউকে খারাপ বললে বাস্তবে সে খারাপ।

## পাঠ-৬ : অন্য দেশে মারা যাওয়া

**প্রশ্ন-৪৫৫. হে আল্লাহ্ রাসূল এই রূপ কেন?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- মদিনাতে জন্ম গ্রহণ করেছে এমন এক ব্যক্তি মারা গেছে, রাসূল (সা) তার জানাযার নামাজ পড়লেন তারপর বললেন- হায় আফসোস্ যদি সে তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে মারা যেত!

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! এই রূপ কেন?

রাসূল বললেন- যখন কোন ব্যক্তি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে মারা যায় জান্নাতে তার জন্য তার জন্মস্থান থেকে যতটুকু দূরে মারা যায় ততটুকু মাপা হয়।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন ব্যক্তি যদি তার জন্মস্থান ব্যতীত অন্য স্থানে মারা যায় তাহলে যতটুকু দূরে মারা যাবে ততটুকু মেপে তাকে জান্নাতে দেয়া হবে।

**প্রশ্ন-৪৫৬. হে আল্লাহর রাসূল! সে ইহুদি।**

**উত্তর :** জাবির থেকে পাঁচটি সহীহ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হলে রাসূল উহার কারণে দাড়ালেন আমরাও তার সাথে দাড়ালাম।

রাসূল বললেন- নিশ্চয়ই মৃত ব্যক্তি ভীত থাকে যখন তোমরা জানাযা দেখবে তখন দাড়িয়ে যাবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন জানাযা সামনে দিয়ে গেলে দাড়ানো উচিত কেননা মৃত ব্যক্তির সাথে ফেরেশতা থাকে। তাছাড়া সর্তকতা বশত দাড়াবে।

## পাঠ-৭ : কবর যিয়ারত করা ও দোয়া করা

**প্রশ্ন-৪৫৭. হে আল্লাহর রাসূল! তাদের জন্য আমি কিভাবে বলবো?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি নবী কারীম থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- আমার নিকটে জিবরায়ীল এসে বলল- আপনার প্রতিপালক আপনাকে আদেশ করছে জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে।

আয়েশা বললেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! তাদের জন্য আমি কিভাবে বলবো?

রাসূল বললেন- তুমি বল-

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَاحِقُوْنَ۔

অর্থ- মুমিন ও মুসলিম ঘরের পরিবারের উপর শান্তি বর্ষিত হউক, যারা পূর্বে মারা গেছে এবং যারা পরে মারা যাবে সবাই কে আল্লাহ রহম করুক। আর নিশ্চয়ই আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব।

অন্য বর্ণনা এসেছে-

اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ، اَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ.

অর্থ- মুমিন মুসলমান ঘরের পরিবারের উপর শান্তি বর্ষিত হউক আর আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব, আল্লাহর নিকটে আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য সুস্থতা কামনা করি।

**উপকারীতা :** এই দোয়াটি হচ্ছে কবর যিয়ারত করার দোয়া। এই হাদীস থেকে জানা যায় কবর যিয়ারত করা যাবে এবং এই দোয়া গুলো কবর যিয়ারত করার সময় পাঠ করবে।

## পাঠ-৮ : জীবিতদের আমল দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়

**প্রশ্ন-৪৫৮: হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ করে মারা যান তিনি কোন কিছু উসিওয়াত করতে পারেন নি আমার ধারণা তিনি কথা বলতে পারলে কিছু ওসিয়াত করতেন। আমি কোন কিছু সদ্‌কাহ্ করলে তিনি কি তার সওয়াব পাবেন না?**

**উত্তর :** আয়েশা রাযিআল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, এক লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ করে মারা যান তিনি কোন কিছু উসিওয়াত করতে পারেন নি আমার ধারণা তিনি কথা বলতে পারলে কিছু ওসিয়াত করতেন। আমি কোন কিছু সদ্‌কাহ্ করলে তিনি কি তার সওয়াব পাবেন না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোন কিছু সদ্‌কাহ্ করলে সে উহার সওয়াব লাভ করবেন।

## পাঠ-৯ : মৃত ব্যক্তির জন্য কান্না করা জায়েজ

### প্রশ্ন-৪৫৯. আপনিও হে আল্লাহর রাসূল!?

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূল তার পুত্র ইবরাহীম -এর নিকটে প্রবেশ করলেন, রাসূল -এর দুই চোখে পানি ঝরতে লাগলো।

আব্দুর রহমান বিন আউফ বললেন- আপনিও হে আল্লাহর রাসূল!?

রাসূল বললেন- হে আউফের ছেলে উহা হচ্ছে দয়া।

তারপর তিনি আবার বললেন- নিশ্চয়ই চোখের অশ্রু ঝরে আর অন্তর চিন্তিতো, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি ব্যতীত কোন কিছুই বলিনা, হে ইবরাহীম তোমার বিয়োগ ব্যাথা অনেক বেদনাদায়ক।

**উপকারীতা :**এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন রকম বিলাপ করা ব্যতীত মৃত ব্যক্তির জন্য চোখের পানি ঝরিয়ে কান্না করা জায়েজ আছে।

# ২৫শ অধ্যায় : সাহাবীদের মর্যাদা

## পাঠ-১ : আবু বকর -এর মর্যাদা

**প্রশ্ন-৪৬০. আমি আশা করি আমি আপনার সাথে থাকবো।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- আমার নিকটে জিবরাইল এসে আমার হাত ধরলো তারপর সে আমাকে ঐ দরজা দেখালো যে দরজা দিয়ে আমার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আবু বকর বললেন- আমি আশা করি আমি আপনার সাথে থাকবো।

রাসূল বললেন- জেনে রাখ হে আবু বকর তুমি আমার উম্মতের প্রথম জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি।

**উপকারীতা : এই হাদীস থেকে জানা যায় এই উম্মতের প্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে আবু বকর তারপর উমর তারপর উসমান তারপর আলী** তারপর জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তি তারপর অন্য অন্য সাহাবী তারপর তাবেয়ী তারপর অন্য অন্য মুসলমানগণ।

## পাঠ-২ : হাসান হুসাইন -এর মর্যাদা

**প্রশ্ন-৪৬১. রাসূল কে আহলে বায়তের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল কে আহলে বায়তের সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?

রাসূল বললেন- হাসান ও হুসাইন।

তিনি ফাতেমা কে বলতেন- আমার নাতীদের কে ডাক। তারপর তিনি তাদের কে চুমু দিতেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় শিশুদের আদর করে চুমু দেয়া ও আদর করা যাবে। তবে যদি মনে কোন খারাপ কিছু উদিত হয় তাহলে আদর না করাই উত্তম।

## পাঠ-৩ : উসামা বিন যায়েদের মর্যাদা

**প্রশ্ন-৪৬২. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনার পরিবারের কোন সদস্যকে আপনি অধিক পছন্দ করেন?**

**উত্তর :** উসামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকটে বসা ছিলাম এমন সময় আলী ও আব্বাস এসে অনুমতি চাইলো।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আলী ও আব্বাস আসার জন্য অনুমতি চাচ্ছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি কি জান তারা কেন এসেছে?

আমি বললাম- আমি জানি না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- কিন্তু আমি জানি।

তারপর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের কে অনুমতি দিলেন এবং তারা আসল।

তারপর তারা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি আপনার পরিবারের কোন সদস্যকে আপনি অধিক পছন্দ করেন?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- ফাতেমা বিনমে মুহাম্মদ।

তারা বললেন- আমরা আপনার পরিবারের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসিনি।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- আমার নিকটে প্রিয় হচ্ছে যায়েদ বিন উসামা যাকে আল্লাহ ও আমি অনুগ্রহ করেছি।

তারা বললেন- তারপর কে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তারপর আলী।

তারপর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আপনার চাচাকে তাদের পরে রেখেছেন।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- কেননা আলী আপনার আগে হিজরত করেছে।

**উপকারীতা :** রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়েদ বিন উসামা কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন যাকে আল্লাহ ইসলাম দিয়ে দয়া করেছেন আর রাসূল আযাদ করে দয়া করেছেন।

## পাঠ-৪ : আয়েশা -এর মর্যাদা

**প্রশ্ন-৪৬৩. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় কে?**

**উত্তর :** আমর বিন আস্ থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- নিশ্চয়ই রাসূল আমাকে এক সৈন্য বহিনীর আমীর নিয়োযিত করেছেন। আমি এসে বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকটে সবচেয়ে প্রিয় কে?

রাসূল বললেন- আয়েশা।

আমি বললাম- পুরুষদের মধ্যে?

রাসূল বললেন- আয়েশার বাবা।

ইমাম বুখারী আরো বৃদ্ধি করে বলেন।

আমি বললাম- তারপর কে?

রাসূল বললেন- উমর।

তারপর তিনি কয়েকজন লোককে গণনা করলেন তখন আমি এই ভয়ে চুপ হয়ে গেলা আমাকে সবার শেষে রাখেন কিনা।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে আয়েশা কে রাসূল তার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি বলেন আর পুরুষদের মধ্যে আবু বকর তারপর উমর।

## পাঠ-৫ : আনাসারদের মর্যাদা

**প্রশ্ন-৪৬৪. হে আল্লাহর রাসূল! যে কোন নবীর অনুসারী থাকে আর আমরা আপনার অনুসরণ করতেছি সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাদের অনুসারী আমাদের থেকে করেন।**

**উত্তর :** যায়েদ বিন আরকাম থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, আনাসরগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! যে কোন নবীর অনুসারী থাকে আর আমরা আপনার অনুসরণ করতেছি সুতরাং আপনি আল্লাহর নিকটে দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাদের অনুসারী আমাদের থেকে করেন।

রাসূল বললেন- হে আল্লাহ তাদের অনুসারী তাদের থেকে বানান।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে আনসারদের জন্য দোয়া করা হয়েছে।

Contents



## পাঠ-৬ : আনাস বিন মালেকের মর্যাদা

**প্রশ্ন-৪৬৫. আনাস থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) আমাদের নিকটে আসলেন তখন আমি, আমার মা ও আমার খালা উম্মে হারাম উপস্থিত ছিলাম।**

আমার মা বললেন- আনাস আপনার খাদেম তার জন্য দোয়া করেন।

আনাস বললেন- রাসূল আমার জন্য সব কল্যাণের দোয়া করলেন। তিনি শেষে যে দোয়া করলেন তা হচ্ছে- হে আল্লাহ তাকে সন্তান ও সম্পদের বাড়িয়ে দিন এবং তাতে বরকত দান করুন।

**উপকারীতা :** রাসূল আনাসের জন্য যে দোয়া করলেন তা কবুল হয়েছে এবং তিনি অধিক সম্পদ ও সন্তানের মালিক হয়েছেন তিনি যখন মারা যান তখন তার সন্তান একশতের ও বেশি ছিল।

## পাঠ-৭ : আবু হুরায়রার মর্যাদা

**প্রশ্ন-৪৬৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে ইসলামের দিকে আহবান করলাম আমার মা তা প্রত্যাখ্যান করেন, আজ আমি তাকে আবার ইসলামের দিকে ডাকি তখন তিনি আপনার ব্যাপারে আমাকে এমন কিছু বলেন যা আমি অপছন্দ করি, সুতরাং আপনি তার হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করনে, তিনি বলেন- আমি আমার মাকে ইসলামের দিকে আহবান করলাম আমার মা তা প্রত্যাখ্যান করেন, আজ আমি তাকে আবার ইসলামের দিকে ডাকি তখন তিনি আপনার ব্যাপারে আমাকে এমন কিছু বলেন যা আমি অপছন্দ করি, সুতরাং আপনি তার হেদায়েতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন।

রাসূল বললেন- হে আল্লাহ আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দান করুন।

তখন তিনি রাসূল এর দোয়ার সুসংবাদ নিয়ে বাহির হলেন।

যখন আমি দরজা আসলাম আমার মা আমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বললেন- হে আবু হুরায়রা তুমি দাড়াও, আমি পানির কলকল ধ্বনি শুনতে পেলাম।

আবু হুরায়রা বললেন- আমার মা গোসল করলেন তারপর কাপড় পরলেন এবং দরজা খুলে বললেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

আমি রাসূল ﷺ-এর নিকটে আনন্দে কাঁদতে কাঁদতে আসলাম।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সুসংবাদ গ্রহণ করুন আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করেছেন এবং আবু হুরায়রার মাকে হেদায়েত দিয়েছেন। রাসূল ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তার গুণকীর্তন করলেন।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি দোয়া করুন আল্লাহ যেন আমাকে ও আমার মাকে মুমিন বান্দাদের নিকটে প্রিয় করে দেন এবং আমাদের নিকটে মুমিনদের কে প্রিয় করে দেন।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ তুমি তোমার এই বান্দাকে ও তার মাকে মুমিনদের নিকটে প্রিয় করে দাও এবং তাদের নিকটে মুমিনদের কে প্রিয় করে দাও।

সুতরাং যতজন মুমিন আমার কথা শুনেছে বা আমাকে দেখেছে সবাই আমাকে ভালোবেসে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল ﷺ এর দোয়া কত তাড়াতাড়ি কবুল হয় তা প্রমাণিত হয়েছে। ইহা হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর মুজেযা।

## পাঠ-৮ : দাউস

**প্রশ্ন-৪৬৭. হে আল্লাহর রাসূল! দাউস ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে এবং কুফুরী করেছে আপনি তার জন্য বদদোয়া করুন।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা ؓ থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তুফাইল ও তার সাথীরা রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! দাউস ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে এবং কুফুরী করেছে আপনি তার জন্য বদদোয়া করুন।

রাসূল ﷺ বললেন- হে আল্লাহ দাউস কে হেদায়েত দান করুন।

**উপকারীতা :** রাসূল ﷺ তার জন্য বদদোয়া না করে তার হেদায়েতের দোয়া করলেন। এবং পরে সে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে।

## পাঠ-৯ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে ওহী আসার পদ্ধতি

**প্রশ্ন-৪৬৮. হে আল্লাহর রাসূল। আপনার নিকটে কিভাবে ওহী আসে?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, হারেস বিন হিসাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞাসা করল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকটে কিভাবে ওহী আসে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- কখনো কখনো তা ঘন্টার ধ্বনির মত আসে ইহা আমার কাছে অনেক কঠিন মনে হয় উহার কারণে আমার ঘাম ঝরে আমি তা মুখস্থ করি যা সে বলে, কখনো কখনো ফেরেশতা আমার নিকটে পুরুষের আকৃতিতে আসে এবং সে যা বলে আমি তা মুখস্থ করি।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন- আমি দেখেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে প্রচন্ড শীতের সময় তার উপর ওহী নাযিল হয়েছে এবং তিনি ঘামিয়ে গেছেন, তার কপাল থেকে ঘাম ঝরতেছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করেন। কখনো তা ঘন্টা ধ্বনির মত আসতো আবার কখনো ফেরেশতা পুরুষের আকৃতি ধরে আসতো সে যা বলতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মুখস্থ করতেন।

## পাঠ-১০ : ফারেসীদের মর্যাদা

**প্রশ্ন-৪৬৯. হে আল্লাহর রাসূল। তারা কারা?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা বসা অবস্থায় ছিলাম এমন সময় সূরা জুমআ নাযিল হয়-

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ-

অর্থ- এই রাসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।

তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কিছু বলেন নিই এমনকি তিনবার জিজ্ঞাসা করা হয়। আমাদের মাঝে সালমান ফারসী ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ফারেসীর গায়ে হাত দিয়ে বললেন- ঈমান যদি সূরীয়াতেও থাকতো তবু তারা তা অর্জন করতো।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর দিকে ইঙ্গিত করে ফারেসীদের কথা বলা হয়েছে।

# ২৬শ অধ্যায় : স্বপ্ন

## পাঠ-১ : স্বপ্নের প্রকার

**প্রশ্ন-৪৭০.** হে আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ দাতা গুলো কি?

**উত্তর :** আনাস (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী ও তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল ﷺ বললেন- রেসালত ও নবুওয়াত এর দরজা বন্ধ হয়েগেছে, সুতরাং আমার পরে আর কোন নবী ও রাসূল নেই।

আনাস (রাঃ) বললেন- বিষয়টি মানুষের নিকটে কঠিন মনে হল।

রাসূল ﷺ বললেন- তবে সুসংবাদ দাতা আছে।

সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! সুসংবাদ দাতা গুলো কি?

রাসূল ﷺ বললেন- মুসলমানদের স্বপ্ন আর তা হচ্ছে নবুওয়াতের অংশ সমূহ থেকে একটি অংশ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় নবী ও রাসূলের আগমন আর হবে না। তবে সুসংবাদ দাতা হিসেবে মুসলমানের স্বপ্ন আছে যা দ্বারা মুমিনরা কোন ব্যাপারে সুসংবাদ ও কোন খারাপ ব্যাপারে সর্তকতা পাবে।

## পাঠ-২ : স্বপ্ন বর্ণনা করলে তা বাস্তবায়ন হয়

**প্রশ্ন-৪৭১. হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখি আমার মাথা তরবারী আঘাতে কেটে যায় এবং তা ঘুরতে থাকে এবং তা তীব্র হতে লাগলো।**

**উত্তর :** জাবির (রাঃ) থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, এক বেদুঈন রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি স্বপ্নে দেখি আমার মাথা তরবারী আঘাতে কেটে যায় এবং তা ঘুরতে থাকে এবং তা তীব্র হতে লাগলো।

রাসূল ﷺ বললেন- স্বপ্নে শয়তান তোমার সাথে যে প্রতারণা করে তা মানুষের নিকটে বর্ণনা করবেনা।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা স্বপ্নে দেখি যা শয়তানের ধোঁকা। সুতরাং এই সকল স্বপ্ন সম্পর্কে মানুষকে বলা ঠিক না।

Contents



**প্রশ্ন-৪৭২. হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে নামাজ আদায় করে এবং রোযা রাখে?**

**উত্তর :** হারিস আল আস্আরী (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল (সাঃ) বললেন- নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া (আঃ) কে আদেশ দিয়েন। আমি তোমাদের কে পাঁচটি বিষয়ে আদেশ দিচ্ছি যা দ্বারা আল্লাহ আমাকে আদেশ দিয়েছেন। আমীরের কথা শুনা ও মান্য করা, জিহাদ করা, হিজরত করা এবং দলের সাথে সংযুক্ত থাকা কেননা যে ব্যক্তি দল থেকে সামান্য পরিমাণ দূরে সরে যাবে সে যেন তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেললো যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে জাহিলী যুগের মত আহবান করবে সে জাহান্নামের ইন্ধন।

একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে নামাজ আদায় করে এবং রোযা রাখে?

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল (সাঃ) পাঁচটি বিষয়ে আদেশ করছেন আর তা হচ্ছে আমীরের কথা শুনা ও তাকে মান্য করা এবং মক্কা বিজয়ের পূর্বে হিজরত করা এবং জিহাদ ও মুসলমানের দলের সাথে মিলিয়ে থাকা। আর যে ব্যক্তি জাহিলী যুগের মত কোন গোত্র ধরে যুদ্ধের ও মারামারির জন্য আহবান করবে সে জাহান্নামী।

Contents



# ২৭শ অধ্যায় : কোরআন পাঠ ও উহার ফযিলত

## পাঠ-১ : কোরআন তেলওয়াত

**প্রশ্ন-৪৭৩. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে উপদেশ দিন।**

**উত্তর :** আবু যর্ (রাঃ) থেকে ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে উপদেশ দিন।

রাসূল (সাঃ) বললেন- তুমি আল্লাহর ভয়কে আবশ্যক করে নাও কেননা তা সকল কাজের মূল।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আরো বলুন।

রাসূল (সাঃ) বললেন- তুমি কোনআন তেলওয়াত কে আবশ্যক করে নাও কেননা তা তোমার জন্য জমিনে নূর স্বরূপ আর আসমানে সঞ্চিত ধন।

**উপকারীতা :** রাসূল (সাঃ) এই হাদীসে মুসলমানদের কে তাকওয়া অর্জন করার আদেশ দেন এবং বেশি বেশি কোরআন তেলওয়াত করার আদেশ দেন।

## পাঠ-২ : তেলওয়াতে সিজদার সময় যা বলবে

**প্রশ্ন-৪৭৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যেমনি ভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, আমি একটা গাছের পিছনে নামাজ আদায় করতেছি, তারপর দেখলাম আমি যেন একটা সিজদার আয়াত তেলওয়াত করেছি, তারপর দেখলাম গাছটি সিজদাহ্ দিল এবং সিজদাহ্ অবস্থায় সে বলতে লাগলো- হে আল্লাহ তুমি ইহার দ্বারা আমার জন্য প্রতিদান লিখ এবং ইহা আমার জন্য তোমার কাছে সঞ্চিত করে রেখ, আর ইহা দ্বারা আমার থেকে আমার পাপের বোঝাকে নামিয়ে দাও এবং আমার থেকে ইহা এমন ভাবে কবুল করে নাও যেমন ভাবে তা তুমি তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ থেকে কবুল করেছো।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান ও ইমাম ইবনে মাজাহ্ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক রাসূল (সাঃ)-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি যেমনি ভাবে ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, আমি একটা গাছের পিছনে নামাজ আদায় করতেছি, তারপর দেখলাম আমি যেন একটা সিজদার আয়াত তেলওয়াত

Contents



করেছি, তারপর দেখলাম গাছটি সিজদাহ্ দিল এবং সিজদাহ্ অবস্থায় সে বলতে লাগলো- হে আল্লাহ তুমি ইহার দ্বারা আমার জন্য প্রতিদান লিখ এবং ইহা আমার জন্য তোমার কাছে সঞ্চিত করে রেখ, আর ইহা দ্বারা আমার থেকে আমার পাপের বোঝাকে নামিয়ে দাও এবং আমার থেকে ইহা এমন ভাবে কবুল করে নাও যেমন ভাবে তা তুমি তোমার বান্দা দাউদের পক্ষ থেকে কবুল করেছো।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেন- আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে দেখেছি তিনি সিজদার আয়াত তেলওয়াত করেছেন এবং আমি শুনেছি তিনি সিজদাহ্ অবস্থায় ঐ লোকটি গাছের যে কথা গুলো বলল সে কথা গুলো বলতেন।

**উপকারীতা :** এখানে একলোক স্বপ্নে দেখলো একটি গাছ সিজদাহ্ অবস্থায় দোয়া আল্লাহ তায়ালার নিকটে দোয়া করছে। সে রাসূল (সা)-কে এসে তা বলল। এরপর থেকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সিজদায় তা বলতেন।

**প্রশ্ন-৪৭৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক রাত্রে সূরা বাকারা তেলওয়াত করতেছি এমন সময় আমি আমার পিছনে কোন কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম আর এমে আমি ধারণা করলাম আমার ঘোড়া চলে গেছে।**

**উত্তর :** উসাইদ বিন হুদাইর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম ইবনে হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি এক রাত্রে সূরা বাকারা তেলওয়াত করতেছি এমন সময় আমি আমার পিছনে কোন কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম আর এমে আমি ধারণা করলাম আমার ঘোড়া চলে গেছে।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি পাঠ করতে থাক।

আমি লক্ষ্য করলাম তা আসমান ও জমিনের ঝুলন্ত বাতির মত।

আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি পাঠ করতে থাক।

তিনি বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি একাধারে চালিয়ে যেতে পারলাম না।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- ঐগুলো হচ্ছে ফেরেশতা যা সূরা বাকারা পাঠ করার কারণে অবতরণ করেছে, জেনে রাখ তুমি যদি তা চালিয়ে যেতে তাহলে তুমি আশ্চর্য কিছু দেখতে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় সূরা বাকারা পাঠ করার কারণে ফেরশতা অবতরণ করেছে। আর রাসূল তার সাহাবী উসাইদ কে তেলওয়াত চালিয়ে যেতে বললেন কিন্তু তিনি অধিক আলোর কারণে তা করতে সক্ষম হননি।

## পাঠ-৩ : সূরা ইখলাস পাঠ করার প্রতি উৎসাহিত করণ

**প্রশ্ন-৪৭৬. কিভাবে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করবে?**

**উত্তর :** আবুদ্দারদা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- তোমাদের কেউ কি এক রাত্রে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ তেলওয়াত করতে অক্ষম?

সাহাবীগণ বললেন- কিভাবে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ তেলওয়াত করবে?

রাসূল বললেন- সূরা ইখলাস যা কোরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় সূরা ইখলাস পাঠ করলে কোরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করার সওয়াব অর্জন করা যাবে।

## পাঠ-৪ : কোরআন তেলওয়াতের প্রতি উৎসাহ প্রদান

**প্রশ্ন-৪৭৭. হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয়?**

**উত্তর :** হযতর ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল আল্লাহর নিকটে অধিক প্রিয়?

রাসূল বললেন- যাত্রা বিরতি ও যাত্রা শুরু করার স্থান।

লোকটি বলল- যাত্রা বিরতি ও যাত্রা শুরু করার স্থান কোনটি?

রাসূল বললেন- যে ব্যক্তি কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তেলওয়াত করে এবং যখনি সে তা শেষ করে আবার শুরু থেকে শুরু করে।

**উপকারীতা :** যখন কোন মুসলমান কোরআন তেলওয়াত শেষ করে সে আবার তা শুরু থেকে তেলওয়াত শুরু করে আর ইহাই উত্তম আমল।

Contents



সুতরাং কোরআন হচ্ছে এমন আমল যা দ্বারা বান্দা আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়।

**প্রশ্ন-৪৭৮. হে আল্লাহর রাসূল! কত দিনে আমি কোরআন খতম করবো?**

উত্তরঃ- আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কত দিনে আমি কোরআন খতম করবো?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- তুমি এক মাসে কোরআন খতম কর।

আমি বললাম- আমি ইহার থেকে কম সময়ে করতে সক্ষম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- বিশ দিনে খতম কর।

আমি বললাম- আমি ইহার থেকে কম সময়ে করতে সক্ষম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- পনেরো দিনে খতম কর।

আমি বললাম- আমি ইহার থেকে কম সময়ে করতে সক্ষম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- দশ দিনে খতম কর।

আমি বললাম- আমি ইহার থেকে কম সময়ে করতে সক্ষম।

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- পাঁচ দিনে খতম কর।

আমি বললাম- আমি ইহার থেকে কম সময়ে করতে সক্ষম।

কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে এর কমে খতম করার অনুমতি দেননি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পাঁচ দিনের কমে কোরআন খতম দেয়ার অনুমতি দেননি কেননা দ্রুত তেলওয়াত করলে কোরআনের মর্মার্থ ও সহীহ করে তেলওয়াত করা সম্ভব না।

**প্রশ্ন-৪৭৯. কি আবশ্যক হবে?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে এগিয়ে আসলাম এমন সময় তিনি একলোক কে সূরা ইখলাস পাঠ করতে শুনলেন।

তিনি বললেন- আবশ্যক হয়েছে।

আমি বললাম- কি আবশ্যক হয়েছে।

তিনি বললেন- জান্নাত।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় সূরা ইখলাস যে পাঠ করবে তার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়।

# ২৮শ অধ্যায় : কিয়ামত, জান্নাত ও জাহান্নাম

## পাঠ-১ : শিঙ্গায় ফুৎকার

**৪৮০. হে আল্লাহর রাসূল! সুর কি?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- এক বেদুঈন রাসূল এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! শুর কি?

রাসূল বললেন- শিঙ্গা, যাতে ফুঁ দেয়া হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে শিঙ্গা সম্পর্কে বলা হয়েছে যা ইস্রাফীল (আঃ) তার মুখের সামনে নিয়ে দাড়িয়ে আছে। আল্লাহ যখন আদেশ করবেন তখন তিনি তাতে ফুঁ দিবেন।

**প্রশ্ন-৪৮১. হে আল্লাহর রাসূল! মহিলা পুরুষ তারা সকলে কি একে অপরের তাকাবে?**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল বললেন- কিয়ামতের দিন মানুষ উলঙ্গ হয়ে উঠবে তারা খতনা বিহীন হবে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! মহিলা পুরুষ তারা সকলে কি একে অপরের তাকাবে?

রাসূল বললেন- হে আয়েশা একজন অন্যজনের প্রতি তাকানোর থেকে বিষয়টি আরো কঠিন হবে।

**উপকারীতা :** কিয়ামতের দিন মানুষ উলঙ্গ অবস্থায় উঠবে এবং তাদের কোন অংশ কাটা থাকবে না বরং মানুষ কে আল্লাহ যেমন বানিয়েছেন তেমন থাকবে।

## পাঠ-২ : হিসাব

**প্রশ্ন-৪৮২. হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নি**

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.

অর্থ- যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, অচিরেই তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে।

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- কিয়ামতের দিন যারই হিসাব করা হবে সে ধ্বংস হবে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালা কি বলেন নি-

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.

অর্থ- যার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, অচিরেই তার থেকে সহজ হিসাব নেওয়া হবে।

রাসূল বললেন- ইহ হচ্ছে আমল পেশ করা, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নিকাশ করা হবে সে শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় আল্লাহ কিয়ামতের দিন যার থেকে হিসাব নিকাশ চাইবেন সে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

## পাঠ-৩ : মিযান

**প্রশ্ন-৪৮৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজবো?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -কে কিয়ামতের দিন আমার জন্য সুপারিশ করার আবেদন করলাম।

রাসূল বললেন- আমি করবো।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজবো?

রাসূল বললেন:- তুমি আমাকে প্রথমে সেরাতে খোঁজ করবে।

আমি বললাম- যদি আমি সেরাতে আপনার সাক্ষাৎ না পাই।

রাসূল বললেন- তাহলে আমাকে মিযানে খোঁজ করবে।

আমি বললাম- যদি আমি মিযানে আপনার সাক্ষাৎ না পাই।

রাসূল বললেন- তাহলে আমাকে হাউজে কাউসারে খোঁজ করবে। কেননা আমি এই তিন স্থানেই থাকবো।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল তার উম্মতের জন্য একবার সিরাতে যাবেন আবার মিযানে যাবেন আবার হাউজে কাউসারে যাবেন। ইহা শুধু উম্মতের প্রতি দয়া ও ভালোবাসার কারণে এই তিন জায়গায় ছোটাছুটি করবেন।

## পাঠ-৪ : জান্নাত যা দিয়ে তৈরী হয়েছে

**প্রশ্ন-৪৮৪. হে আল্লাহর রাসূল! কি থেকে সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা -থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! কি থেকে সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে?

রাসূল বললেন- পানি থেকে।

আমরা বললাম- জান্নাত নির্মাণ করা হয়েছে কি দিয়ে?

রাসূল বললেন- একটি স্বর্ণের ইট ও একটি রূপার ইট এবং ইহার প্রলেপ হচ্ছে তীব্র সুগন্ধি মেশ্‌ক, আর এর কঙ্করগুলো মণিমুক্তা ও ইয়াকুত পথরের, এবং তা জাফরন দ্বারা রঞ্জিত করা হবে, যে তাতে প্রবেশ সে সুখী হবে দুঃখী হবে না, সে চিরকাল থাকবে মারা যাবে না, তার পোশাক জীর্ণ হবে না এবং তার যৌবন শেষ হবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে রাসূল জান্নাতের বর্ণনা দেন উহার ইট হবে স্বর্ণের ও রূপার এবং ইহার প্রলেপ হবে তীব্র সুগন্ধি মেশ্‌ক, আর এর কঙ্করগুলো মণিমুক্তা ও ইয়াকুত পথরের, এবং তা জাফরন দ্বারা রঞ্জিত করা হবে, যে তাতে প্রবেশ সে সুখী হবে দুঃখী হবে না, সে চিরকাল থাকবে মারা যাবে না, তার পোশাক জীর্ণ হবে না এবং তার যৌবন শেষ হবে না।

## পাঠ-৫ : জান্নাতের নহর

**প্রশ্ন-৪৮৫. রাসূল -কে কাউসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?**

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল -কে কাউসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল?

রাসূল বললেন- এই নহরটি জান্নাতে আল্লাহ আমাকে দান করেছেন যা দুধের থেকেও সাদা এবং মধুর থেকেও মিষ্টি।

উমর বললেন- নিশ্চয়ই ইহা খুব কোমল ও মজাদার।

রাসূল বললেন- তা পান করা আরো বেশি মজাদার।

**উপকারীতা :** এই হাদীস রাসূল হাউযে কাউসারের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেন, আর তা হচ্ছে উহা দুধের থেকেও সাদা এবং মধুর থেকেও মিষ্টি।

## পাঠ-৬ : জান্নাতের উপরের স্থান

**প্রশ্ন-৪৮৬. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি নবীদের অবস্থান যেখানে তারা ব্যতীত কেউ পৌছতে পারবে?**

**উত্তর :** আবু সাঈদ থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, জান্নাতবাসী আহলে গুরফাদের মর্যাদার কারণে তাদের কে পশ্চিম ও পূর্ব দিগন্তে উজ্বল তারকার মত দেখবে।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কি নবীদের অবস্থান যেখানে তারা ব্যতীত কেউ পৌছতে পারবে না?

রাসূল বললেন- হ্যাঁ তারা ব্যতীত অন্যরা পৌছতে পারবে তারা হচ্ছে যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং রাসূলদের কে সত্যায়িত করে।

**উপকারীতা :** জান্নাত বাসীরা জান্নাতের উঁচুতে এমন এক জাতিকে দেখবে যাদের কে আকাশের দিগন্তে উজ্বল তারকার মত দেখা যাবে তারা হচ্ছে সৎআমলকারী মুমিন বান্দা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং রাসূলদের কে সত্যায়িত করে। আল্লাহ আমাদের কে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুক। আমীন।

## পাঠ-৭ : জান্নাতীদের বৈশিষ্ট

**প্রশ্ন-৪৮৭. জান্নাতীদের খাদ্য কী হবে?**

**উত্তর :** জাবির থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল -কে বলতে শুনেছি, তিনি বললেন- নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীরা খাবে ও পান করবে, তারা থুথু ফেলবে না, পেশাব করবে না, পায়খান করবে না এবং নাক পরিষ্কার করবে না।

সাহাবীগণ বললেন- ঢেকুর ও মেসকের ঘ্রাণের মত ঘাম দিবে, নিশ্বাস নেওয়ার মত তারা তাসবীহ্ ও তাহমীদ বলতে থাকবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় জান্নাতবাসীরা খাওয়া দাওয়া করার পরও পায়খানা পেশাব করবে না। বরং তাদের খাবার গুলো ঢেকুর ও সুগন্ধিযুক্ত ঘামের মত হয়ে বের হবে এতে কোন দুর্গন্ধ হবে না। আর দুনিয়াতে মানুষ যেভাবে শ্বাস নিতে কোন কষ্ট করতে হয় না তেমনি তারা

জান্নাতে আল্লাহর তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করতে থাকবে এতে কোন কষ্ট হবে না।

**প্রশ্ন-৪৮৮. হে আল্লাহর রাসূল! উহা কি সক্ষম হবে?**

**উত্তর :** আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- জান্নাতে মুমিনদের কে সহবাস করার এমন এমন শক্তি দেয়া হবে।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! উহাতে কি সক্ষম হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- একজনকে একশত জনের শক্তি দেয়া হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় একজন পুরুষকে জান্নাতে একশত জন পুরুষের সমান যৌন শক্তি দেয়া হবে।

**প্রশ্ন-৪৮৯. হে আবুল কাসেম আপনি কি মনে করেন জান্নাতবাসীরা খাবে এবং পান করবে?**

**উত্তর :** জায়েদ বিন আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমাদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আহলে কিতাবের একলোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকটে এসে বলল- হে আবুল কাসেম আপনি কি মনে করেন জান্নাতবাসীরা খাবে এবং পান করবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হ্যাঁ যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ করে বলি একজন জান্নাতী ব্যক্তি একশত জন লোকের সমান খাওয়া পান করা ও সহবাস করার শক্তি দেয়া হবে।

লোক বলল- যদি সে খায় এবং পান করে তখন তার পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হবে অথচ জান্নাতে কষ্টদায়ক কোন বিষয় নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তাদের কারো হাজত সারার প্রয়োজন হলে তা তাদের শরীরে মেসকের ঘ্রাণের মত ঘাম বাহির হবে এবং তাদের পেট হালকা হয়ে যাবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় জান্নাতের প্রত্যেক পুরুষ দুনিয়ার একশত পুরুষের সম শক্তিমান হবে, তারা খাবে পান করবে এবং সহবাস করবে। আর তাদের পেশাব পায়খানার প্রয়োজন হবে না।

## পাঠ-৮ : জাহান্নামের আগুনের কঠিনতা

**প্রশ্ন-৪৯০. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা যথেষ্ট ছিল।**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বলেন-তোমাদের আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

সাহাবীগণ (রা) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা যথেষ্ট ছিল।

রাসূল (সা) বললেন- ইহার সাথে উনসত্তর গুন বৃদ্ধি করা হয়েছে প্রত্যেকটি তাপ উহার মত।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় আমরা যে আগুন জ্বালায় তা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ।

## পাঠ-৯ : বান্দার জন্য আল্লাহর হিসাব

**প্রশ্ন-৪৯১. হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাদের মধ্যে নিরানব্বই জন কে ধরা হবে তাহলে আমাদের থেকে কে বাকী থাকবে?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা (রা) থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (সা) থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল (সা) বললেন- কিয়ামতের দিন প্রথম আদম কে ডাকা হবে তিনি তার সন্তানদের কে দেখবেন। বলা হবে- ইনি তোমাদের বাবা আদম। তিনি বলবেন- আমি উপস্থিত।

আল্লাহ তায়ালা বলবেন- তুমি তোমার সন্তানদের থেকে জাহান্নামীদের কে বাহির কর।

আল্লাহ তায়ালা আবার বলবেন- প্রত্যেক একশত জনের মধ্যে নিরানব্বাই জন কে বাহির কর।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাদের মধ্যে নিরানব্বই জন কে ধরা হবে তাহলে আমাদের থেকে কে বাকী থাকবে?

রাসূল (সা) বললেন- কালো ষাঁড়ের চামড়ায় সাদা চুল যেমন থাকে তেমন আমার উম্মতেরা অন্য উম্মদের মাঝে থাকবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় জাহান্নামবাসী থেকে জান্নাতবাসী কম হবে।

# ২৯শ অধ্যায় : তাফসীর

## পাঠ- : সূরা বাকারার

**প্রশ্ন-৪৯২.** হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভাইয়েরা যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছে তাদের কি অবস্থা হবে?

**উত্তর :** ইবনে আব্বস (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ কে কা'বা শরীফের দিকে যখন ফিরানো হয় তখন সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ভাইয়েরা যারা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছে তাদের কি অবস্থা হবে?

এতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন-

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

**অর্থ-** আল্লাহ তায়ালা এমন নই যে তোমাদের আমল কে নষ্ট করে দিবেন নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের প্রতি করুণাময় ও দয়ালু।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে পরিবর্তন হয়ে কা'বা শরীফের দিকে ফিরানো পূর্বে যারা মারা গেছে তাদের আমলের কোন ক্ষতি হয়নি। কেননা তারা আল্লাহ্র আদেশেই বায়তুল মুকাদ্দাস দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেছেন।

**প্রশ্ন-৪৯৩. হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- উমর রাসূল ﷺ-এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমাকে কিসে ধ্বংস করেছে?

উমর (রাঃ) বললেন- আমি রাত্রে আমার স্ত্রীর পিছন দিক থেকে সহবাস করেছি।

রাসূল ﷺ তার কথার কোন জবাব দেননি তখন এই আয়াত নাযিল হয়-

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ.

**অর্থ-** মহিলারা তোমাদের শস্যক্ষেত সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা আগমন কর।

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- সামনে দিক থেকে কর বা পিছনের দিক থেকে কর তবে পায়ুপথে ও হায়েয অবস্থা করা থেকে বিরত থাক।

**উপকারীতা :** ইহুদিরা মনে করতে যে স্ত্রীর সাথে পিছনের দিক থেকে সহবাস করলে তার সন্তান টেরা হবে। আর এই কারণে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু তা রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেন এতে আয়াত নাযিল হয় এবং রাসূল (সা) বললেন সামনের দিক থেকে ও পিছনের দিক থেকে করা যাবে তবে পায়ুপথে ও হায়েয অবস্থায় করা যাবে না। অর্থাৎ দাড়িয়ে বসিয়ে শুয়িয়ে সামনের দিক থেকে পিছনের দিক থেকে সব রকমেই স্ত্রী সহবাস করা যাবে তবে পায়খানার রাস্তা দিয়ে সহবাস করা হারাম ও হায়েয অবস্থায় সহবাস করা হারাম।

**প্রশ্ন-৪৯৪. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহকে হিজরতে মহিলাদের কথা বলতে শুনিনি।**

**উত্তর :** উম্মে সালমা রাযিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহকে হিজরতে মহিলাদের কথা বলতে শুনিনি। উম্মে সালমা হচ্ছেন প্রথম আঘাত প্রাপ্ত মদীনা হিজরতকারিণী।

এতে আল্লাহ তায়ালা নাযিল এই আয়াত নাযিল করেন-

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّیْ لَا اُضِیْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰی

অর্থ- অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ডাকে সাড়া দিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কোন পুরুষ বা মহিলার আমল নষ্ট করিনা।

**উপকারীতা :** এই আয়াত দ্বারা উম্মে সালমার মর্যাদা বুঝা যায়। আল্লাহ তায়ালা অতি তাড়াতাড়ি তার কথার জবাব দিলেন।

## পাঠ-২ : সূরা মায়েদা

**প্রশ্ন-৪৯৫. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঐ সকল সাথীদের কি হবে যারা মারা গেছে অথচ তারা মদ পান করতো?**

**উত্তর :** বারা রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল ﷺ -এর এমন কিছু সাহাবী মারা গেছেন যারা মদ পান করতো, কিন্তু যখন মদ হারাম হওয়ার আয়াত নাযিল হল তখন কিছু মানুষ বলতে লাগলো- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ঐ সকল সাথীদের কি হবে যারা মারা গেছে অথচ তারা মদ পান করতো?

এতে এই আয়াত নাযিল হয়-

Contents



لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيْمَا طَعِمُوْا۔

অর্থ- যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা যা উপভোগ করেছে এতে কোন গুনাহ্ হবে না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায় মদ হারাম হওয়ার আগে যারা তা পান করেছে এতে তাদের কোন গুনাহ্ হবে না।

**প্রশ্ন-৪৯৬. হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর?**

**উত্তর :** আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- যখন এই আয়াত নাযিল হল-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔

অর্থ- যে ব্যক্তি কা'বা শরীফে ভ্রমণ করতে সক্ষম তার উপর আল্লাহর জন্য হজ্ব করা আবশ্যক।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর?

এতে তিনি চুপ করেছিলেন।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু আনহুম আবার বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছর?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- না, তবে আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তা প্রতি বছর করা ওয়াজিব হয়ে যেত।

এতে আল্লাহ এই নাযিল করেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ۔

অর্থ- হে ঈমানদারগণ তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞাসা করবে না যা প্রকাশ করলে তোমাদের কে তা কষ্ট দিবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় হজ্ব জীবনে একবার আদায় করা ফরয। আর যে ব্যক্তি বেশি করতে তা তার জন্য নফল হবে।

## পাঠ-৩ : সূরা আনআম

**প্রশ্ন-৪৯৭. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের উপর জুলুম করেনি?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- যখন এই আয়াত নাযিল হয়-

Contents



اَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَلَمۡ يَلۡبِسُوۡۤا اِيۡمَانَهُمۡ بِظُلۡمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الۡاَمۡنُ وَهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ

অর্থ- যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানের সাথে জুলুম মিশ্রিত করেনি তাদের জন্য রয়েছে শান্তি এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্ত।

ইহা মুসলমানদের নিকটে কঠিন মনে হল তারা বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে নিজের উপর জুলুম করেনি।

রাসূল ﷺ বললেন- ইহা এই রকম না ইহা হচ্ছে শিরক, তোমরা কি লোক্বমান কে তার সন্তানদের বলতে শুনোনি-

يٰبُنَيَّ لَا تُشۡرِكۡ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرۡكَ لَظُلۡمٌ عَظِيۡمٌ-

অর্থ- হে আমার ছেলে তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করবে না, নিশ্চয়ই শিরক হল অনেক বড় জুলুম।

**উপকারীতা :** আয়াতে জুলুম দ্বারা শিরক উদ্দেশ্য।

**প্রশ্ন-৪৯৮. আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি আপনার প্রতিপালক কে দেখেছেন?**

**উত্তর :** আবু যর رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি আপনার প্রতিপালক কে দেখেছেন?

রাসূল ﷺ বললেন- নূর আমি তা কিভাবে দেখবো।

**উপকারীতা :** এই হাদীসে বুঝা যায় রাসূল ﷺ আল্লাহকে দেখননি।

**প্রশ্ন-৪৯৯. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা হত্যা করি তা খাই আর আল্লাহ তায়ালা যা হত্যা করে তা খাইনা।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- কিছু লোক রাসূল ﷺ -এর নিকটে এসে বলল- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যা হত্যা করি তা খাই আর আল্লাহ তায়ালা যা হত্যা করে তা খাইনা।

এতে এই আয়াত নাযিল হয়-

فَكُلُوۡا مِمَّا ذُكِرَ اسۡمُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ بِاٰيٰتِهٖ مُؤۡمِنِيۡنَ-

অর্থ- যাতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা খাও যদি তোমরা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাসী হয়ে থাক।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যে পশু জবাই করতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে তা খাওয়া যাবে আর যে পশু জবাই করতে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি তা খাওয়া যাবে না এবং মৃত জন্তু খাওয়া যাবে না।

## পাঠ-৪ : সূরা আনফাল

**প্রশ্ন-৫০০. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কে কি জাহিলী যুগের আমলের কারণে ধরা হবে?**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কে কি জাহিলী যুগের আমলের কারণে ধরা হবে?

রাসূল বললেন- যে ইসলাম গ্রহণ করে সৎকর্ম করে তাকে জাহিলী যুগের আমলের জন্য ধরা হবে না আর যে ইসলাম গ্রহণ করার পর খারাপ কাজ করে তাকে প্রথম ও শেষ সব আমলের জন্য ধরা হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় ইসলাম গ্রহণ করার পর সৎকর্ম করলে তার অতীতের গুনাহ্ সব মাফ হয়ে যাবে। আর গুনাহর কাজ করলে আগে পরের সব গুনাহর জন্য ধরা হবে।

**৫০১. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি আমি জাহিলী যুগে যে সকল সদ্কাহ্ ও গোলাম আযাদ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছি তাতে কি কোন সওয়াব হবে?**

**উত্তর :** হাকীম বিন হাজাম থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি আমি জাহিলী যুগে যে সকল সদ্কাহ্ ও গোলাম আযাদ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেছি তাতে কি কোন সওয়াব হবে?

রাসূল বললেন- তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছো অতীতে তোমার সব সৎকর্ম সহ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তার অতীতের সৎকর্মগুলোর প্রতিদানও সে পাবে।

**প্রশ্ন-৫০২. আমি রাসূল -কে বড় হজ্বের দিনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম।**

**উত্তর :** আলী থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি রাসূল কে বড় হজ্বেও দিনের ব্যাপারে জিজ্ঞাস করলাম।

রাসূল বললেন- কুরবানীর দিন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় ছোট হজ্ব হল ওমরা কেননা তাতে হজ্বের থেকে ওমরায় কাজ কম।

**প্রশ্ন-৫০৩. হে আল্লাহর রাসূল! কোন কিছু কি আবু তলবের উপকারে আসবে? কেননা সে আপনার কে দেখা শুনা করেছে এবং আপনার জন্য রাগান্বিত হয়েছে।**

**উত্তর :** আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! কোন কিছু কি আবু তলবের উপকারে আসবে? কেননা সে আপনার কে দেখা শুনা করেছে এবং আপনার জন্য রাগান্বিত হয়েছে।

রাসূল বললেন- হ্যাঁ, সে পায়ের পাতা পরিমাণ আগুনে আছে, যদি আমি না থাকতাম তাহলে সে জাহান্নামের নিম্নে থাকতো।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় আবু তালিব রাসূল -এর দেখাশুনা করার কারণে তার শাস্তি লুঘু করা হয় এবং তাকে কঠিন শাস্তি পরিবর্তে সামান্য শাস্তি দেয়া হয়।

## পাঠ-৫ : সূরা ইউসূফ

**প্রশ্ন-৫০৪. রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন মানুষ সবচেয়ে সম্মানিত?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, রাসূল -কে জিজ্ঞাসা করা হল কোন মানুষ সবচেয়ে সম্মানিত?

রাসূল বললেন- তাদের মধ্যে যে অধিক তাকওয়াবান।

সাহাবীগণ বললেন- আমরা ইহা জিজ্ঞাসা করিনি।

রাসূল বললেন- ইউসূফ হচ্ছে সবচেয়ে সম্মানিত যিনি নবী তার পিতাও নবী তার দাদাও নবী তার পরদাদা আল্লাহর খলীল।

সাহাবীগণ বললেন- আমরা ইহা জিজ্ঞাসা করিনি।

রাসূল বললেন- তোমরা কি আরবদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছো?

সাহাবীগণ বললেন- হ্যাঁ।

রাসূল বললেন- জাহিলী যুগে যারা শ্রেষ্ঠ তারা দ্বীন বুঝার পর ইসলামেও তারা শ্রেষ্ঠ।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছে যা দ্বীন বুঝে এবং সে অনুযায়ী আমল করে।

Contents



## পাঠ-৬ : সূরা ফোরক্বান

**প্রশ্ন-৫০৫. হে আল্লাহর নবী কিভাবে কাফিরা কিভাবে উপুড় হয়ে কিয়ামতের দিন উঠবে?**

**উত্তর :** আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, একলোক বলল- হে আল্লাহর নবী কিভাবে কাফিরা কিভাবে উপুড় হয়ে কিয়ামতের দিন উঠবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- দুনিয়াতে সে কি তার পায়ের উপর হাঁটতে সক্ষম নই? এই ভাবে সে কিয়ামতের দিন উপুড় হয়ে হাঁটবে।

কাতাদা বললেন- অবশ্যই সক্ষম হবে আমাদের প্রতিপালকের ইজ্জতের শপথ করে বলছি।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কিয়ামতের দিন কাফের উপুড় হয়ে উঠবে।

**প্রশ্ন-৫০৬. আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম কোন গুনাহ্ আল্লাহ কাছে জঘন্য।**

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বললেন- আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম কোন গুনাহ্ আল্লাহ্ কাছে জঘন্য?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

আমি বললাম- তার কোনটি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি তোমার সন্তান কে খাওয়ানো ভয়ে হত্যা করা।

আমি বললাম- তারপর কোনটি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তুমি তোমার প্রতিবেশী স্ত্রীর সাথে জিনা করা।

এরপর এই আয়াত নাযিল হল

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ-

অর্থ- যারা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে ইলাহ হিসেবে ডাকবে না এবং কোন ব্যক্তি কে অন্য ভাবে হত্যা করবে না এবং যিনা করবে না।

Contents



**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় সবচেয়ে বড় গুনাহ্ হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা তারপর খাওয়ানোর ভয়ে সন্তান হত্যা করা তারপর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা।

## পাঠ-৭ : সূরা আহযাব

**প্রশ্ন-৫০৭. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকটে ভালো খারাপ মানুষ আসা যাওয়া করে তাই আপনি যদি উম্মুল মুমিনীনদের কে পর্দার আদেশ দিতেন।**

**উত্তর :** উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার নিকটে ভালো খারাপ মানুষ আসা যাওয়া করে তাই আপনি যদি উম্মুল মুমিনীনদের কে পর্দার আদেশ দিতেন।

এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন-

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔

অর্থ- তোমরা তার স্ত্রীদের নিকটে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।

**উপকারীতা :** পর্দার আয়াত নাযিল হয়েছে মুমিন মুমিনাতদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য।

**প্রশ্ন-৫০৮. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সালাম দেয়ার পদ্ধতি আমরা জানি কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো?**

**উত্তর :** আল্লাহ তায়ালা বলেন-

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

অর্থ- আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরা নবী প্রতি রহমতের তরে দরূদ পাঠ কর এবং তার প্রতি সালাম প্রেরণ কর।

Contents



কা'ব বিন উজরা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সালাম দেয়ার পদ্ধতি আমরা জানি কিন্তু কিভাবে আমরা আপনার উপর দরূদ পাঠ করবো?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তোমরা বল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

অর্থ- হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের উপর রহম করুন যেমনি ভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবারের উপর রহম করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার কে বরকত দান করুন যেমনি ভাবে ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার কে বরকত দান করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।

**উপকারীতা :** এই আয়াত ও হাদীস থেকে জানা যায় স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের উচিত রাসূলের প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করা।

## পাঠ-৮ : সূরা যুমার

**প্রশ্ন-৫০৯. হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর বলেছেন- (কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান জমিন ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে)। তাহলে সেই দিন মুমিনরা কোথায় থাকবে?**

**উত্তর :** আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর বলেছেন- (কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান জমিন ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে) তাহলে সেই মুমিনরা কোথায় থাকবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হে আয়েশা সিরাতের উপরে থাকবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যে দিন আল্লাহ্ গোটা পৃথিবী ও আসমান কে তার মুঠোতে নিয়ে নিবেন সেই দিন মুমিনরা জাহান্নামের উপরে পুল সিরাতে থাকবে।

## পাঠ-৯ : সূরা ফাতহ্

**প্রশ্ন-৫১০. আপনি কেন ইহা করেন অথচ আল্লাহ্ আপনার সামনের ও পিছনের সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।**

**উত্তর :** আয়েশা থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- রাসূল রাত্রে নামাজে দাড়িয়ে থাকতেন এমনকি তাঁর পা ফেটে গেছে।

আমি বললাম- আপনি কেন ইহা করেন অথচ আল্লাহ্ আপনার সামনের পিছনের সব গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।

রাসূল বললেন- আমি কি ইহা পছন্দ করি না আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব।

যখন তাঁর গোশত বেড়ে যায় তখন তিনি বসে বসে নামাজ আদায় করেন যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি দাড়াতেন তারপর রুকু করতেন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলের সব গুনাহ্ মাফ করে দেয়ার পরেও তিনি আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়তে পড়তে তাঁর পা ফেটে যায়।

## পাঠ-১০ : সূরা তাহরীম

**প্রশ্ন-৫১১. হে আল্লাহর রাসূল! রোম ও পারস্যরের সম্রাটরা কিসে থাকে আর অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল।**

**উত্তর :** ইবনে আব্বাস থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, আমি একবছর অপেক্ষা করতেছিলাম একটি আয়াত উমর -কে জিজ্ঞাসা করার জন্য............।

অতঃপর আমি দেখলাম রাসূল -এর পিঠে ছাটাইয়ের দাগ, এতে আমি কাঁদতে লাগলাম।

রাসূল বললেন- তুমি কি কারণে কাঁদতেছো?

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! রোম ও পারস্যরের সম্রাটরা কিসে থাকে আর অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল।

Contents



রাসূল ﷺ বললেন- তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নই যে তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখেরাত।

**উপকারীতা :** উমর (রা) রাসূল ﷺ -এর পিঠে ছাটাইয়ের দাগ দেখে কেঁদে দিলেন এবং বললেন রোম ও পারস্যের সম্রাটরা কত আরাম আয়েশে থাকে অথচ আপনি আল্লাহর রাসূল হয়ে কত সাধারণ জীবন যাপন করছেন। তখন রাসূল ﷺ উমর (রা) কে শান্তা দিয়ে বললেন হে উমর তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নই যে তাদের শুধু দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখেরাত।

## পাঠ-১১ : সূরা লাইল

### প্রশ্ন-৫১২. হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের কিতাবের উপর নির্ভর করে থাকবো না এবং আমল ছেড়ে দিব না?

**উত্তর :** আলী (রা) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি বলেন- আমরা বাকীয়ে গুরকাতে একটা জানাযায় রাসূল (সা)-এর সাথে ছিলাম।

রাসূল ﷺ বললেন- তোমাদের প্রত্যেকেরই অবস্থান জাহান্নামে নাকি জান্নাতে তা লেখা হয়ে গেছে।

সাহাবীগণ (রা) বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আমাদের লেখার উপর নির্ভর করে থাকবো না এবং আমল ছেড়ে দিব না?

রাসূল ﷺ বললেন- তোমরা আমল করতে থাক কেননা প্রত্যেক কে তাকে যার জন্য সৃষ্টি করা হয়ে উহার আমল করা সহজ করে দেয়া হবে। সুতরাং যে সৌভাগ্যবান তাকে সৌভাগ্যবানদের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে আর যে দূর্ভাগ্যবান তাকে দূর্ভাগ্যবানদের আমল করা সহজ করে দেয়া হবে।

অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলওয়াত করলেন-

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى- وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى-

অর্থ- অতএব যে দান করে এবং খোদাভীরু হয় এবং উত্তম বিষয় কে সত্য মনে করে।

# ৩০শ অধ্যায় : ফেতনা ও কিয়ামতের আলামত

## পাঠ-১ : ফেতনা থেকে সাবধানতা

**প্রশ্ন-৫১৩. আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল আছে?**

**উত্তর :** যাইনব বিনতে জাহ্‌শ থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- রাসূল ঘুম থেকে উঠলেন তখন তাঁর চেহারা লাল বর্ণ ছিল।

তিনি বললেন- আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, আরবের জন্য ধ্বংস অনিবার্য, ইয়াজুয মাজুযদের বিজয় দিন অতি নিকটে।

বলা হল- আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব অথচ আমাদের মধ্যে সৎকর্মশীলগণ আছেন।

রাসূল বললেন- হ্যাঁ যখন খারাপি বেড়ে যাবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কিয়ামতের পূর্বে ইয়জুয মাজুয বের হবে।

**প্রশ্ন-৫১৪. হে আল্লাহ রাসূল উহা কি?**

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে চারটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- বরকত কমে যাবে, নেক আমল কম হবে, কৃপণতা বেড়ে যাবে, ফেতনা দেখা দিবে এবং গণ্ড-গোল বেড়ে যাবে।

সাহাবীগণ বললেন- উহা কি?

রাসূল বললেন- হত্যা হত্যা।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় আখেরী যামানায় বরকত কমে যাবে, নেক আমল কম হবে, কৃপণতা বেড়ে যাবে, ফেতনা দেখা দিবে এবং গণ্ড-গোল ও খুন খারাবি বেড়ে যাবে।

**প্রশ্ন-৫১৫. আপনার অভিমত কি যার উট, ছাগল ও জমি কোনটিই নেই সে কি করবে?**

**উত্তর :** আবু বাকরা থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল ﷺ বললেন- অতি নিকটে পাপের ফেতনা শুরু হবে সেই সময় ফেতনাতে হেঁটে যাওয়া ব্যক্তি থেকে বসে থাকা ব্যক্তি উত্তম হবে আর বসে থাকা ব্যক্তি ফেতনাতে দৌড়ে যাওয়া ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। সাবধান যখন তা হবে তখন যার উট থাকবে সে তার উট নিয়ে ব্যস্ত থেকো আর যার ছাগল থাকবে সে তার ছাগল নিয়ে ব্যস্ত থেকো আর যার জমিন থাকবে সে তা চাষ করা নিয়ে ব্যস্ত থেকো।

একলোক বলল- আপনার অভিমত কি যার উট, ছাগল ও জমি কোনটিই নেই সে কি করবে?

রাসূল ﷺ বললেন- সে তার তরবারি দ্বারা পাথরে গর্ত করবে তারপর সে নিজে কে সম্ভব হলে ফেতনা থেকে রক্ষা করবে।

হে আল্লাহ আমি পৌছে দিয়েছি? হে আল্লাহ আমি পৌছে দিয়েছি? হে আল্লাহ আমি পৌছে দিয়েছি?

একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি তা অপছন্দ করি তারপরও আমাকে জোর করে তাদের কোন এক দলে নিয়ে যাওয়া হয় তারপর কোন ব্যক্তি আমাকে তার তরবারি বা বর্শা দ্বারা হত্যা করে, তাহলে?

রাসূল ﷺ বললেন- সে নিজের ও তোমার গুনাহ্ নিয়ে ফিরবে এবং জাহান্নাম বাসী হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস দ্বারা জানা যায় যখন মুসলমানদের মাঝে ফিতনা শুরু হবে তখন রাসূল ﷺ আদেশ দিলেন ফিতনাতে না গিয়ে নিজ কর্মে ব্যস্ত থাকতে। তারপর ও যদি কেউ জোর করে হত্য করতে আসে তাহলে হত্যাকারী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

**প্রশ্ন-৫১৬. হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি যদি কোন ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়ায় তাহলে?**

**উত্তর :** সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস رضي الله عنه থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অভিমত কি যদি কোন ব্যক্তি আমার ঘরে প্রবেশ করে এবং আমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়ায় তাহলে?

রাসূল ﷺ বললেন- তুমি আদমের ছেলের মত হও যে বলেছে-

Contents



لَئِنْ بَسَطْتَ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ۔

অর্থ- যদি তুমি আমার দিকে হত্যা করতে হাত বাড়াও আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য হাত বাড়াবো না।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন মুসলিমের উচিত না অন্য মুসলিম কে আগ বাড়িয়ে হত্যা করতে যাও।

**প্রশ্ন-৫১৭. ইহা হত্যাকারীর প্রতিদান তাহলে হত্যাকৃত কি হল?**

**উত্তর :** আবু বকরতা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তিনটি সহীহ্ কিতাবে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- যখন দুই মুসলমান তরবারি নিয়ে মুখা-মুখী হয় তখন তারা উভয়ে জাহান্নামী।

বলা হল- ইহা হত্যাকারীর প্রতিদান তাহলে হত্যাকৃত কি হল?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- সে তার সাথী ভাইকে হত্যা করতে ইচ্ছা করেছে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় দুই মুসলমান যদি একে অপর কে হত্যা করার জন্য মুখা-মুখী হয় তাহলে তারা উভয়ে জাহান্নামী। কেননা হত্যাকারী তো হত্যা করার কারণে জাহান্নামী আর যে হত্যাকৃত সে তার মুসলমান ভাই কে হত্যা করার ইচ্ছা করেছে তাই সেও জাহান্নামী।

**প্রশ্ন-৫১৮. হে আল্লাহর রাসূল! ফেতনার সময় উত্তম মানুষ কে?**

**উত্তর :** ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! ফেতনার সময় উত্তম মানুষ কে?

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- যে পদাতিক সৈন্য নিজের অধিকার আদায় করে এবং আল্লাহর ইবাদত করে এবং ঐ লোক যে শত্রুর শঙ্কায় ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনে ছুটে এবং শত্রুরা ও তাকে ভয় করে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় যে তার অধিকার আদায় করে এবং আল্লাহর ইবাদত করে। আর ঐ লোক যে শত্রুর শঙ্কায় ঘোড়ার লাগাম ধরে সামনে ছুটে এবং শত্রুরা ও তাকে ভয় করে।

**প্রশ্ন-৫১৮. কিভাবে সে নিজে কে অপমান করলো?**

**উত্তর :** ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন- কোন মুমিনের উচিত নই নিজেকে অপমান করা।

সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বললেন- কিভাবে সে নিজে কে অপমান করলো?

রাসূল বললেন- সে কাজ মোকাবেলা করতে পারবে না সে কাজের মোকাবেলা করতে যাওয়া।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন মুসলমান যে কাজের মোকাবেলা করতে পারবে না সে কাজের মোকাবেলা করতে যাওয়া মানে সে নিজেকে অপমানিত করল।

## পাঠ-২ : ফিতনার প্রকার

### প্রশ্ন-৫১৯. হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তা হবে?

**উত্তর :** আবু হুরায়রা থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- ঐ দিন পর্যন্ত দুনিয়া ধ্বংস হবে যে দিন হত্যাকারী জানবে না সে কেন হত্যা করছে আর হত্যাকৃত জানবে না কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে।

বলা হল- হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে তা হবে?

রাসূল বললেন- গণ্ড-গোলে, হত্যাকারী ও হত্যাকৃত উভয়ে জাহান্নামে।

**উপকারীতা :** এত বেশি বিশৃঙ্খলা হবে যে হত্যাকারী জানবে না কেন সে হত্য করছে আর হত্যাকৃত ব্যক্তি জানবে না কেন তাকে হত্যা করা হয়েছে।

### প্রশ্ন-৫২০. হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের কে কি আদেশ দিচ্ছেন?

**উত্তর :** আব্দুল্লাহ থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- নিশ্চয়ই তোমরা আমার পরে এমন কিছু বিষয় দেখবে যা তোমরা অপছন্দ করবে।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের কে কি আদেশ দিচ্ছেন?

রাসূল বললেন- তোমরা তাদের অধিকার আদায় করে দাও এবং তোমাদের অধিকার আল্লাহর কাছে চাও।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় আমির উমারার থেকে এমন কাজ প্রকাশিত হবে যা মুসলমানেরা অপছন্দ করবে। তখন রাসূল (সা)

মুসলমানাদের করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন তারা তাদের আমির উমারার অধিকার আদায় করে দেয় এবং নিজেদের অধিকার আল্লাহর কাছে চায়।

**প্রশ্ন-৫২১. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নজ্‌দেও?**

**উত্তর :** ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- হে আল্লাহ আমাদের সিরিয়াতে আমাদের কে বরকত দান করুন, হে আল্লাহ আমাদের ইয়ামেনে বরকত দান করুন।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের নজদেও।

আমার ধারণা তিনি তৃতীয়বার বলেছেন- সেখানে ভূমিধ্বস্ ও ফেতনা শুরু হবে, সেখান থেকে শয়তানের নেতা বের হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় নজ্‌দ থেকে ভূমিধ্বস ও ফেতনা শুরু হবে এবং সেখান থেকে শয়তানের নেতা বের হবে।

**প্রশ্ন-৫২২. হে আল্লাহর রাসূল! তাদের আমলামত কি?**

**উত্তর :** আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল (সা) বললেন- অচিরেই আমার আমার উম্মতের মাঝে মতানৈক্য ও দল উপদলে ভাগ দেখা যাবে, এমন জাতি যারা কথা বলবে সুন্দর কিন্তু কাজ কারবে খারাপ, তারা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালী থেকে অতিক্রম করবে না, তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, তারা তা থেকে ফিরে আসবে না এমন কি তারা মুরতাদ হয়ে যাবে, তার জন্য সুসংবাদ যে তাদের কে হত্যা করবে এবং তাদের হাতে নিজে হত্যাকৃত হবে, তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে ডাকবে কিন্তু তাদের কিতাবের কিছুই থাকবে না, যে তাদের সাথে জিহাদ করবে সে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী।

সাহাবীগণ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! তাদের আমলামত কি?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- মাথা মুণ্ডন।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর পরে তাঁর উম্মতের মাঝে অনেক মতানৈক্য ও দল উপদলে বিভক্ত হবে। যারা

Contents



কোরআনের কথা বলবে কিন্তু তাদের মাঝে কোরআনের কোন কিছুই থাকবে না।

**প্রশ্ন-৫২৩. হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কখন হবে?**

**উত্তর :** ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- এই উম্মতের মধ্যে ভূমিধ্বস্ ও আকৃতি পরিবর্তন হবে এবং পাথর নিক্ষেপ হবে।

মুসলমান থেকে একলোক বলল- হে আল্লাহর রাসূল! ইহা কখন হবে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -বললেন- যখন গান বাদ্য, অনর্থক কাজের যন্ত্র বেড়ে যাবে এবং মদ পান করা হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় গান বাদ্য ও অনর্থক কাজের যন্ত্র বেড়ে যাবে এবং অধিক হারে মদ পান করা হবে।

**প্রশ্ন-৫২৪. হে আল্লাহর রাসূল! তার কি হবে যে অছন্দকারী ছিল?**

**উত্তর :** উবাইদুল্লাহ বিন আল কুবতীয়া বললেন- আমি, হারিস বিন রবীয়া ও আব্দুল্লাহ্ বিন সফওয়ান উম্মে সালমার নিকটে প্রবেশ করেছি, তাঁকে আমরা যে সৈন্যবাহিনী ধ্বসে যাবে উহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খেলাফতের যুগ ছিল।

উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- একলোক তার বাড়িতে আশ্রয় নিবে কিন্তু তাকেও দলে জোর করে নিয়ে যাওয়া হবে, তারা যখন বায়দা নামক জায়গা আসবে তখন জমিন তাদের কে নিয়ে ধ্বসে পড়বে।

আমি বললাম- হে আল্লাহর রাসূল! তার কি হবে যে অছন্দকারী ছিল?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তাদের কে নিয়ে জমিন ধ্বসে পড়বে কিন্তু তাদের কে তাদের নিয়ত অনুসারে উঠানো হবে।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় কোন জমিন যখন ধ্বসে পড়বে তখন ভালো খারাপ সবাই কে নিয়ে ধ্বসে পড়বে কিন্তু কিয়ামতের দিনে প্রত্যেকে নিয়ত অনুসারে উঠানে হবে। যদি কেউ ভালো হয় সে ভালো অবস্থায় উঠবে আর যে খরাপ সে খারাপ অবস্থায় উঠবে।

## পাঠ-৩ : দাজ্জালের আবির্ভাব

**প্রশ্ন-৫২৫. হে আল্লাহর রাসূল! আরবরা তখন কোথায় থাকবে?**

**উত্তর :** উম্মে শরীক রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে ইমাম মুসলিম ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।

রাসূল বললেন- মানুষ অবশ্যই দাজ্জাল থেকে পালায়ন করবে পাহাড়ের দিকে।

উম্মে শরীক রাদিআল্লাহু আনহা বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আরবরা তখন কোথায় থাকবে?

রাসূল বললেন- তারা সংখ্যায় কম হবে।

**উপকারীতা :** দাজ্জাল সর্বপ্রথম পূর্ব দিক থেকে আবির্ভাব করবে তার সে জাজিরাতুল আরবে দিকে যাবে এবং মক্কা মদীনায় প্রবেশ করতে চাইবে কিন্তু ফেরেশতারা তাকে ফিলিস্তীনের দিকে ফিরিয়ে দিবে এরপর সে লাদ্দা নামক জায়গা ধ্বংস হবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

### প্রশ্ন-৫২৬. হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অন্তর তখন কেমন হবে আজকের মত?

**উত্তর :** আবু উবাদা থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেন, রাসূল আমাদের নিকটে দাজ্জালে বৈশিষ্ট বর্ণনা করতেছিলেন তারপর বললেন- সম্ভবত যে আমাকে দেখেছে অথবা আমার কথা শুনেছে সে ইহা পাবে।

সাহাবীগণ বললেন- হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অন্তর তখন কেমন হবে আজকের মত?

রাসূল বললেন- ইহার থেকে উত্তম।

**উপকারীতা :** এই হাদীস থেকে জানা যায় দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়ার পর মুসলমানদের ঈমান সাহাবীদের ঈমানের মত হবে অথবা আরো উত্তম ঈমানদার হবে।

### প্রশ্ন-৫২৭. কখন কিয়ামত কায়েম হবে?

**উত্তর :** আনাস থেকে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, একলোক রাসূল (সা) কে জিজ্ঞাসা করল- কিয়ামত কখন হবে? তখন তার হাতে একটি বাচ্চা ছিল যার নাম মুহাম্মাদ।

রাসূল বললেন- যদি বেঁচে থাকে সম্ভবত সে বার্ধক্য কে পৌছাবে না এমন কি তখন কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

**উপকারীতা :** এখানে কিয়ামত দ্বারা সম্ভবত প্রশ্নকারীর মৃত্যু কে উদ্দেশ্য করা হয়ে কেননা প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু তার জন্য কিয়ামত।

◆ ◆ ◆

Contents

# পিস পাবলিকেশনের বইসমূহ

| ক্র/নং | বইয়ের নাম | মূল্য |
|---|---|---|
| ১. | THE GLORIOUS QURAN (আরবি, বাংলা, ইংরেজি) | ১২০০ |
| ২. | VOCABULARY OF THE HOLY QURAN | ২০০ |
| ৩. | মা | ১২০০ |
| ৪. | আল কুরআনের অভিধান (লুগাতুল কুরআন) | ২২৫ |
| ৫. | Leadership (নেতৃত্ব প্রদান) -সুলাইমান বিন আওয়াদ কিয়ান | ৬০০ |
| ৬. | কিতাবুত তাওহীদ -মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব | ১৫০ |
| ৭. | বিষয়ভিত্তিক সিরিজ- ১কুরআন ও হাদীস সংকলন -মো: রফিকুল ইসলাম | ৪০০ |
| ৮. | লা-তাহযান হতাশ হবেন না -আয়িদ আল কুরনী | ৪০০ |
| ৯. | বুলূগুল মারাম -হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী (রহ:) | ৫০০ |
| ১০. | শব্দে শব্দে হিসনুল মুমিনীন -সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী | ৯০ |
| ১১. | রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাসি-কান্না ও যিকির -মোঃ নূরুল ইসলাম মণি | ২১০ |
| ১২. | নামাজের ৫০০ মাসয়ালা -ইকবাল কিলানী | ১৬০ |
| ১৩. | মুত্তাফাকুকুন আলাইহি | ৯০০ |
| ১৪. | ৩৬৫ দিনের ডায়েরী- কুরআন হাদীস ও দুয়া -মো ঃ রফিকুল ইসলাম | ২৫০ |
| ১৫. | আর-রাহেকুল মাখতূম | ৭০০ |
| ১৬. | রাসূল ﷺ-এর প্র্যাকটিকাল নামায -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আততুওয়াইজিরী | ২২৫ |
| ১৭. | রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ যেমন ছিলেন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম | ১৪০ |
| ১৮. | বিবাহ ও তালাকের বিধান -মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী | ২২৫ |
| ১৯. | রাসূল ﷺ-এর ২৪ ঘন্টা -মো : নূরুল ইসলাম মণি | ৪০০ |
| ২০. | নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায় -আল বাহি আল খাওলি | ২১০ |
| ২১. | জান্নাতী ২০ (বিশ) রমণী -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম | ২০০ |
| ২২. | আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ | ৩০০ |
| ২৩. | রাসূল ﷺ সম্পর্কে ১০০০ প্রশ্ন -সাইয়্যেদ মাসুদুল হাসান | ১৪০ |
| ২৪. | সুখী পরিবার ও পারিবারিক জীবন -মুয়াল্লীমা মোরশেদা বেগম | ২২০ |
| ২৫. | রাসূল ﷺ-এর লেনদেন ও বিচার ফয়সালা -মো: নূরুল ইসলাম মণি | ২২৫ |
| ২৬. | জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা -ইকবাল কিলানী | ২২৫ |
| ২৭. | মৃত্যুর পর অনন্ত যে জীবন (মৃত্যুর আগে ও পরে) -ইকবাল কিলানী | ২২৫ |
| ২৮. | দাম্পত্য জীবনে সমস্যাবলীর ৫০টি সমাধান - আব্দুল হামীদ ফাইজী | ১২০ |
| ২৯. | ইসলামী দিবসসমূহ ও কার চাঁন্দের ফযিলত - মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম | ১৮০ |
| ৩০. | কুরআন পড়ি কুরআন বুঝি, আল কুরআনের সমাজ গড়ি -ইকবাল কিলানী | ২০০ |
| ৩১. | লোকমান (আ.)-এর উপদেশ হে আমার সন্তান ! -মো: রফিকুল ইসলাম | ১৩০ |
| ৩৩. | ফেরেশতারা যাদের জন্য দোয়া করেন -ড. ফযলে ইলাহী (মক্কী) | ৭৫ |
| ৩৪. | জাদু টোনা, জ্বীনের আছর, ঝাঁর-ফুঁক, তাবীজ কবজ -আবুল কাসেম গাজী | ১৬০ |
| ৩৫. | আল্লাহর ভয়ে কাঁদা -শায়খ হুসাইন আল-আওয়াইশাহ | ৯০ |
| ৩৬. | আল-হিজাব পর্দার বিধান -মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন | ১২০ |
| ৩৭. | মদিনা সনদ ও বাংলাদেশের সংবিধান -মো: রফিকুল ইসলাম | ১৪০ |
| ৩৮ | পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মদ (স) -মাওঃ আ: ছালাম মিয়া | ২৫০ |

Contents